বাবা সাহেব

ড: আম্বেদকর

রচনা-সম্ভার

বাবা সাহেব

ড. আম্বেদকর রচনা-সম্ভার

বাংলা সংস্করণ

চতুর্বিংশতি খণ্ড

বাবা সাহেব ড: আম্বেদকর

জন্ম : ১৪ এপ্রিল, ১৮৯১ মহা-পরিনির্বাণ : ৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৬

'ভারতীয় দণ্ডবিধি সংহিতা পরিভাষিত করে নানাবিধ অপরাধকে, যথা চুরি, হত্যা, প্রতারণা ইত্যাদি সব মিলিয়ে প্রায় ৪০০। যা সঠিক হবে, খুব পূববর্তী হবে না, আবার সংকীর্ণও হবে না, এমন সংজ্ঞাগুলির রচনার কাজটি কঠিন ছিল, এবং সংহিতার রচয়িতারা আপ্রাণ চেষ্টা করেও সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সেগুলিকে অত্যন্ত বিস্তৃত করার ভুলটি তাঁরা অবশ্য করেছেন। যার ফলে, ব্যতিক্রমগুলি আইনসিদ্ধ করে তাঁরা এই সংজ্ঞাগুলিকে সীমাবদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করেছিলেন। এই ব্যতিক্রমগুলির কয়েকটি সংহিতা কর্তৃক পরিভাষিত সকল অপরাধগুলিতে সমভাবে বর্তমান। অন্যান্য ব্যতিক্রমগুলি বিশেষ বিশেষ অপরাধ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে প্রযোজ্য।'

ড. ভীমরাও আম্বেদকর
'প্রমাণের ভার' থেকে

AMBEDKAR RACHANA - SAMBHAR
(Collected works of Dr. Ambedkar in Bengali)
Volume - 24
Total No. of Pages : 400

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০০০
First Published : December, 2000

প্রচ্ছদ : বিশ্বনাথ মিত্র

প্রকাশক :
ড: আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক,
ভারত সরকার,
নতুন দিল্লি

Published by
Dr. Ambedkar Foundation.
Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India.
New Delhi.

লেজার টাইপ সেটিং এবং প্রিন্টিং
ইমেজ গ্রাফিক্স,
৬২/১, বিধান সরণি,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

দাম :
সাধারণ সংস্করণ : ৪০ টাকা (Rs. 40/-)
শোভন সংস্করণ : ১০০ টাকা (Rs. 100/-)

বিক্রয় কেন্দ্র :
ড: আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
২৫, অশোক রোড,
নতুন দিল্লি - ১১০ ০০১

পরিবেশক :
পিপলস্ এডুকেশন সোসাইটি,
সি-এফ, ৩৪২, সেক্টর-১,
সল্ট লেক সিটি,
কলকাতা - ৭০০ ০৬৪.

পরামর্শ পরিষদ

শ্রীমতী মানেকা গান্ধী
মাননীয়া সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী
ভারত সরকার

আশা দাস, আই. এ. এস
সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক
ভারত সরকার

ডি. কে বিশ্বাস, আই. এ. এস
অতিরিক্ত সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক
ভারত সরকার

শ্রী এস কে পাণ্ডা
যুগ্ম সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক
ভারত সরকার
সদস্য সচিব, ড: আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

শ্রীমতী কৃষ্ণা ঝালা, আই. এ. এস
সচিব, তফসিলি জাতি ও আদিবাসী
কল্যাণ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ড: ইউ. এন. বিশ্বাস, আই. পি. এস
যুগ্ম নিদেশক (পূর্ব) এবং স্পেশাল আই. জি. পি
কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো, ভারত সরকার

ড. এম. পি. জনসন
নিদেশক, ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

অধ্যাপক আশিস সান্যাল
সম্পাদক

আম্বেদকর রচনা-সম্ভার ঃ চতুর্বিংশতি খণ্ড

সংকলন : ইংরেজি ভাষায়
বসন্ত মুন

অনুবাদ : বাংলা ভাষায়
মহুয়া ভট্টাচার্য
স্বপন রায় চৌধুরি
অতীন্দ্রমোহন ঘোষ
শর্মিষ্ঠা সরকার
ড. সন্দীপ দাঁ

অনুমোদন : বাংলা ভাষায়
আশিস সান্যাল

মুখবন্ধ

ভারতের অসম সমাজ-ব্যবস্থা, পরাধীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার অসঙ্গতি, রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত, সব কিছুই বাবা সাহেব ড. আম্বেদকরের সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। তিনি যে-সব সমস্যাকে দেশের অগ্রগতির পরিপন্থী মনে করেছেন, সেই সব সমস্যার মূল কারণ পর্যালোচনা করে তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। দেশের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির যেমন তিনি প্রয়াস করেছেন, তেমনি তার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন একটি আন্তর্জাতিক রূপ। গভর্নমেন্ট ল' কলেজের ছাত্রদের জন্য ক্লাশে বক্তৃতার উদ্দেশ্যে যে-সব খসড়া তৈরি করেছিলেন, তা এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। আইন বিষয়ে আগ্রহীদের কাছে এগুলি খুব-ই মূল্যবান হিসাবে স্বীকৃতি পাবে।

আশা করি, এর বাংলা ভাষান্তর বাঙালি পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হবে।
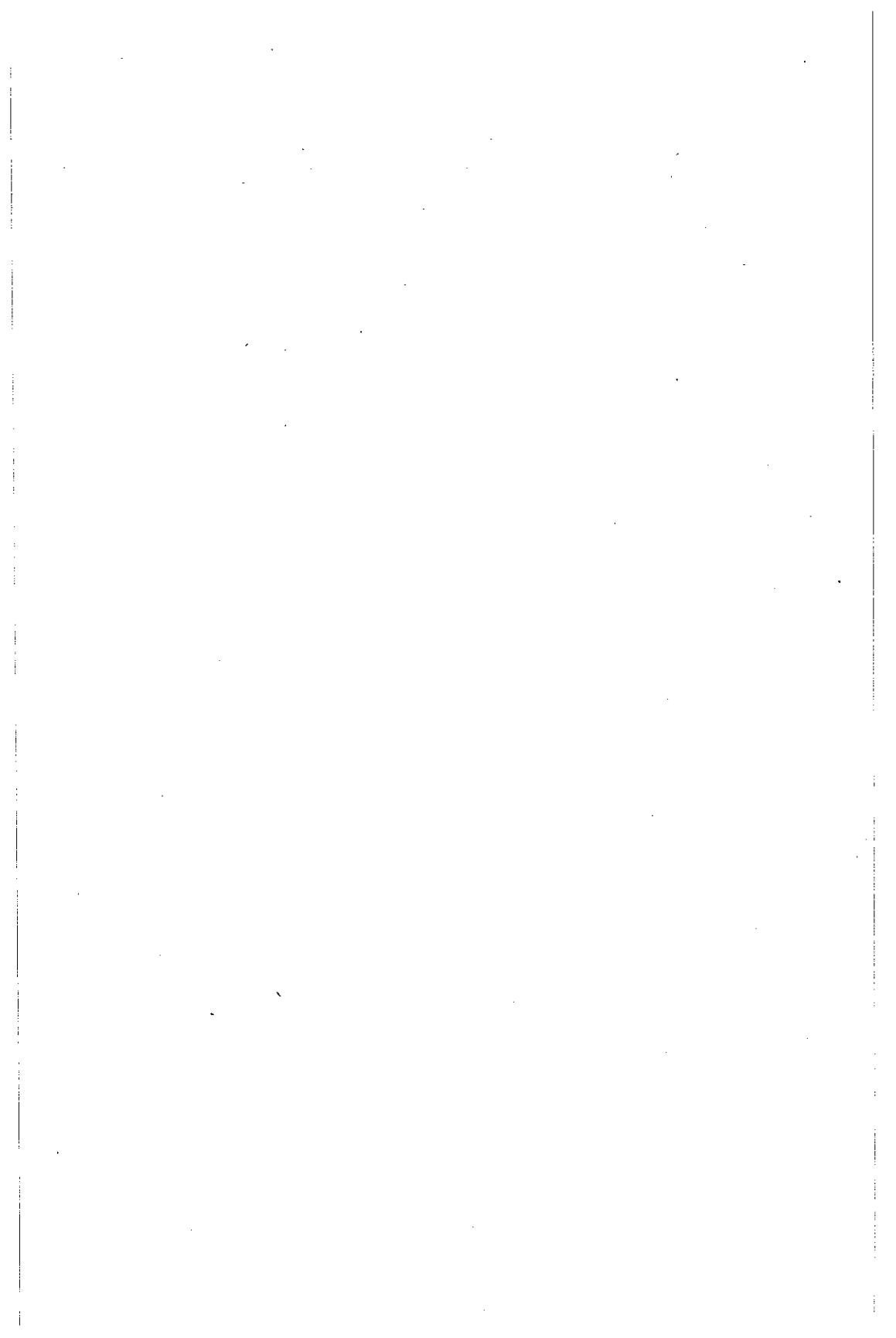
শ্রীমতী মানেকা গান্ধী
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী
ভারত সরকার

নতুন দিল্লি
ডিসেম্বর, ২০০০

সদস্য সচিবের কথা

বাবা সাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের অবদান ভারতের নব-জাগৃতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। যুগ যুগ ধরে শোষিত ও দলিত মানুষদের সামাজিক-আর্থনীতিক উন্নতির জন্য তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। শোষিত ও দলিত মানুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারেও তাঁর প্রয়াস ছিল নিরলস। দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রয়াস ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাবা সাহেবের স্বপ্নকে মূর্তরূপ দেবার জন্য ভারত সরকার 'আম্বেদকর ফাউন্ডেশন' স্থাপন করেছেন নিচে উল্লিখিত কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করতে।

(১) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুস্তকালয়, (২) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার, (৩) ড. আম্বেদকর বিদেশ-ছাত্রবৃত্তি, (৪) ড. আম্বেদকরের নামে অধ্যাপকপদ সৃষ্টি, (৫) ভারতীয় ভাষায় বাবা সাহেব ড. আম্বেদকরের রচনা ও বক্তৃতার অনুবাদ প্রকাশ, (৬) ড. আম্বেদকর আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং (৭) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় স্মারক (২৬, আলিপুর রোড, দিল্লি)।

এই কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলি রূপায়িত করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় মাননীয় কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধী এবং ভারত সরকারের উক্ত মন্ত্রকের সচিব আশা দাস বিভিন্ন সময়ে অমূল্য পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের কাছে প্রকাশ করছি আমার কৃতজ্ঞতা।

বাবা সাহেবের রচনা-সম্ভার হিন্দি সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করবার এই জাতীয় মহত্ত্বপূর্ণ উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করবার জন্য বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদক, অনুমোদক, সম্পাদক ও মুদ্রক নির্বাচনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার জন্য ভারতীয় ভাষায় বিভিন্ন খণ্ড প্রকাশে কিছুটা দেরি হয়েছে। এজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।
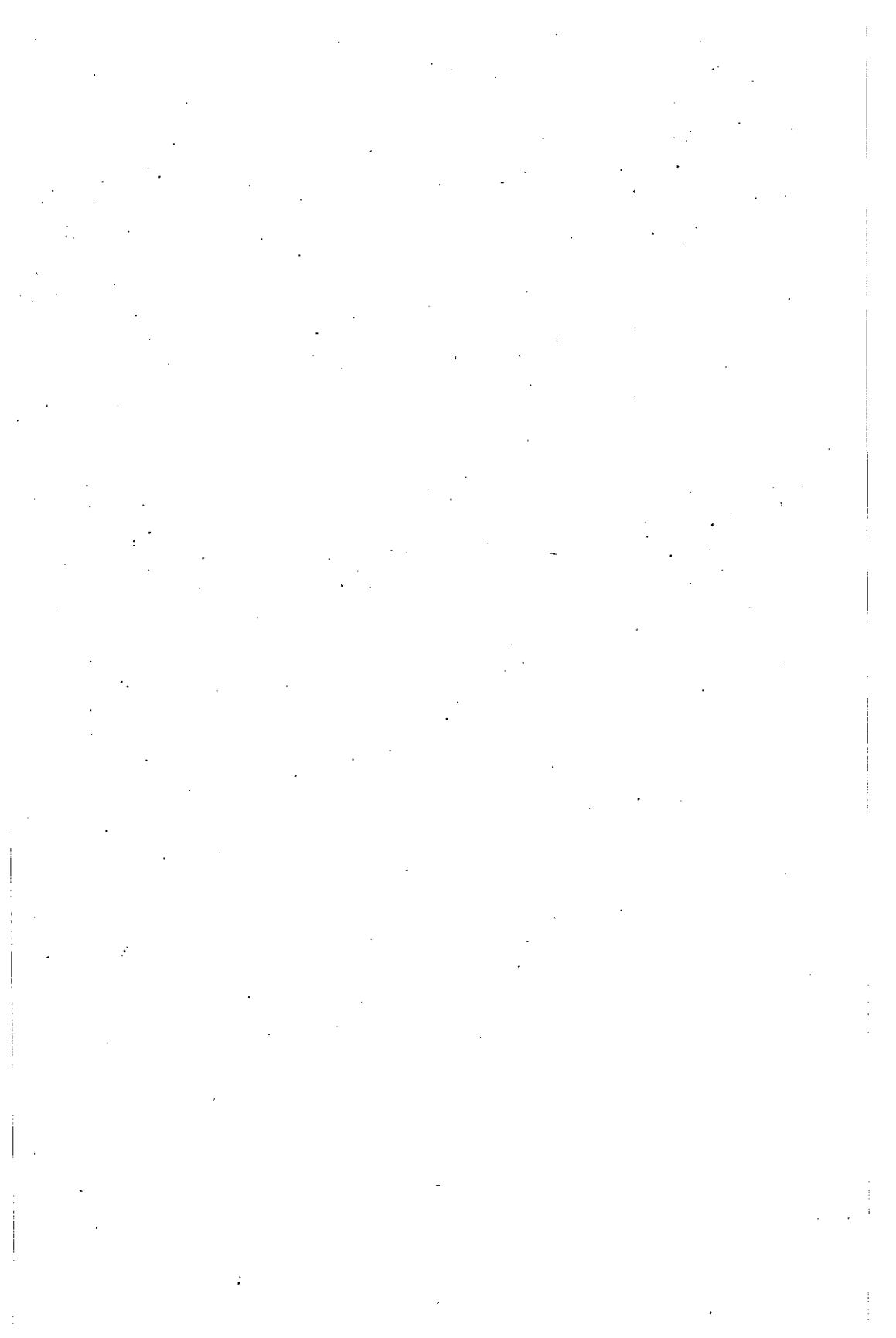
বাংলায় চতুর্বিংশতি খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুব-ই আনন্দিত এবং এর জন্য সম্পাদক শ্রী আশিস সান্যালকে অভিনন্দন জানাই। এ-ছাড়াও অনুবাদক, অনুমোদক এবং আরো যাঁরা এই কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমার অভিনন্দন।

ফাউন্ডেশন এর মধ্যেই ড. আম্বেদকরের যে সব রচনা-সম্ভার প্রকাশ করেছে, সেগুলি প্রশংসিত হওয়ায় আমি আনন্দিত। সব শেষে জানাই, রচনা-সম্ভার সম্বন্ধে পাঠকের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

ডি. কে. বিশ্বাস
সদস্য সচিব
ড: আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

ডিসেম্বর, ২০০০

সম্পাদকের নিবেদন

বাবা সাহেব ড. বি.আর. আম্বেদকরকে বলা যায় আধুনিক ভারতের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। দলিত শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর সংগ্রামের কথা আধুনিক ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। আইনবেত্তা হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম। আইন তাঁর কাছে কেবল কিছু বিধি-বদ্ধ শব্দের সমাহার ছিল না। আইন ছিল তাঁর কাছে জীবনবেদ—জীবনদর্শন। আলোচ্য খণ্ডে তাঁর আইন বিষয়ক কিছু রচনা সংকলিত হয়েছে। এই সব রচনার কয়েকটি বহুদিন অপ্রকাশিত ছিল। ড. আম্বেদকর প্রতিষ্ঠিত 'পিপলস্ এডুকেশন সোসাইটি, সেই সব অপ্রকাশিত রচনা মহারাষ্ট্র সরকারের শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজি সংস্করণে প্রকাশের অনুমতি দিয়ে ড. আম্বেদকর সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে।

এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলি অনুধাবন করলে দেখা যাবে, ড. আম্বেদকর তাঁর কর্মজীবনের সূচনা পর্বে ছিলেন ভীষণ পরিশ্রমী ও কর্তব্যনিষ্ঠ। সরকারি আইন কলেজের ছাত্রদের পড়াবার দায়িত্বটি তিনি পালন করেছিলেন খুব গুরুত্ব সহকারে। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তিনি উক্ত কলেজের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময়ে ছাত্রদের পড়াবার জন্য যে-সব খসড়া তৈরি করেছিলেন, আলোচ্য খণ্ডে তার অনেকগুলিই সংকলিত হয়েছে। আইন কলেজের অধ্যাপক হিসাবে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন : 'As a professor of Law, Dr. Ambedkar stands in contrast to the present fraternity of teachers and professors. Of course, those were the days when reading original text was mandatory. Extensive reading with understanding was sine-qua-non of success. There was no disturbances, visual or auditory in the like of television, radio or loudspeakers. At the same time there was the belief that scholarship or knowledge brought its own suceess.'

ড. আম্বেদকর ছিলেন সেই সময়ের এক দায়বদ্ধ অধ্যাপক। প্রতিটি খসড়াতেই তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ও নিষ্ঠার পরিচয় ফুটে উঠেছে। এই খণ্ডটি অনুবাদের ক্ষেত্রেও যতদূর

সম্ভব বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে যে-সব শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া যায় নি বা বাংলা প্রতিশব্দ প্রচলিত নয়, সেই সব ক্ষেত্রে মূল শব্দটিই রাখা হয়েছে।
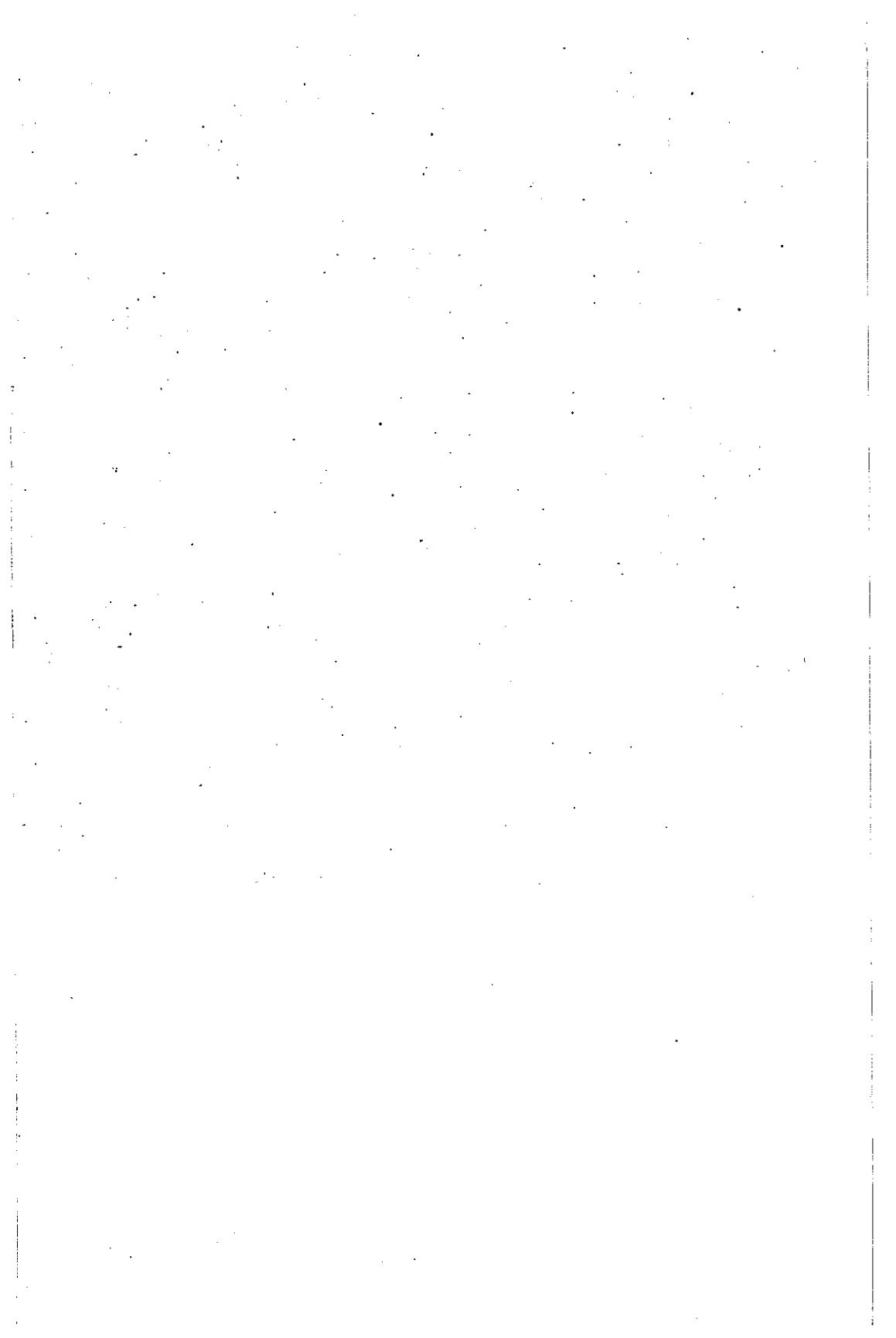
অন্যান্য খণ্ডের মতো এই খণ্ডটি প্রকাশের ক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধীর সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাই সহযোগিতার জন্য। এই সুযোগে অনুবাদকদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

কলকাতা
ডিসেম্বর, ২০০০
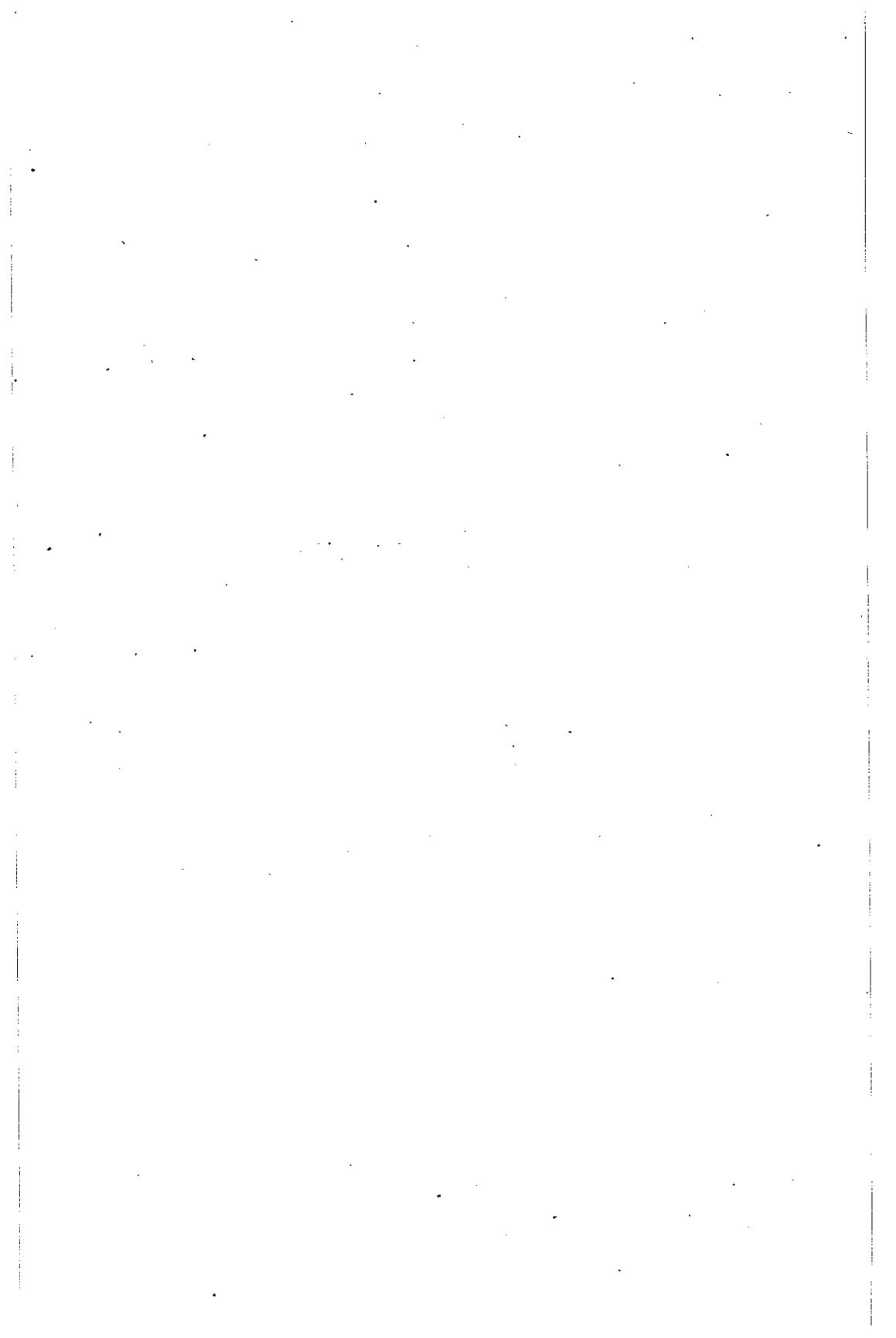
অধ্যাপক আশিস সান্যাল
সম্পাদক

সূচিপত্র

আইন বিষয়ক রচনা

অধ্যায় - ১

ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন

১। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ব্রিটিশ জাতিপুঞ্জের সাংবিধানিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে যে আইন তা কিছু অংশে বিধিবদ্ধ ও লিপিবদ্ধ করেছে ওয়েস্টমিনিস্টারের সংবিধি (The Statute of Westminister)।

২। স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশগুলির ক্ষেত্রে ওয়েস্টমিনস্টারের সংবিধির প্রয়োগ করা হয়ে থাকে এবং এই সংবিধি তাদের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠা করেছে। আমরা উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অর্থ বোঝার চেষ্টা করব। ওই বিষয়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার আগে আমরা জেনে নেব কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর।

I. (১) ডোমিনিয়ন কাকে বলে?

ডোমিনিয়ন হল সেই উপনিবেশ যাকে ওয়েস্টমিনিস্টারের সংবিধি দ্বারা স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

(২) উপনিবেশ কাকে বলে?

যুক্তরাজ্য (United Kingdom) ও ভারত ছাড়া অন্যান্য ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত অঞ্চলকে উপনিবেশ বলে।

(৩) ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত অঞ্চল কাকে বলে?

যুক্তরাজ্য ব্যাতীত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত যে, কোনও অঞ্চল যার ওপর সম্রাটের সার্বভৌম ক্ষমতা তাকেই ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত অঞ্চল বলে।

(৪) ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বলতে কী বোঝায়?

যেসব অঞ্চলের ওপর যুক্তরাজ্যের সম্রাটের সার্বভৌম ক্ষমতা অথবা সার্বভৌমত্বের সদৃশ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে সমগ্রভাবে সেই অঞ্চলকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বলা হয়। স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশ, যেখানে সম্রাটের সার্বভৌম ক্ষমতা বর্তমান এবং আশ্রিত রাজ্যসমূহ যাদের বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণ করেন সম্রাট, এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত।

জাতিসংঘ কর্তৃক প্রদত্ত পরিচালন কর্তৃত্ব সম্রাটের ওপর ন্যস্ত রয়েছে এমন অঞ্চলও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত।

II. ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন কী?

১। যদি আমরা ওয়েস্টমিনস্টারের সংবিধি কর্তৃক সূচিত সরকারের পদ্ধতির সঙ্গে আগেকার পদ্ধতির তুলনা করি তা হলেই বিষয়টি ভালভাবে বোঝা যাবে।

২। আগে যে পদ্ধতি কার্যকর ছিল তা দায়িত্বশীল সরকার নামে পরিচিত। সুতরাং প্রথম ধাপ হিসেবে আমাদের দায়িত্বশীল সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভালভাবে বুঝতে হবে।

৩। কেন কিছু কিছু উপনিবেশে দায়িত্বশীল সরকার এসেছিল এবং কেন অন্যগুলোতে আসে নি?

৪। ঔপনিবেশিক সরকারগুলি উপনিবেশের প্রকৃতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন।

৫। উপনিবেশগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—

(১) বসতি দ্বারা স্থাপিত উপনিবেশ।

(২) যুদ্ধ জয় বা চুক্তি অনুসারে অধিকার ত্যাগ করার মধ্য দিয়ে উপনিবেশ স্থাপন।

(১) বসতি দ্বারা স্থাপিত উপনিবেশ

(১) বসতি দ্বারা স্থাপিত উপনিবেশগুলিতে অপরিহার্যভাবেই দায়িত্বহীন প্রশাসক ও আইনসভার প্রতিনিধির মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল। শুরু হয়েছিল ক্ষমতার লড়াই।

(২) বিরোধ মেটাতে এইসব উপনিবেশে দায়িত্বশীল সরকারের প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল।

(৩) দায়িত্বশীল সরকারের প্রকৃতি।

বসতি দ্বারা স্থাপিত ঔপনিবেশগুলিতে রাজার ক্ষমতা ও অধিকার জয়ের মাধ্যমে স্থাপিত উপনিবেশগুলির তুলনায় অন্য রকম।

সেখানে সম্রাটের মর্যাদা যুক্তরাজ্যে তাঁর মর্যাদার অনুরূপ। 10 App. Calls 692 (744). সেখানে তাঁর কার্যনিবাহী ক্ষমতা রয়েছে, আদালত স্থাপনের অধিকার রয়েছে যদিও ধর্মীয় আদালত (Celesiastical Courts) স্থাপনের অধিকার নেই [3 Moo. P. C. 115. 1805; 1 Moo. P. I. C. C. 411, 1863]। কিন্তু আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তাঁর নেই। আইন প্রণয়নের জন্য—

(১) যুক্তরাজ্যের অনুরূপ প্রতিনিধি স্থানীয় কোনও আইন প্রণয়নকারী সংস্থা দ্বারা তা করতে হবে।

(২) যেখানে এইভাবে আইন প্রণয়ন করা অসুবিধাজনক সেখানে অন্য ধরনের সংবিধান স্থাপন করার অধিকার দিয়ে আইনসভার কর্তত্ব গ্রহণ করতে হবে।

(২) জয়ের মাধ্যমে স্থাপিত উপনিবেশ

এই ধরনের উপনিবেশে সম্রাটের আছে চরম ক্ষমতা। তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কার্যনির্বাহ, আইন প্রণয়ন ও বিচার সম্বন্ধীয় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। শুধু একটা শর্ত মানতে হয়—সেই ব্যবস্থা যেন সমগ্র ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত অঞ্চলের জন্য আইনসভায় অনুমোদিত কোনও আইনের পরিপন্থী না হয়।

কিন্তু কোনও প্রতিনিধিত্বমূলক আইন প্রদান করা হলে এই অধিকারের পরিসমাপ্তি ঘটে যদি না সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে সেই অধিকার রক্ষার কথা না থাকে। যদি সেই ক্ষমতা না রাখা হয় তা হলে সংবিধানগতভাবে অথবা সাধারণভাবে অ্যাক্ট অব পার্লামেন্টের আইনগত ক্ষমতার বলে তার পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। 1835 Kuapp. 130 (152) Jehson Vis Pura : 1932 A. C. 260.

১। ওয়েস্টমিনিস্টারের সংবিধি নিম্নলিখিত স্থানে প্রযোজ্য —

(১) দি ডোমিনিয়ন অব্ কানাডা

(২) দি কমনওয়েলথ অব্ অস্ট্রেলিয়া

(৩) দি ডোমিনিয়ন অব্ নিউজিল্যান্ড

(৪) দি ইউনিয়ন অব্ সাউথ আফ্রিকা

(৫) দি আইরিশ ফ্রি স্টেট

(৬) নিউ ফাউন্ডল্যান্ড

২। এই সংবিধি এইসব উপনিবেশকে ডোমিনিয়ন আখ্যা দিয়েছে এবং তাদের স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশের মর্যাদা দিয়েছে।

৩। ওয়েস্টমিনিস্টারের সংবিধির আগে এইসব উপনিবেশে দায়িত্বশীল সরকার ছিল।

দায়িত্বশীল সরকার ও স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

দায়িত্বশীল সরকারের কার্যপ্রণালী

(১) উপনিবেশ সংক্রান্ত ব্যাপারে ঔপনিবেশিক স্বশাসন দাবি।

(২) সম্রাটের আইনসভা কর্তৃক সীমাহীন সার্বভৌমত্ব দাবি।

এই দুটি দাবি পরস্পর বিরোধী। স্বশাসিত উপনিবেশ কথাটির মধ্যেই পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে।

এই প্রশ্নের সমাধানে দুটি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে—

(১) সাম্রাজ্যের সরকার এবং ঔপনিবেশিক সরকারের ক্ষমতা ভাগাভাগির ব্যবস্থা হয়েছিল কীভাবে?

(২) দু'পক্ষকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তার প্রয়োগ কীভাবে করা হত?

প্রস্তাবিত বিভাজনটি সাম্রাজ্যের এবং ঔপনিবেশিক আইনগত ক্ষমতা অনুসারে করা হয়নি।

ঔপনিবেশিক আইনে নিষিদ্ধ এমন আইন ছাড়া সমস্ত আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা ছিল ঔপনিবেশিক ক্ষমতার অন্তর্গত। তবে সাম্রাজ্যের সরকার তার কিছু কিছু না মঞ্জুর করতে পারতেন। অবশ্য এই না মঞ্জুর করা হত উপনিবেশের অধিকারের প্রশ্নে নয়, সাম্রাজ্যের কোন কোন স্বার্থের পরিপন্থী, এই যুক্তিতে।

সাম্রাজ্যের স্বার্থ কী তার কোনও লিখিত বর্ণনা নেই। কোন বিষয়টি সাম্রাজ্যের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত এবং কোনটি নয়, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল সাম্রাজ্যের সরকারের।

এই উপনিবেশের সংবিধানে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি ছিল —

(১) মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী গভর্নর ও গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করতেন সম্রাট।

(২) তাঁর মন্ত্রীদের পরামর্শ ছাড়াই গভর্নর জেনারেল কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন।

(৩) মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে সম্রাটের ইচ্ছেয় কোনও বিল স্থগিত রাখার অধিকার ছিল গভর্নর জেনারেলের।

(৪) সাম্রাজ্যের সরকারের পরামর্শে অনুমতি না দেওয়ার অধিকার সম্রাটের ছিল।

ওয়েস্টমিনস্টারের সংবিধির শর্তাবলী

১। ব্রিটিশ আইনসভা কর্তৃক স্বশাসিত উপনিবেশের আইন অগ্রাহ্য করার ক্ষমতাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

(১) কলোনিয়াল লজ ভ্যালিডিটি অ্যাক্ট বাতিল করা হয়েছে।

(২) স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশের আইনকে যুক্তরাজ্যের কোনও আইনকে বাতিল করার অধিকার দেওয়া হয়েছে, অবশ্য সেই আইনটি ওই উপনিবেশের অংশ হওয়া চাই।

২। ব্রিটিশ আইনসভার আইন প্রণয়নের সার্বভৌম ক্ষমতা সীমিত করা হয়েছে—

(১) ১৯৩১ সালের ১১ ডিসেম্বরের আইনসভা কর্তৃক গৃহীত কোনও আইন কোনও স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশের আইনের অংশ হিসেবে প্রযোজ্য বা বিবেচিত হবে না যতদিন না সেই আইনে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হবে যে, সেই উপনিবেশের অনুরোধেই ওই আইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

(২) সিংহাসনের উত্তরাধিকার কিংবা সম্রাটের উপাধি সংক্রান্ত আইনের কোনও পরিবর্তনের জন্যে স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশ তথা যুক্তরাজ্যের আইনসভার সম্মতির প্রয়োজন।

(৩) সংবিধি নিম্নলিখিত শর্তগুলির কোনও পরিবর্তন করে নি—

(১) গভর্নর জেনারেলের নিয়োগ।

(২) বিল স্থগিত রাখা।

(৩) বিল অনুমোদন না করার অধিকার।

কিন্তু একটা বড় পরিবর্তন এল এইসব অধিকারের প্রয়োগের ক্ষেত্রে।

সম্রাটকে পরামর্শ দেওয়ার অধিকার।

স্বায়ত্তশাসন মানে সার্বভৌমত্ব নয়।

২। এখানে যুক্তরাজ্যের সংবিধান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩। ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হবে না। আশ্রিত বা কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলসমূহ সম্পর্কেও নয়।

৪। শুধুমাত্র উপনিবেশগুলির সাংবিধানিক সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।
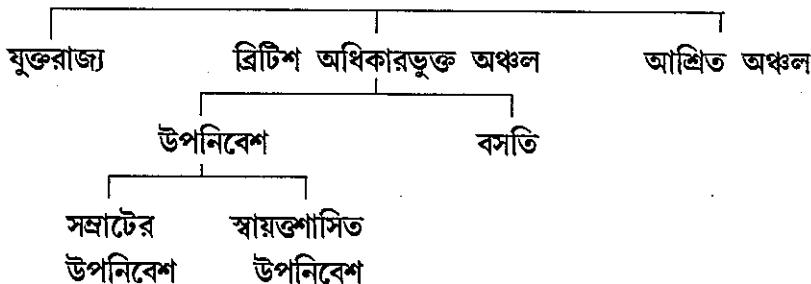
৫। উপনিবেশগুলি কীভাবে প্রাপ্ত হয়েছে তার ওপর নির্ভর করে সাংবিধানিক সংগঠনগুলি ভিন্ন ভিন্ন।

৬। দুটি পদ্ধতি—

(১) বসতি স্থাপন।

(২) জয় অথবা চুক্তির মাধ্যমে অধিকার ত্যাগ।

স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশ

১। ১৯২৫ সালে স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশ দফতরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। উপনিবেশ দফতর থেকে স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশ দফতর চলে এসেছিল স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশগুলি দেখাশোনার দায়িত্ব।

২। প্রথম দিকে স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশ ও উপনিবেশের সম্পাদকীয় দায়িত্ব ছিল একই মন্ত্রীর ওপর কিন্তু ১৯৩০ সালে স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশ [অর্থাৎ বাসুতোল্যাণ্ড, বেচুনাল্যাণ্ড, আশ্রিত সোয়াজিল্যাণ্ড] বহির্দেশীয় বসতি ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজকর্ম করে (দ্রঃ Sir G. V. Fiddes—The Dominions and the Colonial Offices)।

ওল্ড হালসবারি ১ পৃষ্ঠা ৩০৩

৬৬২। সম্রাটের অধীনস্ত স্বায়ত্তশাসিত এলাকাগুলি হল—

(ক) যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাজ্য ব্যতীত যে, কোনও উপনিবেশ, বাগিচা, দ্বীপ, যা সম্রাটের অধীনে রয়েছে।

(Naturalisation Act, 1870, 33 Ne. C 145.17)

(খ) রাজকুমারের এলাকাভুক্ত স্থান। সেই অঞ্চল সম্পর্কিত বিষয়ে তিনি ইংল্যাণ্ডের সম্রাটের অধীনস্ত।

[Crow and Ramsay (1670) Vangh. 281]

(গ) ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ এবং সাধারণের জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য জাহাজ (Parliament Vis Belge. (1880) 5 P.D. 197)।

(ঘ) বহির্সমুদ্রে [1870 S.R. 6 Q. B. 31. Marshall Vis. Murgatryod] এবং সম্ভবত অন্য কোনও দেশের সমুদ্রাঞ্চলেও [Compare R Vis carr and Wilson (1882) 10 Q. B. D 76] কর্মরত ইংরেজ বণিক।

হালসবারি ১০. পৃষ্ঠা ৫০৩ প্যারা ৮৫৬

১। ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত কথাটির অর্থ যুক্তরাজ্য ছাড়া মহামান্য সম্রাটের অধীনস্ত অঞ্চলের যে, কোনও অংশ, এবং যেখানে ওই ধরনের অঞ্চলের অংশ কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় উভয় আইনের অধীনে রয়েছে যেখানে কেন্দ্রীয় আইনসভার অধীনস্ত অংশগুলি ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। [Interpretation Act 1889 (5-2 and 5-3 Vict. C. 63) 5. 18 (2)]

২। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও ইংরেজ অধিকৃত ভারত ব্যতীত মহামান্য সম্রাটের এলাকার যে-কোনও অংশ এবং যেখানে ওই অঞ্চলের অংশসমূহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় উভয় আইনের অধীনস্ত যেখানে কেন্দ্রীয় আইনের অধীনস্ত সমস্ত অংশ একটি উপনিবেশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩। ব্রিটিশ সেটলমেন্টের অর্থ যে-কোনও ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত অঞ্চল যা জয় বা চুক্তি দ্বারা অধিকার ত্যাগের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করা হয়নি এবং সাময়িকভাবে কোনও ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত অঞ্চলের আইনের অধিকারভুক্ত নয়। [British Settlement Act, 1887 (50-51 Vic. C. 54) S.6].

৪। 'Dependencies' বা 'অধীনস্ত অঞ্চল' বলতে সেইসব স্থানকে বোঝায় যাদের রীতিসিদ্ধভাবে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করা হয়নি, সুতরাং কঠোরভাবে বলতে গেলে তা বিদেশি অঞ্চল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা গ্রেট ব্রিটেন দ্বারা শাসিত এবং তার দ্বারাই ওই অঞ্চলের বৈদেশিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত। তাদের বেশির ভাগই 'আশ্রিত অঞ্চল' অর্থাৎ ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের ছত্রছায়ায় রক্ষিত। সাইপ্রাস ও উইহাইউই বিদেশি

এলাকা যাদের গ্রেট ব্রিটেন বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে রেখেছে কিন্তু তাদের শাসন কার্য চলে Foreign Jurisdiction Act, 1890 অনুসারে, [53-54 Vic. C. 37] অন্যান্য আশ্রিত এলাকার মতো একই রীতিতে। দেশীয় রাজ্যসমূহ এবং সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত যে ভারত তাকে প্রায়শই আমাদের মহান অধীনস্ত অঞ্চল বলা হয়ে থাকে।

৫। সম্রাটের অধীনস্ত উপনিবেশগুলি হল সেইসব উপনিবেশ যেখানে সরকারচালনাকারী উচ্চপদস্থ অফিসারদের ওপর সম্রাটের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা হয় যে অফিসারের ওপর সরকার চালানোর ভার তাঁর ওপর থাকে (এস. এস. জিব্রাল্টার, অশান্তি, ভার্জিন আইল্যান্ডস, সেন্ট হেলেনা এবং বাসুতোল্যান্ড) অথবা তার প্রয়োগ করে একটি আইনসভা যেটি সম্পূর্ণভাবে অথবা অংশত সম্রাট কর্তৃক মনোনীত। অংশত হলে বাকি সদস্যরা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এই সভায় আসেন। সাতটি ব্যতিক্রম ব্যতীত, এইসব উপনিবেশে সম্রাট, ওই সভার আদেশবলে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নিজের হাতে রেখেছেন।

আশ্রিত অঞ্চলগুলি মহামান্য সম্রাটের এলাকাভুক্ত না হলেও সম্রাটের উপনিবেশের মতো করেই প্রশাসনের কাজ চালানো হয়।

ডোমিনিয়ন সেইসব উপনিবেশ যাদের নির্বাচন মারফত আইনসভা গড়ার অধিকার রয়েছে। কার্যনির্বাহী সংস্থা ওই সভার কাছে দায়িত্বশীল যেমন যুক্তরাজ্যে সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত একমাত্র অফিসারটি হলেন গভর্নর বা গভর্নর জেনারেল।

হালসবারি ১০. পৃষ্ঠা ৫২১

৮৮৫। Protectorate বা আশ্রিত শব্দটির কোনও আইনগত পরিভাষা নেই যদিও দুটি সাম্প্রতিক সংবিধিতে তার উল্লেখ রয়েছে। আশ্রিত অঞ্চলগুলি সঠিক অর্থে ব্রিটিশ এলাকা নয় কিন্তু একটা বোঝাপড়া থাকে যে, অন্য কোনও সভ্য শক্তি তাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। Foreign Jurisdiction Act, 1890-তে বা অন্যভাবে মহামান্য সম্রাটকে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে সেই অধিকারবলে কাউন্সিলে নির্দেশিত শর্তাবলী অনুযায়ী এই অঞ্চলগুলি শাসিত হয়।

হালসবারি ১৫. পৃষ্ঠা ৪২০

'ডোমিনিয়ন'-এর অর্থের সাম্প্রতিক ব্যবহার জানার জন্যে এই বইটি দেখুন —

R-Vis Crewe 1910 S. K. B. 576, 607, 622.

হালসবারি ৯. পৃষ্ঠা ১৬

যে যেখানেই থাক না কেন সম্রাটের কর্তৃত্ব সকল প্রজার ওপর। এবং তাঁর রাজত্বে থাকা বিদেশিদের ওপরেও। ব্রিটিশ আদালতের এক্তিয়ার বরং সীমায়িত। প্রথমত, আইনে স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডকে যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত করার যে চুক্তি রয়েছে তার দ্বারা; দ্বিতীয়ত, ন্যায়ের সনদ, সীলমোহর করা অনুমতিপত্র এবং বিশেষ বিশেষ উপনিবেশ সংক্রান্ত আইন দ্বারা; তৃতীয়ত, রায়কে কার্যকর করার ক্ষমতা না থাকলে কোনও ব্রিটিশ আদালত সেই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না, এই বিবেচনা দ্বারা।

প্রত্যেক বিশেষ আদালতের এক্তিয়ার যেইটুকু, যতটা সম্রাট তাঁকে দিয়েছেন এবং এই দেওয়াটা সম্পূর্ণ কারণ সম্রাট আদালতে অভিযুক্ত করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা নানা ধরনের আদালতের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছেন।

স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশগুলির উন্নয়ন

১। প্রথমে, সাম্রাজ্যের আইনসভা ও সরকারের অসীম সার্বভৌমত্বের দাবির কথা আমরা পাই লর্ড জন রাসেলের যৌক্তিক পরিণতিতে।

২। দ্বিতীয় দাবিটি হল ঔপনিবেশিক স্বশাসনের যাতে, বলা হয়েছে উপনিবেশগুলি নিজেদের ব্যাপার নিজেরাই দেখবে।

৩। তৃতীয়টি হল, উভয়ের মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা। স্বশাসিত অধীনতা কথাটির মধ্যেই এই বিরোধিতা রয়ে গেছে।

সমাধান

একদিকে, সাম্রাজের আইনসভা উপনিবেশকে কিছু কাজের অধিকার দিয়েছিল, যার মধ্যে ছিল, আইন প্রণয়নকারী সংস্থা কার্যনির্বাহক ও বিচারবিভাগের হাতে সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার। এই কাজের গণ্ডির মধ্যে উপনিবেশের হাতে ছিল সার্বভৌম ক্ষমতা।

অন্যদিকে, সাম্রাজ্যের আইনসভার হাতে ছিল প্রয়োজনবোধে উপনিবেশের অধিকারগুলিকে রদ করার বা সীমায়িত করার আইনগত ক্ষমতা। সেটা করা যেত উপনিবেশগুলির Constituent Act বাতিল করে বা সংশোধন করে কিংবা একটি Imperial Act গ্রহণ করে, যে অ্যাক্ট সুস্পষ্টভাবে উপনিবেশের এক্তিয়ারভুক্ত কোনও বিষয়ের ওপরও প্রযোজ্য।

দুটি প্রশ্ন— (১) ঔপনিবেশিক ও সম্রাটের মধ্যে কর্তৃত্বের ভাগ হত কেমন ভাবে? (২) প্রত্যেকটির ক্ষমতার প্রয়োগ পদ্ধতি কেমন ছিল?

(১) প্রস্তাবিত বিভাজনটি সম্রাট এবং উপনিবেশের আইনগত ক্ষমতা অনুসারে ছিল না।

সব আইন করতে হত ঔপনিবেশিক ক্ষমতার সীমার মধ্যে কিন্তু কিছু আইনের ওপর সম্রাটের নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করার অধিকার ছিল। সেটা এই কারণে নয় যে, তা ঔপনিবেশিক আইনের এক্তিয়ারভুক্ত নয় কিন্তু তা সম্রাটের কিছু সুনির্দিষ্ট স্বার্থের ক্ষতিসাধন করছে এই কারণে।

(২) বলা হয়েছিল যে সম্রাটের সম্ভাব্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি লিখিতভাবে নথিভুক্ত করা হোক। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এই বন্ধনের মধ্যে যেতে রাজি হয়নি [এবং অস্ট্রেলীয় বিলে শর্তগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।]

(৩) ঔপনিবেশ ও সম্রাটের কার্যকলাপের মধ্যে কীভাবে সমন্বয়সাধন করা হবে যাতে ভুল বোঝাবুঝি ও দ্বন্দ্ব এড়ানো যেতে পারে? সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল নিম্নলিখিত বিষয়ে—

(১) স্থগিত রাখার ক্ষমতা

(২) অনুমতি না দেওয়ার ক্ষমতা

(৩) গভর্নর জেনারেলের নিয়োগ

(৪) উপনিবেশগুলিতে দায়িত্বশীল সরকারের প্রকৃতি

(৫) ব্রিটিশ সরকারের সম্রাটকে পরামর্শ দেওয়ার অধিকার

(৬) কলোনিয়াল ল'জ ভ্যালিডিটি অ্যাক্ট ১৮৬৫

(৪) উপনিবেশে দায়িত্বশীল সরকারের প্রকৃতি।

সরকারের কার্যনির্বাহের ভার ন্যস্ত ছিল গভর্নরের ওপর। আইন দ্বারা মনোনীত সদস্য ছাড়াও তিনি যাঁদের যোগ্য বলে মনে করেন তাঁদের সদস্য নিযুক্ত করতে পারতেন। একটি বা দুটি ক্ষেত্রে সংবিধানের আইন অনুযায়ী মন্ত্রীদের কার্যনির্বাহী সভার সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল কিংবা সদস্যদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইনসভার যে-কোনও কক্ষের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। কোনও ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র মন্ত্রীদের দ্বারাই কার্যনির্বাহী সভা গঠিত হত না।

কার্যনির্বাহী সভায় মন্ত্রীরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারতেন কিন্তু মন্ত্রী দ্বারাই সেই সভা গঠিত হতে হবে এমন শর্ত ছিল না। সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী সদস্যদের আইনসভার কোনও না কোনও কক্ষের সদস্য হতে হবে এমন কোনও আইনগত ব্যবস্থাও ছিল না।

অ্যাক্ট সুনির্দিষ্টভাবে কার্যাবলীর সীমা বেঁধে দিয়েছিল যার মধ্যে থেকে ঔপনিবেশিক আইনসভা উপনিবেশে শান্তি, শৃঙ্খলা ও দক্ষ সরকারের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারত।

গভর্নরের অধিকার ছিল একটি কার্যনির্বাহী সভার মাধ্যমে উপনিবেশটির দেখাশোনা করার। মনে করলে তিনি কার্যনির্বাহী সভার পরামর্শ না-ও গ্রহণ করতে পারতেন।

দায়িত্বশীল সরকারের কোনও আইনগত ভিত্তি ছিল না। সম্রাটের বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করত তার অস্তিত্ব।

আন্তঃসাম্রাজ্য সম্পর্কের প্রকৃতি

কমনওয়েলথ মার্চেন্ট শিপিং এগ্রিমেন্টে স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশগুলিকে সম্পূর্ণ সাম্যের অবস্থায় দেখা যায়। চুক্তি থেকে কোনও বিরোধ উপস্থিত হলে তা পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল আন্তঃসাম্রাজ্য ট্রাইবুনালে। ১৯৩০ সালে Imperial Conference-এ আলোচিত হয়েছিল ওই ট্রাইবুনালের প্রসঙ্গ [cmd. 3994. Part VII]

কিন্তু এই সম্পর্ক আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা চালিত নয়। ১৯২৪-এ আইরিশ ফ্রি স্টেট যখন লিগ অব্ নেশনস-এর সেক্রেটারিয়েটের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন ব্রিটিশ সরকার পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে লিগের আনুকূল্যে তৈরি কোনও আইন বা প্রথা কমনওয়েলথের অংশগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

১৯২৬-এর ইম্পিরিয়াল কনফারেন্স এই অভিমত গ্রহণ করেছে এবং তারা মনে করেছে যে, ১৯২৫ সালের আর্মস ট্রাফিক কনফারেন্সের (Cond ২৭৬৮ পৃষ্ঠা ২৩) আইন কমিটি এই ভাবেই বিষয়টি নির্ধারণ করেছে।

আইরিশ ফ্রি স্টেট এবং যুক্তরাজ্য ছাড়া অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশের ক্ষেত্রে আন্তঃসাম্রাজ্য বিরোধ ঘটলে তা আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের স্থায়ী আদালতে পেশ করতে হবে না।

আন্তঃসাম্রাজ্য পছন্দ অপছন্দের বিষয়টি ঘরোয়া ব্যাপার বলে ধরে নেওয়া হয়।

আনুগত্য

ব্রিটিশ প্রজা হিসেবে আনুগত্যের বন্ধন রয়েছে সব অঞ্চলে এবং এই বন্ধনকে কোনও একতরফা কাজের মাধ্যমে ছিন্ন করা যায় না। এই বিষয়টি ওয়েস্টমিনস্টারের সংবিধির ভূমিকাতে ঘোষণা করা হয়েছে। ব্রিটিশ জাতিপুঞ্জের সদস্যদের স্বাধীন যোগাযোগের প্রতিভূ হিসেবে রয়েছেন সম্রাট এবং তারা একটি সাধারণ বন্ধনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ, সিংহাসনের উত্তরাধিকার কিংবা রাজকীয় উপাধি সংক্রান্ত বিষয়ে আইনের কোনও পরিবর্তন সাধনের জন্য ওই অঞ্চলের এবং যুক্তরাজ্যের আইনসভার সম্মতি প্রয়োজন।

সংবিধির ভূমিকাটি আইন তৈরি করে না কিন্তু এটি সংবিধানের একটি প্রথাকে পেশ করে। ফলে, সম্রাট অথবা সম্রাটের প্রতিনিধির পক্ষে একতরফাভাবে গৃহীত কোনও আইনে সম্মতি প্রদান খুবই অসুবিধাজনক। তা হলে তা হবে সমান অবস্থানের ভিত্তিতে ব্রিটিশ জাতিপুঞ্জের অন্তর্গত অঞ্চলের ঐক্যের সূত্র অগ্রাহ্য করা।

নোট — ১৯২৯-এর কনফারেন্সের রিপোর্টকে অনুমোদন দেওয়ার সময় সংযুক্ত আইনসভা নথিভুক্ত করেছে যে প্রস্তাবিত ভূমিকাটি ব্রিটিশ জাতিপুঞ্জর কোনও সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করার অধিকারকে ক্ষুন্ন করবে না।

সাম্রাজ্যের আইনসভার জার্নাল

১১। ৭৯৭৮০০

কিন্তু এই অভিমতটি কখনই আনুষ্ঠানিকভাবে ইম্পিরিয়াল কনফারেন্সে গৃহীত হয়নি।

যুক্তরাজ্য এবং স্বশাসিত অঞ্চলগুলির অবস্থানগত সাক্ষ্য আন্তঃসাম্রাজ্য বিরোধ মেটাতে কোনও পদ্ধতি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তাকে মনে করিয়ে দিয়েছে।

এই কারণে ১৯৩০-এর ইম্পিরিয়াল কনফারেন্স সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, স্বেচ্ছার ভিত্তিতে, ওই বিষয়ের জন্য গঠিত কোনও মধ্যস্ততার দ্বারা ওই ধরনের বিরোধের মীমাংসা করতে হবে। ব্যবস্থাটি কেবলমাত্র সরকারের মধ্যেকার পার্থক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং সেটি ন্যায়সঙ্গত হওয়া চাই।

প্রত্যেক বিরোধের জন্য আলাদাআলাদা ভাবে ট্রাইবুনাল গঠিত হবে; ট্রাইবুনালে থাকবেন পাঁচ সদস্য এবং কেউই ব্রিটিশ জাতিপুঞ্জের বাইরে থেকে আসবেন না।

প্রত্যেক পক্ষ জাতিপুঞ্জের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলির থেকে একজন করে সদস্যকে নির্বাচন করবে। অবশ্য তাঁরা বিবাদমান রাষ্ট্রগুলির কেউ হবেন না এবং তাঁদের

বিচার দফতরের কোনও উচ্চপদস্থ কর্মী অথবা স্বাধীন চিন্তার অধিকারী কোনও বিশিষ্ট বিচারক হতে হবে। চেয়ারম্যানকে বাছাই করবেন এই চারজন নির্ধারণকারী এবং তাঁকে নিয়োগ করা যেতে পারে যদি বিবাদমান পক্ষগুলি সমানভাবে ব্যয় বহন করতে রাজি থাকে। প্রত্যেক পক্ষ তার বক্তব্য পেশ করার সময় মামলার ব্যয় বহন করবে।

স্বশাসিত উপনিবেশগুলির বৈদেশিক ক্ষমতা

তাদের স্বশাসন রয়েছে। আনুষ্ঠানিক মর্যাদা আছে কিন্তু তা আইনগত নয়; আসলে তারা স্বশাসিত হলেও তার পেছনে আইনগত ভিত্তি নেই।

নানা কারণে উপনিবেশগুলিতে যথেষ্ট সংখ্যক আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যাঁরা কোনওভাবেই যুক্তরাজ্যের ওপর নির্ভরশীল নন। কিন্তু প্রত্যেকটি অঞ্চল সাম্রাজ্যের অধীনে বিশেষ অঞ্চল এবং ব্যক্তিগত ঐক্যের দ্বারা তারা যুক্ত, এই ধারণা থাকলেও সাধারণ আনুগত্য এবং সাধারণ সম্রাট সেই ভাবনায় বিঘ্ন ঘটায়।

যুদ্ধে নিরপেক্ষতার প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছে কিন্তু দাবি করেছে কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী সরকার [Kerth DGII 867 868 71, 72, Soverignty of Dominions of D. 300-304 463-471]

সম্রাট ডোমিনিয়নগুলিকে স্বাভাবিকভাবে যুদ্ধে লিপ্ত না করে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন কি না সে-বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ রয়েছে।

স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশের পরোক্ষ অর্থ

১। পরোক্ষভাবে কি তাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা রয়েছে?

তারা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই কাজ করে। কিন্তু তাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা নেই।

২। তাদের কি ভিন্ন হওয়ার অধিকার রয়েছে?

* * * * *

ল কোয়ার্টারলি রিভিউ ভলিউম সিক্স

ব্রিটিশ অঞ্চলে বিদেশিদের প্রবেশের অধিকার পৃষ্ঠা ২৭

বিষয় — রাজ্য ছেড়ে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা পৃষ্ঠা ৩৮৮

নাগরিকত্ব ও আনুগত্য

Vol. XVII Page 270

Vol. XVII Page 49

প্রেন্টিস ওয়েবস্টার লিখিত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্বের আইন

আলবানি ঃ ১৮৯১

ওয়েবস্টার

"প্রকৃত নাগরিক অর্থাৎ রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের সাংবিধানিক সদস্য এবং সার্বভৌম ক্ষমতার প্রজা অর্থাৎ যারা নাগরিক নয়—তাদের মধ্যেকার যে পার্থক্য, তাকে সাধারণ আইনের শ্রেষ্ঠ পরিচয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।" এই পার্থক্যটি সত্যি। কারা নাগরিক এবং কারা নয়, তার পরবর্তী প্রশ্নটির মধ্যে জটিলতা রয়েছে। দেশে সমান অধিকার ও সুযোগসুবিধা লাভ এবং বিদেশে সমান নিরাপত্তা নাগরিকত্বের এই পরিভাষাটিকে গ্রহণ করা যাক এবং প্রশ্নটিকে সেইদিক থেকে বিচার করা যাক। একমাত্র সেইদিক থেকেই বিচার করা যেতে পারে কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন কোনও আইন নেই যার দ্বারা আমাদের নাগরিকদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় অথবা তাদের মধ্যেকার পার্থক্যকে মিটিয়ে ফেলা যায়। দেশে নাগরিকদের সমান অধিকার বিদেশেও রক্ষিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে আমরা উপলব্ধি করি কারণ নাগরিকত্বের প্রশ্নটি নির্ধারণ করে পুরসভার আইন। সুতরাং নাগরিকত্বের মূল্যকে খাটো করে দেখা ঠিক হবে না।

ওয়েবস্টার

রোমান আইনের দৃষ্টিভঙ্গি

১। মানুষই রাজনৈতিক দল তৈরি করেছে এবং সঙ্গীসাথী নিয়ে সংগঠনে প্রবেশ করে মানুষ তার স্বাভাবিক অধিকারের প্রয়োগ ঘটিয়েছে এবং অন্যদের সঙ্গে একত্রে সমাজের সদস্য হিসেবে সমাজকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

২। যেহেতু সংগঠন মানুষের এবং মানুষের দ্বারাই তৈরি, সেহেতু মানুষ এমনভাবে রাজনৈতিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত যে সে তা থেকে ভিন্ন হতে পারে না।

৩। রোমের প্রথম যুগে যারা স্বাধীনভাবে জন্মেছে এবং রোমেই জন্মেছে তারাই কেবল নিজেদের রোমান হিসেবে পরিচয় দিতে পারত কিন্তু খুব শীঘ্র আইনসভার ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিদেশিদেরও নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করা যেত। পরে রোম

যখন প্রতিবেশি রাজ্যগুলিকে সনদ দেওয়া হল এবং সেই সনদের বলে সেইসব রাজ্যের নাগরিকদেরও রোমান নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করা হল এবং তাদের আগেকার নাগরিকত্ব বাতিল করা হল।

৪। সিসেরো নিয়ম করলেন যে, "প্রত্যেক মানুষের সমাজের সদস্যপদ রাখার বা ত্যাগ করার অধিকার থাকবে," এবং পরে আরও বললেন, " যে এটিই হল স্বাধীনতার সবচাইতে সুদৃঢ় ভিত্তি"। এই নিয়মানুসারে যারা আসতে চেয়েছিল তাদের রোমানরা গ্রহণ করেছিল এবং কাউকে থাকতে বাধ্য করেনি।

৫। রোমান আইনের এই দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছিল স্বাভাবিক নিয়মের ওপর ভিত্তি করে।

আক্রমণের প্রভাব

৬। রোমের পতনের পর স্বাভাবিক নিয়মের তত্ত্বের বদলে এল সামন্তবাদের তত্ত্ব। এই তত্ত্বের সূচনা করেছিল আক্রমণকারীরা।

৭। আক্রমণকারীরা দেশ ও দেশবাসী উভয়কেই দখল করার পর তাদের সরকারকে সংগঠিত করল। এবং তার মাধ্যমে প্রজাদের ওপর রাজার রইল সম্পূর্ণ একাধিপত্য। মানুষে মানুষে সম্পর্ক এবং সরকারের সঙ্গে তার সম্পর্ককে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হল। অস্বীকৃত হল মানুষের স্বাভাবিক অধিকার।

□ □ □

অধ্যায় - ২

I

তামাদি (Limitation) বিধি

সম্বন্ধিত বক্তৃতাবলীর রূপরেখা

এক ঃ মুখবন্ধস্বরূপ

১। তামাদি বিধির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

২। তামাদি—বাদ-বন্ধ (Estopple) মৌন-সম্মতি (Acquiescence) এবং অনুমতি বিলম্ব (Laches)-এর মধ্যে পার্থক্য।

৩। তামাদি বিধির উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় ঃ তামাদি বিধির বিন্যাস

১। ভারত সংবিধিবদ্ধ আইনের অধীনে অনুচিত বিলম্ব-এর প্রয়োগ।

২। আইনটির পরিকল্প (Scheme)।

তৃতীয় ঃ আইনটির প্রযোজ্যতা

১। রাজ্য ক্ষেত্র (Territory) সম্পর্কে।

২। বিশেষ কার্যবাহ (Proceeding) সম্পর্কে।

৩। ফৌজদারি কার্যবাহ সম্পর্কে।

৪। দেওয়ানি কার্যবাহ সম্পর্কে।

৫। বিশেষ বিধির বিরুদ্ধে ব্যক্তিদের (পড়া যায় না) সম্পর্কে।

চতুর্থ ঃ ৩নং খাত (Column) থেকে উদ্ভূত প্রশ্নাবলী

১। কখন থেকে সময় অতিক্রান্ত হওয়া শুরু করে।

ব্যতিক্রম—

১। যেসব ক্ষেত্রে তামাদি প্রযোজ্য হতে শুরু করে মামলা করার অধিকার জন্মাবার আগে।

২। যেসব ক্ষেত্রে তামাদি প্রযোজ্য হয় না মামলা করার অধিকার জন্মানো সত্ত্বেও।

৩। যেসব ক্ষেত্রে তামাদি প্রযোজ্য হওয়ার নতুন আরম্ভিক মুহূর্তের উদ্ভব হয়।

(দ্রষ্টব্য—খন্ড (Part) এবং অধ্যায়ের (Chapter) ক্রমিক সংখ্যাগুলি মূল পান্ডুলিপি অনুযায়ী বজায় রাখা হয়েছে—সম্পাদক)

২। আনুক্রমিক অপরাধগুলির ক্ষেত্রের আরম্ভিক মুহূর্ত।

৩। ধারাবাহিক অপরাধগুলির ক্ষেত্রের আরম্ভিক মুহূর্ত।

দ্বিতীয় — কোন কোন ক্ষেত্রে সময় অতিক্রান্ত হওয়া শুরু করার বিরুদ্ধে যাবে?

১। যখন বাদীর বিরুদ্ধে করা হবে।

২। যখন প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে করা হবে।

পঞ্চম ঃ ২নং খাত থেকে উদ্ভূত প্রশ্নাবলী

প্রথম ঃ কীভাবে পর্যায়কালের গণনা করা হবে?

১। দিনপঞ্জী (Calender)।

২। যেসব ক্ষেত্রে সময়ের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

৩। যেসব ক্ষেত্রে অপচয়িত সময় বাদ দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় ঃ এই পর্যায়কালকে কি বাড়ানো যায়?

তৃতীয় ঃ বিলম্বকে কি ক্ষমা করা যায়?

নবম ঃ তামাদি সংবিধির নির্মিতি

১। সাধারণ সূত্রাবলী।

২। নির্দিষ্ট এবং অবশিষ্ট অনুচ্ছেদ।

চতুর্থ খণ্ড ঃ ১ নং খাত থেকে উদ্ভূত প্রশ্নাবলী

বিভাগ-১ — মোকদ্দমা

বর্গ-১ — **অর্থসংক্রান্ত মোকদ্দমা।** ৫৭-৬৪-৮৫

ব্যাখ্যা — (১) হিসাব উল্লেখিত — ৬৪

(২) বিভিন্ন অর্থের অর্থ বিল সংগৃহীত হয়েছিল — ৬২

(৩) পারস্পরিক খোলা এবং চালু খাতা — ৮৫

(৪) আমানত — ৬০

বর্গ-২ — **হস্তান্তরযোগ্য লেখ্য (Negotiable Instrument)** বিষয়ক **মোকদ্দমা।** ৬৯-৮০

ব্যাখ্যা — কিস্তিতে পরিশোধনীয় অর্থ — ৭৫

বর্গ-৩— **সাবালকত্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর নাবালক কর্তৃক আনীত মোকদ্দমা।** ৪৪

ব্যাখ্যা —

বর্গ-৪ — **বন্ধক সংক্রান্ত মোকদ্দমা।** ১৩২, ১৩৪, ১৪৭, ১৪৮

ব্যাখা —

বর্গ-৫ — **স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য মোকদ্দমা।** ন্যাস (**Trust**) সংক্রান্ত বিধি।

ব্যাখ্যা — (১) মালিকানার ভিত্তিতে মোকদ্দমা

(২) দখলের ভিত্তিতে মোকদ্দমা

(ক) বিরূপ দখলের দ্বারা

(খ) দখলচ্যুত করার দ্বারা

(৩) বাটোয়ারার ভিত্তিতে মোকদ্দমা

বর্গ-৬ — **জালিয়াতির মাধ্যমে প্রাপ্ত দলিলাদি অথবা ডিক্রি বাতিল করার জন্য মোকদ্দমা।** ৯১, ৯৫

ব্যাখ্যা —

বর্গ-৭ — **সরকারি আধিকারিক এবং আদালতের আদেশ এবং ডিক্রি বাতিল করার জন্য মোকদ্দমা।** ১১, ১১ক, ১২ ১৩, ১৪

বর্গ-৮ — **রেজিস্ট্রিকৃত দলিলাদির ভিত্তিতে মোকদ্দমা।** ১১৬

বর্গ-৯ — **দুর্গ সম্পর্কিত মোকদ্দমা।**

ব্যাখ্যা — বিদ্বেষপ্রসূত মামলা রুজু করা কখন মামলা করার অধিকার জন্মায় — ২, ... ৩।

বর্গ-১০ — **চুক্তি সংক্রান্ত মোকদ্দমা।**

বিভাগ-দ্বিতীয় — **আপিল** (পৃষ্ঠা ফাঁকা রাখা আছে)

বিভাগ-তৃতীয় — **আবেদনপত্র** (পৃষ্ঠা ফাঁকা রাখা আছে)

বিভাগ-সপ্তম — **ভোগদখলিস্বত্ব (Prescription) বিধি।** (পৃষ্ঠা ফাঁকা রাখা আছে)।

অধ্যায় - ২

II

ভারতীয় তামাদি বিধি

মুখবন্ধস্বরূপ

১। তামাদি বিধির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য কী?

১। বিভিন্ন পন্থায় সময়সীমা মামলার কার্যধারার মতে অনুপ্রবিষ্ট হতে পারে —

(১) যেসব ক্ষেত্রে বিধি বলছে যে, ঘোষিত পর্যায় কালের **মধ্যে** ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উদাহরণ — আদেশ ৬, নিয়ম ১৮ — আরজির সংশোধন। সংশোধনের অনুমতিপ্রাপ্ত পক্ষকে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধন অবশ্যই করতে হবে এবং যদি সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া না থাকে তবে ১৪ দিনের মধ্যে।

(২) যেসব ক্ষেত্রে বিধি বলছে যে, একটা নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা **চলবে না**।

উদাহরণ — দেওয়ানি কার্যবিধির ৮০ নং ধারা — মন্ত্রীর (Secretary of State) বিরুদ্ধে মোকদ্দমা। ভারতীয় পরিষদের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনও মোকদ্দমা দায়ের করা চলবে না, যে কোনও সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে কোনও আইন সম্পর্কে উক্ত সরকারি আধিকারিক কর্তৃক পদাধিকার বলে কৃত কোনও কাজের জন্য লিখিত বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পর দু'মাস অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত মোকদ্দমা দায়ের করা চলবে না।

(৩) যেসব ক্ষেত্রে বিধি নির্দেশ দিচ্ছে যে, একটা নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার **পরে** ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

২। এই তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রগুলিই প্রকৃত অর্থে তামাদি বিধির বিষয়বস্তুর উদাহরণ।

২। তামাদি-বাদ-বন্ধ-মৌন-সম্মতি এবং অনুচিত বিলম্ব-এর মধ্যে পার্থক্য

এগুলি কার্যত ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে তার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তার প্রতিকার পাওয়া থেকে বঞ্চিত করে। এর ফলে তামাদি বলতে যা বুঝায় তার সঙ্গে এগুলির কী প্রভেদ তা জানা প্রয়োজন।

তামাদি ও বাদ-বন্ধ

১। তামাদির দ্বারা এক ব্যক্তিকে সাহায্য (Relief) পাওয়া থেকে বঞ্চিত করা হয়, কারণ তার মোকদ্দমা আনয়নের জন্য নির্ধারিত সময়ের পর সে মামলা করেছে।

২। বাদ-বন্ধের দ্বারা এক ব্যক্তি সাহায্য (Relief) পেতে ব্যর্থ হয়, কারণ তার মামলা সপ্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করতে আইন তাকে বাধা দেয়।

তামাদি এবং মৌন-সম্মতি

১। তামাদি কোনও এক অন্যায়ের জন্য অভিযুক্তকে সাহায্য পাওয়া থেকে বঞ্চিত করে, কারণ তার মোকদ্দমা সময় সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য সে এই অন্যায় সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছে।

২। মৌন-সম্মতি কোনও এক অন্যায়ের জন্য সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে অভিযুক্তকে বঞ্চিত করে কারণ সে ওই অন্যায় সংঘটিত হতে দিতে সম্মতি দিয়েছে।

তামাদি ও অনুচিত বিলম্ব

১। উভয়েরই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে — মামলা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না আনাটাই মুখ্য কারণ সাহায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করার।

২। প্রভেদটি এইরূপ — তামাদিতে যে সময়ের মধ্যে মামলা করা চলবে না তা বিধিবদ্ধ করা আছে। অনুচিত বিলম্বে সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়নি, এবং তাই আদালত সাহায্যদানের ব্যাপারে অকারণ বিলম্বের নীতির ভিত্তিতে কাজ করে।

৩। ভারতে অনুচিত বিলম্বের মতবাদটির প্রয়োগ-পরিধি খুব বেশি বিস্তৃত নয় তামাদি বিধির কারণে, যা প্রায় সকল প্রকারের মামলার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় সীমা বেঁধে দিয়েছে। অতএব ব্যক্তি তার মামলার জন্য বিধি নির্দেশিত সময়ের প্রথম দিনে বা শেষ দিনে তার মোকদ্দমা দায়ের করছে কি না সেটা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়।

৪। ভারতে অনুচিত বিলম্বের মতবাদটি প্রযোজ্য হয় নিম্মলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে—

(১) যেখানে সাহায্যদানের বিষয়টি আদালতের **স্বেচ্ছাধীন**।

এটি যথাযথ হয়—

(এক) যেসব মামলা সুনির্দিষ্ট সাহায্যের (Relief) আওতায় পড়ে।

(দুই) যেসব মামলা অন্তরাস্থ সাহায্যের (Inter Locutory Relief) আওতায় পড়ে।

(২) যেখানে তামাদি বিধি প্রযোজ্য নয়, যথা বিবাহ সংক্রান্ত মোকদ্দমা।

বিলম্বের অর্থ হবে এই যে, অপরাধ মার্জনা করা হয়েছে।

৩। তামাদি বিধির উদ্দেশ্য

১। একটি সুশৃঙ্খল সামাজিক সম্প্রদায়ের জন্য দুটি জিনিসের প্রয়োজন আছে—

(এক) অন্যায়ের প্রতিবিধান অবশ্য কর্তব্য।

(দুই) শান্তি অবশ্যই বজায় রাখতে হবে।

২। সামাজিক সম্প্রদায়ের জন্য শান্তি সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য সম্পত্তির মালিকানা এবং সাধারণ অধিকারের বিষয়গুলি যেন কখনওই অনিশ্চয়তা সন্দেহ ও দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় না থাকে তা দেখা প্রয়োজন।

৩। সুতরাং, যদি মানুষজনকে অনুমতি দেওয়া হয় তাদের, প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে বলে তারা মনে করে, তার জন্য সাহায্য দাবি করার, তবে তাদের বাধ্য করা হবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাহায্য চাওয়া। একটা নির্দিষ্ট সময়কালের পরেও যদি কেউ তার প্রতি কৃত অন্যায় আচরণকে সহ্য করে নিয়ে থাকে তবে তাকে সাহায্য দিতে অস্বীকার করার মধ্যে কোনও দোষ নেই।

৪। তামাদি বিধি এই নীতির ভিত্তিতে রচিত।

৫। এটাই মৌলিক নীতি হওয়ার জন্য, তামাদি বিধি তার প্রয়োগ কর্মে চূড়ান্ত এবং কোনও চুক্তি বা পক্ষগণের আচরণের অধীন নয়। অর্থাৎ তা শর্তাধীন নয়।

(১) স্বত্বত্যাগ (Waiver)

(২) প্রথা (Custom)

(৩) বাদ-বন্ধ

(৪) পক্ষদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে সময় বর্ধিত করা বা সংক্ষিপ্ত করার বিভিন্নতা চুক্তি (Contract) আইনের ২৮ এবং ২৩ ধারার দ্বারা।

৬। এই ক্ষেত্রে তামাদি আইন হস্তান্তরযোগ্য লেখ্য বিধির সঙ্গে পৃথক।

৭। তামাদি এবং প্রমাণের দায়িত্ব

১। প্রমাণ করার দায়িত্ব বাদীর। তাকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে, তার মোকদ্দমা সময়ের মধ্যেই করা হয়েছে।

৩৭। বোম্বাই এস. আর, ৪৭১, এ. আই. আর ১৯৩৭৫ সেপ্টেম্বর

ক একটি রেজিস্ট্রিকৃত ইজারার দ্বারা, তারিখ ৮ জুলাই ১৯২২ খ-কে কিছু জমি ভাড়ার ভিত্তিতে ২৫ বছরের জন্য দিয়েছিল। পরবর্তীকালে, অন্যায় প্রভাব খাটিয়ে ইজারা নেওয়া হয়েছিল এই অভিযোগ এনে ক খ-কে দখলচ্যুত করে। খ ক-এর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করে নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করে যাতে ক কোনওভাবেই তার দখল এবং উপভোগের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে না পারে এবং জমির দখলও চাওয়া হয়েছিল।

খ-এর পক্ষ থেকে যুক্তি দেখানো হয় যে, ইজারার বৈধতা সম্বন্ধে আপত্তি জানানোর অধিকার থেকে ক-কে বঞ্চিত করা হয়েছে এই কারণে যে, যদি সে ইজারাটি বাতিল করার জন্য মামলা করে থাকত তবে সেই মোকদ্দমা তামাদি হয়ে যেত। অন্যভাবে বলা যায় যে, এই যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে, প্রতিবাদীর ওজর তামাদির প্রতিবন্ধকতার জন্যে পড়ে।

প্রশ্নটি এই—প্রতিবাদী কি তামাদি বিধির দ্বারা আবদ্ধ? উত্তরটি হল — না। —ধারা ৩ বাদীর ওপর প্রযোজ্য; প্রতিবাদীর ওপর নয়।

৮। তামাদির ওজর এবং কার্যবাহের পর্যায়

১। কার্যবাহের যে-কোনও পর্যায়ে তামাদির ওজর উত্থাপন করা যায় অর্থাৎ এমনকী তা দ্বিতীয় আপিলের সময়েও উত্থাপন করা যায়।

২। আপিলের সময় সর্বপ্রথম তা উত্থাপন করা যায়।

৩৮, মাদ্রাজ, ৩৭৪

৩৬, কলিকাতা, ৯২০

৩৮, কলিকাতা, ৫১২

৩৮, বোম্বাই, ৭০৯ (৭১৪)

৩। বিচারকারী আদালতে (Trial Courts) পরিত্যক্ত হলেও আপিলে তা উত্থাপন করা যাবে।

৩, এলাহাবাদ, ৮৪৬ (৮৪৮)

৪। নিম্ন আদালতগুলিতে পরিত্যক্ত হলেও প্রিভি কাউন্সিলে তা উত্থাপন করা যাবে।

৩৬, আই. এ. ২১০

৫। এটি এই অনুবিধি সাপেক্ষে যে, এটা যখন আপিল পর্যায়ে উত্থাপন করা হবে তখন আদালত তা অনুমোদন করবে না যদি নথিভুক্ত তথ্যাবলী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পক্ষে পর্যাপ্ত না হয় এবং যদি তা তথ্যাবলী সম্পর্কে আরও অনুসন্ধানের বিষয় হয়।

৫৭, কলিকাতা, ১১৪

দ্বিতীয় ঃ ভারতীয় তামাদি বিধি

বিন্যাসের পরিকল্প

ভারতের সংবিধিবদ্ধ আইনে সময়

অতিক্রান্ত হওয়ার কার্যপ্রণালী

১। ভারতীয় সংবিধিবদ্ধ আইনের অধীনে একটি নির্দিষ্টসময় কাল অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে চারটি পরিণাম উদ্ভূত হয়।

(১) অন্যায়ের প্রতিবিধান পাওয়ার জন্য এটি দখলকারের অধিকারকে ক্রমবর্ধিত করে — তামাদি আইনের ৩ নং ধারা।

(২) এটি কেবলমাত্র তার প্রতিবিধান প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা করে না, সেই সঙ্গে তার অধিকারকেও বিলুপ্ত করে — তামাদি আইনের ২৮ নং ধারা।

(৩) সেই ব্যক্তিকে আলো, বাতাস, পথ, জলধারা, জলের ব্যবহার বা যাতায়াতের অধিকার (Easements) অর্পণ করে, যে ব্যক্তি ওইগুলি একটি নির্দেশিত সময়কাল ধরে উপভোগ করে এসেছে — তামাদি আইনের ২৬ নং ধারা।

(৪) এটি যাতায়াতের অধিকারের বিলোপ সাধন করে — ১৮৮২ সালের পঞ্চম আইনের ৪৭ নং ধারা।

(২), (৩), (৪) এর বিষয়গুলি ভোগদখলিস্বত্ব বিধির আওতাভুক্ত। কেবলমাত্র (১)-টি তামাদি বিধির অধীনস্থ। তামাদি বিধির আলোচ্য হল বিধির একটি সংমিশ্রিত অংশ এবং দুটিকে অবশ্যই পৃথকভাবে বিচারবিবেচনা করতে হবে।

তৃতীয় ঃ ভারতীয় তামাদি বিধি

এর প্রযোজ্যতা

১। রাজ্যক্ষেত্র সম্পর্কে

১। এই আইনটি সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে সম্প্রসারিত — ধারা ১ (২)।

২। ব্রিটিশ ভারতে কর্তব্যরত আদালতগুলিতে প্রেষিত দরখাস্ত, আবেদনকৃত আপিল এবং দায়ের করা **প্রতিটি** মোকদ্দমা সম্বন্ধে এই আইন প্রযোজ্য।

৩। বিবাদ-কারণ (Cause of action) ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে বা ব্রিটিশ ভারতের বাইরে উদ্ভূত হয়েছে কি না, লেনদেন ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে বা ব্রিটিশ ভারতের বাইরে করা হয়েছে কি না, সেটা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, যদি ব্রিটিশ ভারতের আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা হয় অথবা আপিল করা হয় বা দরখাস্ত করা হয় তবে যে তামাদি বিধি প্রযোজ্য হবে তা হবে ভারতীয় তামাদি বিধি; বিদেশি তামাদি বিধি প্রযোজ্য হবে না।

৪। এই নিয়মের একটি ব্যতিক্রম আছে, যা বিধিবদ্ধ আছে ১১ (২) নং ধারায়; যার বক্তব্য; যদি কোনও চুক্তি কোনও বিদেশে সম্পর্কিত হয়ে থাকে এবং যদি নিয়মের ফলে চুক্তিটির অবসান ঘটে থাকে এবং ওই নিয়ম কর্তৃক নির্দেশিত সময়কালে উক্ত দেশে পক্ষগণ অধিবাস (Domiciled) করে থাকে তবে ব্রিটিশ ভারতে দায়ের করা কোনও মোকদ্দমায় তামাদির বৈদেশিক নিয়মটিকে আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

কার্যবাহ সম্পর্কে

এক ঃ বিশেষ কার্যবাহ

(১) সালিসি (Arbitration) কার্যবাহ

একদা এ বিষয়ে সংশয় ছিল যে, তামাদি আইন আপোষ নিষ্পত্তিকারক মধ্যস্থের (Arbitrator) দ্বারা বিচার্য কার্যবাহে প্রযোজ্য হতে পারে না এই কারণে যে, এটি প্রযোজ্য কেবলমাত্র আদালতে উপস্থাপিত মোকদ্দমা, আপিল ও দরখাস্তগুলি সম্বন্ধে,

এবং মধ্যস্থ আদালত নন। বর্তমানে প্রিভি কাউন্সিল এই সংশয়ের নিরসন করে বলেছে যে, যে ক্ষেত্রে ব্যক্তিরা তাদের বিবাদ মধ্যস্থের সম্মুখে পেশ করেছে, যে ক্ষেত্রে মধ্যস্থ বর্তমান বিধি অনুসারেই বিবাদের নিষ্পত্তি করবেন এবং তামাদি সংক্রান্ত প্রতিটি কৈফিয়তকে কার্যকর করতে ও স্বীকৃতি দিতে বাধ্য থাকবেন, যদি না পক্ষগণের মধ্যে চুক্তি অনুসারে ওই ধরনের পক্ষসমর্থনের বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে না রাখা হয়।

(১৯২৯) ৫৬, আই. এ. ১২৮

প্রশ্ন— এই সিদ্ধান্তটি এতদূর পর্যন্ত নির্দেশ দিয়ে থাকে যে, পক্ষগণ ব্যক্তিগত চুক্তির দ্বারা তামাদি বিধিতে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। আপাত দৃষ্টিতে এর ফলে চুক্তি আইনের ২৮ নং এবং ২৩ নং ধারার শর্তাবলী উপেক্ষিত হয় বলে মনে করা যায়।

(২) কোম্পানি আইনের অধীনে কার্যবাহ

যখন কোনও কোম্পানির কাজকর্ম গুটিয়ে ফেলা হয় এবং ওই ধরনের কোম্পানির কাজকর্ম পরিচালনার জন্য অবসায়ক (Liquidator) নিযুক্ত করা হয়, সে ক্ষেত্রে কোম্পানি আইনের ১৮৬ নং ধারায় বলা আছে যে, অবসায়ক আদালতের কাছে দরখাস্ত করতে পারেন সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক আদেশ জারি করাতে "যাতে সে তার কাছ থেকে কোম্পানির প্রাপ্য যদি কোনও টাকা-পয়সা থাকে তা দিয়ে দেওয়ার জন্য"। সাধারণত এ ক্ষেত্রে একটা মোকদ্দমা করা যেতে পারে। কিন্তু মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি এড়াবার জন্য এই বিশেষ কার্যবাহকে আইন অনুমোদন করে।

প্রশ্ন ঃ এই যে, এই ধরনের কার্যবাহে তামাদি প্রযোজ্য কি না। এই অভিমত পোষণ করা হয়েছে যে, ১৮৬ নং ধারায় উল্লেখিত "প্রাপ্য অর্থ" বলতে বোঝায় আইন অনুসারে পুনরুদ্ধার যোগ্য সকল প্রকারের অর্থকে, অর্থাৎ অর্থাদি তামাদি হয় না। এর অর্থ হল এই যে, এই ধরনের কার্যবাহে তামাদি বিধি প্রযোজ্য।

৬০, আই. এ. ১৩ (২৩)

(৩) আয়কর আইনের অধীনে কার্যবাহ

সরকারি রাজস্বের ব্যাপারে ভারতস্থ দেওয়ানি আদালতের কোনও ক্ষেত্রাধিকার নেই।

ওই ধরনের অধিক্ষেত্র আদালতগুলি একমাত্র তখনই পেত যদি কোনও বিশিষ্ট রাজস্ব আইন তাদের ওই ধরনের ক্ষেত্রাধিকার প্রদান করে। উদাহরণ স্বরূপ একটি বিধান (Provition) পাওয়া যাবে ভারতীয় আয়কর আইন ১৯২২-এর ৬৬(৩) নং ধারায়। এই ধারা অনুসারে কর নিরূপণের (Assessment) ব্যাপারে যদি কোনও পক্ষ আয়কর আধিকারিকের কোনও আদেশের ফলে ক্ষুব্ধ হয় তবে সে উচ্চ ন্যায়ালয়ে তার বিষয়টি পেশ করার জন্য ওই আধিকারিকের কাছে আবেদন করতে পারে এবং তিনি যদি তা অগ্রাহ্য করেন তবে ওই পক্ষ উচ্চ ন্যায়ালয়ে আবেদন করতে পারে মহাধ্যক্ষকে (Commissioner) বিষয়টি বিবৃত করতে এবং উচ্চ ন্যায়ালয়ে পেশ করতে বাধ্য করার জন্য।

ওই ধরনের দরখাস্ত করার জন্য একটি সময়সীমা নির্দিষ্ট করা আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তামাদি বিধি প্রযোজ্য হয় না। এই সময়সীমা হল আয়কর আইন কর্তৃক নির্দিষ্ট করে দেওয়া সময়সীমা, এবং তা তামাদি বিধির দ্বারা নির্দেশিত হবে না।

(৪) শ্রমিক ক্ষতিপূরণ মহাধ্যক্ষ সমীপে কার্যবাহ

কর্মরত অবস্থায় কোনও শ্রমিক আহত হলে তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা নির্দেশিত আছে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন, ১৯২৩-এ। একজন মহাধ্যক্ষ তার কেসের শুনানি করবেন। এই মহাধ্যক্ষ এক বিশেষ ন্যায়পীঠ (Tribunal) কিন্তু আদালত নন এবং সে কারণে তাঁর সমীপস্থ কার্যবাহগুলির ক্ষেত্রে তামাদি বিধি প্রযোজ্য নয়।

এর অর্থ এই নয় যে, আঘাতের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করে যে কোনও সময়ে তাঁর সমীপে অভিযোগ করা যাবে। সেটা করা যেতে পারে যদি আইনে সময় সীমার কোনও উল্লেখ না থাকে। যেহেতু আইনে ৬ মাসের সময়সীমার কথা বলা আছে, তাই ওই সময়ের মধ্যে মোকদ্দমা করতে হবে।

(৫) পঞ্জীকরণ (Registration) আইনের অধীনে কার্যবাহ

(১) দলিলাদি উপস্থাপিত করা — ৪ মাস

(২) দলিলাদি স্বীকার করে নেওয়ার জন্য পক্ষদের হাজিরা দেওয়া — ৪ মাস

৩। ফৌজদারি কার্যবাহ

(১) ফৌজদারি কার্যবাহ সাধারণত দায়ের করা হয় সরকারের (Crown) নামে, যেগুলি রাজার শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত।

(২) সাংবিধানিক বিধির একটি সাধারণ নীতি হল এই যে, সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি রাজার অধিকারকে প্রভাবিত করতে পারে না।

(৩) এর ফলে ফৌজদারি মোকদ্দমায় তামাদি বিধি প্রযোজ্য হয় না।

(৪) দুটি বিষয়ে মনে রাখতে হবে—

(১) এমন অনেক আইন আছে যা এই আইনের অধীনে অভিযোগ দায়ের করার ব্যাপারে সময়ের সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যেমন, ভারত শাসন আইন, ধারা ১২৮; আফিম আইন; শুল্ক আইন, লবণ ও আবগারি আইন এবং পুলিশ আইন।

(২) তামাদি আইন ফৌজদারি মামলার জন্য কোনও সময়সীমার উল্লেখ না করলেও ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে আপিল করার ব্যবস্থা করে রেখেছে।

৪। দেওয়ানি কার্যবাহ

(১) মোকদ্দমার ব্যাপারে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বিভিন্ন ধরনের মোকদ্দমার কথা সুনির্দিষ্ট করা আছে। আর একটি সাধারণ অতিরিক্ত অনুচ্ছেদ নং ১২০ আছে, যা প্রয়োগ করা হয় যে কোনও মোকদ্দমা সম্পর্কে, যার জন্য তফসিলে অন্য কোথাও তামাদির সময়ের উল্লেখ নেই। অতএব আইনটি সব মোকদ্দমা সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

(২) আপিলের ব্যাপারে ভারতে দুটি আদালত আছে যেখানে আপিল করা যায়— (ক) জেলা বিচারকের আদালত এবং (খ) উচ্চ ন্যায়ালয়। তামাদি আইন এই দুই আদালতে আপিল করার ব্যাপারটি সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং তাই বলা যেতে পারে যে তামাদি বিধি সব রকমের আপিল সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

(গ) দরখাস্তের ব্যাপারে, বিভিন্ন প্রকারের দরখাস্তের কথা তফসিলের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে পরপর উল্লেখ করা আছে। মোকদ্দমা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের বিষয়টির মতো দরখাস্তের জন্যও আছে ১৮১ নং অনুচ্ছেদ যার জন্য তফসিলের অন্য কোথাও তামাদির সময়কাল নির্দেশিত হয়নি বা দেওয়ানি কার্যধারার ৪৮ নং ধারার দ্বারাও তা করা হয়নি। কিন্তু প্রায় সবকটি উচ্চ ন্যায়ালয় এই অভিমত পোষণ করেছে যে, এই আইনের প্রয়োগ প্রণালী কেবলমাত্র দেওয়ানি কার্যধারার অধীনস্থ দরখাস্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। তার ফলে এটা সুস্পষ্ট যে, তামাদি আইন **সকল** প্রকারের দরখাস্ত সম্বন্ধে **প্রযোজ্য নয়**। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তা প্রযোজ্য হয় না।

(১) ইচ্ছাপত্র প্রমাণক (Probate), পরিচালনাদেশ (Letters of Administation),

উত্তরাধিকারের বৈধতা সম্বন্ধীয় ঘোষণাপত্র (Succession Cartificate) অনুমোদনের জন্য দরখাস্ত।

(২) উচ্চ ন্যায়ালয়ের নিয়মাবলীর অধীন দরখাস্ত।

৩২, বোম্বাই, ১

৪৮, কলিকাতা, ৮১৭

৪৬, কলিকাতা, ২৪৯

(৩) স্থানীয় বা বিশেষ আইনের (যদি না ঐ ধরনের আইনে এর ব্যবস্থা থাকে) অধীন দরখাস্ত।

এই বিষয়গুলি দেওয়ানি কার্যবিধি সংহিতার বিচার্য নয়।

ব্যক্তিদের সম্পর্কে

১। সাধারণ নিয়মটি এই যে, তামাদির ওজর প্রতিটি বাদীপক্ষের ওপর প্রযোজ্য।

২। মূলত তামাদি সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যখন সরকার বাদী হিসাবে মামলা করে, এই কারণে যে, সময় গত (Lapse) হওয়ার বিষয়টি সরকারকে প্রভাবান্বিত করে না। সাংবিধানিক আইনের এই নীতিটি ফৌজদারি মামলাকে নিয়ন্ত্রিত না করলেও তামাদি আইনের ১৪৯ নং অনুচ্ছেদের দ্বারা সরকার কর্তৃক দায়ের করা দেওয়ানি কার্যবিধি সম্বন্ধে নাকচ করা হয়েছে, যে অনুচ্ছেদটি **সরকার কর্তৃক আনীত** সব রকমের মোকদ্দমাতে প্রযোজ্য এবং সময়সীমা হিসাবে ৬০ বছরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারের **বিরুদ্ধে** মোকদ্দমা সাধারণ সময়সীমার মধ্যে আসা বাধ্যতামূলক। **১৫, মাদ্রাজ, ৩১৫**

অনুরূপভাবে, বেসরকারি ব্যক্তিদের দ্বারা **সরকারের মাধ্যমে** দাবি জানানো হচ্ছে এমন মোকদ্দমাগুলিও এই আইন কর্তৃক নির্ধারিত সাধারণ সময়সীমার শর্তাধীন। এটাই ছিল প্রচলিত নিয়ম। কোনও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মোকদ্দমা আনতে হবে সরকারের পক্ষে এই নিয়মটি প্রচলিত ছিল না। বর্তমানে এটি পরিবর্তিত হয়েছে। অতএব এটা বলা যেতে পারে যে, সাধারণ নিয়মানুসারে তামাদি বিধি **সকল** ব্যক্তিদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য ছিল, তা তারা বেসরকারি ব্যক্তিই হোন অথবা সরকারের নিগমবদ্ধ সংস্থাই (Corporate Body) হোক না কেন এবং বাদি বেসরকারি ব্যক্তিই হোন বা সরকার যাই হোক না কেন, প্রতিটি বাদির বিরুদ্ধে প্রতিটি বিবাদী তামাদির ওজর নিজ প্রয়োজনে প্রয়োগ করতে পারত।

৩। প্রতিটি বিবাদীর কাছে তামাদির ওজর সহজলভ্য ছিল।

৩৭, বোম্বাই, এস. আর. ৪৭১

১০ নং ধারা

১। কোনও সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য অথবা তা থেকে উপলব্ধ আয় অথবা ওই ধরনের সম্পত্তির হিসাবনিকাশের জন্য আনীত মোকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থনে তামাদির প্রয়োগ করতে পারবেন না যদি সেই ব্যক্তি কোনও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য ওই সম্পত্তি তাঁর হস্তে ন্যায় রূপে ন্যস্ত হয়ে থাকে এবং তাঁর বৈধ প্রতিনিধি বা স্বত্ব নিয়োগিরাও (Assiqus) (পর্যাপ্ত পণের বিনিময়ে স্বত্ব নিয়োগি না হলে) তাঁর প্রয়োগ করতে পারবেন না। এই ধারাটি প্রযোজ্য **সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত ন্যাস** সম্বন্ধে যার সঙ্গে বিবক্ষিত (Uinplied) অথবা আনুমানিক (Constructive) ন্যাসের পার্থক্য আছে। বিবক্ষিত অথবা আনুমানিক ন্যাসের অছি (Trustee) আত্ম-সমর্থনের জন্য তামাদি আইনের আশ্রয় নিতে পারে।

সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত ন্যাস এবং
বিবক্ষিত ও আনুমানিক ন্যাসের মধ্যে পার্থক্য

১০ নং ধারার মর্মানুসারে অতএব সেইসব ব্যক্তি যাঁরা ন্যাসরক্ষকের (Fiduciary) পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন তাঁরা অছি নন; যেমন, প্রতিনিধি (Agent), ব্যবস্থাপক (Manager), গোমস্তা (Factor), বেনামদার, নির্বাহক (Executor) অথবা প্রশাসক, মহাজন (Banker), উদ্বর্তিত (Surviving), অংশীদার, কোম্পানির অধিকর্তা (Director), কোম্পানির অবসায়ক (Liquidator), হিন্দু যৌথ পরিবারের **কর্তা** বা ব্যবস্থাপক।

দ্বিতীয়ত

১০নং ধারা প্রযোজ্য কেবলমাত্র সেইসব ব্যক্তির ক্ষেত্রে "যাদের ওপর সম্পত্তি ন্যস্ত হয়েছে ন্যাস হিসাবে একটি **সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের** জন্য"।

৪৪, মাদ্রাজ, ২৭৭ (২৮১-২)

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য কী? সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল এমন একটি উদ্দেশ্য যা সেই দলিলে প্রকৃত অর্থে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত থাকে, যে দলিলের ভিত্তিতে ন্যাস গঠন করা হয়েছে একটি উদ্দেশ্যসাধনে যা নির্দিষ্ট ভাষায় সুনিশ্চিতভাবে সত্যি বলে স্বীকার করা যেতে পারে।

৪৯, আই. এ. ৩৭ (৪৩)

৫৮, আই. এ.

এই কারণে **ব্যক্তিগতভাবে অপকার** করার জন্য অছিও এই ধারার অন্তর্ভূক্ত হবে।

ব্যক্তিগতভাবে অপকারকারী অছি (Trustee deson fort) বলতে কী বুঝায়?

ব্যাখ্যা — হিন্দু, মুসলমান এবং পূর্তদাসগুলিকে (Charitable Endoument) সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত ন্যাস এবং যেগুলির ব্যবস্থাপকদের সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত অছি ঘোষিত করা হয়েছে।

তৃতীয়ত : ১০ নং ধারায় কেবলমাত্র যে খেলাপি (Defaulting) অছির বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য তা নয়, সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত পণের বিনিময়ে স্বত্ব-নিয়োগি বাদে ওই অছির বৈধ প্রতিনিধি এবং স্বত্ব-নিয়োগিদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। খেলাপি অছির কাছ থেকে পণের বিনিময়ে খরিদকারীরা সুরক্ষিত থাকেন এবং তাঁরা তামাদির ওজর উত্থাপন করতে পারেন।

পণের বিনিময়ে ক্রয় করা খরিদ্দার হওয়া ছাড়াও অছির কাছ থেকে ক্রয় করা খরিদ্দাররাও ন্যাস সম্বন্ধে অজ্ঞাত থাকা খরিদ্দার হতে পারেন কি না এ বিষয়ে এই আইন নীরব থেকেছে। এই বিষয়ে আদালতের রায়গুলির মধ্যেও অবশ্য বিরোধ আছে।

২৯ নং ধারা (৩) দ্বিতীয় ভারতীয় বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের (১৮৬৯ সালের চতুর্থ) অধীনে মামলারত পক্ষগণ সম্বন্ধে তামাদি আইন প্রযোজ্য নয়।

(পৃষ্ঠা ফাঁকা আছে — সম্পাদক)

---

* ন্যস্ত বলতে কী বোঝায়? নিম্নলিখিত মোকদ্দমাগুলি অন্তর্ভূক্ত নয় —

১। অছি কি পেতে পারতেন তার জন্য তাকে দায়ী করার জন্য মোকদ্দমা।

২। ন্যাস সম্পত্তি পরিচালনার জন্য বাদীর ব্যক্তিগত অধিকার খাটাবার জন্য মোকদ্দমা।

৩। অসিদ্ধ (Invalid) ন্যাসের ক্ষেত্রে একটি উদ্ভূত ন্যাসকে বলবৎ করার ব্যাপারে অছিদের কাছ থেকে সম্পত্তি উদ্ধার করার জন্য মোকদ্দমা।

২০, বোম্বাই, ৫১১

৪। বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধে ক্ষতিপূরণের জন্য মোকদ্দমা।

৫৮, আই. এ। ২৭৯ (২৯৭)

বিশেষ বিধির বিরুদ্ধে

১। তামাদির এই সাধারণ বিধি ছাড়াও অন্যান্য বিশেষ অথবা স্থানীয় বিধি আছে, যেগুলিও মোকদ্দমা, আপিল অথবা দরখাস্ত সম্বন্ধে সময়সীমা নির্ধারিত করে রেখেছে। সাধারণ এবং বিশেষ বিধির দ্বারা নির্দিষ্ট করা সময়সীমার মধ্যে যেসব ক্ষেত্রে বিভেদ দেখা যাবে, সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন হল এই যে, সেখানে কোন বিধি প্রাধান্য পাবে।

২। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে ২৯ নং ধারায়। এই ধারা অনুযায়ী বিশেষ বিধি প্রাধান্য পাবে সাধারণ বিধির তুলনায়।

৩। সময়সীমার ব্যাপারে সাধারণ ও বিশেষ বিধির জন্যে বিরোধের ক্ষেত্রে তামাদি আইনের অন্যান্য ধারাগুলির প্রযোজ্যতা ও অপ্রযোজ্যতার ব্যাপারেও ২৯ নং ধারাতেও ব্যবস্থা নির্দেশিত আছে।

৪। ২৯ নং ধারা অনুসারে, বিরোধের ক্ষেত্রে তামাদি আইনের ৪, ৯ থেকে ১৮ এবং ২২ নং ধারার শর্তগুলি (সুস্পষ্টভাবে অপ্রযোজ্য বলা না থাকলে) এবং আইনটির বাকি শর্তগুলি প্রযোজ্য হবে না (যদি না বিশেষ বিধির দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রযোজ্য বলা থাকে)।

তামাদি বিধির পরিকল্প

১। ভারতীয় তামাদি আইনে ২৯টি ধারা এবং একটি তফসিল আছে।

২। তফসিলটি তিনটি বিভাগে বিভক্ত

প্রথম বিভাগ ঃ মোকদ্দমা সম্পর্কিত।

দ্বিতীয় বিভাগ ঃ আপিল সম্পর্কিত।

তৃতীয় বিভাগ ঃ দরখাস্ত সম্পর্কিত।

৩। তফসিলের প্রতিটি বিভাগ তিনটি তালিকায় (Column) বিভক্ত।

তালিকা-১ — যে কারণে মোকদ্দমা করা হয়েছে সেই দাবির জন্য অথবা আপিলের বা যদি দরখাস্ত করা হয়ে থাকে তবে তার দাবির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বর্ণিত আছে।

১৫৪টি বিভিন্ন শ্রেণীর মোকদ্দমার জন্য ব্যবস্থা করা আছে।

৯টি বিভিন্ন শ্রেণীর আপিলের জন্য ব্যবস্থা করা আছে।

২৬টি বিভিন্ন শ্রেণীর দরখাস্তের জন্য ব্যবস্থা করা আছে।

এই অনুবিধি (Provision)গুলির প্রতিটি ক্রমিক সংখ্যাযুক্ত এবং বলা হয় অমুক-অমুক অনুচ্ছেদ। তফসিলে মোট ১৮৯টি অনুচ্ছেদ আছে যদিও শেষ অনুচ্ছেদটির সংখ্যা হল ১৮৩ তার কারণ এই যে, কয়েকটি অনুচ্ছেদের সংখ্যা একই এবং তাদের পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে একই সংখ্যায় "ক" সংযোজিত করে।

তালিকা-২ — সময়কালকে সুনির্দিষ্ট করে যার মধ্যে মোকদ্দমা অবশ্যই দায়ের করতে হবে।

তালিকা-৩ — তামাদির সময়কালের আরম্ভিক মুহূর্ত সুনির্দিষ্ট করে দেয়, যার মধ্যে মোকদ্দমা অবশ্যই দায়ের করতে হবে অথবা আপিল বা দরখাস্ত করতে হবে।

৪। এই আইনের ধারাগুলি ভোগদখলিকার স্বত্বের বিধি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে তামাদি বিধিতে যেভাবে প্রযোজ্য হয়, সেগুলি তফসিলের ওই তিনটি তালিকা থেকে উদ্ভূত নানা ধরনের সমাধান করে। অতএব তামাদি বিধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এই তফসিল।

চতুর্থ ঃ তামাদি বিধি

৩ নং তালিকা থেকে উদ্ভূত প্রশ্নাবলী

৩ নং তালিকার বিষয়বস্তু

১। ৩ নং তালিকায় তামাদির আরম্ভিক মুহূর্তের আলোচনা আছে। দুটি প্রশ্নের উদ্ভব হয় —

(১) কখন থেকে সময় অতিক্রান্ত হতে শুরু করে? তামাদির আরম্ভিক মুহূর্ত কোনটি?

(২) তামাদির কি একটিই আরম্ভিক মুহূর্ত আছে? অথবা তামাদির আরম্ভিক মুহূর্ত কি নতুন করে স্থির করা যেতে পারে?

এক। কখন থেকে সময় অতিক্রান্ত হতে শুরু করে?

তামাদির আরম্ভিক মুহূর্ত কোনটি?

১। কখন থেকে সময় অতিক্রান্ত হতে শুরু করে এই প্রশ্নের উত্তরটি হল এই যে, মোকদ্দমা, আপিল বা দরখাস্ত পেশ করার ব্যাপারে সময় অতিক্রান্ত হতে

শুরু করে ৩ নং তালিকায় উল্লেখিত ঘটনা যখন ঘটে তখন থেকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঘটনাটিই প্রাসঙ্গিক বিষয়। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে এটি বাদীর কাছে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের জানাটাই যথেষ্ট — ৯০-৯২। তবে এটা প্রাসঙ্গিক বিষয় বা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের জানা যাই হোক না কেন, যে, কোনও ক্ষেত্রেই ৩ নং তালিকায় ঘটনার অবতারণাটাই তামাদির আরম্ভিক মুহূর্ত চিহ্নিত করে দেয়।

মামলা করার অধিকার বিবাদ-কারণ সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন।

(১) বিবাদ-কারণ থাকলেই কি বাদীকে মামলা করতে হবে?

(২) মোকদ্দমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে এ কথা বলা যেতে পারে যে, মোকদ্দমা করার অধিকারের সূত্রপাত থেকে সময় অতিক্রান্ত হতে শুরু করে — ১২৩ নং অনুচ্ছেদ। এটাই হল প্রথম মৌলিক নিয়ম।

মামলা করার অধিকার কখন থেকে উদ্ভূত হয়? তার উদ্ভব হয় —

(এক) ৩ নং তালিকায় উল্লেখিত ঘটনা যখন ঘটে, অবশ্য যদি মোকদ্দমাটি যে কোনও একটি অনুচ্ছেদের আওতায়ভুক্ত হয়।

(দুই) যখন মোকদ্দমাটি কোনও নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদের আওতাভুক্ত হয় না, বরং সাধারণ অনুচ্ছেদের (১২৩ নং) আওতায় পড়ে, তখন মামলা করার অধিকার জন্মায় যখন বিবাদ-কারণ উদ্ভূত হয় অথবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিবাদ-কারণ উদ্ভূত হয়েছে এটা বাদী জানতে পারে, যাতে বিবাদ-কারণের সূত্রপাত থেকে অথবা বিবাদ-কারণ জ্ঞাত হওয়ার তারিখ থেকে সময় অতিক্রান্ত হতে শুরু করে।

বিবাদ-কারণ উদ্ভূত হয় যখন কোনও এক পক্ষ সম্বন্ধে অন্যায় করা হয়ে থাকে। যদিও প্রতিটি অন্যায় বিবাদ-কারণের উদ্ভব ঘটাবে এটা বাধ্যতামূলক নয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী অন্যায়টিকে প্রকৃত হতে হবে এবং যার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন থাকবে।

(তিন) তামাদির আরম্ভিক মুহূর্তের ওপর মৃত্যুর প্রভাব।

১। মামলা করার অধিকার জন্মাবার আগেই যদি কোনও ব্যক্তি মারা যান তবে তামাদি কখন থেকে শুরু হবে?

এক। মামলা করার অধিকার জন্মাবার **আগে** যদি কোনও ব্যক্তি মারা যান তবে তামাদির সময়কাল শুরু হবে যে ক্ষেত্রে ঐ ধরনের মোকদ্দমা দায়ের করতে সক্ষম মৃতের কোনও বৈধ প্রতিনিধি থাকে।

দুই। যখন কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার জন্মাতে পারত, তিনি যদি ঐ ধরনের অধিকার জন্মাবার আগেই মারা যান, তবে তামাদির সময়কাল গণনা করতে হবে সেই সময় থেকে যে ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির কোনও বৈধ প্রতিনিধি থাকে, যার বিরুদ্ধে মামলা আনা যায়।

মৌলিক নিয়মের ব্যতিক্রম — তামাদি প্রযোজ্য হতে শুরু করে মামলা করার অধিকার জন্মাবার মুহূর্ত থেকে

১। সেইসব বিষয় যেখানে তামাদি শুরু হয়ে যায় মামলা করার অধিকার জন্মাবার আগে থেকে।

(এক) চাহিবামাত্র প্রদেয় অর্থ এবং চাহিবামাত্র আদেয়ক (Bill) অথবা প্রত্যর্থপত্রের (Promissory Note) অর্থ প্রদেয়।

এই সব ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানের দাবি এবং তা পরিশোধ করতে অস্বীকার করা যদি না হয় তবে মামলা করার অধিকার থাকে না। পরিশোধ করতে অস্বীকার করার তারিখ থেকে মামলা করার অধিকার বর্তায়। কিন্তু সময় অতিক্রান্ত হতে শুরু করে অস্বীকার করার তারিখ থেকে নয়, বরং শুরু হয় ঋণ গ্রহণের তারিখ থেকে অথবা আদেয়ক বা অঙ্গীকারপত্রের তারিখ থেকে অর্থাৎ মামলা করার অধিকার জন্মাবার আগে থেকে। ৫৭-৫৮-৫৯-৬৭-৭৩।

(দুই) মোকদ্দমা বন্ধকের (Pledge) দায় মোচন (Redemption) করা —

বন্ধকী বস্তু পুনরুদ্ধারের জন্য বন্ধক-দাতার (Pawnce) মামলা করার অধিকার জন্মায় সেই তারিখ থেকে যখন বন্ধকী বস্তু সম্পর্কে ঋণ তিনি পরিশোধ করেছেন। কিন্তু সময় অতিক্রান্ত হতে শুরু করে পরিশোধের তারিখ থেকে নয়, বরং বন্ধক দেওয়ার দিন থেকে অর্থাৎ মামলা করার অধিকার জন্মাবার আগে থেকে—১৪৫।

সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে মামলা করার অধিকার জন্মানো সত্ত্বেও তামাদি শুরু হয়ে যায় না — ৬,৭,৮ নং ধারা

১। এগুলি সেইসব বিষয় যেখানে যে ব্যক্তির মামলা করার অধিকার জন্মেছে, কিন্তু যে তারিখে মামলা করার অধিকার জন্মেছে সেই তারিখ থেকে তিনি যদি (আইনগত) অসমর্থতায় বিজড়িত থাকেন।

২। এই ব্যতিক্রমটি অনুসারে মামলা করার অধিকার জন্মানো সত্বেও (আইনগত) অসমর্থতায় বিজড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সময় অতিক্রান্ত হতে শুরু করবে না।

৩। কেবলমাত্র তিন ধরনের অসমর্থতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে —

(১) নাবালকত্ব।

(২) পাগলামি।

(৩) মানসিক জড়ত্ব।

৪। অসমর্থতায় বিজড়িত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সময় শুরু হয় অসমর্থতা দূরীভূত হলে।

৫। যেখানে এই অসমর্থতাগুলি তাদের কার্যকারীতায় একই কালে বা একের পর এক সংঘটিত হচ্ছে, যেখানে তামাদি প্রযোজ্য হতে শুরু করবে ওইসব অসমর্থতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে।

৬। যেখানে অসমর্থতা ব্যক্তিটির মৃত্যুকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, সেখানে তাঁর মৃত্যুর তারিখ থেকে তাঁর বৈধ প্রতিনিধির বিরুদ্ধে সময় কার্যকর হতে শুরু করবে।

৭। যদি কোনও ব্যক্তির মৃত্যুতে বৈধ প্রতিনিধিটি অসমর্থ থাকেন, তাহলে সময় প্রযোজ্য হতে শুরু করবে যখন ওই বৈধ প্রতিনিধির অসমর্থতার অবসান ঘটবে।

৮। যাঁরা যৌথভাবে মামলা করার অধিকারী সেইসব ব্যক্তির অসমর্থতার কি প্রভাব পড়বে তামাদির আরম্ভিক মুহূর্তের উপর।

দুটি বিষয়কে পৃথকভাবে দেখা আবশ্যিক ঃ

(এক) যেখানে তাঁদের মধ্যে **কেবলমাত্র কয়েকজন** অসমর্থ।

(দুই) যেখানে **তাঁরা সকলেই** অসমর্থ।

১। যেখানে তাদের মধ্যে কেবলমাত্র কয়েকজন অসমর্থ ঃ

(এক) অসমর্থতার অধীনস্থ এক ব্যক্তির ঐকমত্য ছাড়া যেখানে অসমর্থতার অধীনস্থ নন এমন পক্ষ প্রতিবাদীকে যেখানে পূর্ণ মাত্রায় ভারমুক্ত করেন অথবা দাবি ত্যাগ করেন, সেখানে তাঁদের সকলের বিরুদ্ধে সময় অতিক্রান্ত হতে শুরু করে মামলা করার অধিকার জন্মাবার তারিখ থেকে।

(দুই) যেখানে এইভাবে ভারমুক্ত করা যাবে না, যেখানে তাঁদের কারও বিরুদ্ধে সময় অতিক্রান্ত হতে শুরু করবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত অসমর্থতার অবসান ঘটছে

অথবা যতক্ষণ না পর্যন্ত অসমর্থতার অধীনস্থ ব্যক্তিটি বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

২। সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে মামলা করার অধিকারী এমন সকল ব্যক্তি অসমর্থতার বশবর্তী—

(এক) যেখানে সকলেই অসমর্থতার বশবর্তী সেখানে ৬ নং ধারায় বর্ণিত নিয়মাবলী প্রযোজ্য হবে।

(দুই) যেখানে তাঁদের মধ্যে একজনের অসমর্থতার নিবৃত্তি ঘটেছে, সেখানে ৭ নং ধারা প্রযোজ্য হবে এবং নিয়ন্ত্রক প্রশ্নটি হবে এই যে, যে ব্যক্তিটি অসমর্থতা থেকে মুক্তি পেয়েছেন, তিনি যেসব অন্য ব্যক্তি এখনও অসমর্থতায় ভুগছেন তাঁদের সম্মতি ব্যাতিরেকে বৈধভাবে ভারমুক্ত করতে পারবেন কি না। উত্তরটি যদি ইতিবাচক হয় তবে তাঁদের সকলের বিরুদ্ধে সময় অতিক্রান্ত হতে শুরু করবে যে মুহূর্তে ওই ধরনের ব্যক্তিটির অসমর্থতার বিষয়টি আর কার্যকর না হয়। যদি উত্তরটি নেতিবাচক হয় তবে তাঁদের একজনেরও বিরুদ্ধে সময় অতিক্রান্ত হতে শুরু করবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁরা সকলেই তাঁদের অসমর্থতার ভোগান্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছেন।

৯। অসমর্থতার নিবৃত্তির তারিখ থেকে কতদিনের মধ্যে সেই ব্যক্তিকে মোকদ্দমা দায়ের করতেই হবে যিনি অসমর্থতার অধীনস্থ ছিলেন যখন তাঁর মামলা করার অধিকার জন্মেছিল?

১। এই প্রশ্নের তিনটি উত্তর আছে—

(এক) নির্ধারিত সময়কালের মধ্যে যা গণনা করতে হবে মামলা করার অধিকার জন্মাবার তারিখ থেকে, যদি অসমর্থতার নিবৃত্তির পর অবশিষ্ট সময়কাল তিন দিনের বেশি হয়।

দৃষ্টান্ত— নির্ধারিত সময়কাল ১২ বছর ১৯২০ থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে।

অসমর্থতার বছরগুলি — ৪ বছর অর্থাৎ ১৯২৪ থেকে ১৯৩৬।

অবশিষ্ট সময়কাল — ৯ বছর। ১৯৩২ সালের আগে মোকদ্দমা আনয়ন করতেই হবে।

(৯ বছরের মধ্যে মোকদ্দমা আনয়ন করতেই হবে) অর্থাৎ মামলা করার অধিকার জন্মাবার ১২ বছরের মধ্যে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়কালের মধ্যে। তিনি আগের

কোনও সুযোগসুবিধা পাবেন না। এমন কী যদিও মামলা করার অধিকার জন্মাবার তারিখ থেকে সময় গণনা করলেও।

(দুই) যদি নির্ধারিত সময়কাল তিন বছরের কম হয়, তবে নির্ধারিত সময়কাল **গণনা করতে হবে অসমর্থতার নিরসন থেকে।**

নিজ অসমর্থতার জন্য তিনি কোনও সুযোগসুবিধা পাবেন না; কেবলমাত্র সময় অতিক্রান্ত হতে শুরু করবে অসমর্থতার নিরসনের তারিখ থেকে।

দৃষ্টান্ত ঃ নির্ধারিত সময়কাল ১ বছর ১৯২০ থেকে ১৯২১ সাল।

অসমর্থতার সময়কাল ৪ বছর। এল. পি. ১৯২৪ বার ১৯২৫।

মোকদ্দমা অবশ্যই আনয়ন করতে হবে ১৯২৫ সালে।

(তিন) অসমর্থতা নিরসনের পর অবশিষ্ট সময়কাল যদি তিন বছরের **কম** হয় এবং নির্ধারিত সময়কাল যদি তিন বছরের **বেশি** হয়, তবে অসমর্থতা নিরসনের তারিখ থেকে **তিন** বছরের মধ্যে।

নির্ধারিত সময়কাল — ৬ বছর ১৯২০ থেকে ১৯২৬ সাল।

অসমর্থতার সময়কাল — ৪ বছর ১৯২৪ থেকে বাদ ১৯৩০।

(অসমর্থতা) নিরসনের পর অবশিষ্ট সময়কাল — ২ বছর।

অসমর্থতা নিরসনের সময় থেকে তিন বছরের মধ্যে ১৯২৮ সালে মোকদ্দমা আনয়ন করতেই হবে।

১০। অসমর্থতার এই প্রশ্ন সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে।

(এক) এই ধারাটি কেবলমাত্র প্রযোজ্য **মোকদ্দমা** এবং ডিক্রি জারি করার দরখাস্ত সম্পর্কে, কিন্তু অন্য কোনও দরখাস্ত বা আপিল সম্পর্কে প্রযোজ্য হবে না।

(দুই) ধারাটি একমাত্র সেই ব্যক্তি সম্পর্কে প্রযোজ্য যিনি ইতিমধ্যে অসমর্থতার অধীনস্থ ছিলেন যখন মামলা করার অধিকার জন্মে ছিল। যদি অসমর্থতা **পরবর্তীকালে** বাধা হিসাবে উপস্থিত হয় তবে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না।

(তিন) এই ধারা একমাত্র তখনই প্রযোজ্য হবে যখন বাদী অথবা মামলা করার অধিকার আছে এমন ব্যক্তি অসমর্থতার অধীনস্থ আছে। **বিবাদীর** অসামর্থতা — যাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে তাঁদের ধর্তব্যের বিষয় হবে না।

বিবাদী অসমর্থতার বশবর্তী হলেও বাদীর বিরুদ্ধে সময় অতিক্রান্ত হতে শুরু করবে।

প্রথম মৌলিক নিয়মটি হল এই যে, অসমর্থতার বশবর্তী নন এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তামাদি শুরু হয় ৩ নং তালিকায় উল্লেখিত ঘটনার সূত্রপাতের তারিখ থেকে এবং ৩ নং তালিকায় যদি কোনও ঘটনার উল্লেখ না থাকে তবে বিবাদ-কারণ যবে থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলা, সেই তারিখ থেকে।

মৌলিক নিয়ম — ২

১। একবার যখন সময় অতিক্রান্ত হতে শুরু করেছে, তখন পরবর্তীকালীন মামলা করার অসমর্থতা বা অপারগতা তার গতি রুদ্ধ করতে পারে না।

২। এর অর্থ হল এই যে, তামাদি একবার শুরু হয়ে গেলে কখনই বিলম্বিত (Suspend) হতে পারে না। মামলা করার অধিকার জন্মাবার পর যদি কোনও ব্যক্তি পাগল হয়ে যান অথবা মারা যান, তবে তাঁদের বিরুদ্ধে সময় অতিক্রান্ত হতে শুরু করে দেবে।

দ্বিতীয় ঃ তামাদির আরম্ভিক মুহূর্ত কি একটাই আছে? অথবা তামাদির নতুন করে আরম্ভিক মুহূর্ত কি থাকতে পারে।

১। **একই** বিবাদ-কারণ সম্পর্কে যদি তামাদির ব্যাপারটা হয় তবে নতুন বিবাদ-কারণ ঘটার এবং নতুন করে আরম্ভিক মুহূর্ত শুরু হওয়ার মধ্যে পার্থক্যটি নির্ণয় করা আবশ্যিক। এখানে আমরা সেইসব বিষয়গুলি নিয়ে বিচার বিবেচনা করছি যেখানে **একই** বিবাদ-কারণ সম্পর্কে তামাদির নতুন প্রারম্ভিক মুহূর্ত শুরু হয়।

২। তামাদি বিধির সাধারণ নিয়মটি হল এই যে, মামলা করার অধিকারের জন্য তামাদির কেবলমাত্র একটিই আরম্ভিক মুহূর্ত থাকে এবং ঐ আরম্ভিক মুহূর্ত সেই দিন থেকে শুরু হয় যেদিন থেকে মামলা করার অধিকার জন্মায়।

৩। একই বিবাদ-কারণ সম্পর্কে যেখানে তামাদির নতুন আরম্ভিক মুহূর্ত থাকে তার তিনটি ক্ষেত্র থাকে;

(এক) সেই ক্ষেত্র যেখানে প্রাপ্তির স্বীকৃতি আছে।

(দুই) সেইসব ক্ষেত্র যেখানে আংশিক পরিশোধের ব্যাপার আছে।

(তিন) সেইসব ক্ষেত্র যেখানে বিবাদ-কারণের উদ্ভব হয় নিরবচ্ছিন্নভাবে চুক্তিভঙ্গের ফলে অথবা চুক্তি বহির্ভূত নিরবচ্ছিন্ন অন্যায়ের জন্য।

১৯ নং ধারা — প্রাপ্তি-স্বীকৃতি (Acknowledgment)

এক। সাধারণত ঃ

১। যেখানে তামাদির সময়কাল প্রকৃত অর্থে নিঃশেষিত (Rungout) হয়েছে প্রাপ্তি স্বীকার অবশ্যই তার আগে করা হয়েছে। সময়কাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রাপ্তি স্বীকারের কোনও মূল্য নেই এবং তামাদির নতুন আরম্ভিক মুহূর্ত দেওয়া যেতে পারে না।

২। প্রাপ্তি স্বীকার অবশ্যই নির্বাচিতভাবে থাকা চাই।

৩। প্রাপ্তি-স্বীকারের রসিদে দায়বদ্ধ পক্ষের স্বাক্ষর থাকা আবশ্যিক অথবা দায়ভাগ স্বীকৃতির রসিদে স্বাক্ষর করার জন্য বিধিসঙ্গতভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হওয়া আবশ্যিক।

৪। উত্তমর্ণের কাছে প্রাপ্তি স্বীকার আবশ্যিক নয়।

৫। স্বীকৃতির রসিদে দায়ভার যে বিদ্যমান আছে তার স্বীকৃতি থাকা আবশ্যিক। তাতে পরিশোধের অঙ্গীকার না থাকলেও চলবে। অবশ্য তার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পরে পরিশোধ করতে অস্বীকার করা বা পূর্বে প্রদত্ত অংশ বিশেষের প্রতি গণনা (Set-off) দাবি করা।

দুই। ধারা ২১ (২) — যৌথভাবে স্বীকার করা ব্যক্তিরাও দায়বদ্ধ থাকিবেন।

১। যখন যৌথভাবে দায়বদ্ধ থাকা ব্যক্তিদের, যেমন যৌথ-ঠিকাদার, অংশীদারগণ, নির্বাহকবৃন্দ, বন্ধক-গ্রাহীগণ ইত্যাদি, বিরুদ্ধে কোনও সম্পত্তি বা কোনও অধিকার দাবি করা হয়, তখন তাঁদের মধ্যে কোনও একজনের (অথবা তাঁদের যে কোনও একজনের প্রতিনিধির দ্বারা) দ্বারা স্বাক্ষর করা স্বীকৃতিপত্র অন্যান্যদেরও অভিযোগ্য (Chargeble) করে দেয়।

তিন। ধারা ২১ (৩) — হিন্দু বিধবা কর্তৃক স্বীকৃতি।

হিন্দু বিধবা কর্তৃক অথবা অন্য সীমায়িত ক্ষমতার মালিক কর্তৃক স্বীকৃতি দান ভাবী উত্তরাধিকারীদের (Reversiners) নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ রাখবে।

চার। ধারা ২১ (৩) — হিন্দু ব্যবস্থাপক কর্তৃক স্বীকৃতিদান।

যৌথ হিন্দু পরিবারের ব্যবস্থাপকের (অথবা তাঁর প্রতিনিধির দ্বারা) স্বাক্ষরিত স্বীকৃতিপত্র সমগ্র পরিবারকে নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ রাখবে যেখানে স্বীকৃতিদান করা হয়েছে সমগ্র পরিবার কর্তৃক বা তার তরফ থেকে গৃহীত দায়ভারের জন্য।

ঋণ বাবদ অথবা উত্তর-দায় (Legacy) সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ বাবদ সুদ প্রদান এবং ধারা ২০ — মূলধনের (Principal) আংশিক পরিশোধ।

১। সময় অতিক্রান্ত হওয়ার আগে পরিশোধ করলেই পরিশোধ বলে গণ্য করা হবে।

২। অধমর্ণ অথবা পরিশোধ করতে পারেন এমন বিধিসঙ্গতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাঁর প্রতিনিধি পরিশোধ করবেন।

৩। স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত হয়ে পরিশোধ করতে হবে।

ধারা ২৩ — ধারাবাহিক চুক্তিভঙ্গ এবং চুক্তির সঙ্গে সম্পর্কহীন ধারাবাহিক অন্যায়।

১। ধারাবাহিক চুক্তিভঙ্গ অথবা ধারাবাহিক অন্যায়ের ক্ষেত্রে তামাদির সময়কাল নতুন করে শুরু হয় সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত থেকে যখন চুক্তিভঙ্গ ও অন্যায়ের ব্যাপারটি চলতে থাকে।

প্রশ্ন — ধারাবাহিক (চুক্তি) ভঙ্গ এবং ধারাবাহিক অন্যায় বলতে কি বোঝায়?

ধারাবাহিক চুক্তিভঙ্গ

১। ইজারাতে মেরামত সংক্রান্ত চুক্তি (Covenant), যা প্রতিদিন ভঙ্গ করা হচ্ছে (ফলে) ভবনটি মেরামতের অযোগ্য হয়ে উঠছে।

২। ইজারাতে প্রদত্ত চুক্তিগুলির বিরুদ্ধে ভবনটিকে ব্যবহার করা।

চুক্তিভঙ্গ ব্যাতীত অন্য যে-কোনও অন্যায় সম্পর্কিত ধারাবাহিক অন্যায়

১। পণ্য-চিহ্নের (Trade-mark) বেআইনি অপব্যবহার (Imfringment)।

২। স্বামীর কাছে ফিরে যেতে স্ত্রীর অসম্মতি।

এইসব ক্ষেত্রে মামলা করার অধিকার জন্মায় দিনের পর দিন।

৩। ধারাবাহিক এবং অ-ধারাবাহিক অন্যায়ের মধ্যে প্রভেদের সীমারেখা টানা অত্যন্ত কঠিন। অন্যায় অব্যাহত থাকে, হয় একবার করা দুষ্কর্মের (Wrongful act) ফল অব্যাহত থাকে, নয় দুষ্কর্মটির পুনরাবৃত্তির কারণে।

ধারাবাহিক অন্যায়ের বিষয়টি হল সেই ঘটনা যেখানে দুষ্কর্মটি বারবার করা হচ্ছে কিন্তু দুষ্কর্মের ফলাফলটি যেখানে অব্যাহত থাকছে সেখানে নয়।

অধ্যায় - ৩

I

ব্রিটিশ ভারতে ফৌজদারি কার্যধারা বিধি

সূচনা

অপরাধ ও তার প্রতিকার

১।* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রকরণগুলির (Clauses) একটি এই প্রকারের—

"যথাবিহিত আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া কোনও নাগরিককে তার জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা চলিবে না।"

অন্যান্য রাষ্ট্রের সংবিধানে এই ধরনের প্রকরণ নেই। তৎসত্ত্বেও প্রতিটি সভ্য রাষ্ট্র অনিশ্চিত আক্রমণ থেকে তার নাগরিকদের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষা করতে চায়।

এই ধরনের প্রত্যাভূতি (Guarantee) হল রাষ্ট্রের ভিত্তিভূমি। এই লক্ষ্য সামনে রেখে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র একটি করে আইন সংহিতা (Code of Laws) রাখে যাতে অপরাধের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা আছে। ভারতে আমাদের আছে দন্ডবিধি (Penal Code) এবং ব্যক্তিগত অপকারবিধি (Law of Tarts)।

২। অপরাধগুলি হয় দেওয়ানি নয় ফৌজদারি।

কিছু অপরাধ আছে যা একাধারে দেওয়ানি এবং ফৌজদারি; **অভ্যাঘাত** (Assault), **মানহানি** (Defamation) ঃ এগুলি একাধারে দেওয়ানি ও ফৌজদারি অপরাধ। ক্ষতিগ্রস্ত (Aggrieved) পক্ষ ফৌজদারি আদালত এবং সেইসঙ্গে দেওয়ানি আদালতেও মামলা করতে পারেন।

৩। **প্রতিকার।** প্রতিটি অপরাধের জন্য যদি যথোপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা না থাকে তবে কেবলমাত্র অপরাধগুলিকে বিধিবদ্ধ করে (Eunact) কোনও লাভ হবে না। অপর পক্ষে, একথা বলা যেতে পারে যে, আইন একমাত্র তখনই অপরাধকে স্বীকার করে যখন তা এর সমর্থনের (Vindication) জন্য প্রতিকারের ব্যবস্থা

* অনুচ্ছেদের নম্বরগুলি মূল গ্রন্থে যেভাবে ছিল সেইভাবেই রাখা হয়েছে।

রাখে। যখন কোনও অপরাধ করার জন্য কোনও প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকে না তখন অপরাধকে বিধিবদ্ধ করাটাকে নিরর্থক কর্ম বলে গণ্য করা হবে।

ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং বন্দী প্রত্যক্ষীকরণের (Habeas Corpus) আজ্ঞালেখ (Writ)

৪। ফৌজদারি কার্যধারা সংহিতা একটি প্রতিকারযোগ্য আইন। এতে যে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের বিরুদ্ধে দন্ডার্হ অপরাধ (Criminal) করা হয় তার জন্য দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে প্রতিকারের ব্যবস্থা দেওয়া আছে। একটা চলতি ধারা আছে যে, আইন বরং দশজন দোষী ব্যক্তিকে নিষ্কৃতি দিতে পারে, কিন্তু একজন নির্দোষকে শাস্তি দেয় না। ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। আইনে যা বলা আছে তা হল এই যে, আইন কর্তৃক বিধিবদ্ধ করা প্রক্রিয়া ছাড়া কোনও ব্যক্তির বিচার হতে পারে না।

৫। ফৌজদারি কার্যধারা নির্দিষ্ট করে দেয় ঃ

(১) ফৌজদারি আদালতের গঠন।

(২) বিচারের জন্য ফৌজদারি আদালতে অভিযুক্তকে আশার উপায় ও পদ্ধতি।

(৩) অভিযুক্তের বিচার সম্পর্কিত নিয়ামাবলী।

(৪) দন্ডদান করা সংক্রান্ত নিয়মাবলী,

(৫) অভিযুক্তের শাস্তি অথবা দোষী সাব্যস্তকরণ ও বিচারে ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করা সংক্রান্ত নিয়মাবলী। *

১। ফৌজদারি আদালত গঠন ঃ

এই বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝতে হলে প্রেসিডেন্সি শহর পদ্ধতি এবং প্রাদেশিক পদ্ধতির প্রভেদটি সুস্পষ্টভাবে দেখাতে হবে।

এই ধরনের প্রভেদ ভারতে অন্যান্য আইন সম্বন্ধেও দেখানো হয়ে থাকে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঃ দেউলিয়া— ১। প্রেসিডেন্সি শহর দেউলিয়া আইন।
২। প্রাদেশিক দেউলিয়া আইন।

লঘু-বাদ— ১। প্রেসিডেন্সি শহর লঘু-বাদ আদালত আইন।
২। প্রাদেশিক লঘু-বাদ আদালত আইন।

* পান্ডুলিপিতে ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ নেই — সম্পাদক।

ক ঃ প্রাদেশিক পদ্ধতি

১। দায়রা আদালত —

ধারা-৭(১), ধারা-৮(১)

(১) প্রত্যেকটি প্রদেশে থাকবে এক দায়রা বিভাগ অথবা একাধিক দায়রা বিভাগে বিভক্ত করা থাকবে। প্রতিটি দায়রা বিভাগ এক অথবা একাধিক জেলা নিয়ে সীমানাবদ্ধ হবে।

ধারা-৯(৩)

৩। যে কোনও দায়রা বিভাগের জন্য অতিরিক্ত দায়রা বিচারক এবং সহকারী বিচারক থাকতে পারেন এক বা একাধিক দায়রা আদালত ক্ষেত্রাধিকার (Jurisdiction) প্রয়োগ করার জন্য।

ধারা-৯(২)

৪। দায়রা আদালতের অধিবেশন বসাবে সেই স্থান বা স্থানগুলিতে প্রজ্ঞাপিত (Notfied) হবে সরকারি ঘোষণাপত্রে (Gazett) স্থা: স: * দ্বারা।

ধারা-৯(৪)

৫। এক বিভাগের দায়রা বিচারককে অপর বিভাগের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক হিসাবেও নিয়োগ করা যেতে পারে এবং সে-ক্ষেত্রে মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য তিনি দুটি বিভাগেই বসতে পারেন।

২। শাসক আদালত

ধারা-৯(১) জেলাশাসক (District Magistrate)

ধারা-১০

(১) প্রত্যেক জেলায় একজন করে প্রথম শ্রেণীর শাসক থাকবেন যাঁকে বলা হবে জেলাশাসক।

(২) প্রথম শ্রেণীর যে কোনও শাসককে অতিরিক্ত জেলাশাসক হিসাবে কাজ করার জন্য নিয়োগ করা যেতে পারে।

---

* স্থানীয় সরকার — সম্পাদক।

(২) মহকুমা শাসক

ধারা-৮(১)

১০। একটি জেলাকে মহকুমায় বিভক্ত করা যেতে পারে।

ধারা-১৩(১) এবং (২)

প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর শাসককে মহকুমার ভার অর্পণ করা যেতে পারে এবং তাকে বলা হবে মহকুমাশাসক।

(৩) অধীনস্থ শাসক

ধারা-১২(১)

১১। জেলাশাসক ছাড়া প্রতিটি জেলায় প্রয়োজনানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীর শাসক নিযুক্ত করা যেতে পারে।

প্রত্যেকের ক্ষেত্রে যে ধরনের স্থানীয় এলাকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে তাঁরা সেখানেই তাঁদের অধিক্ষেত্র প্রয়োগ করবেন।

ধারা-১২(২)

যদি তেমন কোনও এলাকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া না হয়ে থাকে, তাহলে তাঁদের অধিক্ষেত্র ও ক্ষমতা সমগ্র জেলাতে সম্প্রসারিত হবে।

৩। জেলাশাসক এবং প্রথম শ্রেণীর শাসক

কোনও বিশেষ আদালতকে জেলাশাসকের আদালত বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি সংহিতায়, কেবলমাত্র প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর শাসকদেরই দেওয়া হয়েছে।

যেখানে অস্থায়ী জেলাশাসক বিচারের শুনানি আরম্ভ করেছেন এবং তা শেষ হওয়ার আগেই যদি তাঁকে তাঁর মূল পদে প্রথম শ্রেণীর শাসক হিসাবে প্রত্যাবর্তন করতে হয়, যে ক্ষমতায় থাকাকালীন অপরাধটি তাঁর অধিক্ষেত্রের মধ্যে ছিল, সে ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে; ওই বিচার চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রাধিকার তাঁর ছিল।

সম্রাট বনাম সৈয়দ সজ্জাদ হুসেন, ৩, এ. এল. জে. ৮২৫

১১। আদিম (Original) ক্ষেত্রাধিকারের ব্যাপারে। বিভাগের বাইরে যে অপরাধই করা হোক না কেন সে সম্পর্কে জেলাশাসক যা কিছু করতে পারেন, তবে মহকুমা শাসকের ক্ষমতা থাকবে তাঁর স্থানীয় ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে বিচার করার। ৪এ, ৩৬৬।

৪। বিশেষ শাসক

ধারা-১৪(১)

১২। (১) যে কোনও স্থানীয় এলাকার বিশেষ মামলা অথবা বিভিন্ন শ্রেণীর মামলা বা সাধারণ মামলা সম্পর্কে বিচার করার জন্য ব্যক্তিদের ১ম, ২য় অথবা ৩য় শ্রেণীর শাসকের ক্ষমতা অর্পণ করা যেতে পারে।

(২) তাঁদের বলা হবে বিশেষ শাসক এবং এক সীমায়িত কালের জন্য নিয়োজিত হবেন।

(৩) এই ধরনের ব্যক্তি তাঁর নিয়ন্ত্রনাধীন একজন আধিকারিক হতে পারেন।

(৪) যদি তিনি পুলিশ আধিকারিক হন, তবে তিনি সহকারী জেলা অধীক্ষকের (Superintendent) পদ-মর্যাদার নীচে হবেন না এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে যেটুকু ক্ষমতার প্রয়োজন তার অতিরিক্ত অন্য কোনও ক্ষমতা তাঁর থাকবে না —

(এক) শান্তি বজায় রাখার জন্য।

(দুই) অপরাধ নিবারণ করার জন্য।

(তিন) দুষ্কৃতীদের (Offenders) খুঁজে বের করা। গ্রেফতার করা এবং হাজতে আটকে রাখার জন্য যাতে তাদের শাসকের সামনে হাজির করানো যায়।

(চতুর্থ) তৎকালীন বলবত কোনও আইন কর্তৃক তার ওপর আরোপিত অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য।

৫। বিচার-পীঠ (Bench) শাসক

ধারা-১৫(১)

১৩। বিচার-পীঠ হিসাবে যে কোনও দুজন অথবা তারও বেশি শাসক একসঙ্গে বসতে পারেন এবং কেবলমাত্র সেই ধরণের মামলা অথবা সেই শ্রেণীর মামলার শুনানি করতে পারেন এই বিষয়ে নির্ধারিত করা সেই ধরনের স্থানীয় সীমানার মধ্যে।

৬। প্রাদেশিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন আদালতের মধ্যে সম্পর্ক।

ধারা-১৭(২)

১৪। প্রতিটি বিচার-পীঠ এবং মহকুমার প্রতিটি শাসক অধীনে থাকবেন মহকুমা

শাসকের। একটি মহকুমার মধ্যে জেলা শাসক এবং মহকুমা শাসকের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে সমন্বয় থাকবে। ৪, এলা, ৩৬৬।

যে শাসক মহকুমাশাসকের অধীনস্থ হবেন তিনি জেলাশাসকেরও অধীনস্থ থাকবেন। সকল বিচার-পীঠ এবং মহকুমাশাসকসহ শাসকরা জেলাশাসকের অধীনস্থ।

ধারা-১০(৩)

একজন অতিরিক্ত জেলাশাসক অধীনস্থ থাকবেন জেলাশাসকের কেবলমাত্র নিম্মলিখিত উদ্দেশ্যসাধনে ঃ

(এক) ধারা-১৯২(১)।

(দুই) ধারা-৪০৭(২)।

(তিন) ধারা-৫২৮(২) এবং (৩)।

ধারা-১৭(৩)

সকল সহকারী দায়রা বিচারক দায়রা বিচারকের অধীনস্থ, যাঁদের আদালতে তাঁরা তাঁদের ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

১৫। অধীনস্থ — (১) পদমর্যাদায় হীনতর। ৯, বোম্বাই, ১০০

৮, মাদ্রাজ, ১৮ (এফ. বি.)

(২) ন্যায়িক (Judicial) এবং সেই সঙ্গে নির্বাহিক ক্ষমতার ব্যাপারে অধীনস্থ।

২, এলা, ২০৫ (এফ. বি.)

৯, বোম্বাই, ১০০।

অধীনতা ব্যতিরেকেও অধস্তনতা থাকতে পারে কিন্তু অধস্তনতা না থাকলে অধীনতা থাকতে পারে না, কারণ অধীনস্থ মানে পদমর্যাদায় নিম্নতর।

ধারা-১৭(৫)

সংহিতায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত না থাকলে জেলাশাসক বা শাসক বা বিচার-পীঠগুলি দায়রা বিচারকের অধীনস্থ হবেন না।

কেবলমাত্র ১২৩, ১৯৩, ১৯৫, ৪০৮, ৪৩১, ৪৩৬, ৪৩৭ নং ধারার ব্যাপারে দায়রা বিচারকের অধীনস্থ হবেন। যদি দায়রা বিচারক বিনির্দেশ (Rule) দেন যে,

দালালদের (Tout) আদালতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না, তবে তা শাসকবর্গের ওপর প্রযোজ্য হবে না।

অধীনস্থ বলতে শুধু কাজের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে অধীনতা বোঝায় না। অধীনস্থ বলতে পদমর্যাদার ন্যায়িকভাবে নিম্নতরও বুঝায় অর্থাৎ যে আদালতের ওপরে অন্য আদালত ৪৩৫ নং ধারার অধীনে মামলা চালাতে পারে। (নথি তলব করা এবং আদেশ দান করা)।

৯, বোম্বাই, ১০০।

বি. প্রেসিডেন্সি শহর পদ্ধতি

১। শাসকবর্গ

ধারা-১৮(১)

১৬। প্রতিটি প্রেসিডেন্সি শহরে পুরশাসক (Presidency Magistrate) হিসাবে কাজ করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে হবে।

প্রতিটি শহরের জন্য যত সংখ্যক ব্যক্তি নিযুক্ত হবেন তার মধ্যে একজন নিযুক্ত হবেন মুখ্য পুরশাসক হিসাবে কাজ করার জন্য।

যে-কোনও ব্যক্তিকে অতিরিক্ত মুখ্য পুরশাসক হিসাবে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করা যেতে পারে।

ধারা-১৯

যে কোনও দুজন বা তদরিক্ত পুরশাসকরা বিচার-পীঠ হিসাবে একত্রে বসতে পারেন।

২। পুরশাসকের সঙ্গে মুখ্য পুরশাসকের সম্পর্ক

ধারা-২১

১৮। জেলাশাসকের মতো তিনি তাঁর অধীনস্থ শাসকদের নিয়ন্ত্রণ করবেন।

এই অধীনতার পরিমাণ কতটা হবে তা ঘোষণা করেন স্থানীয় সরকার।

নিয়ন্ত্রণ—

১। আদালতের কর্তব্যকার্য (Busines) এবং প্রচলিত রীতির (Practice) মধ্যে পার্থক্য এবং আচরণ বিধি (Conduct)।

২। বিচারপীঠ গঠন।

৩। কাল ও স্থান স্থির করা যেখানে বিচারপীঠ বসবে।

৪। মতানৈক্যের মীমাংসা করা।

১৮। বোম্বাই সরকার যথাযথভাবে স্থির করে দিয়েছে যে পুরশাসক মুখ্য পুর-শাসকের অধীনস্থ হবেন।

১, বোম্বাই, এল. আর. ৪৩৭

উচ্চ-ন্যায়াল

১৯। এই ফৌজদারি আদালতগুলির পাশাপাশি আমরা পেয়েছি বিচারাধিকারের (Judicature) উচ্চ-ন্যায়ালয়।

উৎপত্তির জন্য উচ্চ-ন্যায়ালয়গুলি ঋণী থাকবে ১৮৬১ সালে পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত সনন্দ (ফরমান) আইনের কাছে।

ধারা-১

মহারানিকে বিশেষ অনুমতিপত্রের (Letters Patent) দ্বারা ক্ষমতা দিয়েছিল বাংলার জন্য কলিকাতায়, বোম্বাইয়ের জন্য বোম্বাইতে এবং মাদ্রাজের জন্য মাদ্রাজ শহরে উচ্চ-ন্যায়ালয় নির্মাণও প্রতিষ্ঠা করতে।

ধারা-৯

এই আইনের ১০৬ নং ধারা অনুসারে যে সব উচ্চ-ন্যায়ালয় প্রতিষ্ঠিত হবে তাদের প্রতিটির থাকবে এবং ক্ষমতাদির ব্যবহার করবে এই ধরনের সকল দেওয়ানি, ফৌজদারি, নাবাধিকরণ (Admiralty) ও উপ-নাবাধিকরণ, ইচ্ছাপত্র সম্বন্ধীয় (Testramentary), অকৃত-ইচ্ছাপত্র (Intestate) এবং বিবাহ সংক্রান্ত ক্ষেত্রাধিকার, আদিম এবং আপিল এবং যে প্রেসিডেন্সির জন্য তা স্থাপিত হয়েছে যেখানে ন্যায় বিচারের জন্য এবং সে সম্পর্কিত সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হবে সম্রাটের অনুমতি ও নির্দেশ অনুযায়ী।

উচ্চ-ন্যায়ালয়ের তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতা

৩, পাটনা, এল. জে. ৫৮১, ৭, বি

শিওনন্দন বনাম সম্রাট

১। উচ্চ-ন্যায়ালয়ের তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতা সীমায়িত করা হয়েছে ১৮৬১ সালের আইনের ১৫ নং ধারার (ভারত শাসন আইনের ১০৭ নং ধারা) দ্বারা আদালতগুলি সম্পর্কে তার আপিল বিভাগীয় ক্ষেত্রাধিকার সাপেক্ষে।

২। কিন্তু যেখানে উচ্চ-ন্যায়ালয়ের আপিল বিভাগীয় ক্ষেত্রাধিকার আছে, নিম্নতর আদালতের থেকে পরিবর্তিত আকারে হলেও, তা উক্ত আদালতের ওপর তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতার ব্যবহার করবে, এমনকী সেইসব মামলার ক্ষেত্রেও যেগুলি আপিলের বিষয়বস্তু নয়।

৩। তিন শ্রেণীর মামলা বিবেচ্য ঃ

(ক) যখন অধস্তন আদালত আপিল বিভাগীয় ক্ষেত্রাধিকারের অধীনে থাকে, তখন কোনও কোনও ক্ষেত্রে একমাত্র তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতাটাই বিদ্যমান থাকে এবং তার ক্ষমতা ব্যবহারের বিষয়টি সেইসব ক্ষেত্রের মধ্যে সীমায়িত থাকে যেখানে আপিল করার অধিকার থাকে উচ্চ-ন্যায়ালয়ের ওপর। তত্ত্বাবধান করার এই বিশেষ ক্ষমতা সচরাচর প্রয়োগ করা হয় না সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে আপিল বা ছানি (Relifion) করার মতো অন্যান্য কার্যবাহ দ্বারা পর্যাপ্ত প্রতিকার পাওয়া যায়।

(খ) যেসব ক্ষেত্রে অধস্তন আদালতের ওপর ছানি করার অধিকার উচ্চ-ন্যায়ালয়ের আছে অথবা যেখানে উচ্চ-ন্যায়ালয়ে নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ (Referance) করার ক্ষমতা বিদ্যমান সেখানে আপিল করার সংশোধিত রূপটি বিদ্যমান থাকে বলা যেতে পারে।

(গ) সনদ আইনের ১৫ নং ধারার সাহায্য ব্যতিরেকেই অধস্তন আদালত গঠনকারী আইনটি উচ্চ-ন্যায়ালয়কে তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে।

৪। উচ্চ-ন্যায়ালয়ের তত্ত্বাবধানের অধীনস্থ না করেও আদালত স্থাপন করা যেতে পারে।

অন্যান্য ফৌজদারি আদালতের সঙ্গে উচ্চ-ন্যায়ালয়ের সম্পর্ক

ধারা-১৫, ১০৭

প্রতিটি উচ্চ-ন্যায়ালয়ের তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতা থাকবে যা তার আপিল ক্ষেত্রাধিকারের অধীনস্থ হতে পারে এবং বিবরণী (Returns) ইত্যাদি চেয়ে পাঠানোর ক্ষমতা থাকবে।

আপিল বিভাগীয় ক্ষেত্রাধিকারের অধীনস্থ আদালতগুলি কী কী?

ক্ষমতাপত্র

প্রেসিডেন্সিস্থিত ফৌজদারি আদালতগুলির পক্ষে উচ্চ-ন্যায়ালয় আপীল আদালতের কাজ করবে।

৩। পাটনা, এল. জে. ৫৮১৭ বি

শিওনন্দন বনাম সম্রাট

দুটি প্রশ্ন

১। কেবলমাত্র ছানি অথবা নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করার ক্ষমতা ছাড়া উচ্চ আদালতের তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতা থাকতে পারে কি, যেখানে তার আপিলের ক্ষমতা নেই?

২। প্রেসিডেন্সিতে এমন ফৌজদারি আদালত থাকতে পারে কি, যা তার তত্ত্বাবধান করার ক্ষমতার অধীনস্থ হবে না?

ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমানা —

১০। (১) জেলাশাসকের পক্ষে জেলাটি।

১১। (২) মহকুমাশাসকের পক্ষে মহকুমাটি।

১২। (৩) অধস্তন শাসকের পক্ষে সেই স্থানীয় এলাকা যা তাঁর স্থানীয় সরকার নির্দিষ্ট করে দেবেন।

১৪। (৪) বিশেষ শাসকের পক্ষে সেই স্থানীয় এলাকা যা স্থানীয় সরকার নির্দিষ্ট করে দেবেন।

২০। (৫) পুরশাসকের।
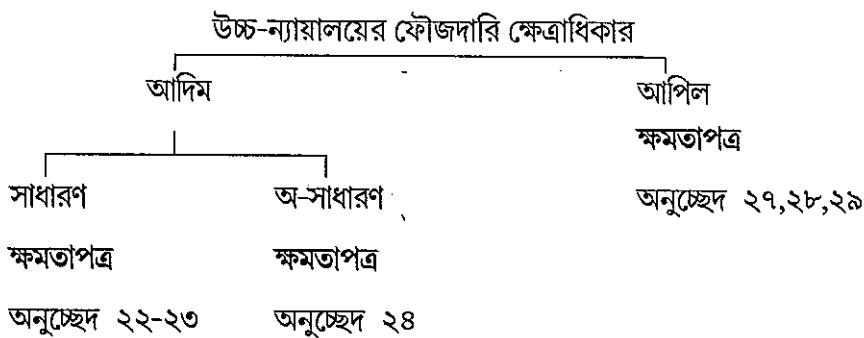
প্রত্যেক পুরশাসক প্রেসিডেন্সি শহরের সকল স্থানে ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করবেন, যে শহরের জন্য তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছে, এবং ওই ধরনের শহরের বন্দরের সীমানার মধ্যে এবং যে কোনও নাব্য নদী অথবা সেই নদীতে পড়েছে এমন নালার (Channel) ক্ষেত্রেও যেহেতু ঐ ধরনের সীমানা আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে।

(৬) দায়রা বিচারক — দায়রা বিভাগের মধ্যে।

(৭) উচ্চ-ন্যায়ালয়।

ফৌজদারি ব্যাপারে ক্ষমতাপত্র কর্তৃক অনুমোদিত ক্ষমতাগুলি কী কী?

২২। ক্ষমতাপত্র নির্দেশ দিয়েছে যে, উচ্চ-ন্যায়ালয়ের ক্ষেত্রাধিকার হবে নিম্নরূপ—

২৩। সাধারণ আদিম ফৌজদারি ক্ষেত্রাধিকার—

উচ্চ- ন্যায়ালয় তার সাধারণ আদিম দেওয়ানি ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমানার মধ্যে আদিম ফৌজদারি ক্ষেত্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

২৪। অ-সাধারণ আদিম ফৌজদারি ক্ষেত্রাধিকার—

উচ্চ-ন্যায়ালয় তত্ত্বাবধানের শর্তাধীনে যে কোনও আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে সকল স্থানে অ-সাধারণ আদিম ফৌজদারি ক্ষেত্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

২৫। আপিল বিভাগীয় ফৌজদারি ক্ষেত্রাধিকার—

উচ্চ-ন্যায়ালয় প্রেসিডেন্সির ফৌজদারি আদালতগুলির এবং তার তত্ত্বাবধানে থাকা অন্য সকল আদালতের আপিল আদালতের কাজ করে এবং বর্তমানে বলবৎ কোনও আইনের বলে উক্ত উচ্চ-ন্যায়ালয় যদি আপিল সাপেক্ষ হয় তবে সেইসব ক্ষেত্রে উচ্চ-ন্যায়ালয় তার আপিল বিভাগীয় ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করবে।

পলাতক দন্ডিত অপরাধী সম্পর্কে দন্ডাজ্ঞা

ধারা-৩৯৬

(১) যখন কোনও পলাতক দন্ডিত অপরাধী সম্পর্কে দন্ডাজ্ঞা ঘোষিত হয়েছে, তখন ওই দন্ডাজ্ঞা, যদি মৃত্যুর হয়, অথবা জরিমানা বা বেত্রাঘাতের হয় তবে তা অতঃপর বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হবে, এবং যদি তা কারাবাস, সশ্রম কারাদন্ড বা দ্বীপান্তরের হয় তবে তা কার্যকর হবে নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে। যেমন—

(২) পালানোর সময় দন্ডিত অপরাধী যে দন্ডাজ্ঞা ভোগ করছিল নতুন দন্ডাজ্ঞাটি যদি তার চেয়েও কঠোর হয়, তবে নতুন দন্ডাজ্ঞা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(৩) পালানোর সময় দন্ডিত অপরাধী যে দন্ডাজ্ঞা ভোগ করছিল নতুন দন্ডাজ্ঞাটি যদি তার চেয়েও বেশি কঠোর না হয়, তবে কারাবাস, সশ্রম কারাদন্ড বা দ্বীপান্তরের যেক্ষেত্রে যেমন, দণ্ড ভোগ করার পর এই নতুন দন্ডাজ্ঞা কার্যকর হবে আরও অতিরিক্ত সময়ের জন্য যা সমান হবে পলায়নের সময় তার পূর্বতন দন্ডাজ্ঞার যে অংশ বাকি ছিল তার।

ব্যাখ্যা, এই ধারার জন্য—

(ক) দ্বীপান্তর অথবা সশ্রম কারাদন্ডের দন্ডাজ্ঞাকে কারাবাসের দন্ডাজ্ঞার চেয়ে কঠোরতম বলে গণ্য করা হবে।

(খ) নির্জন কারাবাসসহ কারাবাসের দন্ডাজ্ঞা নির্জন কারাবাসসহ একই ধরনের কারাবাসের দন্ডাজ্ঞার চেয়ে কঠোরতর হবে।

(গ) সশ্রম কারাবাসের দন্ডাজ্ঞা নির্জন কারাবাসসহ অথবা ব্যতিরেকে বিনাশ্রম কারাবাসের দন্ডাজ্ঞাকে কঠোরতর বলে গণ্য করতে হবে।

দন্ডাজ্ঞা ভোগ করে চলেছে এমন ব্যক্তির ওপর দন্ডাজ্ঞা—

কারাবাস, সশ্রম কারাদন্ড বা দ্বীপান্তরের দন্ডাজ্ঞা ইতোমধ্যে ভোগ করে চলেছে এমন কোনও ব্যক্তিকে যখন কারাবাস, সশ্রম কারাদন্ড অথবা দ্বীপান্তরের দন্ড দেওয়া হয় তখন আদালত যদি এমন নির্দেশ দিয়ে না থাকেন যে, পরবর্তীকালে প্রদত্ত দন্ডাজ্ঞা অনুরূপ পূর্ববর্তী দন্ডাজ্ঞার সঙ্গে একযোগে চলবে না। তবে ওই ধরনের কারাবাস, সশ্রম কারাদন্ড অথবা দ্বীপান্তরের দন্ডাজ্ঞা শুরু হবে পূর্বে প্রদত্ত কারাদন্ড, সশ্রম কারাবাস ও দ্বীপান্তরের দন্ডকাল শেষ হওয়ার পর; এই শর্তে যে,

যদি সে কারাবাসের দন্ডাজ্ঞা ভোগ করছে, এবং ওই ধরনের পরবর্তী অপরাধ সিদ্ধিতে (Conviction) দন্ডাজ্ঞা যদি দ্বীপান্তরের হয়, তবে আদালত চাইলে নির্দেশ দিতে পারে যে পরবর্তী দন্ডাজ্ঞা অবিলম্বে শুরু হবে অথবা পূর্বপ্রাপ্ত দন্ডাজ্ঞায় যে কারাবাস ও ভোগ করছে তা শেষ হওয়ার পর; এই শর্তে যে, জমানতের অর্থ জমা দিতে অপারগ হওয়ায় ১২৩ নং ধারা অনুসারে প্রদত্ত আদেশে যদি কোনও ব্যক্তি কারাবাসের দন্ডাজ্ঞা ভোগ করতে থাকে তবে ওই ধরনের দণ্ডাজ্ঞা ভোগ করতে থাকাকালীন ওই ধরনের আদেশ দেওয়ার আগে কোনও অপরাধ করার জন্য কারাবাসের দন্ডে দন্ডিত হয়ে থাকে তবে পরবর্তী দন্ডাজ্ঞা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(১) যে-কোনও ব্যক্তিকে তার পূর্বেকার বা পরবর্তী অপরাধ সিদ্ধির জন্য যে দন্ডাজ্ঞা ভোগ করতে সে বাধ্য তার কোনও অংশ থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য ৩৯৮৬ অথবা ৩৯৭ ধারার কোনও কিছুই বিবেচ্য হবে না।

(২) তরুণ বয়স্ক অপরাধীদের সংশোধনাগারে (Reformatories) কারাবরোধ ঃ

(পান্ডুলিপিতে পৃষ্ঠা ফাঁকা আছে — সম্পাদক)

দণ্ডাজ্ঞা মুলতুবি রাখা (Suspension), মকুব (Remission) এবং (দন্ডাজ্ঞার) লঘুকরণ—

(পান্ডুলিপিতে পৃষ্ঠা ফাঁকা আছে — সম্পাদক)

ধারা-৪০১

স-পরিষদ বড়লাট (Governor-General-in-Council) অথবা স্থানীয় সরকার যে কোনও দন্ডাজ্ঞাকে নিঃশর্তে বা শর্তসাপেক্ষে মুলতুবি রাখতে অথবা মকুব করতে পারে।

(পান্ডুলিপিতে পৃষ্ঠা ফাঁকা আছে — সম্পাদক)

ধারা-৪০২

অন্য যা কিছু উল্লেখিত আছে তার জন্য দন্ডাজ্ঞা লঘু করার ক্ষমতা।

(পান্ডুলিপিতে পৃষ্ঠা ফাঁকা আছে — সম্পাদক)

চতুর্থ। ক্ষমতা প্রদান করা, অব্যাহত রাখা ও বাতিল করা

ধারা-৩৯

(১) এই সংহিতা অনুসারে ক্ষমতা প্রদানের ব্যাপারে, স্থানীয় সরকার, নির্দেশ জারি করেন, ব্যক্তিদের ক্ষমতা দিতে পারেন, বিশেষ করে নামোল্লেখ করে অথবা তাদের পদমর্যাদার বলে অথবা আধিকারিকদের শ্রেণীগুলিকে সাধারণত তাদের সরকারি উপাধি (Title) দ্বারা।

(২) এই ধরনের প্রতিটি নির্দেশ সেই তারিখ থেকে কার্যকর হবে যে দিন উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তা জানানো হবে।

ধারা-৪০

যখন কোনও ব্যক্তি সরকারি কাজে কোনও পদে প্রতিষ্ঠিত থাকাকালীন এই সংহিতার অধীনে কোনও স্থানীয় এলাকাব্যাপী কোনও ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তখন ওই একই স্থানীয় সরকারের অধীনে একই স্থানীয় এলাকার মধ্যে সম-মর্যাদা অথবা উচ্চতর পদে তাকে নিযুক্ত করা হয়, তবে, স্থানীয় সরকার অন্য কোনও নির্দেশ না দিলে অথবা নির্দেশ দিয়ে না থাকলে, সে স্থানীয় এলাকার ওইভাবে নিযুক্ত হওয়ায় একই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।

ধারা-৪১

(১) এই সংহিতার দ্বারা বা এর অধীনস্থ অন্য কোনও আধিকারিক দ্বারা কোনও ব্যক্তির ওপর যে ক্ষমতা অর্পণ করা হয় তার সবকটি বা যে-কোনও একটি ক্ষমতাকে স্থানীয় সরকার প্রত্যাহার করে নিতে পারেন।

(২) জেলাশাসক কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোনও ক্ষমতা জেলাশাসক প্রত্যাহার করে নিতে পারে।

সাক্ষ্যপ্রদানে (Deposition) সাক্ষী যে বিবৃতি দেয় তা অভিযোগ নয়।

(পাণ্ডুলিপিতে পৃষ্ঠা ফাঁকা আছে — সম্পাদক)

□ □ □

অপরাধীর বিচার

II

১। অপরাধের প্র গ্রহণ (Coagnizance) করা

যখন কোনও অপরাধ করা হয়, তখন অপরাধের প্রগ্রহণ শাসক তিনটি পদ্ধতিতে করতে পারেন।

ধারা-১৯০

(ক) কোনও প্রকৃত ঘটনা (Facts) সম্পর্কে অভিযোগপ্রাপ্ত হওয়ার পর, যা ওই ধরনের অপরাধ সংগঠিত করে।

(খ) ওই ধরনের প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ আধিকারিক কর্তৃক লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে।

(গ) পুলিশ আধিকারিক ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে সংবাদ পাওয়ার ভিত্তিতে অথবা ওই ধরনের অপরাধ করা হয়েছে সে-বিষয়ে ওই ব্যক্তির নিজ জ্ঞান অথবা সন্দেহের ভিত্তিতে।

ক। শাসকের কাছে অভিযোগ

১। অভিযোগের সংজ্ঞা বলতে বুঝায় শাসক সমীপে মৌখিকভাবে অথবা লিখিত ভাবে দোষারোপ করা; যাতে শাসক ফৌজদারি কার্যধারা সংহিতা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন যে কোনও ব্যক্তি, অপরিচিত বা পরিচিত, একটা অপরাধ করেছে, কিন্তু এর মধ্যে পুলিশ আধিকারিকের প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত হবে না।

অভিযোগে অবশ্যই বলতে হবে যে, অপরাধ করা হয়েছে।

১০৭ নং ধারা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দরখাস্ত করা অভিযোগ নয়।

অভিযোগ অবশ্যই শাসকের কাছে করতে হবে; করতে হবে যাতে তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোনও অভিপ্রায় ব্যক্ত না করে শুধু জ্ঞাত করানোর জন্য কোনও শাসকের কাছে বিবৃতি দিলে তা অভিযোগ হবে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ— কোনও সহকারি সমাহর্তা (Collector) জেলাশাসককে কোনও এক পক্ষের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানাতে গিয়ে যদি শুধু "আদেশের জন্য আবেদন করে থাকেন"; তবে তা অভিযোগ হবে না।

৪০, এলাহাবাদ, ৬৪১

এই সংহিতা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যেই অভিযোগ করতে হবে।

ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রবৃত্ত করানোর উদ্দেশে শাসকের কাছে দেওয়া কোনও বিবৃতি যদি এই সংহিতা অনুসারে না হয়ে বোম্বাই জুয়া খেলা আইন, ১৮৮৭-এর ৬ নং ধারা অনুসারে করা হয় তবে তা এই ধারার অর্থে অভিযোগ নয়।

১৫, ক্রিমি. এল. এফ. ৬৫৭

দ্বিতীয়। অভিযোগ কে করতে পারে

সাধারণ নিয়মানুসারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিই অভিযোক্তা।

কিন্তু ফৌজদারি কার্যধারা আরম্ভ করার জন্য অভিযোক্তা অপরিহার্য পক্ষ নয়।

শাসক খবর পেয়ে অথবা নিজের জানার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

ওই ধরনের ব্যবস্থা যদি তিনি গ্রহণ করেন, তৎসত্ত্বেও তিনি ৪৯১ নং ধারার আওতা-ভুক্ত থাকবেন।

সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে

এই ব্যতিক্রমগুলিকে পাওয়া যাবে ১৯৫ থেকে ১৯৯-ক ধারাতে।

১৯৫ নং ধারার বিবেচ্য

(ক) সরকারি কর্মচারীর বিধিসম্মত প্রাধিকার (Lawful authority) অবমাননার (Cntempt) জন্য মামলা রুজু করা।

(খ) সরকারি ন্যায় বিচারের (Public Justice) বিরুদ্ধে কিছু কিছু অপরাধের জন্য মামলা রুজু করা।

(গ) সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে প্রদত্ত দলিলাদি সম্পর্কিত কিছু কিছু অপরাধের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা।

যে-সব বিচার্য বিষয় (ক)-এর অর্ন্তভুক্ত সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারী অথবা তাঁর উর্ধ্বতন অন্য কোনও সরকারি কর্মচারীর লিখিত অভিযোগ না থাকলে কোনও আদালত বিচারার্থ তা গ্রহণ করতে পারবেন না।

যে-সব বিচার্য বিষয় (খ)-এর অন্তর্ভুক্ত সেক্ষেত্রে কোনও আদালত (বিচারার্থ তা গ্রহণ করতে পারবেন না),* যে আদালত সেই ধরনের আদালত অথবা অন্য কোনও আদালতের অধীন, সেইসব আদালতের লিখিত অভিযোগ ছাড়া।

যে-সব বিচার্য বিষয় (গ)-এর অন্তর্ভুক্ত (কোনও আদালত বিচারার্থ তা গ্রহণ করতে পারবেন না)* যে আদালত সেই ধরনের আদালত বা অন্য কোনও আদালতের অধীন, সেইসব আদালতের লিখিত অভিযোগ ছাড়া।

ধারা ১৯৬, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য মামলা রুজু করা

স-পরিষদ বড়লাটের আদেশক্রমে অথবা তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রাধিকার বলে, এই ব্যাপারে স-পরিষদ বড়লাট কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতাবলে কোনও আধিকারিকের আনা অভিযোগের ভিত্তি ছাড়া।

ধারা ১৯৬-ক

ভারতীয় দন্ডবিধির (I. P. C.) ১২০ নং ধারার মধ্যে পড়ে এমন কিছু অপরাধমূলক কয়েক শ্রেণীর ষড়যন্ত্রের জন্য মামলা রুজু করার।

যদি সেগুলি উপধারা-১-এর অন্তর্ভুক্ত হয় তবে ঃ

স-পরিষদ বড়লাটের আদেশক্রমে অথবা তাঁর থেকে প্রাপ্ত প্রাধিকারবলে, এই ব্যাপারে স-পরিষদ বড়লাট কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতাবলে কোনও আধিকারিকের আনা অভিযোগের ভিত্তি ছাড়া।

যদি সেগুলি উপধারা (২)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে মুখ্য পুরশাসক অথবা জেলাশাসক যদি লিখিত ভাবে মামলা আরম্ভ করার অনুমতি দিয়ে থাকেন।

ধারা ১৯৭

নিজ সরকারি কর্তব্য পালন করতে গিয়ে, কাজ করার সময় বা করতে অভিপ্রেত থাকাকালীন, যদি কোনও অপরাধ করেছেন বলে অভিযোগ আরোপ করা হয় তবে সেই বিচারক, শাসক এবং সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা।

স্থানীয় সরকারের পূর্বানুমতি ছাড়া কোনও আদালতই ওই ধরনের অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করতে পারবেন না।

---

* সন্নিবেশিত করা হয়েছে — সম্পাদক।
* সন্নিবেশিত — সম্পাদক।

(২) ওই ধরনের স্থানীয় সরকার যে ব্যক্তির দ্বারা, যে পদ্ধতিতে, ওই জাতীয় বিচারক ইত্যাদির অপরাধ বা অপরাধগুলির জন্য মামলা রুজু করা যেতে পারেন এবং কীভাবে তার পরিচালনা হবে তা নির্ধারিত করে দিতে পারেন এবং যে আদালতে বিচার হবে তা নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন।

ধারা ১৯৮

চুক্তিভঙ্গ অথবা মানহানি অথবা বিবাহ সম্পর্কিত অপরাধের জন্য মামলা রুজু করা। ওই ধরনের অপরাধের জন্য যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার অভিযোগ ছাড়া মামলা রুজু করা যাবে না। অনুবিধি (Proiso) কোনও কোনও ক্ষেত্রে অন্য কোনও ব্যক্তি আদালতের অনুমতি নিয়ে নর বা নারীটির তরফ থেকে অভিযোগ আনতে পারে।

ধারা ১৯৯

বিবাহিতা নারীকে প্রলুব্ধ করা অথবা ব্যাভিচারের জন্য মামলা করা

নারীর স্বামী কর্তৃক আনীত অভিযোগ অথবা তার অনুপস্থিতিতে, আদালতের অনুমতি নিয়ে অপরাধ যখন করা হয় সেই সময় যে ব্যক্তি তার তত্ত্বাবধানে ছিল তার পক্ষ থেকে অভিযোগ ছাড়া বিচারের জন্য গ্রহণ করা যাবে না।

পুলিশ প্রতিবেদন

এক। কী করে এর উদ্ভব হয়?

এর উদ্ভব হয় যাকে বলা হয় প্রথম সূচনা (First Information) থেকে। সূচনা সাধারণত দেয় ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ। কিন্তু তা অন্য কোনও পক্ষও দিতে পারে। এমন কী পুলিশ আধিকারিকও তাঁর নিজ সংবাদের ভিত্তিতে ওই ধরনের সূচনা দিতে পারেন। শুধু তাই নয়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে আইন কিছু কিছু ব্যক্তিকে বাধ্য করে সূচনা দিতে।

ধারা ৪৪

কিছু কিছু অপরাধ সম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যক্তি শাসক অথবা পুলিশকে সূচনা দিতে বাধ্য থাকবে।

ধারা ৪৫

পুলিশকে প্রদত্ত সূচনা আদালত গ্রাহ্য অপরাধ অথবা অ-প্রগাহ্য (Non-Cognizable) অপরাধের উল্লেখ করতে পারে।

আদালত গ্রাহ্য অপরাধ এমন এক অপরাধ যেক্ষেত্রে পুলিশ পরওয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার করতে পারে।

ধারা ১৫৪

আদালত গ্রাহ্য অপরাধ সম্পর্কে সূচনা, যদি পুলিশ থানার কোনও ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে মৌখিকভাবে দেওয়া হয়, তবে তিনি তা নিজে লিখে নেবেন বা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী লিখিয়ে নেওয়া হবে এবং সংবাদদাতাকে তা পড়ে শুনিয়ে দেওয়া হবে এবং ওই ধরনের প্রতিটি সূচনা তা সেটা লিখিতভাবেই দেওয়া হোক অথবা উপরোক্ত মতে লিখিয়ে নেওয়াই হোক, তাতে সংবাদদাতাকে স্বাক্ষর করতে হবে এবং তার সারাংশ একটি খাতায় লিখে রাখতে হবে সেই ধরনের আধিকারিক সেই রীতিতে যা স্থানীয় সরকার নির্ধারিত করে দেবেন এই বিষয়ে।

ধারা ১৫৫

আদালত গ্রাহ্য নয় এমন অপরাধ সংক্রান্ত সূচনা

ওই ধরনের সূচনার সারাংশ রাখার জন্য আধিকারিক একটি খাতায় তা লিখে রাখবেন এবং সংবাদদাতাকে শাসকের কাছে পাঠাবেন।

ধারা ১৫৫

আদালত গ্রাহ্য নয় এমন মামলার বিচার করা অথবা বিচারের জন্য তা সোপর্দ করার ক্ষমতা বিশিষ্ট ১ম অথবা ২য় শ্রেণীর শাসকের অথবা পুরশাসকের নির্দেশ ছাড়া কোনও পুলিশ আধিকারিক ওইরূপ মামলার তদন্ত করতে পারবেন না।

ধারা ১৫৬

পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত যে কোনও আধিকারিক শাসকের আদেশ ছাড়া আদালত গ্রাহ্য মামলার তদন্ত করতে পারেন, যার ব্যাপারে ওই থানার সীমানার মধ্যে স্থানীয় এলাকার ওপর ক্ষেত্রাধিকার থাকা আদালতের তদন্ত করার ক্ষমতা থাকবে।

যে পুলিশ প্রতিবেদন শাসকের ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তি হতে পারে, তা রচিত হবে আদালত গ্রাহ্য অপরাধ সংক্রান্ত সূচনার ভিত্তিতে।

ধারা ১৫৭

যদি প্রাপ্ত সূচনা থেকে অর্থাৎ ১৫৪ নং ধারার অধীনে, আধিকারিকটির সন্দেহ হওয়ার কারণ থাকে যে, আদালত গ্রাহ্য অপরাধটি করা হয়েছে তবে—

(১) তিনি ওই ঘটনার একটি প্রতিবেদন পাঠিয়ে দেবেন শাসককে যাঁর ক্ষমতা আছে তা বিচারের জন্য গ্রহণ করার।

(২) ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য ও পরিস্থিতির তদন্ত করার জন্য তিনি অকুস্থলে যাত্রা করবেন।

(৩) প্রয়োজন হলে অপরাধীর উদ্‌ঘাটন (Discovery) ও গ্রেফতারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এই শর্তে যে—

(ক) যে সংবাদদাতা অপরাধীদের নাম জানিয়েছে এবং ঘটনাটি গুরুতর ধরনের নয়, সে ক্ষেত্রে সরেজমিন তদন্ত করার জন্য আধিকারিকের ব্যক্তিগতভাবে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

(খ) কিন্তু আধিকারিকটি যদি মনে করেন যে, তদন্তে নামার পক্ষে পর্যাপ্ত কারণ নেই তবে তিনি ঘটনাটির তদন্ত করবেন না।

ধারাটির অবশ্য পালনীয় শর্তগুলি পূর্ণমাত্রায় পালন না করার কারণগুলি তিনি তাঁর উক্ত প্রতিবেদনে বিবৃত করবেন।

তাঁর উচিত হবে সংবাদদাতাকে জানিয়ে দেওয়া যে, তিনি তদন্ত করবেন না ঘটনাটির অথবা তদন্ত করাবেনও না। পুলিশের এই পিছিয়ে আসাটা কিন্তু অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয় না। তারপরেও দুটি পথ খোলা থাকে।

ধারা ১৫৯

এক। ওইরূপ প্রতিবেদন পাওয়ার পর, শাসক তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন অথবা তখনই মোকদ্দমা চালাতে পারেন এবং অধস্তন শাসককে বলতে পারেন এ-ব্যাপারে প্রাথমিক তদন্ত করতে অথবা মামলার উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসারে মামলার নিষ্পত্তি করবেন।

তদন্ত সম্পূর্ণ করার আগে এটাই হবে প্রাথমিক প্রতিবেদন। শাসক ১৫৯ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা নিতে পারবেন। কিন্তু তদন্তের পরে যদি প্রতিবেদন পেশ করা হয়, সে ক্ষেত্রে শাসক এই ধারা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের আধিকারী হবেন না।

দ্বিতীয়। ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ সক্রিয় ব্যবস্থা নিতে পারেন।

যদি পুলিশ সক্রিয় ব্যবস্থা না নেয়, তবে তাদের নিম্নলিখিত ক্ষমতা থাকবে—

ধারা ১৬০

(১) লিখিত আদেশের দ্বারা সাক্ষীদের হাজির করানো।

এই ধারা অনুসারে সাক্ষীরা সত্য কথা বলতে বাধ্য নয়। যদি তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যাবে না।

তারা এতে স্বাক্ষর করবে না।

তা করা হয় পুলিশের সামনে।

ধারা ১৬১

ঘটনার তথ্যের সঙ্গে পরিচিত সাক্ষীদের জেরা করতে পারে পুলিশ।

(২) ওইরূপ সাক্ষীরা তাদের কাছে করা সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য থাকবে, যদি না প্রশ্নটি তাদের অপরাধে জড়িয়ে ফেলে।

যদিও তারপরেও পুলিশ সাক্ষীদের বিবৃতি নিতে পারে।

ধারা ১৬২

(ক) সাক্ষীরা তাতে স্বাক্ষর করবেন না।

(খ) যখন ওইরূপ বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল সেই সময় তদন্তাধীন কোনও অপরাধের ব্যাপারে কোনও তদন্ত বা বিচারের সময় সেগুলি ব্যবহার করা যাবে না।

এই শর্তে যে, অভিযুক্তের অনুরোধে আদালত ওইরূপ লিখন (Writing) সম্বন্ধে উল্লেখ করতে পারেন এবং নির্দেশ দিতে পারেন ওইরূপ সাক্ষীর বিরোধিতা করার জন্য অভিযুক্তকে তার একটি প্রতিলিপি দেওয়ার জন্য, এই শর্তে যে, তার যে অংশটি অপ্রাসঙ্গিক তা আদালত বাদ দিতে পারেন অথবা তা প্রকাশ করা জনস্বার্থের ব্যাপারে অসমীচীন অথবা ন্যায়বিচারের উদ্দেশের উন্নতি বিধান করে না।

সংক্ষেপে, সেগুলি (পুলিশের সামনে দেওয়া বিবৃতিগুলি) সাক্ষ্য-প্রমাণ গড়ে তোলে না, যাকে গ্রাহ্য বলা যেতে পারে।

যদি ওইরূপ বিবৃতিকে সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে গণ্য করতে হয়, তবে সেগুলিকে শাসক কর্তৃক নথিভুক্ত হতে হবে, পুলিশ আধিকারিকদের দ্বারা নয়। ফল স্বরূপে ফৌজদারি কার্যধারা সংহিতায় অনুবিধির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ধারা ১৬৪

যে কোনও পুরশাসক, ১ম শ্রেণীর শাসক এবং বিশেষভাবে ক্ষমতা প্রদত্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর শাসক যদি অবশ্য তিনি পুলিশ আধিকারিক না হন।

তবে এই অধ্যায়ের অধীনে তদন্ত করাকালীন তাঁর কাছে প্রদত্ত কোনও বিবৃতি অথবা স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করতে পারেন।

সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য যে পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা আছে সেইভাবে বিবৃতি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করতে হবে ৩৬৪ নং ধারায় উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসারে।

এই শর্তে যে, ওইরূপ স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার আগে শাসক অভিযুক্তকে ব্যাখ্যা করে জানিয়ে দেবেন যে, সে তা দিতে বাধ্য নয় এবং যদি সে তা করে তবে তা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

স্বীকারোক্তি স্বতপ্রণোদিতভাবে করা হচ্ছে এটা বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ না থাকলে শাসক তা লিপিবদ্ধ করবেন না।

স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার পর পাদদেশে শাসক একটি স্মারকলিপি (Memorandum) লিখে রাখবেন যা থেকে জানা যাবে যে তিনি শর্তাবলী মেনে চলেছেন।

অনুসন্ধান/তল্লাশি (Search)

ধারা ১৬৫

(১) তদন্ত চালানোর সময় পুলিশ আধিকারিক যে কোনও জায়গায় তল্লাশি করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারেন।

ওইরূপ আধিকারিক নিজ বিশ্বাসের কারণগুলি লিখিতভাবে নথিভুক্ত করার পর এবং যতদূর সম্ভব ওই ধরনের লিখনে কোনও বস্তুর জন্য তল্লাশি করতে পারেন বা তল্লাশি করতে পারেন। ওই ধরনের বস্তুর সন্ধানে তাঁর ভারপ্রাপ্ত থানার সীমানার মধ্যে যে কোনও স্থানে।

(২) পুলিশ আধিকারিক যতদূর সম্ভব তল্লাশির কাজ স্বয়ং পরিচালনা করবেন।

(৩) লিখিতভাবে কারণগুলি নথিভুক্ত করার এবং যে স্থান ও বস্তুর তল্লাশি করা হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করার পর তিনি তাঁর অধস্তনকে প্রাধিকার (Authorise) দিতে পারেন।

(৪) ১০২ এবং ১০৩ নং ধারায় প্রদত্ত তল্লাশি পরোয়ানা ও তল্লাশি করার সাধারণ অনুবিধিগুলি ও সংহিতার অনুবিধিগুলি প্রযোজ্য হবে।

(৫) তল্লাশি করার সময় যা কিছু লিপিবদ্ধ করা হবে তার প্রতিলিপি নিকটতম শাসককে পাঠাতে হবে এবং দেয়ক (Fee) নিয়ে তল্লাশির স্থানের মালিক অথবা দখলদারকে নথির প্রতিলিপি দিতে হবে।

ধারা ১৬৬

অন্য পুলিশ থানার এলাকাতেও পুলিশ আধিকারিক তল্লাশি করাতে পারেন।

ধারা ১৬৭

৬১ নং ধারার ধারা নির্দিষ্ট করে দেওয়া ২৪ ঘন্টার মধ্যে যদি তদন্ত সম্পূর্ণ করা না যায় এবং **অভিযোগ অথবা সূচনাটি বিশ্বাস করার পক্ষে কারণগুলি যদি নির্ভরযোগ্য হয়,** তবে পুলিশ আধিকারিক সঙ্গে সঙ্গে ঘটনা সংক্রান্ত ব্যাপারে অতঃপর নির্দেশিতভাবে ডাইরিতে যা লেখা হবে তার প্রতিলিপি পাঠাতে হবে নিকটতম শাসকের কাছে এবং সেই সময়ে অভিযুক্তকে ওইরূপ ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে পাঠিয়ে দেবেন।

(২) শাসক মাঝে মাঝে ওইরূপ হেফাজতে (Custody) থাকা অভিযুক্তকে বন্দী করে রাখার ব্যাপারটি অনুমোদন করবেন উক্ত শাসক তাঁর বিবেচনা অনুযায়ী অনধিক ১৫ দিনের জন্য।

(৩) পুলিশ হেফাজতে বন্দী করে রাখার অনুমোদন করা শাসক তা করার জন্য কারণগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

ধারা ১৬৯

যখন পুলিশ আধিকারিক দেখেন যে, অভিযুক্তকে শাসকের কাছে পাঠানোর ব্যাপারটি সমর্থন করার মতো সন্দেহের যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই অথবা পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ নেই তখন **তিনি অভিযুক্তকে মুক্তি দেবেন** প্রগ্রহণ করার ক্ষমতা বিশিষ্ট শাসকের সামনে জমানত সহ বা বিনা জমানতে একটি মুচলেকা (Bond) দিয়ে **যদি ও যখন প্রয়োজন পড়বে হাজির হওয়ার প্রতিশ্রুতিসহ।**

ধারা ১৭০

(১) যখন কোনও পুলিশ আধিকারিক দেখেন যে, পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ অথবা যুক্তি সঙ্গত কারণ আছে, তখন ওই আধিকারিক হেফাজতে থাকা অভিযুক্তকে প্রগ্রহণ করার ক্ষমতা বিশিষ্ট শাসকের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

(২) এর সঙ্গে তিনি শাসকের সামনে পেশ করা দরকার এমন দ্রব্যগুলি পাঠিয়ে দেবেন এবং শাসকের সামনে হাজির হওয়ার জন্য অভিযোক্তা ও সাক্ষীদের দিয়ে মুচলেখা সম্পাদন করিয়ে নেবেন।

ধারা ১৭৩

পুলিশ আধিকারিক একটি প্রতিবেদন পাঠাবেন দায়ী থাকা পক্ষগণের নাম এবং তথ্য দিয়ে।

এইরূপ প্রতিবেদনের প্রতিলিপি পাওয়ার অধিকার অভিযুক্তের আছে।

অভিযোক্তার হাজিরা থেকে অব্যাহতি

ধারা ২০৫; ৩৬৬; ৪২৪; ৬ এলাহাবাদ, ৫৯, ২১ কলিকাতা ৫৮৮

ধারা ২০৫

যখনই শাসক পরোয়ানা পাঠান, তখন তিনি সঙ্গত কারণ দেখলে অভিযুক্তকে ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন এবং তাকে তার উকিল মারফত হাজির হওয়ার অনুমতি দিতে পারবেন।

(২১) কিন্তু শাসক যে কোনও সময়ে অভিযুক্তকে ডেকে পাঠাতে পারেন।

ধারা ৩৬৬ রায় দেওয়ার সময়

অভিযুক্তের উপস্থিতিতে পড়ে শোনাতে হবে। যদি না তা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়ে থাকে অথবা দণ্ডাজ্ঞা কেবলমাত্র জরিমানা হয়।

ধারা ৪২৪—আপিল আদালতের রায়

রায় শোনার জন্য অভিযুক্তকে ডাকার দায়িত্ব নেই।

দ্বিতীয়—আদালত একযোগে বিচারে কতগুলি অপরাধের প্রগ্রহণ করতে পারেন

অভিযোগগুলির সংযুক্তিকরণ (Joinder)

ধারা ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫

ধারা ২৩৩

১। প্রতিটি অপরাধের পৃথক বিচার হবে

একবার 'ক' চুরি করার দায়ে অভিযুক্ত এবং অন্যবার গুরুতরভাবে আঘাত করার জন্য। এই দুটি অপরাধের জন্য 'ক'-এর অবশ্যই পৃথক পৃথক বিচার হবে।

একই বিচারে উভয়ের জন্য তার বিচার হতে পারে না। এই সাধারণ প্রস্তাবের ব্যতিক্রম আছে।

ধারা ২৩৪

একই ধরনের তিনটি অধ্যায়ের বিচার একটি বিচারেই (trial) হতে পারে **যদি সেগুলি বারো মাস সময়ের জন্য করা হয়ে থাকে,** অপরাধগুলি একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে করা হয়েছে কি হয়নি এই প্রশ্ন ছাড়াই।

একই ধরনের অপরাধ—(বলতে বুঝায়) ভারতীয় দণ্ডবিধি সংহিতার অথবা কোনও বিশেষ বা স্থানীয় আইনের একই ধারায় সমপরিমাণ শাস্তি দেওয়া যেসব অপরাধের জন্য।

২। **তিনের অধিক হবে না**। ৪১১ নং ধারার অধীনে তিনটি অভিযোগের সংযুক্তিকরণ এবং ৪১৪ নং অধীনে তিনটি অভিযোগের (সংযুক্তিকরণ) যুক্তিগ্রাহ্য (bad) নয়। জালিয়াতির তিনটি অপরাধ এবং চুক্তিভঙ্গের তিনটি অপরাধ যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

১। **একই প্রকারের** — ব্যাভিচার এবং এককালে দুই বিবাহ (Bigamy)
হত্যা এবং মারাত্মক আঘাত
জালিয়াতি এবং মিথ্যা সাক্ষ্যদান
} এক নয়

প্রকার (Kind) সম্পর্কিত নিয়মের দুটি অনুবিধির শর্তাধীন।

(১) ৩৭৯ নং ধারা অনুসারে অপরাধ (চুরি করা) এবং ৩৮০ নং ধারা অনুসারে (বসত বাড়িতে চুরি করার) অপরাধ একই ধারা অনুসারে অপরাধ না হলেও একই প্রকারের অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং এই অপরাধগুলির জন্য শাস্তিও একই ধরনের হবে না।

(২) অপরাধ করা এবং ওই অপরাধ করার চেষ্টা করা (ভারতীয় দণ্ড বিধির ৫১১ নং ধারা) একই প্রকারের অপরাধ বলে গণ্য করা হবে যদিও সেগুলি একই ধারার অন্তর্গত অপরাধ নয় এবং তার জন্য শাস্তিও একই ধরনের হয় না।

ধারা ২৩৫(২)

অপরাধের সংজ্ঞা নিরূপণ অথবা শাস্তিদানকারী কোনও আইনের দুই বা আরও অধিক পৃথক সংজ্ঞার্থ (definition) থাকে এবং তার অধীনে কোনও কার্য (act)

যখন অপরাধকে সংগঠিত করে, তখন সেইসব অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই প্রকারের প্রতিটি অপরাধের জন্য একযোগে বিচারের সম্মুখীন হয়।

ধারা ২৩৫(৩)

যখন কোনও কার্য, যা নিজে নিজেই একটি অপরাধ সংগঠিত করে, অপর কোনও অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন এক পৃথক অপরাধ সংগঠিত হয়।

ওইসব অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধগুলির জন্য একযোগে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়, যে অপরাধগুলি ওইরূপ কার্যের দ্বারা গঠিত হয় সংযুক্তির ফলে, এবং যে কার্য নিজেই একটি অপরাধ সংগঠিত করতে পারে সেই কার্য দ্বারা সংগঠিত অপরাধগুলির জন্যও।

এটা তখনই হয় যখন অভিযুক্ত কর্তৃক কৃতকার্য অথবা কার্যাদি একটি একক অপরাধকে সংগঠিত করে।

কিন্তু এটা হতে পারে যে, অভিযুক্তের করা কার্যগুলি একাধিক অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, একাধিক অপরাধ করা হয়েছে।

ওইরূপ সকল অপরাধের জন্য অভিযুক্তের একই আদালতে একযোগে বিচার হতে পারে কি? অথবা প্রতিটি অপরাধের জন্য তার আলাদা আলাদাভাবে বিচার হবে?

এ-সংক্রান্ত নিয়মাবলী পাওয়া যাবে ২৩৫(১) নং ধারায়।

যে কার্যগুলি নিয়ে বিভিন্ন অপরাধ গঠিত হচ্ছে সেই কার্যগুলি যদি **অভিন্ন কার্য সম্পাদন** করার সময় অনুষ্ঠিত হয়, তবে **প্রতিটি** অপরাধের জন্য একই আদালতে একযোগে বিচার হবে।

১। অভিন্ন সংব্যবহার (transaction)

একটি অপরাধ সংগঠন করা কার্যাবলী এমনভাবে সম্বন্ধাবদ্ধ যাতে তা এক ও অভিন্ন সম্পাদিত কার্য সংগঠিত করছে কি না সেটা স্থির করার নির্ধারক কারণ সময়ের নৈকট্য (proximity) ততটা নয়, যতটা কি লক্ষ্য ও উদ্দেশের ধারাবাহিকতা এবং সমধর্মিতা Community.

দুটি অপরাধ করার মধ্যে কেবল সময়ের বিরতি নিজে থেকে ধারাবাহিকতার অভাব বুঝায় না, যদিও অপরাধ দুটির জন্য সম্পর্কের প্রশ্নটি নির্ধারণে বিরতির দীর্ঘকালস্থিত এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারে।

২। একযোগে বিচার করা যেতে পারে এমন অপরাধের সংখ্যার কোনও নির্দিষ্ট সীমা নেই

তৃতীয়। একযোগে কতজন অপরাধীর বিচার একসঙ্গে হতে পারে

অভিযুক্তদের সংযুক্তিকরণ (Joinder)

ধারা ২৩৯

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের একযোগে অভিযুক্ত করা যায় এবং বিচার করা যায় ঃ

(ক) অভিন্ন কার্য-সম্পাদনকালে অভিন্ন অপরাধ করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের;

(খ) কোনও অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং প্রোৎসাহিত (Abetment) করার অভিযোগে অথবা ওইরূপ অপরাধ করার চেষ্টা করার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা।

(গ) ২৩৪ নং ধারার অর্থে অভিন্ন প্রকারের একাধিক অপরাধ করার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যদি তা **যৌথভাবে** বারো মাসের মধ্যে করে থাকে।

(ঘ) একই সংব্যহারের মধ্যে কৃত বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি।

(ঙ) এমন এক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি, যার মধ্যে চুরি, অবৈধ জুলুম অথবা অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার অপরাধও অন্তর্ভুক্ত।

এবং

(১) কোনও সম্পত্তি বিক্রয় অথবা গোপন করে রাখার ব্যাপারে গ্রহণ করা অথবা অধিকারে রাখা (Retaning) অথবা সহায়তা করার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা যে সম্পত্তির মালিকানা প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের কৃত ওইরূপ অপরাধের দ্বারা হস্তান্তরিত হয়েছে,

অথবা

ওই প্রকারের শেষোক্ত কোনও অপরাধ করার জন্য প্রোৎসাহিত করা অথবা চেষ্টা করার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা।

(চ) মালিকানা কোনও এক অপরাধের দ্বারা হস্তান্তরিত হয়েছে এমন অপহৃত সম্পত্তি সম্পর্কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১১ ও ৪১৪ নং ধারার বা উভয়ের যে কোনও একটি ধারার অধীনে করা অপরাধগুলির জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিরা।

(ছ) জাল মুদ্রা সংক্রান্ত ভারতীয় দণ্ডবিধির দ্বাদশ অধ্যায়ের অধীনে করা কোনও অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা, এবং ওই একই মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যাপারে উক্ত অধ্যায়ের

অধীনে করা অন্য কোনও অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অথবা ওই প্রকারের কোনও অপরাধ করার জন্য প্রোৎসাহিত করা বা করার চেষ্টা করার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা।

টীকা (Note) — বিভিন্ন ব্যক্তিদের যৌথবিচারের পদ্ধতির ভিত্তি হল একই উদ্দেশ্য পূরণে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের অনুভঙ্গ (association)।

কিছু সময় বারবার করা আনুক্রমিক (Juccessive) কার্যগুলি দ্বারা তারা তাদের প্রকল্প (Scheme) কার্যকর করার ঘটনাটি প্রকল্পের অখণ্ডতাকে (unity) পর্যায়ক্রমে করা কার্যগুলিকে একটি সম্পাদিত কার্যরূপে পরিগণিত করতে বাধার সৃষ্টি করে না, অর্থাৎ, একই লক্ষ্যবস্তুকে কার্যকর করা ,যেটা তাদের ছিল প্রথম কার্য থেকে শেষ কার্য পর্যন্ত।

২এ কলিকাতা, ৩৫৮

৫ মাদ্রাজ ১৯৯

চতুর্থ—অভিযুক্ত ও সাক্ষীদের হাজিরা সুনিশ্চিত করা

আদালত অপরাধের প্রগ্রহণ করলেও, প্রকৃত অর্থে ফৌজদারি মামলা শুরু হতে পারে একমাত্র তখনই যখন **অভিযুক্ত** এবং সাক্ষীরা আদালতে হাজির থাকে, একজন অভিযোগের জবাব দেবে; অন্যেরা সাক্ষ্য দেবে।

কী করে তাদের আদালতের সামনে আনা যায়

ধারা ১০৪

প্রথম। ১৭৩ নং ধারা অনুযায়ী তদন্ত করার ভিত্তিতে রচিত পুলিশ প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করে যখন প্রগ্রহণ করা হয়, তার আগেই অভিযুক্ত ও সাক্ষীরা আদালত সমক্ষে (before) থাকে।

দ্বিতীয়। ১৭৩ নং ধারা অনুযায়ী পুলিশ প্রতিবেদন ছাড়াই যখন প্রগ্রহণ করা হয়, তখন অভিযুক্ত ও সাক্ষীরা আদালত সমক্ষে থাকে না। তাদের আদালতে আনতে হয়।

তাদের আদালত সমক্ষে আনার প্রক্রিয়া কী ?

ফৌজদারি কার্যবাহ সংহিতাতে দুটি প্রক্রিয়ার কথা বলা আছে।

ধারা ৬৮

প্রথম—হাজির হওয়ার সমন, দ্বিতীয়—গ্রেফতারি পরোয়ানা।

ধারা ৬৮

প্রথম—হাজির হওয়ার সমন

এই সংহিতা অনুসারে আদালত কর্তৃক প্রেরিত প্রতিটি সমন **একখানি প্রতিলিপি** সহ লিখিত এবং ওইরূপ আদালতের **অগ্রাধিকারিক** কর্তৃক অথবা ওইরূপ অন্য কোনও আধিকারিক, যাঁকে উচ্চন্যায়ালয় মাঝে মাঝে নিয়মানুসারে নির্দেশিত করবে, কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও শীলমোহর যুক্ত করতে হবে।

(২) সমন জারি করবেন একজন পুলিশ আধিকারিক, অথবা এ-ব্যাপারে স্থানীয় সরকার যে নিয়মাবলী নির্দিষ্ট করতে তদ্‌সাপেক্ষে যে আদালত এটা পাঠাচ্ছে তার কোনও আধিকারিক কর্তৃক অথবা অন্য সরকারি কর্মচারী কর্তৃক জারি করাতে হবে।

ধারা ৬৯

ব্যক্তিগত জারি (Personal service)

(১) সমন, **সাধনযোগ্য হলে,** সমনে নির্দেশিত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত ভাবেজারি করতে হবে, সময়ের প্রতিলিপিগুলির একটি বিলি করে অথবা পেশ করে।

(২) জারিকারক আধিকারিক যদি চান তবে প্রতিটি ব্যক্তি যাকে সমন ধরানো হচ্ছে, তাকে অপর প্রতিলিপির পিছনে **প্রাপ্তিস্বীকারের রসিদে সই করতে হবে**

(৩) নিগমের (Corporation) ওপর জারি করা

নিগমবদ্ধ কোম্পানি অথবা অন্যান্য নিগমবদ্ধ নিকারের (Corporate body) ওপর জারি করা যাবে **ব্রিটিশ ভারতস্থিত নিগমের অন্যান্য মুখ্য আধিকারিক, স্থানীয় ব্যবস্থাপক অথবা সচিবের** (Secretary) ওপর জারি করে। এরূপ ক্ষেত্রে জারি কার্যকর করা হয়েছে ধরে নেওয়া হবে যখন সাধারণ ডাক মারফত চিঠি পৌঁছে যাবে।

ধারা ৭০

যখন ব্যক্তিটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তখন তার উদ্দেশে প্রেরিত দুই প্রতিলিপির একটি তার পরিবারের কোনও সাবালক পুরুষ সদস্যকে দিয়ে অথবা প্রেসিডেন্সি শহর হলে, তার সঙ্গে বসবাসকারী কোনও সেবকের (servant) হাতে দিয়ে জারি করা হবে।

যে ব্যক্তির হাতে এটা দেওয়া হবে, তাকে প্রতিলিপির পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করতে হবে।

অভিযুক্তকে যখন ব্যক্তিগতভাবে জারি করার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হয় সেক্ষেত্রে পরিবর্ত জারিকরণ ন্যায় সঙ্গত হবে না।

৬৯, জে. সি. ৬২৭.

ধারা ৭১

এটি যদি সম্ভব না হয়, তবে জারিকারক আধিকারিক সমনের একটি প্রতিলিপি সমন-নামিত ব্যক্তি যেখানে সাধারণত বসবাস করে সেই গৃহ অথবা বাস্তুবাটিতে (Home shead) সহজে নজর পড়ে এমন কোনও জায়গায় লটকে (affix) জারি করবে।

ধারা ৭২

রেল-কোম্পানি অথবা সরকারি কর্মচারীর ওপর জারিকরণ

যখন তলব করা ব্যক্তি সরকারের অথবা রেল কোম্পানির কর্মরত অবস্থায় থাকে, সমনজারি করা আদালত সাধারণত **সমনের দুই প্রতিলিপি দফতরের প্রধানকে পাঠিয়ে দেবে, যেখানে ওই ব্যক্তি নিযুক্ত আছে;** উক্ত প্রধান ৬৯ নং ধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে সমন জারি করাবে এবং উক্ত ধারা মতে পৃষ্ঠলেখ (endortement) সহ নিজে স্বাক্ষর করে তা আদালতে ফেরত দেবে।

(২) উক্ত স্বাক্ষর যথারীতি জারিকরণের প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে।

ধারা ৭৩

স্থানীয় সীমানার বাইরে সমন জারিকরণ

যখন আদালত চাইবে যে তার প্রেরিত সমন তার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমানার বাইরে কোনও স্থানে জারি করা হোক, তখন আদালত সাধারণত দুই প্রতিলিপিসহ উক্ত সমন পাঠাবে সেই শাসককে, যাঁর ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমানার মধ্যে তলব করা ব্যক্তিটি বসবাস করে অথবা আছে সমন জারি করার জন্য।

ধারা ৭৪

জারিকারক আধিকারিক হাজির না থাকলে সেক্ষেত্রে জারি করার প্রমাণ

(১) একটি হলফনামা (affidavit), যা শাসকের সমক্ষে করা অভিপ্রেত, এই

মর্মে যে, ওইরূপ সমন জারি করা হয়েছে, এবং সমনের প্রতিলিপিতে পৃষ্ঠলেখ থাকা অভিপ্রেত (৬৯ অথবা ৭০ নং ধারায় উল্লেখিত পদ্ধতিতে) সেই ব্যক্তির দ্বারা যাকে তা বিলি করা হয়েছে বা ধরানো হয়েছে অথবা যার কাছে রেখে আসা হয়েছে, এই হলফনামা সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসাবে গ্রাহ্য হবে, এবং তাতে যে বিবৃতি থাকবে তা সত্য বলে গণ্য করা হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তা অসংগত বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

(২) এই ধারায় উল্লেখিত হলফনামাটিকে সমনের প্রতিলিপির সঙ্গে যুক্ত করে আদালতে ফেরত পাঠাতে হবে।

উকিলের ওপর জারি করা যথেষ্ট নয়।

৬ সি. ডব্লিউ. এন. ৯২৭

প্রতিলিপি প্রদান করতে হবে, সেটা শুধু দেখানো যথেষ্ট নয়।

৫. বি. এইচ. সি. আর. ২০

সমন নিতে অস্বীকার করলে ধরানোটাই জারি করার সমান হবে।

দ্বিতীয় ঃ গ্রেফতারি পরোয়ানা

ধারা ৭৫

(১) **লিখিত** হতে হবে, অগ্রাধিকারিক কর্তৃক, অথবা শাসকদের বিচারপীঠের ক্ষেত্রে উক্ত বিচারপীঠের যে-কোনও সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং আদালতের সীলমোহর থাকা দরকার।

জারিকারক আদালত কর্তৃক বাতিল না করা পর্যন্ত পরোয়ানা বলবৎ থাকবে অথবা যতক্ষণ না পর্যন্ত তা জারি করা হচ্ছে।

(২) সমন ও পরোয়ানার মধ্যে পার্থক্য

সমন তলব করার ব্যক্তির ওপর এক আদেশ মাত্রা। পরোয়ানা যে ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হবে তার ওপর কোনও আদেশ নয়। সমন অগ্রাহ্য করলে তাই ব্যক্তিটিকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু পরোয়ানা অমান্য করলে তাকে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে না।

৫. ডব্লিউ. আর. এড্-৭১

ধারা ৭৬

আদালত জামিন (Security) নেবার নির্দেশ দিতে পারে

(১) প্রেরক আদালত ইচ্ছে করলে পরোয়ানার পেছনে উল্লেখ করে নির্দেশ দিতে পারে যে, যদি ওইরূপ ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য এবং তারপরে আদালত অন্য কোনও রকম নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত, পর্যাপ্ত সংখ্যক জামিনদার (Secureties) সহ একটি মুচলেকা (Bond) সম্পাদন করে দেয়, তবে যে আধিকারিকের কাছে পরোয়ানা প্রেরিত হয়েছে তিনি অনুরূপ জমানত নেবেন এবং (পুলিশি) হেফাজত থেকে উক্ত ব্যক্তিকে ছেড়ে দেবেন।

(২) পৃষ্ঠলেখে বলা থাকবে—

(ক) জামিনদারের সংখ্যা।

(খ) তাদের এবং যার গ্রেফতারের জন্য পরোয়ানা জারি করা হয়েছে তাকে যথাক্রমে দায়বদ্ধ করে রাখার অর্থের পরিমাণ; এবং

(গ) সেই সময় যখন তাকে আদালত সমক্ষে উপস্থিত হতে হবে।

(৩) যখনই এই ধারা অনুসারে জামিন নেওয়া হবে, যে আধিকারিকের নামে পরোয়ানা প্রেরিত হয়েছে, তিনি মুচলেখাটি আদালতে পাঠিয়ে দেবেন।

ধারা-৭৭

(১) পরোয়ানা কার কাছে পাঠানো হবে

পরোয়ানা সাধারণত পাঠানো হয়ে থাকে এক বা একাধিক পুলিশ আধিকারিকের কাছে, কিন্তু যখন পুরশাসক কর্তৃক প্রেরিত হয়, সেখানেও সব সময়ে ওইভাবে পাঠাতে হবে; কিন্তু ওইরূপ পরোয়ানা যদি **অন্য কোনও আদালত** পাঠায়, এবং তা যদি খুব তাড়াতাড়ি কার্যকর করা জরুরি হয় এবং যদি সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আধিকারিককে পাওয়া না যায়, তবে তা অন্য কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হবে; এবং সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা তা কার্যকর করবে।

(২) একাধিক ব্যক্তির নামিত (addressed) পরোয়ানা

সকলে অথবা যে কোনও একজন বা একাধিক ব্যক্তির দ্বারা কার্যকর করা যাবে।

ধারা ৭৮

(১) পরোয়ানা পাঠানো যেতে পারে জমিদার (Land Holder), কৃষক অথবা জমির ব্যবস্থাপকের কাছে।

গ্রেফতার করার জন্য (১) কোনও পলাতক দন্ডিত ব্যক্তিকে, (২) উদ্‌ঘোষিত **(Proclaim)** অপরাধীকে, অথবা যে ব্যক্তিকে অ-জামিনযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং যে গ্রেফতার এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

(২) যে এতে স্বাক্ষর করবে এবং জারি করবে, যদি সে ব্যক্তি তার ভারপ্রাপ্ত জমিতে বসবাস করে।

(৩) গ্রেফতার করার পর ব্যক্তিটিকে নিকটতম পুলিশ থানার হাতে তুলে দিতে হবে।

ধারা ৭৯

পরোয়ানা যে পুলিশ আধিকারিকের নামে প্রেরিত হয়েছে, তিনি পৃষ্ঠাঙ্কন করে অন্য পুলিশ আধিকারিককে দিতে পারেন জারি করার জন্য।

ধারা ৮০

গ্রেফতারকারী পক্ষ গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিকে পরোয়ানার সারমর্ম বুঝিয়ে দেবেন।

ধারা ৮১

জামিন সম্পর্কে ৭৬ নং ধারার শর্তাবলী সাপেক্ষে, গ্রেফতারকারী পক্ষ অকারণ বিলম্ব না করে গ্রেফতার করা ব্যক্তিটিকে আদালতের সমক্ষে পেশ করবে, যেখানে তাকে হাজির করানোর দায়িত্ব তার আছে।

ধারা ৮২

ব্রিটিশ ভারতের যে কোনও স্থানে গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করা যাবে।

ধারা ৮৩

যখন পরোয়ানা প্রেরণকারী আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমানার বাইরে কার্যকর করতে হবে, সেখানে উক্ত আদালত, কোনও পুলিশ আধিকারিকের কাছে ওইরূপ পরোয়ানা না পাঠিয়ে ডাকযোগে বা অন্যভাবে পাঠাতে পারেন কোনও শাসককে অথবা জেলা আরক্ষাধীক্ষককে (Superintendent of Police) অথবা প্রেসিডেন্সি শহরের নগরপালকে (Commissioner of Police), যাঁর ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমানার মধ্যে তা কার্যকর করতে হবে।

(২) শাসক অথবা জেলা আরক্ষাধীক্ষক অথবা নগরপাল যাঁর কাছে ওইভাবে ওইরূপ পরোয়ানা পাঠানো হয়েছে, তিনি তার ওপর নিজ নাম পৃষ্ঠাঙ্কিত করবেন,

এবং সাধনযোগ্য হলে, ইতিপূর্বে নির্দেশিত শর্তে তা কার্যকর করবেন তাঁর ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমানার মধ্যে।

ধারা ৮৪

ক্ষেত্রাধিকারের বাইরে কার্যকর করতে হবে এমন পরোয়ানা যখন পুলিশ আধিকারিকের কাছে প্রেরিত হয় তখন সাধারণত যে সীমানার মধ্যে পরোয়ানা কার্যকর করতে হবে সেখানকার থানায় ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের চেয়ে নিম্ন পদমর্যাদার নন এমন পুলিশ আধিকারিকের কাছে বা শাসকের কাছে সেটা নিয়ে যেতে হবে পৃষ্ঠাঙ্কিত করার জন্য।

(২) ওইরূপ শাসক অথবা পুলিশ আধিকারিক তাঁর নিজ নাম পৃষ্ঠাঙ্কিত করবেন তার ওপর এবং ওইরূপ পৃষ্ঠাঙ্কন পর্যাপ্ত প্রাধিকার হবে পুলিশ আধিকারিকের যাঁর কাছে সেটা পাঠানো হয়েছে কার্যকর করার জন্য।

(৩) যদি পৃষ্ঠাঙ্কন করাতে গেলে বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে পৃষ্ঠাঙ্কন ব্যতীতই তা কার্যকর করা যেতে পারে।

ধারা ৮৫

যখন (সীমানার) বাহিরে গ্রেফতার করা হয় তখন গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিটিকে শাসক, জেলা আরক্ষাধীক্ষক, নগরপালের সমক্ষে নিয়ে যেতে হবে।

ধারা ৮৬

তারপর তাঁরা ওই ব্যক্তিটিকে পরোয়ানা প্রেরণকারী আদালতের হেফাজতে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেবেন।

গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করতে না পারার পরিণাম

ধারা ৮৭

যদি ব্যক্তিটি ফেরার (Absconding) হয় তবে ওইরূপ আদালত একটি লিখিত উদ্ঘোষণা প্রকাশ করতে পারেন ওই ধরনের উদ্ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে কমপক্ষে ৩০ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে আত্মপ্রকাশ করার জন্য।

(২) উদ্ঘোষণা কীভাবে প্রকাশ করা হবে।

(ক) এটা গঠিত হবে সেই স্থানে যেখানে সে সাধারণত বসবাস করে।

(খ) যে গৃহে সে বসবাস করে সেই গৃহের সহজেই নজর পড়ে এমন কোনও জায়গায় লটকে দিয়ে।

(গ) তার এক প্রতিলিপি আদালত প্রাঙ্গনে লটকে দিতে হবে।

ধারা ৮৮

৮৭ নং ধারা অনুসারে উদ্‌ঘোষণা জারিকারী আদালত উদ্‌ঘোষিত ব্যক্তিটির স্থাবর অথবা অস্থাবর অথবা উভয় সম্পত্তিই ক্রোক করার আদেশ দিতে পারে।

(২) যে জেলায় ওই আদেশ দেওয়া হয়েছে সেখানে ওইরূপ ব্যক্তির যে-কোনও সম্পত্তি ক্রোক করার বিষয়টিকে অনুমোদন করবে ওই ধরনের আদেশ।

ধারা ৮৯

ক্রোক করা সম্পত্তির প্রত্যার্পণ

ক্রোক করার আদেশের তারিখের পর থেকে দু'বছরের মধ্যে যদি ব্যক্তিটি আত্মপ্রকাশ করে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে পারে যে (১) যে সে ফেরার হয়নি অথবা আত্মগোপন করে থাকেনি এবং (২) যে উদ্‌ঘোষণা সম্বন্ধে এমন কোনও জ্ঞান সে প্রাপ্ত হয়নি যার ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আত্মপ্রকাশে সে সমর্থ হত।

ধারা ৯০

কার বিরুদ্ধে পরোয়ানা পাঠানো যেতে পারে

সাধারণত এটাই ধরে নেওয়া হয় যে, এটি কেবলমাত্র অভিযুক্তের বিরুদ্ধেই পাঠানো যায়। কিন্তু তা নয়। আইন বলে যে, পরোয়ানা যে-কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে পাঠানো যায়, যার বিরুদ্ধে সমনও পাঠানো যেতে পারে, শুধু নির্ণায়ক সভ্য (Juror) অথবা ন্যায় নির্ধারক (Assessor) বাদে।

এর অর্থ হল এই যে, এমনকী সাক্ষীর বিরুদ্ধেও পরোয়ানা পাঠানো যেতে পারে।

যদি—

(১) আত্মপ্রকাশ করার আগে আদালত যদি এমন বিশ্বাসযোগ্য কারণ দেখতে পায় যে সে ফেরার হয়েছে অথবা সমন অগ্রাহ্য করবে;

অথবা

(২) যদি সে পূর্বোল্লিখিত সময়ে আত্মপ্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়, এবং যদি দেখানো যায় যে সমন বিধিমতে জারি করা হয়েছে যাতে সে যথাসময়ে আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হয়, অথচ সে আত্মপ্রকাশ করেনি।

যথাযথ প্রক্রিয়ার দ্বারা আদালত কর্তৃক আহুত পক্ষগণের ক্রমাগত হাজিরা সম্বন্ধে রক্ষাকবচ (Safe-guard)

ধারা ৯১

যখন কোনও ব্যক্তিকে হাজির করানো বা গ্রেফতার করার জন্য কোনও আদালত পরিচালনাকারী আধিকারিককে ক্ষমতা দেওয়া হয় সমন অথবা পরোয়ানা পাঠানোর, তখন সেই ব্যক্তি যদি উল্লেখিত আদালতে উপস্থিত থাকে তবে পূর্বোল্লিখিত আধিকারিক উক্ত আদালতে ওই ব্যক্তির হাজিরার জন্য জামিনদারসহ অথবা জামিনদার ছাড়াই মুচলেকা সম্পাদন করে দিতে বলতে পারেন ওই ব্যক্তিকে।

ধারা ৯২

ওইরূপ মুচলেকার দ্বারা আবদ্ধ কোনও ব্যক্তি যখন হাজির দেয় না, তখন পরিচালনাকারী আধিকারিক পরোয়ানা পাঠিয়ে নির্দেশ দিতে পারেন যে, ওই ব্যক্তিকে যেন গ্রেফতার করে তাঁর সমক্ষে পেশ করা হয়। এ ছাড়া, অভিযোক্তা (Complainant), অভিযুক্ত এবং সাক্ষীদের আদালতে উপস্থিত থাকা দরকার (এ ছাড়া আদালতের সমক্ষে অপরাধের সারার্থ ও তথ্য (Corpusdeticits) থাকাও প্রয়োজন, যা অভিযোগের বিষয়বস্তু অথবা সেইসব বস্তু যা অভিযোগ প্রমাণের জন্য প্রয়োজন।

জাল দলিল, আটক ব্যক্তি

এগুলি পেশ করা সংক্রান্ত নিয়মাবলী অতএব আমাদের বিচার-বিবেচনা করা দরকার।

এক। দলিল অথবা কোনও বস্তুর উপস্থাপনা

ধারা ৯৪

যখন কোনও আদালত মনে করে যে, উক্ত আদালতের সমক্ষে তদন্ত, জিজ্ঞাসাবাদ (Inquiry) অথবা বিচার অথবা অন্যান্য কার্যবাহের জন্য কোনও দলিল অথবা বস্তুর উপস্থাপনা প্রয়োজন অথবা বাঞ্ছনীয়, তখন তিনি সেই ব্যক্তিকে সমন পাঠাতে পারেন উল্লেখিত দলিল অথবা বস্তু যার দখলে অথবা নিয়ন্ত্রণে (Power) আছে বলে বিশ্বাস, যাতে সে সমনে লিখিত স্থানে অথবা সময়ে হাজির হয় এবং তা পেশ করে।

(২) যেখানে সমন শুধু পেশ করার কথা বলে, সেখানে তার হাজির হওয়ার প্রয়োজন নেই। সে ওটি পাঠিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে।

(আগেকার অংশ পাওয়া যায়নি — সম্পাদক)

আধিকারিক অথবা বিচারক অথবা তাঁর উপস্থিতি ও শুনানির সময় তাঁর ব্যক্তিগত নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে এবং শাসক অথবা দায়রা বিচারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে।

যেসব ক্ষেত্রে শাসক অথবা দায়রা বিচারক সাক্ষ্য লিখে না দিচ্ছেন, সে ক্ষেত্রে প্রতিটি সাক্ষীর জেরা যখন চলতে থাকে, তখন তিনি উক্ত সাক্ষী যা বলছে তার সারমর্মের স্মারকলিপি (Memorandum) লিখে রাখবেন; এবং ওইরূপ স্মারকলিপি শাসক অথবা দায়রা বিচারককে স্বহস্তে লিখতে ও স্বাক্ষর করতে হবে এবং তা নথির এক অংশ বলে বিবেচিত হবে।

ধারা ৩৬৩

জেরা চলাকালীন সাক্ষীর আচরণ সম্পর্কে মন্তব্যও নথিতে লিখে রাখবেন শাসক ও দায়রা বিচারক।

ধারা ৩৬০

প্রতিটি সাক্ষীর সাক্ষ্য লেখা সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর সেটা তাকে পড়ে শোনাতে হবে অভিযুক্তের উপস্থিতিতে, যদি সে হাজির থাকে, অথবা তার উকিলের সম্মুখে যদি সে উকিলের মাধ্যমে হাজির থাকে, এবং প্রয়োজনে সংশোধন করা যাবে।

পড়ে শোনাবার পর যদি সাক্ষী তার সাক্ষ্যের কোনও অংশের বিশুদ্ধতা (Correctness) মেনে নিতে রাজি না হয়, তবে শাসক অথবা দায়রা বিচারক, সাক্ষ্য সংশোধন করার পরিবর্তে সাক্ষীর এ সম্বন্ধে করা আপত্তিগুলিকে স্মরণে রাখার জন্য লিখে রাখবেন এবং যে ধরনের মন্তব্য করা প্রয়োজন মনে করবেন তা জুড়ে দেবেন।

পড়ে শোনানোর বিষয়টি বাদ দেওয়া অবৈধ।

দ্বিতীয় — পৌরশাসক সমক্ষে

ধারা ৩৬২

আপিলযোগ্য মামলা এবং আপিলযোগ্য নয় এমন মামলা

আপিলযোগ্য মামলায়

শাসক স্বহস্তে সাক্ষীদের প্রদত্ত সাক্ষ্য লিখে নেবেন, অথবা প্রাকাশ্য আদালতে তিনি যেভাবে বলে যাবেন সেইভাবে কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নেবেন।

এইভাবে লিখে নেওয়া সকল সাক্ষ্য শাসক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে এবং নথির অংশ হিসাবে গণ্য করা হবে।

অভিযুক্তের জেরার একটি সারমর্মের স্মারকলিপি লিখে রাখবেন শাসক। ওইরূপ স্মারকলিপিতে শাসক স্বহস্তে স্বাক্ষর করবেন এবং তা নথির একটা অংশ বলে গণ্য করা হবে।

আপিল হতে পারে না এমন মামলা

সাক্ষ্য নথিভুক্ত করা অথবা অভিযোগ গঠন করা পুরশাসকের পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়।

ধারা ৩৫৯, ৩৬২ (২)

সাক্ষ্য নথিভুক্ত করার রীতি (Mode)

সাধারণত সাক্ষ্য লিখে রাখা হয় বর্ণনার আকারে, যদিও আদালত চাইলে কোনও বিশেষ প্রশ্ন এবং উত্তর লিখে নিতে পারেন বা লিখিয়ে নিতে পারেন।

ব্যতিক্রম ঃ অভিযুক্তের জেরা

ধারা ৩৬৪

ওইরূপ জেরার সমগ্র অংশ, সাক্ষীকে করা প্রতিটি প্রশ্ন ও উত্তরসহ পুরোপুরি নথিভুক্ত করে রাখতে হবে।

এটি উচ্চ-ন্যায়ালয় কর্তৃক অভিযুক্তের জেরার নথি সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়।

দ্বিতীয়। **সংক্ষিপ্ত বিচারে নথি**

ধারা ২৬০

১। জেলাশাসক।

২। ১ম শ্রেণীর শাসক, এ-ব্যাপারে স্থানীয় সরকার কর্তৃক বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

৩। শাসকদের কোনও বিচারপীঠ প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাসহ এবং এ-ব্যাপারে স্থানীয় সরকার কর্তৃক বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত শাসক বিচারপীঠ। যদি উচিত বিবেচনা করেন,

তবে সংক্ষিপ্তভাবে বিচার করতে পারেন নিম্নলিখিত সকল বা যে-কোনও একটি অপরাধের জন্য—

(ক) যেসব অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ড, দ্বীপান্তর অথবা ছ'মাসের অধিককালের জন্য কারাদন্ড হয় না সেইসব অপরাধ ও এই ধারায় উল্লেখিত আরও কয়েকটি অপরাধ।

যেসব মামলার সংক্ষিপ্ত বিচার হতে পারে সেগুলি আপিলযোগ্য অথবা আপিল হয় না এমনও হতে পারে।

ধারা ২৬৩

কিন্তু স্থানীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত বিস্তৃত বিবরণ ওইরূপ আকারে লিখে রাখবেন তাঁরা।

(ক) ক্রমিকসংখ্যা।

(খ) অপরাধ করার তারিখ।

(গ) অভিযোগ অথবা প্রতিবেদনের তারিখ।

(ঘ) অভিযোক্তার নাম (যদি থাকে)।

(ঙ) অভিযুক্তের নাম, বংশ (পিতার) এবং বাসস্থান।

(চ) যে অপরাধের জন্য নালিশ করা হয়েছে এবং অপরাধ (যদি কিছু প্রমাণিত হয়ে থাকে) এবং সম্পত্তির মূল্য, যা নিয়ে অপরাধ করা হয়েছে।

(ছ) অভিযুক্তের ওজর (Plea) এবং তার জেরা যদি হয়ে থাকে।

(জ) রায় (findings) এবং দন্ডদান, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(ঝ) দন্ডাজ্ঞা অথবা অন্যান্য চূড়ান্ত আদেশ;

(ঞ) কার্যবাহের সমাপ্তির তারিখ।

আপিলযোগ্য মামলায়

ধারা ২৬৪

দন্ডদান করার আদেশ দেওয়ার আগে আদালত * একটি রায় নথিভুক্ত করবে

* সন্নিবেশিত — সম্পাদক।

যাতে সাক্ষ্য-প্রমাণের সারাংশ এবং আপিল করা যায় না এমন সব মামলার জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তৃত বিবরণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ওইরূপ রায় আপিলযোগ্য মামলার একমাত্র নথি হয়ে থাকবে।

রায় (Judgement)

ধারা ৩৬৬

যে-কোনও ফৌজদারি আদালতে প্রতিটি বিচারে রায় ঘোষণা (Pronounce) করবে, অথবা ওইরূপ রায়ের সারাংশ ব্যাখ্যা করে দিতে হবে;

(১) প্রকাশ্য আদালতে হয় সঙ্গে সঙ্গে কিংবা পরবর্তী কোনও তারিখের কথা ঘোষণা করতে হবে।

এই শর্তে যে, পক্ষগণ অনুরোধ করলে সম্পূর্ণ (রায়) পড়ে শোনানো হবে।

(২) বন্দী অবস্থায় থাকলে অভিযুক্তকে নিয়ে আসতে হবে এবং বন্দী অবস্থায় না থাকলে নিয়ে আসতে হবে প্রদত্ত রায় শোনার জন্য।

যেখানে ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং দন্ডাজ্ঞা যেখানে শুধু জরিমানা সেই ক্ষেত্রগুলি বাদে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য — (৩) অনুপস্থিতিতে প্রদত্ত হলে রায় পড়া হবে না।

ধারা ৩৬৭

অন্য কোনও নির্দেশ না থাকলে প্রতিটি রায় আদালতের অগ্রাধিকারিককে লিখতে হবে অথবা তিনি যেভাবে বলে যাবেন সেইভাবে লিখে রাখতে হবে।

তাতে থাকবে —

(১) বিচার-নিষ্পত্তির (Determination) আলোচ্য বিষয় অথবা বিষয়গুলি।

(২) তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত।

(৩) সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়ার কারণগুলি।

(৪) রায় প্রদান করার সময় প্রকাশ্য আদালতে অগ্রাধিকারিক কর্তৃক তারিখ ও স্বাক্ষর সংযোজিত হতে হবে, এবং যেক্ষেত্র রায়টি অগ্রাধিকারিক কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত নয়, সেক্ষেত্রে রায়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় তিনি স্বাক্ষর করবেন।

(৫) রায় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করবে যে অপরাধ (যদি কোনও কিছু থাকে), ভারতীয় দণ্ডবিধি সংহিতার ধারা বা অন্য আইন যার ভিত্তিতে অভিযুক্তকে দন্ডদান করা হয়েছে এবং দণ্ডাজ্ঞায় যে শাস্তি তাকে দেওয়া হয়েছে তাও উল্লেখিত হবে।

(৬) যেখানে ভারতীয় দণ্ডবিধি সংহিতা অনুসারে অপরাধ সিদ্ধি হয়েছে এবং সংহিতার একই ধারার দুই অংশের মধ্যে কোনটির মধ্যে পড়ে ওই অপরাধ এ বিষয়ে সন্দেহ দেখা দেয়, সেখানে আদালত তা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করবে এবং বৈকল্পিক রায় দেবে।

(৭) যদি এটি খালাস করার রায় হয়, তবে যে অপরাধ থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে এবং তাকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিতে হবে।

(৮) যদি অভিযুক্ত মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য দণ্ড প্রাপ্ত হয়, এবং আদালত মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনও শাস্তি তাকে দেয়, তবে আদালত তার কারণগুলি উল্লেখ করবে।

এটা বলা হচ্ছে যে, যদি নির্ণায়ক সভার (Jury) সাহায্যে বিচার হয়, তাহলে রায় লেখার দরকার নেই আদালতের, কিন্তু দায়রা আদালত অভিযোগের মূল বিষয়গুলি (Heads) নথিভুক্ত করে রাখবে।

ধারা ৩৬৮

মৃত্যু দণ্ডাদেশের ক্ষেত্রে — দন্ডাজ্ঞায় বলা হবে যে তার (অপরাধীকে) গলায় ফাঁসি দেওয়া হবে মারা না যাওয়া পর্যন্ত।

ধারা ৩৬৯

রায়ের পরিবর্তন (Alteration)

সংহিতা বা অন্য আইন অথবা উচ্চ-ন্যায়ালয়ের ব্যাপার ছাড়া যে ব্যবস্থার নির্দেশিত আছে সেগুলি ছাড়া কোনও আদালত, তার রায়ে স্বাক্ষর করার পর, কোনও আদালত নকল করার বা লিখে নেওয়ার সময় যে ভুল হতে পারে সেগুলি সংশোধন করা ছাড়া পরিবর্তন করতে বা পুনর্বিলোকিত (Review) করতে পারবে না।

এমনকী উচ্চ-ন্যায়ালয়েরও সে ক্ষমতা নেই

ধারা ৩৭০

পুরশাসক কর্তৃক প্রদত্ত রায়

উপরোক্ত ক্ষেত্রে রায় নথিভুক্ত করার পরিবর্তে একজন পুরশাসক নিম্নলিখিত বিশদ বিবরণগুলি লিখে রাখবেন—

(ক) ক্রমিকসংখ্যা।

(খ) অপরাধ করার তারিখ।

(গ) অভিযোগকারীর নাম (যদি থাকে)।

(ঘ) অভিযুক্তের নাম এবং (ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা বাদে), তার বংশ এবং আবাসস্থল।

(ঙ) যে অপরাধের অভিযোগ করা হয়েছে অথবা যা প্রমাণিত হয়েছে।

(চ) অভিযুক্তের ওজর (Plea) এবং তার জেরা (যদি কিছু থাকে)।

(ছ) চূড়ান্ত আদেশ।

(জ) ওইরূপ আদেশের তারিখ।

(ঝ) সকল ক্ষেত্রেই, সেখানে কারাবাসের অথবা ২০০ টাকার অধিক জরিমানা অথবা উভয় দন্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে অপরাধ সিদ্ধির জন্য কারণগুলি দর্শিয়ে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি।

ধারা ৩৭১

কাল বিলম্ব না করে অভিযুক্তকে রায়ের প্রতিলিপি দিতে হবে

সমন-মামলা ছাড়া অন্য সকল মামলার ক্ষেত্রে তা দিতে হবে বিনামূল্যে।

নির্ণায়ক সভার (Jury) বিচারে, নির্ণায়ক সভা কর্তৃক আরোপিত অভিযোগগুলির শিরনামের প্রতিলিপি তাকে দিতে হবে।

মৃত্যু দন্ডাজ্ঞার ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে আপিল করার সময়সীমা জানিয়ে দিতে হবে।

ধারা ৩৭৩

বিচারের রায় এবং দন্ডাজ্ঞার প্রতিলিপি দায়রা আদালত পাঠাবে জেলা শাসককে।

দুষ্কৃতির (Offender) বিচার ছাড়া অন্যান্য ফৌজদারি কার্যবাহ

এক। যেগুলি শান্তিরক্ষা ও সুশৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্পর্কিত।

দুই। যেগুলি কতিপয় আইনগত বাধ্যবাধকতা (Obligation) বলবৎ করা সম্পর্কিত।

তিন। যেগুলি সামাজিক শান্তি বজায় রাখা সম্পর্কিত।

প্রথম — **যেগুলি জন-সমাবেশ সম্পর্কিত শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা**

অপরাধ সংঘটিত হলে তার জন্য শাস্তিদানের চেয়ে অপরাধ প্রতিরোধ করা অনেক ভাল।

এই তত্ত্বটি সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত নয়। অপরাধ প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টা ব্যক্তির স্বাধীনতায় অথবা হস্তক্ষেপের সামিল হতে পারে।

ইংরেজদের তত্ত্ব এই মতবাদের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ যে সরকার একমাত্র তখনই হস্তক্ষেপ করবে যখন কোনও ব্যক্তির আচরণ অপরাধমূলক হতে চলেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ — জনসমাবেশ, রাজদ্রোহ সংক্রান্ত ইংরেজদের আইন।

অপর পক্ষে ভারতীয় আইন ভিন্ন মত পোষণ করে, যেমন মুদ্রণ আইন (Press Act), জনসভা আইন।

এর ফলে ফৌজদারি কার্যধারা সংহিতা কয়েকটি ধারা বিধিবদ্ধ করেছে যাতে ফৌজদারি আদালতগুলি অপরাধ সাধনে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হবে।

(পৃষ্ঠা ফাঁকা আছে — সম্পাদক।)

সামাজিক সুস্থিরতা (Tranquility) নষ্ট করা অপরাধ সম্পর্কে আলোচনা আছে অষ্টম অধ্যায়ে।

(পৃষ্ঠা ফাঁকা আছে — সম্পাদক)

ওইরূপ প্রতিরোধক (Prevention) অথবা পূর্বানুমিত (Auticipatory) ব্যবস্থা গ্রহণের উপযুক্ত নিম্নলিখিত ব্যবহারিক রীতির (Usage) কথা আদালত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছে।

১। পৃথিবীর প্রতিটি দেশে বিবাদপ্রিয় মানুষ আছে এবং এমন কিছু বিবাদ আছে যা হিংসায় পরিণত হতে পারে এবং এমনকী গুরুতর অপরাধেও।

২। একইভাবে এমন কয়েক ধরনের সংঘবদ্ধ প্রচারকার্য আছে, যা যদি বিনা বাধায় চলতে দেওয়া হয়, তবে তা অজ্ঞ ব্যক্তিদের ক্ষতিকারক কাজ করতে প্ররোচিত করতে পারে, তারা মিথ্যা কথা, অথবা তার চেয়েও বেশি মারাত্মক অর্ধ সত্য ছড়িয়ে দিতে পারে, যা অজ্ঞ ব্যক্তিদের মনে বিশ্বাস জন্মে দিতে পারে, এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাজ করাতে পারে যে অনিষ্টকর মতলব আঁটা হচ্ছে যা প্রকৃত পক্ষে কেউই হৃদয়ে পোষণ করে না।

৩। আবার এমন অনেকে আছে যারা সৎ কর্মের চেয়ে বেশি পছন্দ করে অলস জীবনযাত্রা, মাঝে মাঝে অপরাধ করে বৈচিত্র্য এনে, যখন ধরা পড়ার আশঙ্কা কম থাকে। এমন ব্যক্তিও আছে, যারা তাদের কৃত অপরাধ থেকে প্রাপ্ত লাভের ওপরেই প্রধানত নির্ভর করে অথবা অন্যদের করা অপরাধ থেকে প্রাপ্ত লাভের অংশের ওপর নির্ভর করে, যাদের তারা ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচায়, অথবা একটা সংগঠন গড়ে সহায়তা দান করে, যে সংগঠন তার সমর্থকদের তাদের অসাধুতা থেকে অর্জিত লাভের বস্তুগুলিকে বিক্রয় করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এবং শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনার আশ্বাস দেয়।

৪। অভ্যস্ত (Habitnal) দুষ্কৃতি

ধারা ১৮৩

৯। স্থলপথে বা সমুদ্রপথে যাত্রাকালীন যদি কোনও দুষ্কৃতি কোনও দুষ্কর্ম করে, তবে আদালত কর্তৃক তার তদন্ত অথবা বিচার হতে পারে যার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমানার মধ্যে অথবা তার মাধ্যমে

দুষ্কৃতি অথবা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অথবা যে বস্তু সম্বন্ধে দুষ্কর্মটি করা হয়েছে।	উক্ত স্থলপথ বা সমুদ্রপথে যাত্রাকালীন যেখান দিয়ে গিয়েছিল।

ধারা ১৮৪

১০। রেলপথ, তার বিভাগ, ডাকঘর অথবা অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ সংক্রান্ত সাময়িক-ভাবে বলবত থাকা যে-কোনও আইনের অনুবিধিগুলির বিরুদ্ধে কৃত সকল দুষ্কর্মের তদন্ত ও বিচার হবে প্রেসিডেন্সি শহরে।

ধারা ১৮৫

১১। সন্দেহ উপস্থিত হলে, উচ্চ-ন্যায়ালয় স্থির করে দেবে কোন অধস্তন আদালতের ক্ষেত্রাধিকার থাকবে।

যে ক্ষেত্রে একই উচ্চ-ন্যায়ালয়ের অধীনস্ত নয়, এমন দুই অথবা ততোধিক অধস্তন আদালত থাকবে, সেখানে সেই উচ্চ-ন্যায়ালই সিদ্ধান্ত নেবে এবং নির্দেশ দেবে, যার আপিল বিভাগীয় ফৌজদারি ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে প্রথম কার্যবাহ শুরু করা হয়েছিল।

ধারা ১৮৬

১২। যখন কোনও পুরশাসক, জেলাশাসক অথবা মহকুমাশাসক অথবা স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা বিশিষ্ট ১ম শ্রেণীর শাসক বিশ্বাস করার মতো সঙ্গত কারণ দেখতে পান যে, তাঁর ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমানার অন্তর্গত কোনও ব্যক্তি ওইরূপ স্থানীয় সীমানার (ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে ও বাইরে) বাইরে কোনও দুষ্কর্ম করছে, যার তদন্ত বা বিচার ওইরূপ স্থানীয় সীমানার মধ্যে হতে পারে না, কিন্তু সাময়িকভাবে বলবত থাকা কোনও আইনের দ্বারা ব্রিটিশ ভারতে তার তদন্ত বা বিচার হতে পারে।

ওইরূপ শাসক দুষ্কর্মের তদন্ত করতে পারেন এবং ওইরূপ ব্যক্তিকে হাজির হতে বাধ্য করতে পারেন এবং ক্ষেত্রাধিকার আছে এমন শাসকের কাছে তাকে পাঠাতে পারেন।

ব্রিটিশ ভারতের বাইরে করা দুষ্কর্মাদি

এ যাবৎকাল পর্যন্ত আমরা ব্রিটিশ ভারতের সীমানার মধ্যে করা দুষ্কর্মের আলোচনা করেছি। ধরা যাক যে, দুষ্কৃতি ব্রিটিশ ভারতের মধ্যেই আছে বর্তমানে, কিন্তু দুষ্কর্মটি করেছে ব্রিটিশ ভারতের বাইরে, কীভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যাবে?

মোকাবিলা করা যাবে দুই ভাবে —

এক। বিচারের জন্য দুষ্কৃতিকে সেই দেশে পাঠানো হবে যেখানে দুষ্কর্মটি করা হয়েছে।

দুই। দুষ্কৃতির বিচার ব্রিটিশ ভারতে হতে পারে। প্রথমটি বহিঃসমর্পণ (Extradition) নামে পরিচিত। দ্বিতীয়টিকে বলা যায় অতিরাষ্ট্রিক ক্ষেত্রাধিকার সম্পর্কিত। (Ex-territorial)।

এক। ভারতের বাইরে বহিঃসমর্পণ প্রযোজ্য হতে পারে যে-কোনও —

(ক) দেশীয় রাজ্য।

(খ) বিদেশি রাজ্য।

(গ) মহামান্য সম্রাটের স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশ সম্পর্কে।

(ক) দেশীয় রাজ্য ঃ

দেশীয় রাজ্যে বহিঃসমর্পণ নিয়ন্ত্রিত হয় ভারতীয় বহিঃসমর্পণ আইন, ১৯০৩ দ্বারা।

পার্লামেন্টের (Parliament) সংবিধি এবং ভারতীয় আইন পারিষদের (Legislature) আইনগুলির কথা বিবেচনা করে লোকায়ত (Secular) আদালতগুলির ক্ষেত্রাধিকার স্থির করার জন্য এই পৃথিবীকে নিম্নলিখিত ভৌগোলিক বিভাগে ভাগ করেছি আমি—

(১) ভারতীয় সাম্রাজ্যতন্ত্র আইন পারিষদ কর্তৃক বিধিবদ্ধ করা অন্যান্য আইন এবং ফৌজদারি কার্যধারা সংহিতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত জমির আঞ্চলিক বিভাজন এবং বৈদেশিক রাজ্য।

(২) **ভিক্টোরিয়া সি. ৭৩-এর** ৪১ এবং ৪২ নং সংবিধি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত রাজ্য ক্ষেত্রাধীন জলভাগ (Terrirorial Waters)।

(৩) ১২ এবং ১৩ নং সংবিধি **ভিক্টোরিয়া সি.** ৯৬ নাবাধিকরণ অপরাধ (ঔপনিবেশিক) ২৩ এবং ২৪ **ভিক্টোরিয়া সি.** ৮৮ এবং ৩৭ এবং ৩৮ **ভিক্টোরিয়া সি.** ২ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বহিঃসমুদ্র (High Seas)। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বহিঃসমুদ্রে যেসব দুষ্কর্ম করা হয় সেগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় কেবলমাত্র পার্লামেন্টের সংবিধির দ্বারা, ১২ এবং ১৩ ভিক্টোরিয়া ঔপনিবেশিক আদালতকে ক্ষমতা অর্পণ করে সকল প্রকারের দুষ্কর্মের বিচার করার, যার বিচার করতে পারত নৌ-সেনাধক্ষ্য (Admiral)। ভিক্টোরিয়া সি. ৮৮-এর ২৩ ও ২৪ নং সংবিধির ১ নং ধারা ১২ এবং ১৩ ভিক্টোরিয়া সি. ৯৬ সংবিধিকে ভারতে প্রযোজ্য করে এবং ৩৭ ও ৩৮ ভিক্টোরিয়া সি. ২৭ সংবিধি দুষ্কর্মটিকে ভারতীয় আইন অনুসারে-দন্ডনীয় করে।

১৯, বোম্বাই, এল. আর. ৫২৭

ভারত। সাধারণ প্রকরণ আইন দশম, ১৮৯৭-এর ৩(২৭) নং ধারায় ব্যাখ্যা আছে —

"ভারত বলতে বুঝবে ব্রিটিশ ভারত ও তৎসহ যে-কোনও দেশজ রাজকুমার অথবা সর্দারের যে-কোনও রাজ্য মহামান্য মহারাজার সার্বভৌমত্বে, যা প্রয়োগ করা

হবে ভারতের বড়লাট অথবা ভারতের বড়লাটের অধস্তন অন্য আধিকারিকের মাধ্যমে।"

ব্রিটিশ ভারত। সাধারণ প্রকরণ আইন দশম, ১৮৯৭-এর ৩ (৭) নং ধারায় পরিভাষিত —

"বুঝাবে সকল রাজ্য এবং স্থান মহামান্য সম্রাটের স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশের মধ্যে, যেগুলি সাময়িকভাবে শাসিত হচ্ছে মহামান্য সম্রাটের দ্বারা ভারতের বড়লাটের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনও লাটসাহেব অথবা বড়লাটের অধস্তন কোনও আধিকারিকের মাধ্যমে।"

ব্রিটিশ ভারত = ব্রিটিশ ভারত + ৩ মাইল।

৮ বোম্বাই, এইচ. সি. আর. ক্রি. সি. ৬৩

দণ্ডবিধি সংহিতা অনুসারে দুষ্কর্মের জন্য কাদের বিচার হতে পারে

ভারতীয় দন্ডবিধি সংহিতার ধারা ৩ — উক্ত রাজ্য ক্ষেত্রের সীমানার বাইরে কোনও দুষ্কর্ম করার জন্য ভারতের পরিষদ বড়লাট কর্তৃক অনুমোদিত কোনও আইনের দ্বারা যদি কোনও ব্যক্তি বিচারাধীন হয়, তবে এই সংহিতার অনুবিধি অনুসারে তার সম্বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে যে-কোনও দুষ্কর্মের জন্য যা একই পদ্ধতিতে উক্ত রাজ্য ক্ষেত্রের বাইরে করা হয়েছে, এটা ধরে নিয়ে যে ওইরূপ দুষ্কর্ম যেন উক্ত রাজ্য ক্ষেত্রের মধ্যেই করা হয়েছে।

ভা. দ. স.—ধারা ৪১ এই সংহিতার অনুবিধিগুলিও প্রযোজ্য হতে পারে যে কোনও দুষ্কর্মের জন্য যদি তা করে থাকে—

(১) সম্রাটের যে-কোনও দেশীয় ভারতীয় প্রজা ব্রিটিশ ভারতের বাইরে এবং সীমানা অতিক্রম করে যে-কোনও স্থানে।

(২) যে-কোনও ভারতীয় দেশীয় রাজকুমার অথবা সর্দারের রাজ্যের মধ্যে যে কোনও অন্য ব্রিটিশ প্রজা।

(৩) মহারানীর যে-কোনও কর্মচারী (Servant) তা সে ব্রিটিশ প্রজাই হোক অথবা কোনও ভারতীয় দেশীয় রাজকুমার অথবা সর্দারের রাজ্যের অন্তর্গত না হোক।

ব্যাখ্যা — এই ধারায় ব্যবহৃত **দুষ্কর্ম** শব্দটি বলতে বুঝাবে প্রতিটি কর্ম যা ব্রিটিশ ভারতের বাইরে করা হয়েছে, যা, যদি ব্রিটিশ ভারতে করা হত, তাহলে এই সংহিতা অনুসারে দণ্ডনীয় হত।

আইনটির ধারা ৭(১)

এই ধারা অনুসারে উক্ত রাজ্যের কূটনৈতিক উপদেষ্টা (Political Agent) জেলা শাসক অথবা মুখ্য পুরশাসকের নামিত পরোয়ানা জারি করে দুষ্কৃতির আত্মসমর্পণ দাবি করতে পারেন। এই শর্তে যে, দুষ্কৃতি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা না হয় এবং দুষ্কর্মটি ভারতীয় বহিঃসমর্পণ আইনের প্রথম তফসিলে বর্ণিত অপরাধের মত হয়।

ধারা ১০

ব্রিটিশ ভারতস্থিত শাসকগণ, স্বেচ্ছায় এবং অধিযাচন-পত্র (Requitition) ছাড়াই। সন্তোষজনক সূচনা অথবা অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতে পারেন এবং যে রাজ্যের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে যে দুষ্কর্মটি করেছে সেখানে দুষ্কৃতিকে সমর্পণ করতে পারেন।

বি. দ্র. — এই আইনটি সন্ধি চুক্তির অধিকার এবং সেগুলি কর্তৃক সংরক্ষিত বহিঃসমর্পণের জন্য যেসব বিশেষ অনুবিধি আছে তার শর্ত সাপেক্ষ।

বহিঃসমর্পণের বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত হয় বহিঃসমর্পণ আইন দ্বারা

(খ) বিদেশী রাষ্ট্র—**দুষ্কর্মের ঘটনাস্থল।**

যে বিদেশী রাষ্ট্র সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডের বহিঃসমর্পণ আইন প্রযোজ্য যে ক্ষেত্রে দুষ্কৃতিকে বিধিমতো দাবি করে ওইরূপ বিদেশি রাষ্ট্রের কাছে সমর্পণ করা যাবে। এই শর্তে যে—

(এক) ভারত সরকার অথবা স্থানীয় সরকার তা উচিত মনে করে।

(দুই) যদি দুষ্কর্মটি ভারতীয় বহিঃসমর্পণ আইনের ১ম তফসিলে উল্লেখিতগুলির মধ্যে একটি হয়, এবং

(তিন) যদি দুষ্কর্মটি রাজনৈতিক চরিত্রের না হয়।

(গ) **স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশ।** দুষ্কর্মের ঘটনাস্থল। বহিঃসমর্পণ নিয়ন্ত্রিত হয় আংশিকভাবে।

(এক) পলায়নপর দুষ্কৃতি আইন, ১৮৮১ (সংসদীয় সংবিধি)-র দ্বারা এবং আংশিকভাবে।

(দুই) ভারতীয় বহিঃসমর্পণ আইন দ্বারা। সকল ফৌজদারি ক্ষেত্রাধিকার স্থানীয় ঃ অপরাধের ক্ষেত্রাধিকার সেই দেশেরই থাকে যেখানে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।

এল. আর. (১৮৯১) এ. সি. ৪৫৮

অপরাধ সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় অর্থাৎ তা নির্ভর করে সেই স্থানের আইনের ওপর যেখানে তা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি ওই দুষ্কর্ম করেছে তার জাতিসত্তার (Nationality) ওপর নির্ভর করে না।

এল. আর (১৮৯৪) এ. সি. ৬৭০

ব্রিটিশ রাজ্যক্ষেত্রের বাইরে দুষ্কর্ম করা এবং তা সম্পন্ন করার জন্য কোনও বিদেশির বিচার করার ক্ষেত্রাধিকার ব্রিটিশ ভারতের আদালতের নেই। ব্রিটিশ ভারতে বাইরে করা কোনও দুষ্কর্মের জন্য কোনও বিদেশি প্রজাকে ব্রিটিশ ভারতে বিচার করা যাবে না।

২৮, এলাহাবাদ, ৩৭২; ২ বোম্বাই, এল. আর ৩৩৭

যখন কোনও দেশীয় রাজ্যের প্রজা ওই রাজ্যে কোনও চুরি করল, এবং পরে তাকে ব্রিটিশ ভারতে চোরাই মাল সমেত পাওয়া গেল, সেখানে চুরির অপরাধে তার বিচার করার কোনও ক্ষেত্রাধিকার থাকে না ব্রিটিশ ভারতের আদালতগুলির। অবশ্য চোরাই মাল রাখার জন্য তার বিচার করার ক্ষেত্রাধিকার থাকবে।

১০ বোম্বাই ১৮৬

পাওয়া (Found)= অর্থে এটা বুঝায় না যে ব্যক্তিটিকে আবিষ্কার করা গেল, এবং কোথায় সে প্রকৃত পক্ষে হাজির আছে, সে নিজের ইচ্ছায় এসেছে অথবা গ্রেফতার করে আনা হয়েছে এটা বুঝায়।

৬ বোম্বাই ৬২২

এই ধারার অধীনে বিচার বাতিল করা যাবে না এই কারণ দেখিয়ে যে, অবৈধভাবে গ্রেফতার করে কোনও বিদেশী রাজ্য থেকে অভিযুক্তকে ব্রিটিশ ভারতে আনা হয়েছে।

১৩ বোম্বাই, এল. আর. ২৯৬

মারাত্মক বিবাদ সম্পর্কে আলোচনা আছে ১০৬ এবং ১০৭ নং ধারায়

১০৬ নং ধারায় আলোচনা আছে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির—

১৪৩, ১৪৯, ১৫৩ (ক) এবং ১৫৪ নং ধারা অনুসারে দণ্ডার্হ দুষ্কর্ম, অথবা প্রচণ্ড আঘাত হানা, অথবা **শান্তিভঙ্গের সঙ্গে** জড়িত অন্যান্য দুষ্কর্ম, অথবা এই

ব্যাপারে প্ররোচনা দেওয়া প্রভৃতি দুষ্কর্মগুলি বাদে ভারতীয় দণ্ডবিধি সংহিতার অষ্টম অধ্যায়ের অধীনে দণ্ডার্হ কোনও দুষ্কর্মের জন্য যদি কোনও ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়, অথবা ফৌজদারি ভীতি প্রদর্শন করার জন্য অভিযুক্ত কোনও ব্যক্তিকে যদি দণ্ডিত করা হয় এবং উক্ত আদালত যদি **এই অভিমত পোষণ করে** যে, শান্তিরক্ষার জন্য উক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে একটি মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়া প্রয়োজন, তবে উক্ত আদালত, তার বিরুদ্ধে দণ্ডজ্ঞা জারি করার সময় তাকে নির্দেশ দিতে পারেন মুচলেখা দিতে, সেই পরিমাণ অর্থের যা তার সঙ্গতির অনুপাতিক হবে, জামিনদার থাকতেও পারে, আবার নাও পারে, উক্ত সময়কালের জন্য শান্তি বজায় রাখতে, যা অনধিক তিন বছর হতে পারে, এবং এ-ব্যাপারে সেটা নির্দিষ্ট করবে আদালত নিজ বিবেচনা অনুসারে।

২। যদি আপিলের ফলে বা অন্যভাবে অপরাধ সিদ্ধি (Conviction) বাতিল হয়ে যায়, তবে ওইভাবে সম্পাদিত মুচলেকা বাতিল হয়ে যাবে।

৩। পুনরীক্ষণের (ছানি) সময় উচ্চ ন্যায়ালয় জামিন চাইতে পারে।

টীকা — শান্তিভঙ্গের ব্যাপারে।

দুটি অর্থ-প্রকটন (Inter-Pretation)

১। এই শব্দগুলি সেইসব দুষ্কর্মকে উল্লেখ করে যেক্ষেত্রে শান্তিভঙ্গ করার এক অপরিহার্য উপাদান এবং সেগুলি প্রযোজ্য নয় সেইসব দুষ্কর্মের ব্যাপারে যেক্ষেত্রে তা কেবলমাত্র প্ররোচিত করে অথবা শান্তিভঙ্গের **সম্ভাব্য** কারণ হতে পারে।

৩০ কলি ৩৬৬ ৪৭ মাদ্রাজ ৪৮৪৬ (৮৪৮)

২। এই শব্দগুলির মধ্যে সেইসব দুষ্কর্মগুলিও জড়িত, যেখানে শান্তিভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা আছে।

এটাই বোম্বাই ও এলাহাবাদ উচ্চ-ন্যায়ালয়ের অভিমত। এর ফলে ভারতীয় দণ্ডবিধি সংহিতার ৫৬৪ নং ধারা (শান্তিভঙ্গ করার জন্য প্ররোচিত করার উদ্দেশে অপমান করা) সেই সঙ্গে ভা. দ. সং-র ৪৪৮ নং ধারার (ভূমির সীমানার নির্দেশক চিহ্ন অপসারণ করা) সঙ্গেও জড়িত মামলায় মুচলেকা যুক্তিসিদ্ধ (good)।

ধারা ১০৭

যখনই কোনও ফৌজদারি আদালতকে সূচিত করা হচ্ছে যে, **কোনও ব্যক্তি শান্তিভঙ্গ** করতে অথবা সামাজিক সুস্থিরতা বিঘ্নিত করতে পারে অথবা অন্য কোনও

অন্যায় কার্য করতে চলেছে যা সম্ভবত শান্তিভঙ্গ অথবা সামাজিক সুস্থিরতা বিঘ্নিত করতে পারে। তখন শাসক, যদি তাঁর মতে মামলা রুজু করার যথেষ্ট কারণ আছে বলে মনে করেন তবে সেই ব্যক্তিকে তিনি কারণ দর্শাতে বলতে পারেন কেন তাকে মুচলেকা দিতে নির্দেশ দেওয়া হবে না, জামিনদার অথবা জামিনদার ছাড়াই, শান্তিরক্ষা করার জন্য **অনধিক এক বছরের** সময়কালের মেয়াদে, যা শাসক নিজের বিবেচনা অনুসারে নির্ধারিত করবেন।

টীকা—

১। **সূচিত করা হচ্ছে।** সূচনাটিকে নির্ভরযোগ্য হতেই হবে। একজন সাধারণ মানুষের লিখিত বিবৃতি, যদি তা শপথ অথবা সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে সত্যাপণের (Solemn affirmation) ভিত্তিতে করা না হয়, তবে তা বিশ্বাসযোগ্য সূচনা হবে না, একমাত্র যার ওপর নির্ভর করেই শাসক ওই ধারার মতে সমন জারি করতে পারেন। সূচনাটিকে অবশ্যই সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ধরনের হতে হবে, যা সরাসরি সেই ব্যক্তিকে প্রভাবিত করবে যার বিরুদ্ধে সমন জারি করা হয়েছে, এবং তা বোধগম্য তথ্য ও সবিস্তারে প্রকাশিত হতে হবে, যাতে করে উক্ত ব্যক্তিকে জ্ঞাত করানো যেতে পারে তাকে কিসের সম্মুখীন হতে হবে।

৬, এলাহাবাদ, ২৬

২। শান্তিভঙ্গ করতে পারে এমন কার্যটিকে অবশ্যই **আসন্ন** হতে হবে এবং **ভবিষ্যতের কোনও সময়ে ঘটার সম্ভাবনা থাকলে হবে না;** যখন সূচনা দেওয়া হয়েছে সেই সময়ে সেটা যে অভিপ্রেত ছিল সেটা অবশ্যই দেখাতে হবে।

৩। যে কার্যটির ফলে শান্তিভঙ্গ হতে পারে সেটাকে অবশ্যই ক্ষতিকারক হতে হবে।

যে কার্যের ফলে বৈধ অধিকার প্রয়োগ করা হবে তা ক্ষতিকারক কার্য বলে গণ্য করা যাবে না যার জন্য এই ধারার অধীনে আদেশ দেওয়ার প্রয়োজন হবে।

যে কার্য আইনসম্মত তা বেআইনি হতে পারে না যেহেতু কিছু ব্যক্তি তার বিরোধিতা করছে।

ক্ষতিকারক কার্য বলতে বুঝায় এমন এক কার্য যা নিষিদ্ধ অথবা দণ্ডনীয় বলে ঘোষিত অথবা ফৌজদারি আইনে ক্ষতিকারক, এবং নিছক অনুচিত কার্য নয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ গো হত্যা করা।

প্রকাশ্য পথে গাথা (ballad) গান করা।

মসজিদে প্রার্থনা করার সময় উচ্চৈস্বরে আমিন বলা।

বিপজ্জনক প্রচারের আলোচনা আছে ১০৮ নং ধারায়

এই ধারায় আলোচনা আছে সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে যে ওইরূপ সীমানার মধ্যে অথবা বাইরে থাকে, হয় মৌখিকভাবে নয় লিখিতভাবে অথবা **অন্য যে কোনও প্রকারে, ইচ্ছাকৃতভাবে** প্রচার করে অথবা প্রচার করার চেষ্টা করে অথবা যে কোনওভাবে প্রচারে প্রোৎসাহিত করে,—

(ক) যে-কোনও রাজদ্রোহমূলক ব্যাপার অর্থাৎ যে-কোনও ব্যাপার যার প্রকাশনা ভা. দ. সং-এর ১৭৪-ক ধারায় দণ্ডনীয়।

(খ) যে-কোনও ব্যাপার, যার প্রকশনা ভা. দ. সং-এর ১৫৩-ক ধারায় দণ্ডনীয়, অথবা

(গ) যে কোনও বিচারক সম্পর্কিত ব্যাপার, যা ভারতীয় দণ্ডবিধি সংহিতা অনুসারে দণ্ডনীয় উৎত্রাসন (Criminal Intimidation) অথবা মানহানি ঘটাতে পারে।

এইরূপ শাসক, যদি তাঁর মতে মামলা করার পর্যাপ্ত কারণ থাকে, তবে তিনি ওইরূপ ব্যক্তিকে কারণ দর্শাতে (Show Cause) বলতে পারেন কেন তাকে মুচলেকা দিতে আদেশ দেওয়া হবে না, জামিনদার সহ অথবা বাদে, অনধিক এক বছরের সময়কালের মেয়াদে, যা শাসক নিজের বিবেচনা অনুসারে নির্ধারিত করবেন।

টীকা—

১। যে-কোনও প্রকারে যেমন **গ্রামোফোন রেকর্ড দ্বারা**

২। **ইচ্ছাকৃতভাবে** নিরপরাধ প্রতিনিধি এবং অজ্ঞ আজ্ঞাধীন ব্যক্তি (tool) যেমন সংবাদপত্র বিলিকারী বালক (News paper boys) এবং অন্য যারা শুধু লেনদেন করে।

৩। লেখা নয়, প্রচার জরুরি। যখন ব্যাপারটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার করা হয়, তখন স্থানীয় সরকার নির্দেশ ব্যাতিরেকে সম্পাদক, মালিক, মুদ্রক অথবা প্রকাশকের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না।

১০৯ এবং ১১০ নং ধারায় বিপজ্জনক চরিত্রের মানুষ

১০৯ নং ধারা নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের বিষয় সম্পর্কিত —

(ক) ওইরূপ শাসকের ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমানার মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের উপস্থিতি গোপন রাখার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করছে এবং একথা বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আছে যে ওইরূপ ব্যক্তি ওইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করার চেষ্টা করছে **কোনও দুষ্কর্ম করার অভিপ্রায়ে।**

(খ) যে ব্যক্তির কোনও প্রকাশ্য জীবিকা নেই, অথবা নিজের সম্বন্ধে সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে পারে না।

এইসব ক্ষেত্রে মুচলেকা এক বছরের জন্য হতে পারে—

১। গোপন করাটা অবশ্যই কোনও দুষ্কর্ম করার উদ্দেশে।

২। প্রকাশ্য জীবিকা।

কপর্দক শূন্য হওয়া অথবা বেকার হওয়াটা প্রকাশ্য জীবিকা না থাকা বুঝায় না।

৫৩ কলিকাতা ৩৪৭ ভিক্টর বনাম সম্রাট

১১০ নং ধারা অভ্যস্ত দুষ্কৃতিদের বিষয় সম্পর্কিত।

(১) অভ্যাসবশত একজন দস্যু, সিঁদেল চোর, চোর অথবা জালিয়াত, অথবা

(২) অভ্যাশবশত চোরাই মালের প্রাপক সেটা যে চোরাই জিনিস জানা সত্ত্বেও, অথবা

(৩) অভ্যাসবশত চোরেদের রক্ষা করে ও আশ্রায় দেয় অথবা চোরাই মাল লুকিয়ে রাখতে বা বিক্রি করে দিতে সাহায্য করে, অথবা

(৪) .... অভ্যস্ত দুষ্কৃতিদের ক্ষেত্রে মুচলেকা তিন বছরের জন্য হতে পারে।

ধারা ১২১

ওইরূপ ব্যক্তিদের শান্তি বজায় রাখতে অথবা শিষ্ট আচরণ করার জন্য বাধ্য করতে যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তা হল নির্দিষ্ট সময় কালের জন্য শান্তি বজায় রাখতে অথবা শিষ্ট আচরণ করতে তাদের কাছ থেকে জমানত দাবি করা।

শান্তি বজায় রাখার জন্য মুচলেকা এবং শিষ্ট আচরণ করার জন্য মুচলেকার মধ্যে পার্থক্য

১। শান্তি বজায় রাখার জন্য মুচলেকা **কোনও** অপরাধ করলে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে না; হবে কেবলমাত্র এমন দুষ্কর্ম করা যার ফলে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা থাকবে।

২। শিষ্ট আচরণের জন্য মুচলেকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে **এমন কোনও দুষ্কর্ম** করলে যার শাস্তি কারাবাস।

মুচলেকার চুক্তিভঙ্গ করার কার্যধারা

কোনও দুষ্কর্মের জন্য দণ্ডিত হওয়ার ফলে যখন কোনও ব্যক্তির মুচলেকা বাজেয়াপ্ত হয়, তখন বাজেয়াপ্ত করা মুচলেকার অর্থ আদায় করা যেতে পারে। কিন্তু জমানতের মেয়াদের শেষ না হওয়া অংশের জন্য তাকে সঙ্গে সঙ্গে কারারুদ্ধ করা যাবে না। প্রতিকারার্থে শাসককে এই অধ্যায়ের নিয়মানুসারে নতুন করে কার্যবাহ শুরু করতে হবে।

যে সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুসারে কারণ দর্শাবার বিনির্দেশ (Rule) জারি করা হয়েছে তাদের জেরা করার সুযোগ চুক্তিভঙ্গ করার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিটিকে না দিয়ে মুচলেকা (recognizance) বাজেয়াপ্ত করলে শাসক ন্যায় সঙ্গত কাজ করবেন না।

জামিনদারসহ বা ছাড়াও জমানত ব্যক্তিগত জমানত হতে পারে।

জামিনদারের শ্রেণী যেমন জমিদার ইত্যাদি কেমন হবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার অধিকার শাসকের আছে।

ধারা ১২২

যে কোনও জামিনদারের (Surety) প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে পারেন শাসক অথবা ইতিপূর্বে তিনি বা তার পূর্বসুরি কর্তৃক গৃহীত যে-কোনও জামিনদারকে বাতিল করতে পারেন এই কারণে যে উক্ত জামিনদার **মুচলেকার উদ্দেশ্যসাধনের** জন্য যোগ্য ব্যক্তি নয়।

যোগ্যতার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা দরকার। **যোগ্যতার পরীক্ষা** বলতে বুঝায় যে, যে জামিনদার আইনে আবদ্ধ ব্যক্তিটির ওপর যথোচিত নিয়ন্ত্রণ খাটাতে পারে। কেবলমাত্র আর্থিক যোগ্যতা তার উপযুক্ততার একমাত্র মাপকাঠি নয়। জমানত চাওয়ার উদ্দেশ্য সরকারের জন্য অর্থ উপলব্ধি করা নয় মুচলেকা বাজেয়াপ্ত করে, এবং তার উদ্দেশ্য হল অভিযুক্ত যে শিষ্ট আচরণ করবে সেটা সুনিশ্চিত করা।

জামিনদার দূরে বসবাস করলে অযোগ্য হবে।

বোম্বাই উচ্চ-ন্যায়ালয়ের মতে জামিনদাররা ঋণ শোধে সক্ষম এবং গণ্যমান্য হলেই যথেষ্ট।

২২ বোম্বাই, এল. আর ১৯০

অভিযুক্তকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকাটা বাঞ্ছনীয় শর্ত নয়।

ধারা ১২৬

জামিনদার যে-কোনও সময় তার দেওয়া মুচলেকা বাতিল করার জন্য আবেদন করতে পারে।

জামিনদারের দায়িতা (Liability)

মুচলেকার (চুক্তি) ভঙ্গ করা থেকেই উদ্ভব হয় জামিনদারের দায়িতা, যা আবার নির্ভর করে প্রধান অপরাধীর (Principal) অপরাধ সিদ্ধির ওপর।

শিষ্ট আচরণ এবং শান্তি হল সাধারণ পরিভাষা এবং তার মধ্যে বহু দুষ্কর্ম অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। অতএব, প্রধান অপরাধী যেসব কল্পনা সাধ্যদুষ্কর্ম করতে পারে তার প্রত্যেকটির জন্য জামিনদারকে দায়ী করা অন্যায় হবে।

সেগুলি সেই দায়িতাকে নির্দেশিত করে ওইরূপ শিষ্ট আচরণের জন্য যা নির্দেশিত হয় সেই পরিস্থিতির দ্বারা যেক্ষেত্রে জামানত দাবি করা হয়েছিল।

প্রক্রিয়া (Procedure)

ধারা ১১২

যখন শাসক মনে করেন যে, ওইরূপ ধারার অধীনে কোনও ব্যক্তিকে কারণ দর্শাতে বলা প্রয়োজন, তখন তিনি লিখিত ভাবে এক আদেশ দেবেন, প্রাপ্ত সূচনার সারাংশ শর্ত যে মুচলেকা সম্পাদন করতে হবে তার অর্থের পরিমাণ, এটা কতদিন বলবত থাকবে তার মেয়াদকাল এবং প্রয়োজনীয় জামিনদারের (যদি থাকে) সংখ্যা, চরিত্র ও শ্রেণী ইত্যাদি উল্লেখ করে।

ধারা ১১৩

যদি ব্যক্তিটি আদালতে হাজির থাকে তবে এটা তাকে পড়ে শোনানো হবে, অথবা সে যদি চায় তবে তার সারাংশ তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

ধারা ১১৪

যদি সে হাজির না থাকে তবে সমন জারি করা হবে।

যদি শান্তিভঙ্গে আসু আশঙ্কা থাকে তবে পরোয়ানা জারি করা যাবে।

ধারা ১১৫

সমনের সঙ্গে আদেশের প্রতিলিপি দিতে হবে।

ধারা ১১৬

ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা।

ধারা ১১৭

সূচনার সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান

যদি ব্যক্তিটি হাজির থাকে তবে শাসক যে সূচনার ভিত্তিতে **ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে** তার সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা শুরু করবেন; এবং প্রয়োজন বোধে আরও সাক্ষ্য-প্রমাণ নেবেন।

১০৭ নং ধারা অনুসারে যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তাহলে প্রক্রিয়াটি হবে সমন—মামলার মতো।

১০৮, ১০৯, ১১০ নং ধারা অনুসারে যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে তবে তা করা হবে পরোয়ানা মামলার মতো, ব্যতিক্রম শুধু এই যে, অভিযোগ গঠন করার প্রয়োজন হবে না।

অনুসন্ধান সাপেক্ষে, শাসক যদি বিবেচনা করেন যে, লিখিতভাবে নথিভুক্ত করার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, তবে তিনি অনুসন্ধানের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শিষ্ট আচরণ করার জন্য মুচলেকা দিতে নির্দেশ দিতে পারেন ওই ব্যক্তিটিকে।

ধারা ১১৮

ওইরূপ অনুসন্ধানের ভিত্তিতে যদি প্রমাণিত হয় যে, মুচলেকার প্রয়োজন আছে। তবে সেই অনুযায়ী শাসক আদেশ দেবেন।

এই শর্তে যে—

১। আদেশটি ব্যক্তির ওপর জারি করা আদেশ থেকে ভিন্নতর হবে না।

২। প্রতিটি মুচলেকার অর্থের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত হবে না

৩। ব্যক্তিটি যদি নাবালক হয় তবে কেবলমাত্র তার জামিনদাররাই মুচলেকা দিতে পারবে।

ধারা ১১৯

কিন্তু যদি এটা প্রমাণিত না হয় যে শিষ্ট আচরণ অথবা শান্তি রক্ষার জন্য এবং প্রয়োজন আছে, তবে শাসক ওই ব্যক্তিকে মুক্তি দেবেন যদি সে হাজতবাসে থাকে অথবা ওই মর্মে লিপিবদ্ধ করার পর তাকে অভিযোগ থেকে রেহাই দেবেন।

যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা হয়েছে সেই কি অভিযুক্ত ব্যক্তি

এই প্রশ্নে মতভেদ আছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এই অভিমত পোষণ করা হয়েছে যে, সে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি।

অন্যান্য ক্ষেত্রে এই অভিমত পোষণ করা হয়েছে যে, সে অভিযুক্ত নয়।

বোম্বাই এল. আর. ২৭

ধারাগুলি নিজের থেকে সুস্পষ্ট।

ব্যক্তিটি, ওইরূপ ব্যক্তি ইত্যাদির মতো বাগধারার (expression) ইচ্ছাকৃত ব্যবহার এবং অভিযুক্ত, যার বিরুদ্ধে সূচনা দেওয়া হয়েছে, যে ব্যক্তিকে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার সযত্নে পরিহার করা হয়েছে।

অতএব তাকে শপথ দেওয়া যেতে পারে এবং পরীক্ষা ও জেরা করা যেতে পারে।

ধারা ১২০

জমানতের সময়কাল শুরু হবে দণ্ডাদেশের অবসানের পর, যদি কেউ কেউ সেই সময় দণ্ডাদেশ ভুগতে থাকে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে, আদেশ দেওয়ার তারিখ থেকে তা শুরু হবে, যদি না যথেষ্ট কারণ থাকার জন্য শাসক পরবর্তী তারিখ নির্দিষ্ট করেন।

ধারা ১২৩

জমানত দিতে অপারগ হলে, যদি সে ইতিমধ্যে কারাগারে থাকে, তবে তাকে কারাগারেই অবরুদ্ধ করে রাখতে হবে, যতদিন না পর্যন্ত ঐরূপ সময়কাল উত্তীর্ণ হয়, অথবা ততদিন পর্যন্ত উক্ত সময়কালের মধ্যে সে আদালত অথবা যে শাসক আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর সপক্ষে জমানত দেয়।

২। যেখানে জমানতের সময়কাল এক বছরের অধিক হয়, এবং জমানত দিতে ব্যর্থ হয়, তবে দায়রা বিচারক অথবা উচ্চ-ন্যায়ালয়, যেখানে মামলাটি পাঠাতে হবে, তাদের আদেশ সাপেক্ষে শাসক তাকে কারাগারে আটক রাখার আদেশ দেবেন।

দায়রা বিচারক অথবা উচ্চ-ন্যায়ালয় অনধিক তিন বছরের কারাদণ্ড ছাড়া অন্য যে-কোনও আদেশ দিতে পারেন।

৩। যখন কোনও একজনের মামলা বিচারের জন্য প্রেরণ করা হয়, তবে যৌথভাবে বিচার করা অন্যান্যদের মামলাও প্রেরণ করতে হবে। কিন্তু তাদের সময়কাল বর্ধিত করা হবে না।

কারাদণ্ড

শান্তি রক্ষার জন্য জমানত দিতে অপারগ হলে **বিনাশ্রম**।

১৩৮ এবং ১৩৯ নং ধারা অনুসারে শিষ্ট আচরণের জন্য **বিনাশ্রম** এবং **সশ্রম**— ১১০ নং ধারা অনুসারে।

ধারা ১২৪

১। জেলাশাসক অথবা মুখ্য পুরশাসক যদি তিনি মনে করেন যে, জমানত দিতে অপারগ কোনও ব্যক্তিকে, জনসাধারণের বা অন্য কোনও ব্যক্তির বিপদের ঝুঁকি না থাকলে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দিতে পারেন।

২। জমানতের পরিমাণ অথবা জামিনদারদের সংখ্যা অথবা যে সময়কালের জন্য জামানত দরকার তা কমাতে পারেন জেলাশাসক অথবা মুখ্য পুরশাসক।

৩। ব্যক্তির মুক্তি শর্তসাপেক্ষে বা নিঃশর্ত হতে পারে।

ওই সময়কাল অতিক্রান্ত হলে শর্তগুলির অবসান ঘটবে।

শর্তপূরণ না হলে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়ার আদেশটিও বাতিল হয়ে যাবে।

যখন অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়ার শর্তাধীন আদেশ বাতিল হবে, তখন বিনা পরোয়ানায় ওই ব্যক্তি যে, কোনও পুলিশ আধিকারিক কর্তৃক গ্রেফতার হতে পারে, এবং তাকে হাজির করা হবে জেলাশাসক অথবা মুখ্য পুরশাসকের সমক্ষে।

মূল আদেশের শর্তানুসারে সে যতক্ষণ না জমানত দিচ্ছে ততক্ষণ জেলাশাসক বা মুখ্য পুরশাসক ওইরূপ ব্যক্তিকে পুনরায় হাজতে পাঠাতে পারেন ওইরূপ অনুত্তীর্ণ অংশের জন্য কারাবাসে থাকতে।

তারপরে যদি সে মূল আদেশের শর্তানুসারে জামানত দেয় তবে তাকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে।

কতিপয় আইনগত বাধ্যবাধকতা বলবতকরণ সংক্রান্ত কার্যবাহ
(পৃষ্ঠা ফাঁকা আছে)

পলাতক দুষ্কৃতি আইন, ১৮৮১-এর ৯ নং ধারা

উল্লেখ করে, সেইসব দুষ্কর্ম যে-ক্ষেত্রে কোনও স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশের একজন পলাতক দুষ্কৃতিকে সমর্পণ করা যেতে পারে।

ভারতীয় বহিঃসমর্পণ আইনের ধারা ১৯ (ঘ)

এতেও উল্লেখ আছে সেইসব দুষ্কর্মের যাতে কোনও স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশের দুষ্কৃতীকে সমর্পণ করা যেতে পারে।

আঞ্চলিক ক্ষেত্রাধিকার সম্পর্কিত

বহিঃসমর্পণ করার পরিবর্তে ব্রিটিশ ভারতের বাইরে করা দুষ্কর্মের জন্য ব্রিটিশ ভারতে তার বিচার করা যাবে কিনা?

ধারা ১৮৮

উত্তরটি হল হ্যাঁ যাবে। এই শর্তে যে—

১। সে মহামান্য সম্রাটের দেশীয় ভারতীয় প্রজা।

২। সে একজন ব্রিটিশ প্রজা এবং সে ভারতের কোনও দেশীয় রাজা অথবা রাজ্যের মধ্যে অপরাধ করেছে।

৩। সে মহামান্য সম্রাটের একজন কর্মচারী (তা সে ব্রিটিশ প্রজা হোক বা না হোক) হয় এবং অপরাধটি করা হয়েছে ভারতের কোনও দেশীয় রাজা অথবা সর্দারের রাজ্য ক্ষেত্রে।

৪। যে ওইরূপ দুষ্কৃতীকে খুঁজে পাওয়া গেছে ব্রিটিশ ভারতে।

বি. দ্র.— ১৮৮ নং ধারা ক্ষেত্রাধিকার অর্পণ করে বিদেশি রাজ্যে করা দুষ্কর্মের বিচার করার কিন্তু বহিঃসমুদ্রে করা গুলির নয়।

১৯, বোম্বাই, এল. আর. ৫২৭

যা বিচারের জন্য গ্রহণ করা যায় সেটা কী?

বিচারের জন্য আদালত যেটা গ্রহণ করে তা হল অপরাধ, এবং এক বিশেষ ব্যক্তি যে অপরাধ করেছে বলে অভিযোগ করা হচ্ছে সেটা নয়।

কারণ

(১) বিচারের জন্য গ্রহণ করা যায় এই সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে নেওয়ার পর আদালত যে কার্যবাহ গ্রহণ করে তা চলাকালীন যখন দেখা যায় যে, যখন বিচারের জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল তখন যাকে বা যাদের বিরুদ্ধে দোষারোপ করা হয়েছিল অথবা অপরাধী বলে মনে হয়েছিল তারা বাদে এক ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গও অপরাধী, তখন আদালত এই নতুন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পরোয়ানা (Process) জারি করতে পারে এবং তাদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে ঠিক যেভাবে আদালত প্রারম্ভে উল্লেখিত ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আচরণ করতে পারে ও তাদের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করতে পারে।

(২) বস্তুত, এমনকী অপরাধী যখন সম্পূর্ণ অজানাও হয় তখনও আদালত প্রগ্রহণ (Corgnizance) করতে পারে এবং অনুসন্ধান অথবা তদন্ত থেকে যখনই জানা যাবে যে, কোনও ব্যক্তিকে বিচারার্থে পেশ করার স্বপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে সেই মুহূর্তে আদালত পরোয়ানা জারি করতে পারে।

(৩) আবার, বদলি হয়ে আসার পর যদি কোনও শাসক একটা মামলা হাতে পান, যার প্রগ্রহণ তিনি করতে পারতেন না নিজের প্রাধিকারে তবে তিনি সেইসব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করতে পারেন যারা যে, কোনও স্তরে হয়তো অপরাধী হিসাবে জড়িত ছিল বলে সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে দেখা যায়।

প্রগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা

১। ধারা ৩৩৭ — রাজসাক্ষী।

তৃতীয়। **ফৌজদারি আদালতের ক্ষমতা**

বিষয়টি তিনটি শিরোনামে আলোচিত হতে পারে।

(১) অপরাধের প্রগ্রহণ করার ক্ষমতা।

(২) ফৌজদারি মামলায় অন্তরাস্থ (Interlocutory) আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা

(৩) দন্ডদানের ক্ষমতা।

(১) অপরাধের প্রগ্রহণ করার ক্ষমতা

আদালত অপরাধের প্রগ্রহণ করতে পারে কি না তা নির্ভর করে —

(ক) আদালতের পদমর্যাদার ওপর।

(খ) অপরাধীর জাতিসত্তার ওপর।

(গ) নির্ভর করে অপরাধী বিচারক অথবা শাসকের কাছ থেকে সুবিচার পাবে কি না তার ওপর।

(ক) আদালতের পদমর্যাদা

ধারা ৬

ফৌজদারি কার্যধারা সংহিতা অনুসারে ব্রিটিশ ভারতে পাঁচ শ্রেণীর ফৌজদারি আদালত থাকবে।

এক। দায়রা আদালত।

দুই। পুরশাসক।

তিন। প্রথম শ্রেণীর শাসক।

চার। দ্বিতীয় শ্রেণীর শাসক।

পাঁচ। তৃতীয় শ্রেণীর শাসক।

এর সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে উচ্চ-ন্যায়ালয়কে।

(এক) **দন্ডবিধি অনুসারে অপরাধ সম্পর্কে**

ধারা ২৮

১। ভারতীয় দন্ডবিধি সংহিতার অধীনে যে-কোনও অপরাধের বিচার করতে পারে উচ্চ-ন্যায়ালয়।

২। ভারতীয় দন্ডবিধি সংহিতার অধীনে যে-কোনও অপরাধের বিচার করতে পারে আদালত।

৩। কিন্তু অপরাপর শাসকদের ব্যাপারে তাঁরা শুধু সেইসব অপরাধের প্রগ্রহণ করতে পারবেন যার ক্ষমতা তাঁদের দেওয়া হয়েছে ফৌজদারি কার্যধারা সংহিতার দ্বিতীয় তফসিলের অষ্টম তালিকায় শর্তানুসারে।

ধারা ২৯

দুই। অন্যান্য আইনের অধীনস্থ অপরাধ সম্পর্কে

১। আইনে যে আদালতের কথা উল্লেখ করবে সেটা ছাড়া অন্য কোনও আদালত অপরাধের প্রগ্রহণ করতে পারবে না।

২। যদি আইন কোনও আদালতের উল্লেখ না করে তবে।

(ক) তার বিচার উচ্চ-ন্যায়ালয়ের হতে পারে অথবা

(খ) ফৌজদারি কার্যধারা সংহিতার দ্বিতীয় তফসিলের অষ্টম তালিকায় "অন্যান্য আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ" শিরোনামের অধীনে উল্লেখিত আদালত বিচার করতে পারে।

ধারা ২৯ (ক)

(খ) অপরাধীর জাতিসত্তা

অপরাধী যদি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা হয়, তবে ৫০ টাকার অতিরিক্ত জরিমানার শাস্তি ছাড়া কোনও অপরাধের জন্য ২য় অথবা ৩য় শ্রেণীর শাসক বিচার করতে পারবেন না।

অপরাধটি যদি এমন হয় যে তা কারাদন্ড দেওয়ার মতো শাস্তিযোগ্য না হয়, অথচ জরিমানার শাস্তিযোগ্য এবং জরিমানা যদি ৫০ টাকার অতিরিক্ত না হয়, তবে তার বিচার করতে পারেন ২য় ও ৩য় শ্রেণীর শাসক।

কিন্তু অপরাধটি যদি কারাদন্ডের শাস্তিযোগ্য হয় অথবা ৫০ টাকার অতিরিক্ত জরিমানার শাস্তিযোগ্য হয় তবে তাঁরা তার বিচার করতে পারবেন না।

বি. দ্র. — এটা তাই হয় যদি ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা সেইসব সুযোগ-সুবিধা দাবি করে যা তাকে দেওয়া হয়েছে **ক্ষমতাধীনতাকে ক্ষমতা বহির্ভূত করার নীতির (Priniciples of Ultravires an Intravires)** দ্বারা।

১৯২৩ সালের আগে এই সংজ্ঞাটি ছিল এইরূপ —

ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা বলতে বুঝায় —

(১) মহামান্য সম্রাটের যে-কোনও প্রজা দেশ্যভূত (Naturalised) অথবা ইংল্যান্ডে, অথবা ইউরোপীয়, মার্কিন অথবা অস্ট্রেলীয় উপনিবেশের কোনও একটিতে, অথবা মহামান্য সম্রাটের অধিকারভুক্ত রাজ্যে অথবা নিউজিল্যান্ডের উপনিবেশে অথবা উত্তমাশা অন্তরীপ বা নাটালের উপনিবেশ নিবেশিত (Domicited)।

(২) বৈধ বংশধর হিসাবে ওইরূপ ব্যক্তির পুত্র অথবা পৌত্র।

নিবেশ (Domicil) সেই স্থান যেখানে এক ব্যক্তির নিজ বাসগৃহ আছে যে স্থানে সে ফিরে আসে।

নিবেশ তিন প্রকারের —

(১) জন্মসূত্রে।

(২) নিজ পছন্দ অনুসারে।

(৩) আইনের প্রক্রিয়ার ফলে, (যেমন, স্ত্রী তার স্বামীর নিবেশ অর্জন করছে)।

১৯৫ নং ধারাতে ন্যায় বিচারের নির্বাহে বাধা সৃষ্টিকারী অপরাধগুলির আলোচনা আছে।

সাধারণ নিয়ম

তাঁর নিজের কর্তৃত্ব সম্পর্কে আদালত অবমাননার জন্য শাসক কোনও ব্যক্তিকে দণ্ডিত করতে পারেন না, অপর শাসকের কাছে সোপর্দ করা দরকার। যে আদালতের সমক্ষে অপরাধ করা হয়েছে এবং যে আদালতের দ্বারা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ৪৭৬ নং ধারা অনুসারে সেই আদালতের এই মামলার বিচার করা উচিত নয়।

ধারা ৪৮০

কোনও অপরাধ করলে আদালত তার বিচার করতে পারে, যখন আদালতের মতে অপরাধটি।

১৭৫ (যখন কোনও ব্যক্তি সরকারি কর্মচারীর কাছে কোনও দলিল পেশ করতে বাধ্য থাকা সত্ত্বেও পেশ না করে)।

১৭৮ (সত্যাপণ অথবা শপথ নিতে অস্বীকার করে)।

১৭৯ (প্রশ্ন করার অধিকার প্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীকে উত্তর দিতে অস্বীকার করে)।

১৮০ (বিবৃতিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করে)।

২২৮ (ন্যায়িক ক্ষমতায় আপিল সরকারি কর্মচারীকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমাণ করা বা বাধা দেওয়া)।

ধারা ৪৮৫

দলিল পেশ করতে অথবা উত্তর দিতে অস্বীকার করার জন্য সাক্ষীকে হাজতে পাঠানো (Cormmittal) অথবা ৭ দিনের কারাদন্ড।

পূর্বে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা যেসব সুযোগসুবিধা ভোগ করত এবং সুযোগসুবিধা যেগুলি সে এখন ভোগ করছে তার উপযোগী সংক্ষিপ্তসার পেতে হলে দেখুন উডরোফা (Woodroffa) ফৌজদারি কার্য ধারা (১৯২৬) পৃষ্ঠা ৫১৬-৫১৯।

ধারা ৪

(১) ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজা বলতে বুঝায় —

(১) ইউরোপীয় বংশে জন্মগ্রহণ করা পুরুষ হিসাবে মহামান্য সম্রাটের কোনও প্রজা, দেশ্যভূত অথবা নিবেশিত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে অথবা অন্য কোনও উপনিবেশে অথবা—

(২) মহামান্য সম্রাটের যে-কোনও প্রজা কোনও ব্যক্তির পুত্র অথবা পৌত্র।

১ নং প্রকরণের অপরিহার্য উপাদান

১। ইউরোপীয় বংশে জন্ম।

২। পুরুষ ধারায়।

৩। জন্ম নিতে হবে, দেশ্যভূত হতে হবে, নিবেশিত হতে হবে — ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে বা কোনও উপনিবেশে

প্রকরণ ২-এর অপরিবার্য উপাদান

ব্যক্তিটিকে নিজে জন্ম নিতে, দেশ্যভূত হতে বা নিবেশিত না হলেও চলবে। কিন্তু সে অনুরূপ ব্যক্তির পুত্র হতে পারে। ২ নং প্রকরণ অনুসারে ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজার সুযোগসুবিধাগুলি দাবিকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে।

১। জন্মের বৈধতা এবং

২। তার পিতা ও পিতামহের জাতিসত্তা।

৬, এম. এইচ. সি. আর. ৭ টার্নবুল

(তিন) নির্ভর করছে অভিযুক্ত বিচারক অথবা শাসকের হাতে সুবিচার পাবে কি না তার ওপর। ন্যায় বিচার করার অবকাশ খুবই কম থাকবে যদি বিচারক বা

শাসক নিজেই অভিযোক্তা হন। আইনের নীতিটি হল এই যে, কোনও ক্ষেত্রেই অভিশংসক (Prosecutor) বিচারক হতে পারবেন না। এই নীতিটি সন্নিবেশিত আছে ....

ধারা ৪৮৭

(১) ৪৮০ এবং ৪৮৫ নং ধারায় যা নির্দেশিত আছে সেগুলি বাদে, উচ্চ-ন্যায়ালয়ের বিচারপতি ছাড়া ফৌজদারি আদালতের কোনও বিচারক অথবা শাসক ১৯৫ নং ধারায় উল্লেখিত কোনও অপরাধের জন্য কোনও ব্যক্তির বিচার করতে পারবেন না, যে ক্ষেত্রে ঐরূপ অপরাধ স্বয়ং তাঁর সমক্ষে করা হয়েছে অথবা তাঁর কর্তৃত্বের অবমাননা করা হয়েছে অথবা ন্যায়িক কার্যবাহ চলার সময় তাঁর (ওইরূপ বিচারক অথবা শাসক হিসাবে) দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে।

(২) দায়রা আদালতে অথবা উচ্চ-ন্যায়ালয়ে সোপর্দ করার ক্ষমতাবিশিষ্ট কোনও শাসককে নিজের থেকে কোনও মামলা ওইরূপ আদালতে সোপর্দ করার ব্যাপারে ৪৭৬ অথবা ৪৮২ নং ধারার কোনও কিছু অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারবে না।

টীকা

ন্যায় বিচারকে প্রভাবিত করতে পারে যেসব অপরাধ তার আলোচনা আছে ১৯৫ নং ধারায়।

এই ধারা বলছে যে, যদি কোনওরূপ অপরাধ, যদি তা ওই বিচারকের সমক্ষে করা হয়ে থাকে অথবা তাঁর কর্তৃত্বের অবমাননায় করা হয়ে থাকে, এবং তা তাঁর দৃষ্টিগোচর করানো হয় তবে তিনি তার বিচার করতে পারবেন না।

যতক্ষণ না পর্যন্ত মামলাটি ৪৮০ এবং ৪৮৫ নং ধারার আওতায় আসছে

অবমান (Contempt) হচ্ছে যে-কোনও সম্পাদিত কার্য অথবা প্রকাশিত রচনা যা পরিকল্পিত হয়েছে কোনও আদালত অথবা আদালতের বিচারকের অবমাননা করা অথবা তার প্রাধিকারকে (Authority) খর্ব করা অথবা আদালতের বৈধ প্রক্রিয়া অথবা ন্যায় বিচারের সঙ্গত পন্থায় বাধা সৃষ্টি করা বা হস্তক্ষেপ করা।

নাভ্যানবেগ ১০ বি. এইচ. সি. আর. ৭৩

বিচারক — ১৮৭২ সালের সংহিতায় 'আদালত' শব্দটির পরিবর্তে এই শব্দটির সন্নিবেশ অযোগ্যতাকে ব্যক্তির মধ্যে সীমিত করে রাখে এবং ফলে ওই বিশিষ্ট আধিকারিকের পদের উত্তরসুরি (Successor) তখন উক্ত বিচার করতে পারেন।

শাসক (Magistrate)-এর মধ্যে পুরশাসক অন্তর্ভুক্ত।

১২, সি. ডব্লু. এন, ২৪৬

বিচারের মধ্যে আপিলের শুনানিও অন্তর্ভুক্ত

ওইরূপ বিচারক অথবা শাসক হিসাবে —

এর অর্থ তিনি ফৌজদারি আদালতের শাসক অথবা বিচারক হিসাবে নিজ ক্ষমতায় এর বিচার করতে পারেন না। যদি সেই বিষয়টিই অন্য পদাধিকারে তাঁর সমক্ষে আসত তাহলে তিনি বিচার করতে পারতেন।

ব্যক্তির অভিন্নত্বের (Sameness) সঙ্গে পদাধিকারের অভিন্নত্বের মধ্যে পার্থক্য। এই ধারাটি পদাধিকারের অভিন্নত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১৬, কলিকাতা ৭৭৬ বি-এর

১৮, বোম্বাই ৩৮০ বি-এর

বিরুদ্ধে (Contra) — ১ মাদ্রাজ ৩৬৫, ব্যক্তির অভিন্নত্বের ভিত্তিতে অযোগ্যতা।

ধারা ৫৫৬

তাঁর আদালত থেকে অন্য যে আদালতে আপিল করা যায় সেই আদালতের অনুমতি ছাড়া কোনও বিচারক এবং শাসক কোনও মামলা সোপর্দ অথবা বিচার করবেন না যাতে অথবা যার মধ্যে আগ্রহী, এবং কোনও বিচারক অথবা শাসক তিনি নিজে যে রায় দিয়েছেন বা আদেশ জারি করেছেন তা থেকে উদ্ভূত কোনও আপিল শুনতে পারবেন না।

ব্যাখ্যা

যেহেতু একজন বিচারক অথবা শাসক একজন পৌর কমিশনার অথবা কোনও সরকারি পদাধিকারে যুক্ত, অথবা শুধু এই কারণে যে, যে স্থানে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, অথবা অন্য কোনও স্থান যেখানে মামলার পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় অন্য কোনও সংব্যবহার (Transaction) ঘটেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে এমন স্থান যদি তিনি পরিদর্শন করে থাকেন এবং মামলা সূত্রে অনুসন্ধান করে থাকেন তবে মাত্র সেই কারণে কোনও বিষয়ে অথবা তার মধ্যে তিনি যে একজন পক্ষ সেটা এই ধারার অর্থ অনুসারে তাঁকে পক্ষ অথবা ব্যক্তিগত ভাবে আগ্রহী বলে গণ্য করা যাবে না।

পক্ষ

ব্যক্তিগত ভাবে আগ্রহী বলতে কেবলমাত্র বৌদ্ধিক (Intellcetnal) আগ্রহ বুঝবে না। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল কোনও সুবিধাপ্রাপ্তির মতো কিছু একটা প্রত্যাশা, অথবা ক্ষতির আশঙ্কা অথবা কোনও অসুবিধা এড়ানোর চেষ্টা যদি কোনও ব্যক্তি করে, তবে তাকে ওই বিষয়ে আগ্রহী বলা যেতে পারে।

৮, বোম্বাই, এল. আর. ৯৪৭

অর্থঘটিত (Pecuniary) স্বার্থ

একজন শাসক, যিনি কোনও কোম্পানির যৌথ কারবারের অংশীদার, যে কোম্পানি মামলায় অভিযোক্তা, সে ক্ষেত্রে তিনি এই মামলার বিচার করার ব্যাপারে অযোগ্য।

২০, বোম্বাই ৫০২

শাসক তেমন কোনও ফৌজদারি মামলা হাতে নেবেন না যাতে হয় অভিযোক্তা বা অভিযুক্ত হিসাবে জড়িত কোনও ব্যক্তি তাঁর কাছে ঋণী থাকে।

সম্পর্ক

শাসক, যিনি অভিযোক্তার **সেবক**, তিনি অনুপযুক্ত হবেন।

৭, কলিকাতা, ৩২২

১০, কলিকাতা, ১৯৪

শাসক, যিনি অভিযোক্তার **প্রভু**, তিনি অনুপযুক্ত হবেন না।

৯, বোম্বাই, ১৭২

শাসক, যিনি অভিযোক্তার **স্বামী**, তিনি অনুপযুক্ত হবেন।

১৪ বোম্বাই ৫৭২

৪৮৭ এবং ৫৫৬ (নং ধারার) মধ্যে পার্থক্য

১। ৪৮৭ নং ধারা উচ্চ-ন্যায়ালয়ের বিচারপতিকে অনুপযুক্ত বলে না, ৫৫৬ নং ধারা বলে।

২। ৪৮৭ নং ধারা কারাগারে প্রেরণকে অযোগ্য বলে ঘোষণা করে না। ৫৫৬ নং ধারা করে।

৫৫৬ এবং ৫২৬ (বদলি)-এর মধ্যে পার্থক্য

বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণ বিভ্রান্তি আছে।

অপরাধীর নয় অপরাধের প্রগ্রহণ করা

ধারা ১২৯

কোনও বে-আইনি জনসমাবেশকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য যা অন্যভাবে ছত্রভঙ্গ করা যায় না, যখন জনগণের নিরাপত্তার জন্য ওই জনসমাবেশ ছত্রভঙ্গ করা আবশ্যক মনে হবে তখন এই ধারা শাসককে ক্ষমতা দেয় সামরিক শক্তিকে আহ্বান করার।

(দুই) ফৌজদারি ব্যাপারে অন্তরাস্থ্ (Interlocutory) আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা

ধারা ৩৬

১। সাধারণ ক্ষমতাবলী

ফৌজদারি কার্যধারা সংহিতার তৃতীয় তফসিলে উল্লেখ করা আছে। শাসকের শ্রেণীর সঙ্গে তার তারতম্য ঘটে।

২। অতিরিক্ত ক্ষমতাবলী

স্থানীয় সরকার অথবা জেলাশাসক যে কোনও মহকুমাশাসক অথবা ১ম, ২য় অথবা ৩য় শ্রেণীর শাসককে কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন। সেগুলি উল্লেখ করা আছে ফৌজদারি কার্যধারা সংহিতার চতুর্থ তফসিলে। শাসকদের শ্রেণীর সঙ্গে তারতম্য আছে সেগুলির।

ওই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করার প্রণালী

ধারা ১০৭ (৩)

যখন কোনও শাসকের পক্ষে এটা বিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ থাকে যে, কোনও ব্যক্তি শান্তিভঙ্গ করতে অথবা সামাজিক সুস্থিরতা বিঘ্নিত করতে চলেছে (অথবা) কোনও অন্যায় কার্য করতে চলেছে যা সম্ভবত শান্তিভঙ্গ অথবা সামাজিক সুস্থিরতা বিঘ্নিত করতে পারে এবং যখন ওইরূপ শান্তিভঙ্গ অথবা গন্ডগোল প্রতিরোধ করা যাবে না, তখন উক্ত শাসক সেই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার পরোয়ানা জারি করতে পারেন। তাঁর যুক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখতেই হবে।

আদালতগুলি সেই ধরনের দন্ডাদেশ প্রদান করতে পারে যেগুলি বিধি অনুমোদিত। যদি কোনও অপরাধী আদালতকে বলে বিধি সমর্থন করে এমন দন্ডাদেশের পরিবর্তে

তার বিরুদ্ধে এমন এক দন্ডাদেশ দিতে যা বিধি অনুমোদিত নয়, তবে সেই দন্ডাদেশ বৈধ হবে না।

৩, বি. এল. আর. ৫০

লঘুকরণ

দন্ডবিধি সংহিতার ৫৯ নং ধারা উল্লেখ করে কোনও কোনও ক্ষেত্রে কারাবাসের পরিবর্তে নির্বাসন দেওয়া যেতে পারে। কারাবাসের পরিবর্তে একমাত্র নির্বাসনকেই অনুমোদন করা হয় বাস্তবসম্মত (Substantive) শাস্তি হিসাবে। ন'বছরের নির্বাসন দন্ড এবং ৩০০ টাকার জরিমানা, এবং তা দিতে না পারলে, আরও তিন বছরের নির্বাসন দন্ড দন্ডাজ্ঞার শেষাংশের ক্ষেত্রে যুক্তিগ্রাহ্য নয় (Bad)।

৫, মাদ্রাজ, ২৮

(তিন) ভাঃ দঃ সংহিতার ৫৩ নং ধারা কর্তৃক নির্দেশিত অপরাধগুলির জন্য শাস্তি হল—

১। মৃত্যু

(ক) যে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে, ধারা ১২১, ১৩২, ১৯৪, ৩০২, ৩০৫, ৩০৭, ৩৯৬।

(খ) যে শাস্তি অবশ্যই অরোপিত হতে হবে ধারা ৩০৩ (যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক খুন করা)।

দুই। **নির্বাসন**

(১) যাঁরা জীবনের জন্য —

(ক) যে শাস্তি আরোপিত হতে পারে ধারা ৭৫, ১২৫, ১২৮।

(খ) যে শাস্তি অবশ্যই আরোপিত হবে ধারা ২২৬, ৩১১।

(২) অন্য যে, কোনও মেয়াদে —

(ক) যে শাস্তি আরোপিত হতে পারে, ধারা ১২১-ক ১২৪-ক।

(খ) যে শাস্তি আরোপিত হতে পারে ৭ বছরের কম নয় আবার যে মেয়াদে অপরাধীকে কারাগারে আবদ্ধ রাখা হতে পারে তার চেয়ে বেশি নয়। ধারা ৫৯।

তিন। সশ্রম কারাদণ্ড (Penal Seristide)

যে শাস্তি অবশ্যই আরোপিত হবে যখনই কোনও ইউরোপীয় অথবা মার্কিন নির্বাসন দণ্ডে দন্ডনীয় অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়।

ধারা ৫৯

চার। কারাবাস

(১) অনধিক ১৪ বছরের যে-কোনও মেয়াদে হতে পারে।

(২) তা বিনাশ্রম হতে পারে।

(৩) তা সশ্রম হতে পারে।

১৯২১ সালের ষোড়শ আইনের ৪ নং ধারার দ্বারা নিরসিত (Repealed)।

পাঁচ। অপবর্তন (Forteiture)

(এক)। সমগ্র সম্পত্তির।

(ক) যে শাস্তি আরোপিত হতে পারে — ধারা ৬২।

(খ) যে শাস্তি অবশ্যই আরোপিত হবে। ধারা ১২১, ১২২।

(দুই) নির্দিষ্ট সম্পত্তি

(ক) যে শাস্তি আরোপিত হতে পারে। ধারা ১২৬, ১২৭

(খ) যে শাস্তি অবশ্যই আরোপিত হবে। ধারা ১৬৯

পুনরীক্ষণ (ছানি) সংক্রান্ত ক্ষেত্রাধিকার

দেওয়ানি কার্যধারা সংহিতা

ধারা ১১৫

উচ্চ-ন্যায়ালয় যে-কোনও মামলার নথি তলব করতে পারে যা উক্ত উচ্চন্যায়লয়ের অধস্তন কোনও আদালত নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং যেখানে তার বিরুদ্ধে আপিল করা অনুমোদনসাপেক্ষ নয়, এবং যদি দেখা

ফৌজদারি কার্যধারা সংহিতা

ধারা ৪৩৫

(১) এই ব্যাপারে ক্ষমতা প্রদত্ত উচ্চ আদালত অথবা কোনও দায়রা বিচারক অথবা মহকুমাশাসক আদালতের বা তার ক্ষেত্রাধিকারের স্থানীয় সীমানার মধ্যে অবস্থিত কোনও অধস্তন ফৌজ-দারি আদালতের সমক্ষে যে কার্যবাহ

যায় যে ওইরূপ অধস্তন আদালতে—
(ক) বিধি কর্তৃক ন্যস্ত হয় নি এমন ক্ষেত্রাধিকারের প্রয়োগ করে থাকে, অথবা
(খ) উক্তভাবে ন্যস্ত করা ক্ষেত্রাধিকারের প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছে, অথবা
(গ) নিজ ক্ষেত্রাধিকারের প্রয়োগ করতে গিয়ে অবৈধ অথবা গুরুত্বপূর্ণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে থাকে তবে উচ্চ-ন্যায়ালয় এই ক্ষেত্রে ওইরূপ আদেশ দেবে যা তার বিবেচনায় উপযুক্ত।

হয়েছে তার নথিপত্র তলব করতে পারবেন এবং পরীক্ষা করতে পারেন আদালতের বা নিজের সম্পত্তির জন্য কোনও রায়, দণ্ডজ্ঞা অথবা পাশ করা বা নথিভুক্ত করা কোনও আদালতের বিশুদ্ধতা, বৈধতা অথবা ঔচিত্য (protriats) সম্বন্ধে, এবং ওইরূপ আদালতের যে-কোনও কার্যবাহের নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে, এবং ওইরূপ নথিপত্রের তলব করার সময় আদেশ দিতে পারেন যে, যে-কোনও দণ্ডাজ্ঞা কার্যকর করা যেন স্থগিত রাখা হয় এবং অভিযুক্ত যদি কারারুদ্ধ থাকে তবে নথিপত্র পরীক্ষা সাপেক্ষেই নিজের মুচলেকা অথবা জামিন দিয়ে তাকে মুক্ত করে দিতে হবে।

ব্যাখ্যা—সকল শাসককে, তা তাঁরা জামিন বা আপিল বিভাগীয় ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করেন কি করেন না। দায়রা বিচারকের অধস্তন বলে গণ্য করা হবে এই উপধারা এবং ৪৩৭ নং ধারার উদ্দেশ্যসাধনে।

ধারা ৪৩৫—ক্রমশ

(২) যদি কোনও মহকুমাশাসক উপধারা (১) অনুসারে কার্য সম্পাদন করার সময় বিবেচনা করেন যে, যে-কোনও ধরনের রায়, দণ্ডাজ্ঞা অথবা আদেশ অবৈধ অথবা অনুচিত, অথবা ওই ধরনের কোনও কার্যবাহ রীতিসিদ্ধ নয়, তবে জেলাশাসকের নথিপত্র পাঠিয়ে দেবেন তাতে নিজের বিবেচনা

অনুসারে যা উপযুক্ত মনে করবেন সেইরূপ মন্তব্য লিখে।

(৪) যদি এই ধারার অধীনে দায়রা বিচারক অথবা জেলাশাসকের মধ্যে কোনও একজনের কাছে দরখাস্ত করা হয়ে থাকে, তবে তাঁদের মধ্যে অপর জনের কাছে অতিরিক্ত দরখাস্ত গৃহীত হবে না।

ধারা ৪৩৬

৪৩৫ নং ধারার অধীনে অথবা অন্য প্রকারে কোনও নথিপত্র পরীক্ষা করার পর উচ্চ-ন্যায়ালয় অথবা দায়রা বিচারক আদেশ দিতে পারেন যে জেলাশাসক স্বয়ং বা তাঁর অধস্তন অন্য কোনও শাসককে দিয়ে, এবং জেলাশাসক স্বয়ং অথবা অধস্তন কোনও শাসককে নির্দেশ দিতে পারেন ২০৪ ধারার উপধারা ৩ অথবা ২০৩ নং ধারার অধীনে খারিজ হওয়া কোনও অভিযোগ সম্বন্ধে অথবা কোনও অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি, যাকে খালাস দেওয়া হয়েছে তার বিষয়ে আরও অনুসন্ধান চালাতে।

এই শর্তে যে, কোনও আদালত এই ধারার অধীনে কোনও ব্যক্তির বিষয়ে অনুসন্ধান করার নির্দেশ দেবে না, যাকে খালাস করে দেওয়া হয়েছে যদি সেই ব্যক্তিকে ওইরূপ বিনির্দেশ কেন দেওয়া হবে না তার কারণ দর্শাবার সুযোগ দেওয়া না হয়ে থাকে।

ধারা ৪৩৭

৪৩৫ নং ধারার অধীনে বা অন্য প্রকারে কোনও বিষয়ের নথিপত্র পরীক্ষা করার রায়, দায়রা বিচারক অথবা জেলাশাসক মনে করেন যে, ওইরূপ বিষয় কেবলমাত্র দায়রা আদালত কর্তৃকই বিচার্য হতে পারে এবং অধস্তন আদালত অনুচিতভাবে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খালাস করে দিয়েছে, তবে দায়রা বিচারক অথবা জেলা শাসক তাকে গ্রেফতার করতে পারেন, তার ভিত্তিকে নতুন করে অনুসন্ধানের নির্দেশ না দিয়ে তাকে বিচারের জন্য সোপর্দ করতে আদেশ দিতে পারেন সেই বিষয়ে যে ব্যাপারে দায়রা বিচারক অথবা জেলাশাসকের মতে, তাকে অনুচিত ভাবে খালাস করা হয়েছে;

নিম্নরূপ শর্তে —

(ক) কেন তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হবে না তার কারণ দর্শাবার সুযোগ যদি অপরাধী পেয়ে থাকে ওইরূপ বিচারক অথবা শাসকের কাছে; (খ) যদি উক্ত বিচারক অথবা শাসক মনে করেন যে সাক্ষ্য-প্রদান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অভিযুক্ত অন্য কিছু অপরাধ করেছে তবে উক্ত বিচারক অথবা শাসক অধস্তন আদালতকে নির্দেশ দিতে পারেন ওইরূপ অপরাধের অনুসন্ধান করতে।

ধারা ৪৩৮

(১) ৪৩৫ নং ধারার অধীনে অথবা অন্য প্রকারে কোনও কার্যবাহের নথিপত্র পরীক্ষা করার পর দায়রা বিচারক অথবা জেলাশাসক, যদি উপযুক্ত মনে করেন, তবে তিনি ওইরূপ পরীক্ষার ফলাফল উচ্চ-ন্যায়ালয়কে জানাবেন আদেশ পাওয়ার জন্য, এবং যখন ওইরূপ প্রতিবেদনে দণ্ডাজ্ঞা রদ করা বা পরিবর্তন করার সুপারিশ থাকে তবে আদেশ দিতে পরেন যে, ওইরূপ দণ্ডাজ্ঞা কার্যকর করার বিষয়টি নিলম্বিত করার, এবং অভিযুক্ত যদি কারাগারে থাকে, তবে তাকে নিজের দেওয়া মুচলেকা বা জামিনের ভিত্তিতে মুক্তি দেওয়া হবে।

(২) দায়রা বিচারকের যে-কোনও সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা বা আদেশের বলে কোনও বিষয় যদি তার কাছে বিচারার্থে পাঠানো হয় তবে এই অধ্যায়ের অধীনে অতিরিক্ত দায়রা বিচারক এবং দায়রা বিচারকের সমগ্র ক্ষমতা পাবেন এবং তা প্রয়োগ করতে পারবেন।

ধারা ৪৩৯

(১) যে-কোনও কার্যবাহের বিষয়ে যার নথিপত্র উচ্চ-ন্যায়ালয় নিজের থেকে তলব করেছে অথবা যা আদেশের জন্য পাঠানো হয়েছে অথবা যা অন্য প্রকারে তার গোচরে এসেছে, যে

ক্ষেত্রে উচ্চ-ন্যায়ালয়, নিজ বিবেচনা অনুসারে। ৪২৩, ৪২৬, ৪২৭ এবং ৪২৮ নং ধারার দ্বারা আপিল আদালতের ওপর অথবা ৩৩৮ নং ধারার দ্বারা যে-কোনও আদালতের উপর ন্যস্ত ক্ষমতাগুলির কোনও একটি প্রয়োগ করতে পারে এবং দণ্ডাজ্ঞা বাড়িয়ে দিতে পারে; এবং যেসব বিচারকদের নিয়ে পুনরীক্ষণ (ছানি) আদালত গঠিত, সেইসব বিচারকরা যদি নিজ নিজ মতে সমভাবে বিভাজিত হন, তবে বিষয়টির নিষ্পত্তি করা হবে ৪২৯ নং ধারায় বর্ণিত পদ্ধতিতে।

(২) আত্মপক্ষ সমর্থনে (defence) যদি অভিযুক্ত হয় ব্যক্তিগতভাবে নয় উকিলের মাধ্যমে শুনানির সুযোগ না পেয়ে থাকলে তার ক্ষতি হতে পারে এমন কোনও আদেশ এই ধারার ভিত্তিতে দেওয়া যাবে না।

(৩) ৩৪ নং ধারা অনুসারে কার্য না করে যে ক্ষেত্রে শাসক এই ধারার অধীনে বর্ণিত দণ্ডাজ্ঞা দিতে থাকেন, তাহলে যে অপরাধ সে করেছে তার জন্য পুরশাসক অথবা ১ম শ্রেণীর শাসক যে দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারতেন বলে এই আদালত মনে করেন, তার চেয়ে বেশি দণ্ডাজ্ঞা দেবেন না।

(৪) ২৭৩ নং ধারার অধীনে যে লিখন (entry) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে

এই ধারার কোনও কিছুই তার প্রতি প্রযোজ্য নয়, অথবা খালাসের রায়কে দণ্ডাদেশে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা উচ্চ -ন্যায়ালয়কে দিয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

(৫) যেখানে এই সংহিতার অধীনে আপিল অনুমোদনযোগ্য এবং আপিল করা হয় নি, তবে যে পক্ষ আপিল করতে পারত, তার অনুরোধে পুনরীক্ষণ হিসাবে কোনও কার্যবাহ গৃহীত হবে না।

(৬) এই ধারায় যা কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে তৎসত্ত্বেও কেন দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ডাজ্ঞা বর্দ্ধিত হবে না উপধারা (২) অনুসারে তার কারণ পাঠাবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে ওইরূপ ব্যক্তি কারণ দেখাতে গিয়ে, তার দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাবারও অধিকারী হবে।

ধারা ৪৪০

যখন কোনও আদালত তার পুনরীক্ষণের ক্ষমতা প্রয়োগ করছে তখন কোনও পক্ষেরই অধিকার নেই হয় ব্যক্তিগতভাবে নয় উকিলের মাধ্যমে বক্তব্য পেশ করার। অবশ্য যদি, আদালত উচিত মনে করলে, ওইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় যে-কোনও পক্ষকে শুনতে পারেন হয় ব্যক্তিগতভাবে না উকিলের মাধ্যমে এবং এই ধারার কোনও কিছুই ৪৩৯ নং ধারার উপধারা (২)-কে প্রভাবিত করবে বলে মনে হয় না।

মতার্থে প্রেরণ (Reference)

দেওয়ানি কার্যধারা সংহিতা

ধারা ১১৩

যে-সব শর্তাবলী ও সীমাবদ্ধতা নির্দেশিত হতে পারে সেগুলি সাপেক্ষে যে-কোনও আদালত একটি বিষয়কে বিবৃত করতে পারে অথবা আদালতের অভিমতের জন্য প্রেরণ করতে পারে এবং উচ্চ-ন্যায়ালয় যেমন উচিত বিবেচনা করবে সেইমতো আদেশ দিতে পারে।

ধারা ১১৪

পূর্বোক্ত বিষয়সাপেক্ষে যদি কোনও ব্যক্তি নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করে—

(ক) কোনও ডিক্রি অথবা আদেশের দ্বারা যা থেকে এই সংহিতা আপিলের অনুমোদন দেয়, কিন্তু যার বিরুদ্ধে আপিল করা হয় নি;

(খ) কোনও ডিক্রি বা আদেশের ধারা যার বিরুদ্ধে এই সংহিতা আপিলের অনুমোদন দেয় না, অথবা

(গ) লঘুবাদ আদালত (Small Causes Court) থেকে মতার্থে প্রেরিত বিষয় সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তের দ্বারা; তবে যে রায়ের পুনরীক্ষণের জন্য আবেদন করতে পারে সেই আদালতে যা ডিক্রি

ফৌজদারি কার্যধারা সংহিতা

ধারা ৪৩২

(১) যখন কোনও সমস্যা ওইভাবে মতার্থে প্রেরিত হয়, তখন উচ্চ-ন্যায়ালয় সে-সম্পর্কে এমন আদেশ জারি করবে এবং ওইরূপ আদেশের প্রতিলিপি পাঠিয়ে দেবে শাসককে, যিনি মতার্থে পাঠিয়েছিলেন, এবং তিনি উক্ত আদেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন।

(২) ওইরূপ মতার্থে প্রেরিত বিষয়টির জন্য ব্যয়ভার কে বহন করবে তার নির্দেশ দেবে উচ্চ-ন্যায়ালয়।

পুনরীক্ষণের কোনও বিধি-ব্যবস্থা নেই।

জারি করেছে বা আদেশ দিয়েছে এবং আদালত নিজ বিবেচনায় যা উপযুক্ত মনে করবে সেইমতো আদেশ দিতে পারে।

আপিল

দেওয়ানি কার্যধারা সংহিতা

ধারা ৯৬

(১) এই সংহিতার মূল অংশে (Part) অথবা তৎসময়ে বলবত অন্য কোনও বিধিতে যা সুস্পষ্ট রূপে বলা আছে সেগুলি ব্যতীত, আদিম ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করে কোনও আদালত কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিটি ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করা যায় ওইরূপ আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গৃহীত আপিলের শুনানি করতে পারবে প্রাধিকারপ্রাপ্ত আদালত।
(২) একতরফা (Exparte) আদিম ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করা যায়।

ধারা ১০০

১। এই সংহিতার মূল অংশে অথবা তৎসময়ে বলবত অন্য কোনও বিধিতে যা সুস্পষ্টরূপে বলা আছে সেগুলি ব্যতীত, উচ্চ-ন্যায়ালয়ের অধীনস্থ যে কোনও আদালত কর্তৃক আপিলে যে ডিক্রি দেওয়া হয় তার প্রতিটির বিরুদ্ধে উচ্চ-ন্যায়ালয়ে আপিল করা যায়, নিম্নলিখিত যে-কোনও উপযুক্ত কারণের একটির ভিত্তিতে, যথা ঃ
(ক) সিদ্ধান্তটি বিধিবিরুদ্ধ অথবা

ফৌজদারি কার্যধারা সংহিতা

ধারা ৪০৪

এই সংহিতা অথবা তৎসময়ে বলবত অন্য কোনও বিধিতে যা নির্দেশিত আছে সেগুলি ব্যাতীত ফৌজদারি আদালতের কোনও রায় অথবা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করা যায় না।

ধারা ৪০৭

(১) যদি কোনও ব্যক্তি ২য় অথবা তৃতীয় শ্রেণীর কোনও শাসকের বিচারে দোষী প্রমাণিত, অথবা ৩৪৯ নং ধারা অনুসারে দণ্ডিত হয় অথবা ৩৮০ নং ধারা অনুসারে ২য় শ্রেণীর মহকুমা শাসক কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডাদেশ অথবা আদেশ যার বিরুদ্ধে দেওয়া হবে, সে জেলাশাসকের কাছে আপিল করতে পারে।
(২) এই ধারার অধীনে কোনও আপিল, অথবা ওইরূপ আপিলের কোনও শ্রেণী সম্বন্ধে জেলাশাসক আদেশ দিতে পারেন যে, তার শুনানি হবে তাঁর অধীনস্থ কোনও প্রথম শাসক কর্তৃক যিনি প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রস্ত হবেন ওইরূপ আপিলের শুনানি করার জন্য এবং

বিধির ক্ষমতা সম্পন্ন কোনও প্রথার বিরুদ্ধে গেলে;

(খ) বিধির কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিধি বিষয় (issue of law) অথবা বিধির ক্ষমতাসম্পন্ন রীতি নির্ধারণ করতে যদি কোনও সিদ্ধান্ত অসফল হয়;

(গ) এই সংহিতা কর্তৃক অথবা তৎসময়ে বলবত অন্য কোনও বিধিতে যে প্রক্রিয়া নির্দেশিত আছে তাতে যদি কোনও পর্যাপ্ত ভুল অথবা ত্রুটি থাকে তবে কোনও মামলার দোষগুলির বিচারে নিষ্পত্তিতে ভুল অথবা ত্রুটি দেখা দেয়।

(২) আপিলে এক তরফা ডিক্রি প্রদত্ত হলে এই ধারা অনুসারে আপিল করা যেতে পারে।

ধারা ১০৪

এই সংহিতার মূল অংশে অথবা তৎসময়ে বলবত অন্য কোনও বিধিতে যা সুস্পষ্টভাবে বলা আছে সেগুলি ব্যাতীত নিম্নলিখিত আদেশগুলির বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে, অন্য আদেশ সম্বন্ধে নয়—

(ক) আদালত কর্তৃক প্রদত্ত সময় কালের মধ্যে রোয়েদাদ (award) সম্পূর্ণ না হওয়ার ক্ষেত্রে সালিসিকে অতিক্রম করে কোনও আদেশ;

(খ) বিশেষ মামলা রূপে বিকৃত রোয়েদাদ সম্পর্কে আদেশ;

তার ভিত্তিতে ওইরূপ আপিল অথবা আপিলের শ্রেণীগুলি ওইরূপ অধীনস্থ শাসকের সমক্ষে উপস্থাপিত হবে অথবা যদি ইতিমধ্যে তা জেলাশাসকের কাছে উপস্থাপিত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তা ওইরূপ শাসকের কাছে স্থানান্তরিত (transfer) হতে পারে। ওইভাবে উপস্থাপিত অথবা স্থানান্তরিত করা কোনও আপিল অথবা আপিল শ্রেণী ওইরূপ শাসকের কাছ থেকে জেলাশাসক প্রত্যাহার করে নিতে পারেন।

ধারা ৪০৮

যদি কোনও ব্যক্তি সরকারি দায়রা বিচারক, জেলাশাসক অথবা অন্য প্রথম শ্রেণীর শাসকের বিচারে দোষী প্রমাণিত হয়, অথবা ৩৪৯ নং ধারা অনুসারে দণ্ডিত হয়, অথবা যার সম্পর্কে প্রথম শ্রেণীর শাসক কর্তৃক ৩৮০ নং ধারা অনুসারে কোনও আদেশ বা দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তবে সেই ব্যক্তি দায়রা আদালতে আপিল করতে পারে;

নিম্নলিখিত শর্তে ঃ

(ক) যখন কোনও বিষয়ে কোনও সহকারী দায়রা বিচারক অথবা ৩০ নং

(গ) রোয়েদাদের পরিবর্তন ও সংশোধনার্থে আদেশ;

(ঘ) সালিসিতে বিবেচনার জন্য কোনও চুক্তিকে নথিভুক্ত (file) করতে অস্বীকার করা অথবা নথিভুক্ত করার আদেশ দেওয়া;

(ঙ) যেক্ষেত্রে সালিসিতে প্রেরণ করার চুক্তি আছে, সেক্ষেত্রে কোনও মামলা স্থগিত রাখার বা স্থগিত রাখতে অগ্রাহ্য করার আদেশের;

(চ) আদালতের হস্তক্ষেপ ব্যাতিরেকে সালিসিতে রোয়েদাদ নথিভুক্ত করতে আদেশদান অথবা নথিভুক্ত করতে রাজি না হওয়া।

(চচ) ৩৫ ক ধারা অধীনে আদেশ;

(ছ) ৯৫ নং ধারার অধীনে আদেশ;

(জ) ডিক্রি জারির ফলে যদি কেউ গ্রেফতার অথবা কারারুদ্ধ হয় সেটা বাদে এই সংহিতার যে, কোনও অনুবিধি অনুসারে প্রদত্ত আদেশে জরিমানা করা হয় বা গ্রেফতার অথবা অসামরিক কারাগারে কারারুদ্ধ করে যে আদেশ দেওয়া হয়;

(ঝ) সেইসব নিয়মাবলীর অধীনে কোনও আদেশ, যার বিরুদ্ধে নিয়মাবলীতে সুস্পষ্টভাবে আপিল করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে—

এই শর্তে যে, প্রকরণ (চচ)-তে সুনির্দেশিত করা কোনও ধারা বলে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও শাসক চার বছরের বেশি মেয়াদে কারাদণ্ড অথবা নির্বাসনের দাণ্ডাদেশ দেন, তবে ওইরূপ বিচারে দোষী প্রমাণিত অভিযুক্তরা সকলে অথবা একজনের আপিল উচ্চন্যায়ালয়ের হতে পারবে;

(খ) যখন কোনও ব্যক্তি ভারতীয় দণ্ডবিধি সংহিতার ১২৪ ক নং ধারার অধীনে কোনও অপরাধের জন্য শাসক কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে তার আপিল হবে উচ্চ-ন্যায়ালয়ে।

ধারা ৪০৯

দায়রা আদালতে অথবা দায়রা বিচারকের সমক্ষে আপিলের শুনানি হবে দায়রা বিচারক অথবা অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের সমক্ষে—

এই শর্তে যে, অতিরিক্ত দায়রা বিচারক একমাত্র ওইরূপ আপিলের শুনানি করলেন। যা প্রাদেশিক সরকার সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্দেশ দেবে অথবা বিভাগের দায়রা বিচারক যা তাঁকে অর্পণ করবেন।

ধারা ৪১০

দায়রা বিচারক অথবা অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের সমক্ষে বিচারে যদি কোনও ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে সে উচ্চ -ন্যায়ালয়ে আপিল করতে পারবে।

ধারা ৪১১

যদি কোনও শাসক কোনও অভিযুক্তকে ছ'মাসের অধিককালের জন্য

আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা চলবে না। শুধু এই উপযুক্ত কারণ বাদে যে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য আদেশ দেওয়া বা না দেওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য ছিল।

(২) এই ধারার অধীনে কোনও আপিলে প্রদত্ত কোনও আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা চলবে না।

ধারা ১০৫

(১) সুস্পষ্টভাবে অন্য যে প্রকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা বাদে, নিজ আদিম অথবা আপিল ক্ষেত্রাধিকারের প্রয়োগ করতে গিয়ে কোনও আদালত যে আদেশ দিয়েছে তার বিরুদ্ধে আপিল করা যায় না; কিন্তু যেখানে ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে সেখানে কোনও ভুল, ত্রুটি, অথবা নিয়মের ব্যতিক্রম হয় এমন কোনও আদেশে যা বিষয়টির নিষ্পত্তিকে প্রভাবিত করে, তবে তা আপিলের স্মারকলিপিতে (memorandum of appeal) আপত্তির কারণ হিসাবে প্রদর্শিত করতে হবে।

(২) উপধারা (১)-এ যা কিছু বলা আছে তৎসত্ত্বেও, এই সংহিতা প্রচলিত হওয়ার পর তদন্তসাপেক্ষে হাজতে পুনঃপ্রেরণের আদেশ দেওয়া হয়ে থাকে, যার বিরুদ্ধে আপিল করা চলে, কিন্তু আপিল করেনি, তবে তাকে অতঃপর এর নির্ভুলতা কারাদণ্ডের অথবা দুই শত টাকার অতিরিক্ত জরিমানা আরোপ করে তবে শাসক উচ্চ-ন্যায়ালয়ের কাছে আপীল করতে পারে।

ধারা ৪১১ (ক)

(১) ৪৪৯ নং ধারার অনুবিধিগুলির কোনও হানি না ঘটিয়ে আদিম ফৌজদারি ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে যদি কোনও উচ্চ-ন্যায়ালয় কর্তৃক বিচারে কোনও ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে ৪১৮ নং ধারার, অথবা ৪২৩ নং ধারার উপধারা (২) অথবা যে কোনও উচ্চ-ন্যায়ালয়ের বাণিজ্যিক অধিকারের অনুমতি পত্রে (Letters Patent) যা কিছু অন্তর্ভুক্ত আছে তৎসত্ত্বেও সে উচ্চ-ন্যায়ালয়ে আপিল করতে পারে—

(ক) আপিলের যে-কোনও কারণ দর্শিয়ে অপরাধসিদ্ধির বিরুদ্ধে, যার সঙ্গে স্পষ্ট বিধি সংক্রান্ত বিষয় জড়িত;

(খ) আপিল আদালতের অনুমতি নিয়ে অথবা যে বিচারক ওই বিষয়টির বিচার করে ছিলেন, এটা আপিল করার উপযুক্ত বিষয় এই মর্মে তাঁর কাছ থেকে পাওয়া প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে অপরাধসিদ্ধির বিরুদ্ধে আপিলের যে কোনও উপযুক্ত কারণের ভিত্তিতে যা কেবল তথ্যের বিষয়ের সঙ্গে জড়িত, অথবা বিধি ও তথ্যের সম্মিলিত বিষয়ের সঙ্গে জড়িত, অথবা অন্য যে কোনও উপযুক্ত কারণে, যা আপিল

সম্পর্কে আপত্তি করতে দেওয়া হবে না।

ধারা ১০৯

ব্রিটিশ ভারতের আদালতগুলি থেকে উদ্ভূত আপিল সম্পর্কে এবং অতঃপর সন্নিবেশিত অনুবিধিগুলি সম্পর্কে, মাঝে মাঝে সপরিষদ সম্রাট যেসব নিয়মাবলী প্রণয়ন করবেন সেগুলি সাপেক্ষে সপরিষদ সম্রাটের কাছে আপিল করা যাবে—

(ক) চূড়ান্ত আপিল ক্ষেত্রাধিকার বিশিষ্ট অন্য কোনও আদালত অথবা আপিলে উচ্চ-ন্যায়ালয় কর্তৃক প্রদত্ত কোনও ডিক্রি অথবা চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে;

(খ) আদিম দেওয়ানি ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ কালে উচ্চ-ন্যায়ালয় কর্তৃক প্রদত্ত কোনও ডিক্রি অথবা চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে এবং

(গ) যে-কোনও ডিক্রি অথবা আদেশের বিরুদ্ধে, যে ক্ষেত্রে বিষয়টি, পরে সন্নিবেশিত ব্যবস্থা অনুসারে সপরিষদ সম্রাটের সমক্ষে আপিলের জন্য উপযুক্ত বলে ঘোষিত হয়।

ধারা—১১০

১০৯ নং ধারার (ক) এবং (খ) আদালতের কাছে আপিলের পর্যাপ্ত উপযুক্ত কারণ বলে পরিগণিত হবে; এবং

(গ) আপিল আদালতের অনুমতিক্রমে, প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে যদি না ওই দণ্ডাদেশ বিধি কর্তৃক নির্ধারিত করে দেওয়ার একটি হয়।

(২) ৪১৭ নং ধারায় যা কিছু বলা আছে তৎসত্ত্বেও, উচ্চ-ন্যায়ালয় তার আদিম ফৌজদারি ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করে খালাস করার কোনও আদেশ দেয় তবে তার বিরুদ্ধে আপিল পেশ করতে সরকারি অভিশংসককে (Public Prosecutor) নির্দেশ দিতে পারে প্রাদেশিক সরকার এবং ৪১৮ নং ধারা, অথবা ৪২৩ নং ধারার উপধারা (২)-তে অথবা যে-কোনও উচ্চ ন্যায়ালয়ের বাণিজ্যিক অধিকারের অনুমতিপত্রে যা কিছু বলা থাকুক না কেন তৎসত্ত্বেও, অপরাধসিদ্ধির বিরুদ্ধে আপিল সম্পর্কে এই ধারার উপধারায় (১)-এর প্রকরণ (খ) এবং প্রকরণ (গ) কর্তৃক আরোপিত বিধি নিষেধসাপেক্ষে তথ্যের ব্যাপারে ও সেইসঙ্গে বিধির ব্যাপারে আপিল করা যেতে পারে।

(৩) কোনও আইন অথবা কোনও প্রবিধানে অন্যত্র যা কিছু বলা থাক না কেন তৎসত্ত্বেও এই ধারার অধীনে আপিলের শুনানি হতে পারবে উচ্চ-ন্যায়ালয়ের খণ্ড আদালতে; যা গঠিত

প্রকরণে উল্লেখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাথমিক আদালতে (Court of first instance) মামলার বিষয় বস্তুর অর্থের পরিমাণ অথবা মূল্যকে অবশ্যই দশ হাজার টাকা বা তদুর্ধ হতে হবে, এবং সপরিষদ সম্রাটসমক্ষে আপীলের ব্যাপার বিবাদের বিষয়বস্তুর অর্থের পরিমাণ অথবা মূল্যকে অবশ্যই এক অথবা তদুর্ধ হতে হবে,

অথবা ডিক্রি কিংবা চূড়ান্ত আদেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে, কোনও দাবি অথবা সমপরিমাণ অর্থ অথবা মূল্যের সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্ক অবশ্যই জড়িত থাকতে হবে,

এবং যে ক্ষেত্রে ডিক্রি অথবা চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে করা আপিল ওইরূপ ডিক্রি অথবা চূড়ান্ত আদেশ প্রদানকারী আদালতের অব্যবহিত নিম্ন আদালতের ডিক্রি অথবা চূড়ান্ত আদেশকেই সমর্থন করে, সে ক্ষেত্রে আপিলের সঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধির প্রশ্ন জড়িত থাকতেই হবে।

ধারা ১১১

১০৯ নং ধারায় যা কিছু বলা হয়েছে তৎসত্ত্বেও, সপরিষদ সম্রাট সমক্ষে কোনও আপিল গ্রাহ্য নয়—

(ক) অনুমতিপত্রের দ্বারা সম্রাট কর্তৃক গঠিত উচ্চ-ন্যায়ালয়ের একজন বিচারপতি, অথবা খণ্ড আদালতের একজন বিচারপতি, অথবা ওইরূপ হবে কমপক্ষে দুজন বিচারপতিকে নিয়ে, যাঁদের মধ্যে সেই বিচারপতি অথবা বিচারপতিগণ থাকবেন না, যাঁরা মূল বিচারটি করেছিলেন; এবং যদি ওইরূপ খণ্ড আদালত গঠন করা কার্যত অসাধ্য হয়, তবে উচ্চ-ন্যায়ালয় পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারকে জানাবে, যে ৫২৭ নং ধারার অধীনে আপীলটিকে অন্য কোনও উচ্চ-ন্যায়ালয়ে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(৪) এ-ব্যাপারে সপরিষদ সম্রাট মাঝে মাঝে যেসব নিয়মাবলী প্রণয়ণ করবে, এবং সেইসব শর্ত যা উচ্চ-ন্যায়ালয় আরোপ করতে পারে অথবা চাইতে পারে, সেগুলি সাপেক্ষে, সপরিষদ সম্রাট সমক্ষে আপিল করা যাবে উচ্চ-ন্যায়ালয়ের খণ্ড আদালত কর্তৃক উপ-ধারা (১)-এর অধীনে আপিলের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোনও আদেশের বিরুদ্ধে যে আদেশ সম্পর্কে উচ্চ-ন্যায়ালয় ঘোষণা করেছে যে বিষয়টি ওইরূপ আপিলের পক্ষে উপযুক্ত বিষয়।

ধারা ৪১২

ইতিপূর্বে যা কিছু বলা হয়েছে তৎসত্ত্বেও, যেখানে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করেছে, এবং সেই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে উচ্চ-ন্যায়ালয়, দায়রা আদালত অথবা পুরশাসক অথবা ১ম শ্রেণীর শাসক কর্তৃক দণ্ডিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে দণ্ডাজ্ঞার পরিমাণ

উচ্চ-ন্যায়ালয়ের দুই বা ততোধিক বিচারপতি, অথবা ওইরূপ উচ্চ-ন্যায়ালয়ের দুই বা ততোধিক বিচারপতি নিয়ে গঠিত খণ্ড আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রি অথবা আদেশের বিরুদ্ধে, যেখানে উক্ত বিচারপতিরা নিজ অভিমতে সমভাবে বিভাজিত এবং তৎকালে উচ্চ-ন্যায়ালয়ের সকল বিচারপতিদের মধ্যে সংখ্যায় গরিষ্ঠ না হন; অথবা

(খ) যে-কোনও ডিক্রির বিরুদ্ধে, যে ব্যাপারে ১০২ নং ধারার অধীনে দ্বিতীয় আপিল করা যায় না।

ধারা ১১১ (ক)

যেখানে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ২০৫ (১) নং ধারার অধীনে কোনও প্রমাণপত্র দেওয়া হয়েছে, তার শেষ তিনটি পূর্ববর্তী ধারা প্রযোজ্য হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধর্মাধিকরণে (Federal Court) যেহেতু সেগুলি প্রযোজ্য হয় সপরিষদ সম্রাট সমক্ষে আপিল সম্পর্কে এবং তদনুসারে সম্রাট সমক্ষে মতার্থে প্রেরণের বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করা হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধর্মাধিকরণ সমীপে মতার্থে প্রেরণের বিষয় হিসাবে—

এই শর্তে যে—

(ক) উক্ত ধারাগুলির সেই পরিমাণ অথবা বৈধতা ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে আপিল করা যাবে না।

ধারা ৪১৩

ইতিপূর্বে যা কিছু বলা হয়েছে তৎসত্ত্বেও যেক্ষেত্রে দণ্ডিত ব্যক্তি সম্বন্ধে উচ্চ-ন্যায়ালয় কেবলমাত্র অনধিক ছ'মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে অথবা কেবলমাত্র অনধিক দুই শত টাকা জরিমানা করেছে অথবা যেক্ষেত্রে দায়রা আদালত ....কেবলমাত্র অনধিক একমাসের কারাদণ্ড দিয়েছে অথবা যেক্ষেত্রে দায়রা বিচারক অথবা জেলা শাসক অথবা অন্য কোনও প্রথম শ্রেণীর শাসক কর্তৃক কেবলমাত্র অনধিক পঞ্চাশ টাকার জরিমানা হয় তবে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আপিল করতে পারবে না।

* * *

যা বিষয়গুলির সীমা নির্দেশ করে, যেক্ষেত্রে আপিল করা যেতে পারে সেগুলিকে ব্যাখ্যা করা হবে সেই বিষয়গুলির সীমানা নির্দেশ করার ব্যাপারে, যাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধর্মাধি-করণের অনুমতি ছাড়া আপিল প্রযোজ্য হবে, সেই কারণ বাদে যাতে উক্ত আইন অথবা পরিষদের কোনও আদেশের ব্যাখ্যায় বিধির গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির অন্যায় ভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে—

(খ) বিষয়টি আপিলের পক্ষে উপযুক্ত কিনা ১০৯ নং ধারার (গ) প্রকরণ অনুসারে তা নির্ধারণ করতে, অথবা আপিলের সঙ্গে বিধির গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত কিনা, তা নির্ধারণে উক্ত আইন অথবা তার অধীনস্থ পরিষদের কোনও আদেশ সম্পর্কে বিধির কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের ব্যাখ্যার বিষয়টি বিবেচনা বর্হির্ভূত করে রাখতে হবে।

□ □ □

অধ্যায় - ৪

সম্পত্তি হস্তান্তর আইন

১. ধরা যাক যদি দুটো সম্পত্তি বাঁধা দেওয়া হল এবং সেগুলো আলাদা আলাদা লোকের সঙ্গে সম্পর্কিত। ধরা যাক বাঁধা যে পরিমাণ অর্থে দেওয়া হয়েছে তা ফেরত পাওয়ার জন্য কেবলমাত্র একটা সম্পত্তি বিক্রি হল এবং তা ওই অর্থ দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হল। এর ফল হল এই যে, একজন বন্ধকদাতা তাঁর সম্পত্তি হারাল যখন অন্যজন কোনও কিছু না দিয়েই তা ফেরত পেল।

এটা এক বড় অবিচার। এই অবিচারের প্রতিকারে নিরপেক্ষতা উদ্ভাবন করেছিল সাহায্যদানের মতবাদ যা অন্তর্ভুক্ত ধারা ৮২-তে।

২. এই ধারা অনুযায়ী, বাঁধা দেওয়ার ফলে নিশ্চিতরূপে যে ঋণ হয়েছে তা বিভিন্ন মালিক মূল্য নির্ধারণ করার যোগ্য এরূপ দানে বাধ্য।

৩. নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করার জন্য প্রত্যেকের উচিত অর্থমূল্য দান করা অতএব অর্থমূল্য সেভাবে নির্দ্ধারণ করতে হবে যখন থেকে বাঁধা দেওয়া হয়েছে সেই বাঁধা দেওয়া অর্থ বাদ দিয়ে, যদি কিছু থাকে, যাতে ওই তারিখে এটা কোনও শর্তাধীন ছিল।

১. দানের জন্য দাবি মাত্র তখনই উঠতে পারে যখন বাঁধা দেওয়া ঋণের পুরো পরিমাণ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় —

২৬ এলাহাবাদ ৪০৭ (৪২৬;২৭) টি.বি.

২. দানের অধিকার হল শ্রেণীবদ্ধ করার নিয়মের বিষয়, ফলে সেখানে শ্রেণীবদ্ধ করার বিষয় দানের সঙ্গে সংঘর্ষে উপনীত হয়। শ্রেণীবদ্ধ করার নিয়ম অধিকতর প্রভাবশালী হতে পারে — এই হয় ধারা ৮২র শেষ অনুচ্ছেদের অর্থ।

বন্ধকদাতার অধিকারসমূহ কে দাবি করতে পারেন।

ধারা ৯১

যাঁর নিকট বন্ধক রাখা হয় তাঁর অধিকারসমূহকে দাবি করতে পারেন।

ধারা ৯২

বন্ধকদাতা ছাড়া আর যে-কোনও ব্যক্তি যিনি বন্ধকগ্রহীতাকে অর্থ প্রদান করেন তিনি বন্ধকগ্রহীতার অধিকারসমূহে স্বত্ববান হন।

এরূপ ব্যক্তিরা হলেন —

১. উত্তরকালীন বন্ধকগ্রহীতা।

২. প্রতিভূ।

৩. এমন কোনও ব্যক্তি যাঁর সম্পত্তিতে অংশ আছে।

৪. এক সহ-বন্ধকদাতা।

৫. এমন কোনও ব্যক্তি যাঁর অর্থে বন্ধক উদ্ধার করা হয়েছিল যদি বন্ধকদাতা নিবন্ধীকৃত দলিল দ্বারা এটা সমর্থন করেন।

এটাকে বলা হয় Subrogation নিয়ম।

বিক্রির আইন কী হস্তান্তরের কোনও নির্দিষ্ট রীতির প্রতি নির্দেশ দান করে?

১. স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির আইন হস্তান্তরের নির্দিষ্ট রীতির প্রতি নির্দেশ দান করে।

নিবন্ধীকরণ বা অধিকার সমর্পণ হয় হস্তান্তরের নির্দিষ্ট রীতি।

২. যদি যে-কোনও বিশেষ অবস্থাতেই হোক যুক্তিযুক্ত হস্তান্তরের নির্দিষ্ট রীতি হয় নিবন্ধীকরণ বা অধিকার সমর্পণ তা নির্ভর করে দুটি কারণের ওপর —

(ক) যদি স্থাবর সম্পত্তি হয় স্পর্শযোগ্য বা অস্পর্শযোগ্য।

(খ) যদি স্থাবর সম্পত্তির মূল্য হয় ১০০ টাকার বেশি বা ১০০ টাকার কম।

৩. যদি সম্পত্তিটি অস্পর্শযোগ্য হয় তাহলে হস্তান্তর হতে পারে শুধু নিবন্ধীকরণ দ্বারা, এতে সম্পত্তির মূল্য কোনও অন্তরায় নয়।

৪. যদি সম্পত্তিটি হয় স্পর্শযোগ্য সম্পত্তি তাহলে —

(ক) যদি এটার মূল্য হয় ১০০ টাকার বেশি তাহলে হস্তান্তর নিশ্চিতভাবে নিবন্ধীকরণ দ্বারাই হবে।

(খ) যদি এটার মূল্য হয় ১০০ টাকার কম তাহলে হস্তান্তর হতে পারে নিবন্ধীকরণ বা অধিকার সমর্পণ দ্বারা।

৫. এটা পরিষ্কার যে, একটা ছাড়া আর সব বিষয়ে, নিবন্ধীকরণ হল একমাত্র পদ্ধতি বিক্রি কার্যকর করার ব্যাপারে, বিষয়টি সেখানে পছন্দ করার ক্ষমতা দেওয়া

হয় তালিকাভুক্ত করা বা অধিকার প্রদান করা হয় সেই বিষয় যেখানে সম্পত্তিটি হয় স্পর্শযোগ্য ও ১০০ টাকার কম মূল্যের।

৬. নিবন্ধীকরণ ও অধিকার প্রদান বিকল্প প্রশংসাসূচক রীতি হিসাবে — এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয়গুলি লক্ষণীয় —

(ক) যেখানে নিবন্ধীকরণকে একমাত্র হস্তান্তরের নির্দিষ্ট রীতি হিসাবে নির্দেশ দান করা হয়, অধিকার সমর্পণ জরুরিও নয় বিক্রির কাজ কারবার সম্পূর্ণ করার পক্ষে যথেষ্টও নয়।

(খ) যেখানে অধিকার সমর্পণ হয় নির্দেশকৃত, বিক্রি সম্পূর্ণ করার জন্য নিবন্ধীকরণ জরুরি নয়। যাই হোক, সমর্পণ ছাড়া নিবন্ধীকরণই যথেষ্ট হবে বিক্রি সম্পূর্ণ করার জন্য।

৭. হস্তান্তরের জন্য কোনও রীতি নেই — হস্তান্তরের রীতিগুলির শর্তসমূহ হয় সম্পূর্ণ এবং বিক্রি আর কোনওভাবেই যথার্থ হতে পারে না। একটি দলিলে স্বত্ব দেওয়া যেতে পারে না প্রবেশানুমতি বা বর্ণনাসমূহের দ্বারা বা আধিকারিককে আবেদন বা Record of Rights অধিকারসমূহের দলিলে লিপিবদ্ধ করাকে। এটা স্বীকার করা যে জমিটি বিক্রি হয়ে গেছে, সেটি আর Estoppel হিসাবে কাজ করবে না যেমন করা উচিত এবং এরূপ বিক্রি করা থেকে দূরে থাকবে যেমন নিবন্ধীকৃত কোবালা বা সমর্পণ। ৪৩ কলি. ৭৯০।

৮. হস্তান্তরের রীতিগুলির নির্দেশ দান করার পদ্ধতি লক্ষ্য করা আবশ্যক ঃ—

(ক) মালিকানা স্বত্ব দেওয়া যেতে পারে না নির্দেশীকৃত ছাপানো ফর্মে হস্তান্তর ব্যতীত।

(খ) এক অনিবন্ধীকৃত দলিল যথেষ্ট নয়।

(অ) সেই সকল অবস্থাসমূহে সেখানে নিবন্ধীকরণ হয় আবশ্যিক।

(আ) সেই সকল অবস্থাসমূহেও সেখানে মূল্য ১০০ টাকার কম এবং হস্তান্তর সমর্পণ দ্বারা হয় না।

৯. স্পর্শযোগ্য ও অস্পর্শযোগ্য-এর অর্থ—

(ক) স্থাবর সম্পত্তি হয় স্পর্শযোগ্য নয় অস্পর্শযোগ্য।

(খ) স্পর্শযোগ্য ও অস্পর্শযোগ্যের মধ্যে পার্থক্য হয় পার্থক্য সদৃশ যা ব্রিটিশ আইনে করা হয়েছে দেহী উত্তরাধিকার ও বিদেহী উত্তরাধিকারের মধ্যে।

(গ) দেহী উত্তরাধিকার হল জমির অধিকারে আগ্রহ যা হল বর্তমান স্বত্ব জমির অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে। বিদেহী উত্তরাধিকার হল অন্যের জমির অধিকারের স্বত্ব যা হতে পারে অধিকারের ভবিষ্যৎ স্বত্ব বা অন্যের জমির অধিকারের স্বত্ব ব্যবহার করার বিশেষ উদ্দেশ্য যা হল সঠিক রাস্তা।

(ঘ) স্পর্শযোগ্য ও অস্পর্শযোগ্যের মধ্যে চুক্তি হল একজনের সম্পত্তি যে জমির অধিকার প্রাপ্ত অর্থাৎ স্পর্শযোগ্য ও একজন মানুষের কিছু জিনিস যাঁর কেবল অধিকার আছে অর্থাৎ অস্পর্শযোগ্য জিনিস কোনও স্পর্শযোগ্য জিনিসের অধিকার ছাড়ার মধ্যে এক চুক্তি।

(ঙ) একটা জিনিস তখনই স্পর্শযোগ্য হবে যখন সেটা কিছু নির্দিষ্ট জিনিস দেবে। Sulaiman C. J. 50 All. 986.

১০. অধিকার হস্তান্তরের অর্থ —

(ক) হস্তান্তর তখন হয় যখন বিক্রেতা ক্রেতাকে কিছু দেয় বা ঐরূপ ব্যক্তি যে নির্দেশ পায়, সম্পত্তির অধিকারের ব্যাপারে।

(খ) হস্তান্তর হয় এমন এক কাজ যা ক্রেতাকে সম্পত্তির অধিকারে কিছু ফল দেয়।

(গ) অধিকার বলতে কী বোঝায়? এ প্রশ্ন উত্তরবিহীন থাকে। এটা কি প্রকৃত অধিকার? বা এটা কি প্রতীকী অধিকার?

(ঘ) একটা দৃষ্টিভঙ্গি হল যে, যেহেতু স্পর্শযোগ্য সম্পত্তির জন্য হস্তান্তর হয় নির্দেশীকৃত মাত্র সেজন্য ব্যবস্থাপক সভা ঠিক করে প্রকৃত অধিকার হয় কী।

(ঙ) আর এক দৃষ্টিভঙ্গি হল যে, এটা ব্যবহার করা হয় অনেক বড় আর সাধারণ অর্থে কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জমি হয় ভাড়াটে বা ক্রেতার পেশা এবং সেইকারণে স্বাভাবিক হস্তান্তর হয় অসম্ভব।

(চ) শেষোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিটি হল সাধারণভাবে গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি, তা হল স্বাভাবিক হস্তান্তর, যখন সম্পত্তির মালিক ক্রেতাকে তা হস্তান্তর করেন সেক্ষেত্রে তাঁর জমির সঙ্গে যে সম্পর্ক দাঁড়ায় এবং তা হল প্রকৃত অধিকারী যেমনভাবে তা অধিকারে রাখেন সেরকম।

১১. মালিকানা যখন হস্তান্তরিত —

(ক) মালিকানা হস্তান্তরিত হয় হস্তান্তর বা নিবন্ধীকরণ দ্বারা।

(খ) নিবন্ধীকরণের ওপর বিশ্বাস রেখে, নিম্নলিখিত বস্তুগুলি অবহিত হওয়া উচিত—

(অ) একবার নিবন্ধীকরণ কার্যকর হলে, তা সম্পাদিত হওয়ার দিন থেকে স্বত্ব সংযুক্ত হয়।

(আ) এক নিবন্ধীকৃত দলিল কখনও অন্য দলিলের কাছে পরাস্ত হবে না যা পরে সম্পাদিত কিন্তু তার আগে নিবন্ধীকৃত।

(ই) হস্তান্তর কার্যকর হবে না। Lispendens যদি দলিল মোকদ্দমা/মামলা করার আগে সম্পাদিত হয়ে থাকে কিন্তু নিবন্ধীকৃত মামলার পরে হয়।

(ঈ) যদিও এটা সত্যি যে, সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় না অর্থাৎ নিবন্ধীকরণ না হওয়া পর্যন্ত মালিকানা হস্তান্তরিত হয় না। এটা বলা ঠিক নয় যে দলিল নিবন্ধীকৃত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই হস্তান্তর সম্পন্ন হয় এবং বলা যায় এটা হয় দলগুলির অভিপ্রায়ে।

৩. Section 55(3) ধারা ৫৫(৩) — সম্পত্তির দলিলসমূহ হস্তান্তর করা।

১. সম্পত্তির দলিলসমূহ হয় ভূসম্পত্তির আনুষঙ্গিক। এগুলি নামকরণ ছাড়াই কোবালার সঙ্গে হস্তান্তরিত হয়।

২. সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত সব দলিলই অধিকার ও ক্ষমতা সমর্পণে এর অন্তর্গত।

৩. সম্পত্তির দলিলসমূহ হস্তান্তরের দায়দায়িত্ব ঐগুলি লাভ করার জন্য মূল্য প্রদান করার দায়দায়িত্বেরও অন্তর্গত।

৪. প্রতিরূপ লিজগুলি ও কবুলিয়তগুলি হয় সম্পত্তির দলিলসমূহের ভূ-সম্পত্তির আনুষঙ্গিক।

৫. সম্পত্তির দলিলসমূহ হস্তান্তরের দায়িত্ব কোবালা সমাপণ করার ওপর নির্ভরশীল নয়। যতক্ষণ না অর্থ পুরোপুরি প্রদান করা হচ্ছে ততক্ষণ এই দায়িত্ব গ্রহণের প্রশ্ন উঠে না।

(এক্‌সেপ্‌শনস) বর্জনীয়—

(ক) যখন বিক্রেতা ধরে রাখে সম্পত্তির অংশ যা দলিলে অন্তর্ভুক্ত, সে দলিলগুলি ধরে রাখতে পারে কিন্তু ওইগুলির নির্বিঘ্ন তত্ত্বাবধানের বাধ্যবাধকতা থাকে এবং যখনই দরকার পড়বে তখনই ঐগুলি উপস্থিত করতে বা যথার্থ প্রতিলিপি দাখিল করতে হবে।

(খ) যখন সম্পত্তি বিক্রিত হয় বিভিন্ন ভাগে যে ক্রেতা সবচেয়ে বড় ভাগটি ক্রয় করেন দলিল তাঁর নামাঙ্কিত হয়— বিষয়টি ওপরের মতো বাধ্যবাধকতার অধীন।

একটি স্পষ্ট চুক্তিপত্রের দ্বারা যিনি সবচেয়ে বড় ভাগ অর্থাৎ অঞ্চল ক্রয় করবেন তাঁকে দেওয়া যেতে পারে।

৬. উপধারায় এ-কথা বলা হয়নি যে, যদি বিক্রি বিভিন্ন সময় সম্পাদিত হয় তাহলে কী ঘটবে।

ক্রেতার দায়দায়িত্ব

I. কোবালা তৈরির পূর্বে—

১. ধারা ৫৫ (৫) (ক)—প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করা যা কিনা সম্পত্তির বর্ধিত মূল্যের ব্যাপারে বিক্রেতার স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত।

১. একজন ক্রেতা আইনত বাধ্য চুক্তিপত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যাপারে তিনি যা বলেন বা করেন তা পালন করতে এবং বিরত থাকবেন সব deceipt থেকে, হয় সত্য নিবারণ দ্বারা বা মিথ্যা ব্যঞ্জনা দ্বারা।

২. যাই হোক ক্রেতার কোনও দায়িত্ব নেই গুপ্ত সুযোগসুবিধা প্রকাশ করার ব্যাপারে যেমন বিক্রেতা গুপ্ত ত্রুটি সমূহ প্রকাশ করবে।

৩. এই নিয়মে অধিকারের ব্যাপারগুলি হয় বর্জনীয়। যদিও এক বিক্রেতার অধিকার হয় সাধারণত। এক বিষয় তাঁর বিশেষ জ্ঞানানুযায়ী। আরও অনেক ঘটনা থাকতে পারে যেখানে ক্রেতা যা তথ্য পায় বিক্রেতা হয়তো তা জানে না। এ সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি নিশ্চই এর অন্যায় ব্যবহার করবেন না।

ব্যাখা ১.— সামার বনাম গ্রিফিথ।

এক বৃদ্ধা সম্পত্তি বিক্রি করেছিলেন কম দামে এই বিশ্বাসে যে, তিনি তা অধিকারে রাখতে পারবেন না কিন্তু ক্রেতা জানত তিনি তা পারবেন। বিক্রি রদ হয়েছিল।

ব্যাখা ২.— এলার্ড বনাম লর্ড ল্যানডাফ

পুরোনো ইজারা সমর্পণ করলে ইজারা নবীকরণ হবে ইজারাদারের, এতে তথ্যটি গোপন রাখা হয় যে, পুরোনো ইজারা যাঁর ওপর নির্ভরশীল তিনি মৃত্যুশয্যায়।

২. ধারা ৫৫ (৫) (৬)—মূল্য দেওয়া।

১. সব অংশ সমন্বিত কোবালা না পাওয়া পর্যন্ত ক্রেতা মূল্য দিতে বাধ্য নয় যা সে কিনেছে।

২. যদি সম্পত্তি বিক্রি হয় কোনও অসুবিধা ছাড়া এবং কোবালার সময় তা অসুবিধামুক্ত না হলে ক্রেতা মূল্য দিতে বাধ্য নয়।

৩. অসুবিধা মুক্ত হওয়ার জন্য তাঁর প্রতিকারগুলি হল—

(ক) ধারা (১৮) (গ) নির্দিষ্ট শাস্তি আইন অনুযায়ী—বিক্রেতাকে বাধ্য করা ওইগুলিকে মুক্ত করার ব্যাপারে।

(খ) তিনি নিজেই নিজের থেকে এটাকে মুক্ত করতে পারেন এবং ক্রয়মূল্যের তুলনায় বৈষম্য প্রদর্শন করে অর্থমূল্যের উৎকর্ষ বাড়াতে পারেন।

(গ) পুনরায় এটা লাভ করতে পারেন বিক্রেতার বিরুদ্ধে পরবর্তী মামলা করে।

৪. এই উপধারা ক্রেতার ওপর এক ব্যক্তিগত দায়িত্ব আরোপ করে যা ধারা ৫৫ (৪) (খ) বলে সম্পত্তির ওপর যে দায়দায়িত্ব আরোপিত হয় তা ছাড়াও—৫২ All ৯০১

ক্রেতার দায়দায়িত্ব

ii. কোবালা তৈরির পরে

১. ধারা ৫৫ (৫) (গ)—ক্ষতি স্বীকার করা ইত্যাদি।

১. উপধারা ৫৫ (১) (গ) অনুযায়ী বিক্রেতা কোবালা এবং চুক্তির মধ্যবর্তীকালীন ক্ষতি স্বীকার করবেন।

২. কোবালার পর ক্রেতা হলেন মালিক এবং সম্পত্তি তাঁর দায়িত্বে রইল। এরপর ক্ষতি নিশ্চিতভাবে তিনি স্বীকার করবেন।

৩. এটা ইংরেজি আইন থেকে আলাদা সেখানে বিক্রির চুক্তিপত্র হস্তান্তর করে এক পক্ষপাতশূন্য সম্পত্তির এবং এর সঙ্গে থাকে ক্ষতি বা ধ্বংস হওয়ার দায়দায়িত্ব।

৪. নষ্ট হওয়ার জন্য দায়ী বিক্রেতা এবং যদি বিক্রেতার সম্পত্তি বিমাকৃত হয়ে থাকে তাহলে ক্রেতা এর পুনরুদ্ধারের আবেদন করতে পারে।

২. ধারা ৫৫ (৫) (ঘ)—বিদায়ীদের প্রদান করা।

১. কোবালার পূর্বে এই দায়দায়িত্ব পড়ে বিক্রেতার ওপর—৫৫(১) (জ)-এ কোবালার পর এটা পড়ে ক্রেতার ওপর—সর্বসাধারণের দেয় মূল্যসমূহ, ভাড়া, সুদ ও দায়িত্বসমূহ।

২. দায়দায়িত্ব হয় আইন দ্বারা নিরূপিত এবং শুধু ঠিকানুযায়ী নয়। অতএব এটা হয় বিক্রেতার দায়িত্ব যাঁর পক্ষে সম্পত্তি বিক্রিত হয়—৪৬ মাদ্রাজ এল. জে. ৪৬৪

৩. যদি সম্পত্তি ছাড়া বিক্রিত হয় তাহলে বিক্রেতা তা মুক্ত করে দেবে। যদি বিক্রিত হয়ে যায়,

বিষয় তাহলে স্বার্থানুযায়ী ক্রেতা তা প্রদান করবে— ২৬ বোম্বাই এস. আর. ৯৪২.

ক্রেতা এবং বিক্রেতার অধিকার সমূহ

বিক্রেতার অধিকার সমূহ

(ক) কোবালা তৈরির পূর্বে—

১. ধারা ৫৫ (৪) (ক)—ভাড়া এবং লাভ গ্রহণ।

১. কোবালা তৈরি পর্যন্ত, বিক্রেতা মালিক থাকেন। অতএব তাঁর অধিকার আছে সম্পত্তির ভাড়া ও লাভ গ্রহণের।

(খ) কোবালা তৈরির পর।

১. ধারা ৫৫ (৪) (খ)—মূল্য দেওয়া হয়নি এমন সম্পত্তির ওপর ভারার্পণের দাবি করা।

১. যদি কোবালার দ্বারা বিক্রি সম্পূর্ণ হয় এবং দাম বা তার অংশ না দেওয়া হয়, তাহলে বিক্রেতা এই উপধারা অনুযায়ী দাম বা জমা খরচের বাকির জন্য মূল্য দাবি করে।

২. মূল্যটি হয় এক অনধিকারী মূল্য, তা হল এটা অধিকার ধরে রাখার ক্ষমতা দেয় না। অধিকার দেওয়া হয়ে গেছে, মূল্যটি বিক্রেতাকে অধিকার দেয় না অমত

করার—৩০ মাদ্রাজ ৫২৪ ঃ ৪৩ মাদ্রাজ ৭১২; ২৩ বোম্বাই ৫২৫; ৩৪ মাদ্রাজ ৫৪৩.

৩. সম্পত্তির ওপর মূল্যার্পণ কোনও ব্যাপার নয় যদি অনেক ক্রেতা যাঁকে যাঁরা এক নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য দিতে রাজি।

৪. অনাদায়ী অর্থের জন্য মূল্যের দাবি শুধুমাত্র প্রকৃত ক্রেতার বিরুদ্ধেই থাকে না, উদ্দেশ্য ছাড়াই তা হস্তান্তরকারীর বিরুদ্ধেও থাকে বা এক হস্তান্তরকারী যিনি অর্থমূল্য পাননি তার উল্লেখ।

৫. মূল্য শুধুমাত্র ক্রয়মূল্যের ওপর নয়, ক্রয়মূল্যের সুদের ওপরও ধরা হয়।

৬. ন্যায্য মূল্যের ওপর সুদ নেওয়া আরম্ভ হয় মাত্র সেই দিন থেকে যেদিন স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়েছিল, মূল্যের ক্ষেত্রে সুদ যোগ করা উচিত সম্পত্তির ওপর তা হস্তান্তর হওয়ার আগে এটা নির্ভর করে মোকদ্দমার নিরপেক্ষতা ও আর্থিক অবস্থার ওপর।

ব্যাখ্যা—যদি ক্রেতা ক্রয়মূল্যের অংশ বিক্রেতার মুক্ত করার জন্য জামিন হিসাবে রাখেন, তিনি সুদপ্রদানে বাধ্য নন।

৭. ব্রিটিশ ও ভারতীয় আইন;

(ক) ব্রিটিশ আইনে চুক্তির দিন থেকে বিক্রেতার পূর্বস্বত্ব আছে।

(খ) ভারতীয় আইনে তত্ত্বাবধানের শুরু কোবালার দিন থেকে।

(গ) এই পার্থক্যের কারণগুলি ঃ—

(১) ব্রিটিশ আইনে বিক্রেতা সম্পত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয় চুক্তির ফল অনুযায়ী।

(২) ভারতীয় আইনে বিক্রেতা এটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় কোবালার ফল অনুযায়ী।

(৩) ফল একই হয়, উভয়েই স্বত্ব পায় সম্পত্তি নিয়ে কারও বিরুদ্ধে আইনের অভিযোগ করার। একমাত্র পার্থক্য হল ব্রিটিশ পূর্বস্বত্ব পক্ষপাতশূন্য, মোকদ্দমার অবস্থা অনুযায়ী নিরপেক্ষতার দ্বারা তা গঠন করা যায়। যখন ভারতীয় তত্ত্বাবধান আইন দ্বারা নিরূপিত, তখন সুদৃঢ় ও লিখিত আইনের শর্ত সকলের অনুরূপ হওয়া উচিত।

ক্রেতার অধিকার সমূহ

i. কোবালার পূর্বে—

১. ধারা ৫৫ (৬) (খ)—কোবালার পূর্বে ক্রয়মূল্য দেওয়ার জন্য সম্পত্তির ওপর ভারার্পণের দাবি করা।

১. দফাটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার কোনও অর্থ হয় না। এটা দু'ভাবে বিভক্ত। যদি দফাটি "যদি না, তিনি অনুচিতভাবে অস্বীকার করে থাকেন গ্রহণ করতে" যা দেওয়া হয় না তা পাওয়ার সময় সদর্থক রূপে পড়া হয়েছিল। "যদি তিনি গ্রহণের ব্যাপারে সঠিক উপায়ে অস্বীকার করে থাকেন" তাহলে দুটি দফার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

২. এই দু'ভাগের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে যা প্রমাণের দায়িত্ব থেকে উঠে আসছে। প্রথম ভাগে ক্রেতা হয় নির্দিষ্ট অধিকারের স্বত্বাধিকারী—যা তিনি বলবত করতে পারেন "যদি না তিনি অনুচিতভাবে অস্বীকার করে থাকেন গ্রহণ করতে" যার অর্থ হল এই যে তিনি ওই অধিকারগুলি হারাবেন যদি বিক্রেতা প্রমাণ করে দেন যে তিনি, ক্রেতা, গ্রহণের সময় সঠিক উপায়কে অস্বীকার করেছিলেন।

৩. এই দফায়, ক্রেতার অধিকার আছে তিনটি জিনিস তত্ত্বাবধানের—

(ক) ক্রয়মূল্যের পরিমাণ সঠিক দেওয়ার জন্য।

(খ) বায়নার জন্য যদি কিছু থাকে।

(গ) তাঁকে দেয় কোনও মূল্যের জন্য।

৪. ক্রয়মূল্য দেওয়ার জন্য তত্ত্বাবধান।

(ক) এই তত্ত্বাবধান শুরু হচ্ছে সেই মুহূর্ত থেকে যখন ক্রেতা ক্রয়মূল্যের কোনও অংশ দিলেন।

(খ) তত্ত্বাবধান করা তার ক্রয়মূল্যের জন্য যা অপব্যয়িত এবং শুধুমাত্র তখনই যখন বিক্রেতা প্রমাণ করবেন যে, ক্রেতা গ্রহণের সময় সঠিক উপায়কে অস্বীকার করেছিলেন। প্রমাণের দায়িত্ব বিক্রেতার।

(৫) বায়না এবং দামের জন্য তত্ত্বাবধান।

(ক) এই দুইয়ের জন্য তত্ত্বাবধানের এক সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনা তখনই অনুভূত হবে যখন ক্রেতা প্রমাণ করবে যে, সে গ্রহণের সময় সঠিক উপায়কে মেনে নিয়েছিল। প্রমাণের দায়িত্ব ক্রেতার।

৬. বায়না এবং ক্রয়মূল্যের অংশ প্রদান।

(ক) ওপরে যা বর্ণিত হয়েছে তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে বায়নার সঙ্গে যা সম্পর্কিত তা প্রযোজ্য হয় যদি কিছু অর্থ বায়না হিসাবে দেওয়া হয়।

(খ) কোবালার পূর্বে ক্রেতা দেয় অর্থ দুটো উদ্দেশ্য পূরণ করে— (১) যা জমা দেওয়া হচ্ছে তা ক্রয়মূল্যের অংশ হিসাবে যায়।

(২) চুক্তিটির সম্পাদনের জন্য এটা হয় জামিনস্বরূপ। পরবর্তী ক্ষেত্রে এটা বায়না। পূববর্তী ক্ষেত্রে এটা কিস্তি।

(গ) এই পার্থক্য হয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ যদি কোনও অধিকার বা ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব থাকে বা না থাকে, তাহলেও তা নির্ভর করবে মূল্যপ্রদান কিস্তি বা বায়নায় হয়েছে কিনা তার ওপর।

(১) যদি এটা বায়না হয়—কোনও তত্ত্বাবধানের দরকার নেই (এক্ষেত্র ছাড়া যেখানে ক্রেতা প্রমাণ করেন যে তিনি গ্রহণের সময় সঠিক উপায় স্বীকার করেছিলেন)। বায়না পুরোপুরি নষ্ট হয় এবং এর তত্ত্বাবধান বা ব্যক্তিগত দায়দায়িত্বের প্রয়োজন নেই।

(২) যদি এটা অংশত মূল্যপ্রদান হয়—তত্ত্বাবধানের দরকার হয় যদি না বিক্রেতা দেখান যে ক্রেতা ক্রয়ের সময় সঠিকভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেননি। অংশত মূল্যপ্রদান পুরোপুরি নষ্ট হয় না। এটা বিক্রেতার ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব হিসাবে থাকে।

(ঘ) এটা অংশ মূল্যপ্রদান বা বায়না যাই হোক না কেন এটা অভিপ্রায় বা চুক্তির বিষয়।

৭. ক্রেতার তত্ত্বাবধান বিক্রেতার বিরুদ্ধে বলবত করা যায় এবং সব লোকেরাই তাঁর কাছে দাবি করে।

৮. (ক) ক্রেতা তাঁর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব হারান ঃ—

(১) তাঁর নিজের পরবর্তী ত্রুটির দ্বারা।

(২) সম্পত্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুচিত উপায়ে কিছু অস্বীকার করলে তার দ্বারা।

(খ) বায়নার অর্থ—বায়নার দুটি উদ্দেশ্য এইরকম—

(১) ক্রয়মূল্যের অংশ হিসাবে এটা যায়।

(২) এটা হয় চুক্তি সম্পাদনের জন্য জামিন। এটা ক্রমূল্যের অংশ যদি চুক্তি

সম্পাদিত হয়। ক্রেতার দোষ বা অকৃতকার্যতার ফলে যদি চুক্তি সম্পাদিত না হয় তাহলে এটা বাজেয়াপ্ত হয়।

ii. কোবালার পর

১. ধারা ৫৫ (৬) (ক)—বৃদ্ধির দাবি করা।

১. এটা এরূপ হওয়া উচিত কারণ কোবালার পর তিনিই মালিক।

বোঝামুক্ত বিক্রি

১. যতদূর সম্ভব বিক্রি বোঝামুক্ত হওয়া উচিত। বিক্রির পূর্বে চুক্তি বোঝামুক্ত হবে, টি. পি. আইন অনুযায়ী দুটি ধারা এটাকে সম্ভব করে। এগুলি হল ধারা ৫৬ ও ধারা ৫৭.

ভাগ ১

বন্ধকের প্রকৃতি

I. সংজ্ঞা

১. ধারা ৫৮ ব্যাখ্যা করে বন্ধক কী। ধারাটি অনুযায়ী, বন্ধক সম্পাদনের তিনটি উপাদান ঃ—

(ক) সুদের হস্তান্তর।

(খ) নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি।

(গ) ঋণপ্রদান করে আগাম অর্থ পাওয়ার উদ্দেশ্য নিশ্চিত করা।

II. এই উপাদানগুলির ব্যাখ্যা।

(ক) স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকের দরকারি উপাদান নয় —

(১) ব্রিটিশ আইনে, সব ধরনের সম্পত্তি, ব্যক্তিগত বা স্থাবর, বন্ধকের বিষয় হতে পারে। স্থাবর সম্পত্তি হতে পারে পদার্থ সম্বন্ধীয় বা অপদার্থ সম্বন্ধীয় এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে অধিকার বা কাজ। সম্পত্তি হতে পারে সম্পূর্ণ বা সীমাবদ্ধ যা হল জীবনের জন্য। এটা আইনি বা পক্ষপাতশূন্য। শুধুমাত্র যে কোনও সম্পত্তিই বন্ধকের বিষয় হতে পারে না, বন্ধকের কোনও উদ্দেশ্য থাকা চাই, এই স্বার্থ স্থায়ী, প্রত্যাশাময় বা সম্ভাব্য হয়।

(২) বন্ধকের সঙ্গে সম্পর্কিত যে সব স্থাবর সম্পত্তি সেই সব সম্পত্তির হস্তান্তর

হয়। এটা এরকম ধারণার সৃষ্টি করে যে আইন অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধক মানে না। এটা একটা ভুল ধারণা। সম্পত্তি হস্তান্তরের আইন কেবল ব্যাখ্যা করে এবং সংশোধন করে সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত আইনের। এটা আইনটিকে দৃঢ় করে না। অতএব এটা বন্ধকের সঙ্গে সম্পর্কিত সম্পূর্ণ বা সমগ্র আইন নয়।

(৩) অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধক ভারতে স্বীকৃত।

৯ কলি. ডব্লিউ. এন. ১৪ ঃ ৮ বোম্বাই এস. আর ৩৪৪

(৪) আইন যার দ্বারা অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধক পরিচালিত হয়।

সম্পত্তি হস্তান্তরের আইন কোনও শর্ত তৈরি করে না। ভারতীয় চুক্তি আইনটি কোনও শর্ত তৈরি করে না। সুতরাং ব্রিটিশ আইনের শর্তসমূহ ঐসব বন্ধকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৩৪ কলি. ২২৩ (২২৮) ঃ ২৭ বোম্বাই. এস. আর ১৪৪৯

(৫) অস্থাবর সম্পত্তির বন্ধক লেখা ছাড়াও কার্যকর হতে পারে।

(৬) নিলামযোগ্য দাবির বন্ধক—লেখায়—যদিও অস্থাবর ধারা ১৩০ টি. পি.র কারণে—৩৭ বোম্বাই ১৯৮. (পি. সি.) বিমার অগ্রিম জমা।

(খ) সুদের হস্তান্তর

১. এর অর্থ হল কিছু অধিকারের হস্তান্তর যা বন্ধকদাতার সঙ্গে সম্পর্কিত সম্পত্তির কারণে।

২. মালিকানার মধ্যে নিহিত থাকে একগুচ্ছ অধিকার, দখল করার অধিকার, ভোগের অধিকার, বিক্রি ইত্যাদি।

৩. যদি এর মধ্যে একটা অধিকারও হস্তান্তরিত হয় তা যথেষ্ট। হস্তান্তরিত অধিকারটিকে বদলানো যেতে পারে ঃ—

(ক) এটা বিক্রির অধিকার হতে পারে।

(খ) এটা ভোগের অধিকার হতে পারে।

(গ) এটা দখল করার অধিকার হতে পারে।

৪. হস্তান্তরিত অধিকারের প্রকৃতির গুরুত্ব নেই যতক্ষণ না কিছু অধিকার হস্তান্তরিত হয়।

III. উদ্দেশ্যটি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে অগ্রিম অর্থ প্রদানে

১. সুদের হস্তান্তর হয় নিরাপত্তার দ্বারা। নিরাপত্তার ধারণা দুটি জিনিসের সঙ্গে জড়িত। ঋণ বা আর্থিক দায়দায়িত্ব থাকা উচিত এবং দ্বিতীয়ত ঐ দায়দায়িত্ব সামলানোর জন্য কিছু সম্পত্তি জামিন থাকা উচিত।

২. হস্তান্তরের উদ্দেশ্য ঋণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। হস্তান্তর যা কিনা ঋণের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে তা হস্তান্তরের থেকে পৃথক করা উচিত, যার উদ্দেশ্য হয় ঋণ মুক্ত করা।

২৫ এলাহাবাদ. ১১৫-৩০ আই. এ. ৫৪

১১ বোম্বাই. ৪৬২

৩. হস্তান্তরিত অধিকার নিশ্চিতভাবে একজন ব্যক্তিকে ঋণমুক্ত হতে সাহায্য করবে। হস্তান্তরটি ঋণ নিঃশেষ করতে সাহায্য করবে না। যদি হস্তান্তরের ফলে ঋণ নিঃশেষিত হয় তাহলে বন্ধক থাকবে না।

ব্যাখ্যা —

১১ বোম্বাই. ৪৬২ আব্দুল ভাই বনাম কাশী—

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে, এ ১৫০ টাকা বি কে দেয় এক লেখা বলে যাকে বলা হয় কর্জরোলা (বা ঋণপত্র)। এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে বি এক নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি কুড়ি বছর ধরে ভোগ করতে পারবে যা বি-এর ছিল; অবশেষে জমিটি এ-র কাছে যাবে সমস্ত প্রধান দাবি বা সুদ ছাড়া।

অধিকার, বন্ধক নয়।

২৫ এলাহাবাদ. ১১৫.

বন্ধককে হস্তান্তরের অন্য সব প্রণালীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল

বন্ধক এবং বিক্রি

১. ধারা ৫৪-য় বিক্রির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে—এটা হয় দামের বিনিময়ে মালিকানার হস্তান্তর। মূল্য ধার নয় এবং হস্তান্তর অংশের হস্তান্তর নয় কিন্তু মালিকানার পূর্ণ হস্তান্তর।

২. বন্ধকে, অর্থ ধার হিসাবে দেওয়া হয় এবং হস্তান্তর অংশের হস্তান্তর মাত্র।

৩. বিক্রির চুক্তিভঙ্গের, অধিকার হয় বিক্রেতার অধিকার এবং ক্রেতার যখন চুক্তি হয় বন্ধকের চুক্তি অধিকারগুলি হয় বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতার।

৪. বিক্রিতে, সম্পত্তি পুরোপুরি হস্তান্তরিত হয়। বন্ধকে, সম্পত্তি নিরাপত্তার কাজে লাগে ঋণ পরিশোধের জন্য।

বন্ধক এবং অন্যান্য নিদর্শনপত্র

১. চার ধরনের নিদর্শনপত্র আছে (১) বন্ধক, (২) চুক্তি, (৩) পূর্বস্বত্ব ও (৪) ধার বা মূল্য।

অন্যান্য নিদর্শনপত্র ও বন্ধকের মধ্যে পার্থক্য হয় গুরুত্বপূর্ণ।

১. বন্ধক এবং জামিন

ঋণের অর্থ প্রদানের জন্য ভাল জামিনের নিরাপত্তা বা প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকে বলা হয় জামিন—ধারা ১৭২ ভারতীয় চুক্তি আইন।

২. বন্ধকে সম্পত্তির সাধারণ মালিকানা বন্ধকগ্রহীতার হাতে যায় এবং বন্ধকদাতার শুধু অধিকার থাকে বন্ধক উদ্ধার করার। চুক্তিতে শুধুমাত্র 'এক সংস্কৃত ও বিশেষ সম্পত্তি' বন্ধকগ্রহীতার কাছে যায়, সাধারণ মালিকানা থাকে বন্ধকদাতার হাতে।

৩. সম্পত্তির অধিকারের হস্তান্তরে বন্ধকগ্রহীতার সঙ্গে চুক্তি প্রয়োজনীয়। কিন্তু বন্ধকে অধিকারের হস্তান্তর প্রয়োজনীয় নয়।

৪. সম্পত্তিটি যা একবার চুক্তির আওতায় এসেছে তা দ্বিতীয়বার চুক্তির অধীন হতে পারে না। কারণ, দ্বিতীয় বন্ধক গ্রহীতার কাছে অধিকার মেনে নেওয়া যায় না, আবার যখন সম্পত্তি যা একজনের কাছে একবার বন্ধক দেওয়া হয় তা আবার অন্য ব্যক্তির কাছেও বন্ধক দেওয়া যায়।

৫. চুক্তি সম্পাদন করা যেতে পারে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর, বন্ধক ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে স্থাবর সম্পত্তিরও হয়।

বন্ধক এবং পূর্বস্বত্ব সমূহ

১. পূর্বস্বত্ব হল এক ধরনের নিরাপত্তা যা আইনের দ্বারা সংগঠিত। পূর্বস্বত্ব এক ধরনের আইনসৃষ্ট অধিকার এবং চুক্তি বলে অন্যের সম্পত্তির অধিকার ধরে রাখে না যে পর্যন্ত না কিছু দাবি পূর্ণ করা হয়।

২. পূর্বস্বত্বের বিষয়ে আইন ছড়িয়েছিটিয়ে আছে ব্যবস্থাপক সভার লিখিত

আইনগুলিতে। যেগুলি হল কন্ট্রাক্ট আইন ধারা ১৭০—সাধারণ—১৭১—মহাজনরা ব্যবহারজীবীরা ইত্যাদি। ২২১—প্রতিনিধির পূর্বস্বত্ব। জিনিস পত্রের বিক্রয় ৪৭, মালিকের বাকি পূর্বস্বত্ব। টি. পি. ৫৫৪ ঃ ৫৫ (৬) বিক্রেতা ও ক্রেতার পূর্বস্বত্ব।

৩. পূর্বস্বত্ব কোনও সাধারণ মালিকানার সৃষ্টি করে না বন্ধকের মতো। এমনকী চুক্তিতে সংস্কৃত সম্পত্তি যেমন, তেমনও নয়—শুধু অধিকার সম্পত্তি ধরে রাখার।

৪. বন্ধকগ্রহীতা এবং চুক্তি যাঁর সঙ্গে করা হয় তিনি বিক্রির অধিকারী কিন্তু পূর্বস্বত্ব যিনি করেন তিনি তা নন।

বন্ধক এবং তত্ত্বাবধান

১. ধারা ১০-য় তত্ত্বাবধানের ব্যাখ্যা আছে। তত্ত্বাবধানে দুটি উপাদান আছে।

(১) আর্থিক দায়দায়িত্ব।

(২) স্থাবর সম্পত্তির নিরপত্তা আছে আর্থিক দায়দায়িত্ব মুক্ত করার জন্য।

২. বন্ধকে তিনটি উপাদান আছে —

(ক) আর্থিক দায়িত্ব।

(খ) স্থাবর সম্পত্তির নিরাপত্তা আছে আর্থিক দায়দায়িত্ব মুক্ত করার জন্য।

(গ) ওই সম্পত্তির সুদের হস্তান্তর সম্ভব উত্তমর্ণের পক্ষে।

৩. তত্ত্বাবধানে সুদের হস্তান্তর হয় না। এটাই একমাত্র দায়িত্ব।

৩৫, কলি. ৮৩৭ (৮৪৪); ১৩লা. ৬৬০ টি. বি.

৩৫, কলি. ৯৮৫

৪. বন্ধক এবং তত্ত্বাবধানের মধ্যে পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ।

১. বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতার কাছ থেকে বন্ধক নেওয়া সম্পত্তি যে-কোনও যার কাছে কোনও কিছু করা হয় তাকে হস্তান্তর দিতে পারে। যখন তত্ত্বাবধান বলবত হয় শুধুমাত্র যাঁর কাছে কোনও কিছু হস্তান্তর করা হয় তাঁর নোটিস দ্বারা।

৩৩, কলি. ৯৮৫

বিভিন্ন শ্রেণীর বন্ধক

১. ছ'প্রকারের বন্ধক আছে —

(ক) সাধারণ বন্ধক।

(খ) শর্তাধীন বিক্রয়ের দ্বারা বন্ধক।

(গ) ফলভোগাধিকারী বন্ধক।

(ঘ) ব্রিটিশ বন্ধক।

(ঙ) পক্ষপাতশূন্য বন্ধক।

(চ) ব্যতিক্রান্ত বন্ধক।

২. বিভিন্ন শ্রেণীর বন্ধকের বৈশিষ্ট্য।

I সাধারণ বন্ধক

১. সাধারণ বন্ধকে দুটি জিনিস জড়িত —

(ক) এক ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা, প্রকাশ করা বা ফলস্বরূপ আসা যা পরিশোধ করা।

(খ) সম্পত্তির ক্ষেত্রে অধিকারের হস্তান্তরের অর্থ বিক্রি করে দেওয়া।

ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা

১. যখন এক ব্যক্তি ঋণগ্রহণ করে, তখন ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা থাকে তা পরিশোধের, যদি না সেখানে থেকে যাকে কোনও চুক্তি যার কোনও নির্দিষ্ট সঞ্চিত ভান্ডার থেকে তা পরিশোধিত হবে।

১০ কলি. ৭৪০; ২২, কলি. ৪৩৪; ১৬ কলি. ৫৪০; ১৩ মাদ্রাজ. ১৯২;

১৫ মাদ্রাজ. ৩০৪; ২৭ মাদ্রাজ. ৫২৬, ৮৬.

১. ঋণ নিশ্চিত বা অনিশ্চিত হতে পারে।

২. প্রত্যেক অনিশ্চিত ঋণের সঙ্গে পরিশোধের ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা জড়িত থাকে। ৪৪, আই. এ. ৮৭

৩. যেখানে চুক্তি থাকে যে নির্দিষ্ট সঞ্চিত ভান্ডার থেকে ঋণ পরিশোধ করা হবে শুধুমাত্র সেখানেই ঋণ পরিশোধের ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা থাকে না।

উদাহরণ ঃ ১০ কলি.৭৪০;২২ কলি. ৪৩৪;১৬ কলি. ৫৪০;১৩ মাদ্রাজ. ১৯২

১৫ মাদ্রাজ. ৩০৪; ২৭ মাদ্রাজ. ৫২৬ ঃ ৮৬.

৪. যদি কোনও ঋণ, যার নিরাপত্তা আছে তা পরিশোধে ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা জড়িত এবং তা হয় ব্যাখ্যার প্রশ্ন। দুই প্রস্তাবকে ব্যাখ্যা করা যায় ওই আইনের মতো —

(ক) শুধু ঘটনার দ্বারা ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব অপসারিত করা যায় না, বলা যায় যে সুদসহ ঋণ পরিশোধের নিরাপত্তাও দিতে হয়।

(খ) নিরাপত্তার প্রকৃতি এবং শর্তসমূহ ঋণাত্মক হতে পারে যে-কোনও ঋণগ্রহীতার ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার কাছে।

৫. সাধারণ বন্ধকে, ঋণের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকে। ঋণটি হল নিশ্চিত ঋণ। কিন্তু নিরাপত্তার প্রকৃতি ও শর্তগুলি ঋণাত্মক হবে না বন্ধকদাতার ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার কাছে। ঋণ পরিশোধের ব্যক্তিগত চুক্তি ফলস্বরূপ আসে এবং এটা হয় প্রত্যেক সাধারণ বন্ধকের প্রয়োজনীয় অংশ।

উদাহরণ—২২ এলাহাবাদ. ১৫৮(১৬৪)= ৪৬ = আই. এ. ২২৮; ৫২ এলাহাবাদ. ৯০১

II সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকার

১. এটা হল অধিকারের নিয়ন্ত্রণ যদিও এটা শুধুমাত্র ন্যায়ালয়ের মধ্যস্থতায় বলবত হয়, কথায় বলতে গেলে 'বিক্রির কারণ' দেখায়।

২. এই অধিকারের হস্তান্তর বর্ণিত হবে বা এটা ফলস্বরূপ আসবে।

(ii) শর্তমূলক বিক্রির দ্বারা বন্ধক

১. বৈশিষ্ট্যগুলি —

(১) বিক্রির দ্বারা হস্তান্তর। এটা হল মালিকানার হস্তান্তর।

(২) শর্তমূলক বিক্রিতে বিক্রি এবং বন্ধকের পার্থক্য হল এই যে বিক্রিতে হস্তান্তর হয় সম্পূর্ণরূপে যখন বন্ধকে শর্তমূলক বিক্রির দ্বারা তা হয়, এটা সম্পূর্ণরূপে হয় না কিন্তু এটা শর্তাধীন বিষয়।

(৩) শর্তটি তিনটি আকার নিতে পারে —

(ক) নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে বন্ধকী অর্থ দিতে ব্যর্থ হলে, বিক্রি সুনিশ্চিত করা হবে।

(খ) ওই ঋণ পরিশোধিত হলে, বিক্রি বাতিল হবে।

(গ) ওই পরিশোধের পর ক্রেতা বিক্রেতাকে তা হস্তান্তর করবে।

২. শর্তমূলক বিক্রির দ্বারা বন্ধক এবং পুনক্রয়ের শর্তসহ বিক্রির মধ্যে সাদৃশ্য আছে। উভয় ক্ষেত্রেই পুনর্বার সম্পত্তির হস্তান্তরের অধিকার থাকে —

(১) কিন্তু তারা শর্তগুলির প্রকৃতির চেয়ে আলাদা যার ওপর পুনর্বার সম্পত্তির হস্তান্তরের প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা যেতে পারে।

(২) যদি পুনঃক্রয়ের শর্তসহ বিক্রি হয় এটা তাহলে —

(ক) অধিকারটি ব্যক্তিগত এবং হস্তান্তর করা যাবে না।

(খ) প্রকৃত সম্মতিসাপেক্ষে অধিকারটি বলবত করা যেতে পারে পুনঃক্রয়ের শর্তসহ শর্তগুলি নির্দেশ করে দেওয়া হবে।

উদাহরণগুলি— ১০ কলি. ৩০; ৬ এলাহাবাদ. ৩৭; ২১ বোম্বাই. ৫২৮.

(৩) যদি এটা শর্তমূলক বিক্রির দ্বারা বন্ধক হয় তাহলে —

(ক) পুনর্বার সম্পত্তির হস্তান্তরের অধিকার ব্যক্তিগত নয় কিন্তু এটা হয় একটি চুক্তির অধিকার এবং যার কাছে হস্তান্তরিত করা হয়েছে তার দ্বারা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(খ) উপাদান হিসাবে সময়কে ব্যবহার করা যাবে না।

৩. পুনঃক্রয়ের শর্তসহ বিক্রি এবং শর্তমূলক বিক্রির দ্বারা বন্ধকের পার্থক্য কী?

(১) শর্তমূলক বিক্রির দ্বারা বন্ধক, গঠনটিকে বাধা না দিয়ে সম্পাদন করায় বাকি থাকে ধার করা এবং ধার দেওয়া এই দুই কাজের সম্পাদন। জমির হস্তান্তর, যদিও এটা এক ধরনের বিক্রি আসলে এটা হল এক ধরনের নিরাপত্তার দ্বারা হস্তান্তর।

(২) পুনঃক্রয়ের শর্তসহ বিক্রি সম্পাদন, ধার করা এবং ধার দেওয়া এই বিন্যাসের সম্পাদন নয়। এটা সুদের হস্তান্তর নয়। এটা হয় সব অধিকারের হস্তান্তর। এটা নিরাপত্তার দ্বারা হস্তান্তর নয়। এটা হয় সম্পূর্ণ হস্তান্তর শুধু পুনঃক্রয়ের ব্যক্তিগত অধিকার সুনিশ্চিত থাকে।

কোনও পরীক্ষার দ্বারা নিশ্চিত হওয়া যায় যে সম্পাদনের কাজটি বন্ধক কি না

(১) নির্দিষ্ট শব্দাবলী বা কোবালার গঠন প্রয়োজনীয় নয় বন্ধক দেওয়ার ক্ষেত্রে।

সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী, কিছু আপত্তিকর বিষয় আছে, সেখানে সম্পত্তির হস্তান্তর হয় মূলত অভিপ্রেত অর্থের নিরাপত্তা হিসাবে, এটা হয় একটা বন্ধক এবং যেখানে এটা মূলত অভিপ্রেত নয়, সুতরাং এটা বন্ধক নয়।

(২) এটা দলগুলির দ্বারা দেয় চুক্তির নাম নয় যা কাজ সম্পাদনের প্রকৃতির সীমা নির্দ্ধারণ করে। একটি দলিল তৈরি হবে বিক্রি হিসাবে যদিও দলগুলির দ্বারা এটাকে বন্ধক বলা হয়। **২ বোম্বাই. ১১৩.**

(৩) এটা এর দ্বারা গঠন করা অধিক্ষেত্রিক সম্পর্ক যা এই কাজকারবার বন্ধক কি না তা নির্দ্ধারণ করে। **২ বোম্বাই. ৪৬২.**

৪. দলগুলির উদ্দেশ্য কী ছিল তা কেমন করে খোঁজা যায়?

এটা খুঁজে বার করা যে তাঁরা আগাম অর্থ কীভাবে নিতেন?

যদি তাঁরা এটাকে ঋণ হিসাবে নিতেন, তাহলে এটা বন্ধক।

ন্যায়ালয়ের দ্বারা গৃহীত নির্ণায়কগুলি —

(ক) ঋণের স্থায়িত্ব।

(খ) পুনঃপরিশোধের সীমা, অল্প সময়সীমা বিক্রির নির্দেশক এবং দীর্ঘ সময় বন্ধকের।

(গ) অধিকারে বন্ধকদাতার অবস্থিতি নির্দেশ করে যে এটা বন্ধক।

(ঘ) আসল দামের চেয়ে কম দাম নির্দেশ করে যে এটা বন্ধক।

এই পরীক্ষাগুলির প্রয়োগে, ন্যায়ালয়গুলি ভারাপর্ণ করে নিশ্চিত দলের ওপর, ফলে কৃত্রিম দলিলই ছিল বন্ধক এবং যেখানে মতদ্বৈধতা থাকে সেখানে বন্ধকের গঠনের ওপর নির্ভর করতে হবে।

৫. সংকল্পের মৌখিক প্রমাণ কি স্বীকার্য?

(ক) ভারতীয় সাক্ষ্য আইন (ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট) বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে, মৌখিক প্রমাণ এবং অন্যান্য উপকরণ এই সংকল্প প্রমাণের ক্ষেত্রে পুরোপুরি গৃহীত হত। কিন্তু প্রিভি কাউন্সিল দ্বারা এই প্রচলিত রীতি রদ করা হয়েছিল।

(খ) ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হওয়ার পর, এই প্রশ্ন ধারা ৯২ দ্বারা দমন করা হয়।

(গ) ধারা ৯২ মৌখিক প্রমাণকে বাদ দেয় লিখিত দলিলের বিরুদ্ধ হওয়ায়। ভারতীয় ন্যায়ালয়গুলি, তথাপি লিঙ্কন বনাম রাইটের (১৮৫৯) প্রভুত্বে ৪ দ্য জি. এন্ড জে. ১৬ উপস্থাপন করেছিল আইনগুলির এবং দলগুলির আচরণে দেখানো হয় যে, একটি দলিল যা বুঝিয়েছিল সুনিশ্চিত কোবালাটিকে যা বন্ধকরূপে চালানোর অভিপ্রায় ছিল।

(ঘ) ১৮৯৯-এ প্রিভি কাউন্সিল বালকিষেণ বনাম লেগ-এর ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে মীমাংসা করেছিল = ২২ অল. ১৪৯ = ২৭ আই. এ. ৫৮. যে লিঙ্কন বনাম রাইটের নিয়ম ভারতে প্রয়োগ করা যাবে না।

(ঙ) ফল হয় এই যে, দলগুলির অভিপ্রায় নিরূপণ করার ব্যাপারে ন্যায়ালয়গুলি নিশ্চিতভাবে দলিলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।

দলগুলি যা বুঝিয়েছিল তা প্রশ্ন নয়, কিন্তু এই শব্দগুলির অর্থ কী যা তাঁরা ব্যবহার করেছিল।

শর্তটির গুরুত্ব

১. শর্তটি সেই দলিলে অর্ন্তভুক্ত করা উচিত।

উল্লেখ্য বিষয়গুলি—

১. প্রশ্নটি নিষ্পত্তি করার অর্থ যদি অন্য দলিলে শর্তটি থাকে তাহলে ন্যায়ালয় নিস্পত্তির অভিপ্রায় নিয়ে বিবেচনা করতে পারবে না।

২. কিন্তু, যদি, এটা সেই দলিলে ছিল তাহলে এটা শর্তমূলক বিক্রির দ্বারা বন্ধক এবং পুনঃক্রয়ের শর্তসহ বিক্রি নয়।

৩. গঠনের প্রশ্ন থেকেই যায়।

(iii) ফলভোগাধিকারী বন্ধক

১. বৈশিষ্ট্যগুলি —

(ক) অধিকারের হস্তান্তর বা অঙ্গীকার অধিকার হস্তান্তরের।

(খ) বন্ধকী অর্থ না দেওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ অধিকার ধরে রাখবে।

(গ) কর্তৃপক্ষ ভাড়া এবং লাভ নেবে এবং সুদ বা বন্ধকী অর্থ দেওয়ার ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করবে।

উল্লেখ্য — ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা নেই পরিশোধের ক্ষেত্রে।

(iv) ব্রিটিশ বন্ধক

১. বৈশিষ্ট্যগুলি —

(ক) বন্ধকদাতার ব্যক্তিগত দায় রয়েছে নির্দিষ্ট দিনে ঋণ পরিশোধের।

(খ) বন্ধকগ্রহীতার হস্তান্তর হয় সুনিশ্চিত।

(গ) হস্তান্তরটি হয় শর্তাধীন যে বন্ধকগ্রহীতা ঋণ পরিশোধের পর সম্পত্তি পুনঃসমর্পণ করবে।

২. এটা শর্তমূলক বন্ধকের অনুরূপ।

পার্থক্য —

(ক) ব্রিটিশ বন্ধকে বিক্রি হয় সুনিশ্চিত যখন শর্তমূলক বিক্রির দ্বারা বন্ধকে বিক্রি হয় কৃত্রিম।

প্রশ্ন— যদি বিক্রি সুনিশ্চিত হয় তাহলে এটা বন্ধক হয় কী করে? এটা মনে হয় যে বন্ধকের সংজ্ঞা নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে যা হয় সুদের হস্তান্তর।

প্রচলিত রীতিতে তফাতের অর্থ এই যে, ব্রিটিশ বন্ধকে, বন্ধকগ্রহীতা তৎক্ষণাৎ অধিকার পায়। যখন শর্তমূলক বিক্রির দ্বারা বন্ধকে স্বত্ব গ্রহণের অধিকার নির্ভর করে বন্ধকের শর্তগুলির ওপর।

(২) ব্রিটিশ বন্ধকে, ব্যক্তিগত দায় থাকে ঋণ পরিশোধের। শর্তাধীন বন্ধকে এরকম কোনও অধিকার নেই।

বন্ধকের আবশ্যকতা দলিল জমা দেওয়ার দ্বারা

I. ঋণ

১. ঋণের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া হয়েছিল বর্তমানে যে পরিমাণ অর্থ বাকি যদিও তা ভবিষ্যতে দেয় এবং পুনরায় লাভ করা যাবে মামলার দ্বারা — (১৯২২) ২ কে. বি. ৫৯৯ (৬১৭).

দ্রষ্টব্য — লিখিত আইন দ্বারা দেয় ঋণ এবং চুক্তির দ্বারা দেয় —

ঋণ — (১৯২২) ২ কে. বি. ৩৭. পুনর্লভ্য অর্থ প্রত্যর্পণ করার জন্য ঋণ পরিশোধের প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন নেই যখন ঋণটি হল আইন দ্বারা নিরূপিত ঋণ।

২. ঋণটির অস্তিত্ব থেকে যেতে পারে বা ভবিষ্যৎ ঋণ হতে পারে। জমা রাশি বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ অগ্রিম হতে পারে — **৫০. আই. এ. ২৮৩; ১৭ এলাহাবাদ. ২৫২; ১৭ এলাহাবাদ. ২৫২; ২৫ কলি. ৬১১.**

৩. ঋণটি সাধারণ স্থিতি হতে পারে যা গণনা করা হবে। **২ মাদ্রাজ. ২৩৯ পি. সি.**

II. দলিলের গচ্ছিত বস্তু

(i) দলিল

১. এটা ইংলন্ডে হয়েছিল যে এটা যথেষ্ট যদি দলিলগুলি যা সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত তা বিশ্বস্তভাবে গচ্ছিত রাখা হয় বা অধিকারের উপাদানের প্রমাণ থাকে এবং তাহলে সব দলিল জমা রাখার দরকার নেই। (১৮৭২) ৮ সি. এইচ. এপিপি ১৫৫.

২. এইগুলি ভারতে অনুসৃত হয়েছিল। **৫৯ কলি. ৭৮১.**

৩. কিন্তু সি. এফ পাতা ১১ রঙ ২৩৯ এফ. বি. ঘটেছিল যে দলিলপত্র শুধু সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্কিতই হবে না কিন্তু তদন্তের পূর্বেই বা সহজবোধ্য দলিল যিনি জমা রাখেন তাঁকে দেখাতে হবে।

৪. যদি দলিলপত্রে দেখা যায় কোনও নাম বা বন্ধক নেই তাহলে কর দিতে, নকশা তৈরি করতে পারবে কিন্তু সম্পত্তির দলিল পারেন না।

৫. যদি দলিলগুলি হারিয়ে যায় প্রত্যয়িত নকল জমা দেওয়া যেতে পারে।

(ক) যদি বন্ধকের কারণে দলিল আগেই জমা দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে মৌখিক চুক্তিবলে নিরাপত্তার জন্য পরবর্তী চুক্তি করতে পারে। এটা প্রয়োজনীয় নয় যে তাঁদের তা ফেরত দিতে হবে বা পুনর্বার জমা দিতে হবে।

১৭ এলাহাবাদ. ২৫২. ২৫ কলি. ৬১১.

(iii) সংকল্প

১. সংকল্প এই যে সম্পত্তির দলিল হবে ঋণের নিরাপত্তার জন্য যা হয় কাজ-কারবারের মূল কথা।

২. প্রমাণ ছাড়া শুধু অধিকার যথেষ্ট নয়, রীতি অনুযায়ী অধিকার সৃষ্ট হয় ফলে চুক্তির অনুমান করা যায়। **২৩ আই. এ. ১০৬; ৩৮ বোম্বাই. ৩৭২.**

আই রঙ. ৫৪৫.

৩. যদি দলগুলির এটা অভিপ্রেত হয় যে আইনি বন্ধক তৈরি করা হোক এবং ওই উদ্দেশে যদি সম্পত্তির দলিল জমা দেওয়া হয়, অগ্রিম জমা পক্ষপাতশূন্য বন্ধকের সৃষ্টি করে না।

৪. কিন্তু যদিও অগ্রিম জমা আইনি বন্ধক তৈরির উদ্দেশে হয়, তবুও আশু নিরাপত্তা পাওয়ার অভিপ্রায় থাকতে পারে, এক্ষেত্রে অগ্রিম জমা পক্ষপাতশূন্য বন্ধকের সৃষ্টি করে।

৫. প্রশ্ন হল, যদি শুধু অধিকার ঋণের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় তাহলে এই সিদ্ধান্ত উঠে আসে যে এটা বন্ধক কী? বিভিন্ন মতামত আছে কিন্তু তুলনামূলকভাবে ভাল মতামতটি বোধহয় এটা যে ঋণের সঙ্গে জড়িত পাওনাদার ও ঋণীর অধিকার থেকে উঠে আসে বন্ধকের পক্ষে এক অনুমান।

(iv) স্থানিক বাধাগুলি।

১. এই ধরনের পক্ষপাতশূন্য বন্ধকগুলি মাত্র নির্দিষ্ট শহরে হতে পারে।

২. প্রশ্নটি হল, বাধা বলতে কী বোঝায়? এর অর্থ কী সেই জায়গা যেখানে দলিলগুলি প্রদান করা হয়? বা এটা কী বোঝায় না সেই জায়গাটিকে যেখানে বন্ধকী সম্পত্তি রয়েছে? এটা হয় এই যে বাধা নির্দেশ করছে সেই জায়গাকে যেখানে দলিল প্রদান করা হয় এবং বন্ধকী সম্পত্তির জায়গাকে বোঝায় না।

উদাহরণগুলি ঃ ১৪ এলাহাবাদ. ২৩৮.

২৩ আই. এ. ১০৬.

এটা প্রয়োজনীয় নয় যে সম্পত্তিটিকে নির্দেশীকৃত শহরেই হতে হবে।

(vi) সাধারণ রীতি বহির্ভূত বন্ধকগুলি

১. কোনও বন্ধক, যা নির্দেশ করা হয়েছে সেগুলি ছাড়া, যা তাকে বলা হয় সাধারণ রীতি বহির্ভূত বন্ধক। এটা হয় এক বন্ধক যার পাঁচ ধরনের পরপর করা যায় যে নামগুলি তার মধ্যে পড়ে না।

২. সাধারণ রীতি বহির্ভূত বন্ধকগুলি নানারকম রূপ পরিগ্রহ করে প্রথা বা ঋণীর খামখেয়ালের দ্বারা কয়েকটি হয় সাধারণ রীতির মিশ্রণ অন্যগুলি হয় প্রথানুযায়ী বন্ধক নির্দিষ্ট জেলায় অতি প্রচলিত এবং এই বিশেষ ঘটনাগুলি হয় স্থানীয় রীতির সঙ্গে জড়িত।

এটা কী যা বিভিন্ন ধরনের বন্ধককে পৃথক করে

এটা হয় হস্তান্তরিত অধিকারের প্রকৃতি যা বন্ধককে পৃথক করে—

(১) সাধারণ বন্ধকে, যা হস্তান্তরিত হয় তা হল বিক্রির ক্ষমতা যা হয় অধিকারের এক অঙ্গ তা মালিকানার গড় পরিপূরণ করে।

(২) ফল ভোগাধিকারী বন্ধকে যা হস্তান্তরিত হয় তাহল স্বত্বের অধিকার এবং ফলভোগাধিকারের আনন্দ।

(৩) শর্তমূলক বন্ধকে এবং ব্রিটিশ বন্ধকে, হস্তান্তরিত অধিকার হয় শর্তের অধীন মালিকানার অধিকার।

(৪) সাধারণ বন্ধকে এবং ব্রিটিশ বন্ধকে, ব্যক্তিগত দায় থাকে ঋণ পরিশোধের।

(৫) ফলভোগাধিকারী বন্ধকে এবং শর্তাধীন বিক্রির দ্বারা বন্ধকে ঋণ পরিশোধের কোনও ব্যক্তিগত দায় নেই।

সব বন্ধকে সুলভ কী,

১. বন্ধক হল নির্দিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির সুদের হস্তান্তর ঋণ পরিশোধের নিরাপত্তা হিসাবে।

২. ঋণের অস্তিত্ব হয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

৩. এটা বলা হয় যে এটা এরকম হতে পারে না কারণ শর্তমূলক বন্ধকে বা ফলভোগাধিকারী বন্ধকে ঋণ পরিশোধের ব্যক্তিগত চুক্তি হয় না।

৪. এর উত্তর হল এই, ঋণ কোনও ঋণের শেষ করতে পারে না। ঋণের জন্য প্রতিকারের কাজ থাকে না। ঋণ পরিশোধের জন্য প্রতিকারকে আলাদা করা যেতে পারে কাজ চালানো বন্ধ না করে, ঋণের জন্য কাজ চালিয়ে।

জমির সাধারণ বন্ধককে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে

(১) প্রতিজ্ঞাকে সম্মান করে যে ঋণী ঋণ পরিশোধ করে, এটা হয় একটি চুক্তি সৃষ্টি করে ব্যক্তিগত দায়দায়িত্বের।

(২) এটা কোবালাও কারণ ঋণদাতার কাছে যায় সম্পত্তির আসল অধিকার বন্ধক হিসাবে।

এই দুই দৃষ্টিকোণের বাইরে, আরও প্রশ্ন উঠে।

প্রশ্ন ১। কোন আইন দ্বারা বাইরে অবস্থিত জমির বন্ধকের বৈধতা পরিচালিত করা উচিত?

এখন এটা ঠিক যে এটা Situs (সাইটাস) আইন দ্বারা পরিচালিত করা হয়, এবং সঠিক হস্তান্তর ও শুধু কাজে পরিণত করা যেতে পারে বলে পরিকল্পিত চুক্তির মধ্যে কোনও পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন ২। নিশ্চিত ঋণের Situs (সাইটাস) কী — ঋণটি কী সেই দেশে করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে যেখানে ঋণী বাস করে বা জমিটি যেখানে নিশ্চিতরূপে রয়েছে সেই জায়গাটি?

প্রিভি কাউন্সিল বলে "এটা বলা অনাবশ্যক যে নিরাপত্তার দ্বারা রক্ষিত ঋণ সেই জায়গায়ই থাকে ঋণীর ব্যক্তিগত দায়দায়িত্বের ওপর পূর্ণ নির্ভরশীলতার সঙ্গে।"

বৈধ বন্ধকের আবশ্যকতা

এর প্রয়োজন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিবেচনা ঃ—

(ক) বাহ্য শিষ্টাচারগুলি যার সঙ্গে বন্ধককে কাজে পরিণত করা উচিত।

(খ) বন্ধকের সঠিক বিষয়বস্তু।

(গ) বন্ধক দেওয়া এবং গ্রহণ করার ক্ষমতা।

(ঘ) বন্ধক দলিলের বিষয়।

1. বাহ্য শিষ্টাচারগুলি যার সঙ্গে এটিকে কাজে পরিণত করা উচিত
ধারা ৫৯.

১. সম্পত্তির দলিল জমা রাখার দ্বারা বন্ধক ছাড়া, সব বন্ধকেই ১০০ থেকে আরও বেশি টাকা যা জামিন হিসাবে থাকে তা নিশ্চিতভাবে পরিশোধের ব্যবস্থা করে, টি. পি. আইনানুযায়ী, তা কার্যকর হবে তালিকাভুক্ত করা দলিলের দ্বারা, ঋণদাতার দ্বারা সই করা এবং কমপক্ষে দু'জন সাক্ষীর দ্বারা প্রত্যায়ন করার ফলে।

২. যেখানে জামিন ১০০ টাকার কম, বন্ধক সেখানে দলিলের দ্বারা হবে বা সাধারণ বন্ধক ছাড়া তা বন্ধকীকৃত সম্পত্তির অধিকার হস্তান্তরের দ্বারা হবে।

৩. যদি জামিন ১০০ টাকার ওপর হয় বন্ধক সম্পাদন হবে লিখিতভাবে, তার মানে এটা দলিল দ্বারা সম্পাদিত হবে এবং দলিলটি হবে —

(ক) বন্ধকদাতার দ্বারা সই করা।

(খ) দু'জন সাক্ষীর দ্বারা প্রত্যয়িত করা।

(গ) নিবন্ধীকৃত।

৪. যদি এটা ১০০ টাকার কম হয় তাহলে লিখিত দলিলের প্রয়োজন নেই। Parol (প্যারোল) চুক্তি এক্ষেত্রে যথেষ্ট —

(ক) সাধারণ বন্ধক।

(খ) শর্তমূলক বন্ধক।

(গ) ব্রিটিশ বন্ধক।

(ঘ) ফলভোগাধিকারী বন্ধক।

Parol (প্যারোল) চুক্তির সঙ্গে অধিকারের হস্তান্তর।

৫. আমরা শুধু সেই বন্ধকগুলিকে ধরব যেখানে জামিন ১০০ টাকার ওপর।

(ক) সেই সাধারণ জমাগুলির আইন ১৮৯৭। ধারা ৩ (৫২)।

১. সই করা হবে টাইপ করে বা অবিকল প্রতিরূপ দ্বারা। **২৫ কলি. ৯১১**

এরকম ব্যক্তি নামের স্ট্যাম্প তাঁর ভৃত্যকে দিতে পারেন ব্যবহারের জন্য।

২. অশিক্ষিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটা ছাপ হতে পারে। **৪১ বোম্বাই. ৩৮৪** ছুরির চিহ্ন।

৩. কিন্তু একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ছাপ দিয়ে সই করতে পারেন না। অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা সই না করা স্বীকারোক্তির অর্থ ছিল তিনি শিক্ষিত। **৩২ কলি. ৫৫০**

যে ব্যক্তি লিখতে, পড়তে পারেন না তাঁর ক্ষেত্রে সই-এর সঙ্গে চিহ্ন যোগ করা হয়।

(২) প্রত্যয়ন

১. প্রত্যয়ন — প্রত্যয়ন করার অর্থ সাক্ষ্য বহন করা, সত্য বা সঠিকত্বের শপথ করা, পরীক্ষা করা এবং সত্য প্রমাণ করা। প্রত্যায়ন মানে একটি দলিল সম্পাদনের সত্যাখ্যান বা দলিল সাক্ষীদের উপস্থিতিতে সই করার দ্বারা কার্যকর। প্রত্যায়নের সাক্ষী হন এমন একজন সাক্ষী যিনি সত্যাখ্যানের সময় সই করেন।

২. প্রশ্ন হল, দলিল সম্পাদনের সময় প্রত্যায়নের সাক্ষী উপস্থিত থাকবেন বা বন্ধকদাতার দ্বারা সম্পাদনের সময় শুধু সাক্ষীর সত্যতা স্বীকার করে নেওয়া হবে

যিনি পরবর্তীকালে তাঁর নাম সই করবেন আইনের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য প্রত্যায়নের ক্ষেত্রে?

৩. প্রিভি কাউন্সিল নির্দেশ দান করেছিল যে, দলিল সম্পাদনের সময় প্রত্যায়নের সাক্ষী উপস্থিত থাকতে বাধ্য এবং শুধু সত্যতা স্বীকার যথেষ্ট নয়।

৩৯. আই. এ. ২১৮; ৩৫ মাদ্রাজ. ৬০৭ পক্ষান্তরে যা বাতিল করে এলাহাবাদ এবং বোম্বাই মীমাংসা — **২৭ বোম্বাই. ৯১ এবং ২৬ এলাহাবাদ. ৬৯.**

পর্দানশিনদের প্রত্যয়ন

৪. একই আইন প্রযোজ্য ছিল। পর্দানশিন ভদ্রমহিলার সই হবে সাক্ষীর উপস্থিতিতে না হলে তিনি প্রত্যায়নের সাক্ষী একথা বলা যাবে না।

উদাহরণ আইন

৪৫. আই. এ. ৯৪.

একটি ১০০ টাকার ওপর বন্ধক দলিলের ক্ষেত্রে পর্দানশিন মহিলার পক্ষে তাঁর নাবালক ছেলে সই করতে পারে এবং দুজন সাক্ষীর দ্বারা প্রত্যয়িত হবে। এটা সাক্ষ্য থেকে বোধ হয়েছিল যে পর্দার পিছনে সেই মহিলাটিই ছিলেন যখন তাঁর সই করার জন্য দলিলটি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁর কাছে। সাক্ষী তাঁকে সই করতে দেখেনি কিন্তু তাঁর ছেলে পর্দার পিছন থেকে এসেছিল এবং তাঁদের বলেছিল যে এটা তাঁর মা সই করেছিলেন; তারপর তাঁরা সাক্ষী হিসাবে সই করেছিলেন —

ধারা ৫৯ টি. পি. আইন অনুযায়ী বিবেচনা করা হয়েছিল যে, এই দলিল প্রত্যয়িত ছিল না। ৪২ আই. এ. ১৬৩

বন্ধক দলিল বলতে বোঝানো হয়েছিল সে এটা সম্পাদিত হবে দু'জন পর্দানশিন মহিলার দ্বারা। এটা বোধ হয়েছিল দু'জন প্রত্যায়নের সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে যে যখন তিনি সই করেছিলেন তখন তাঁরা প্রত্যেক নির্বাহকের হাত দেখেছিলেন, যদিও তাঁরা নির্বাহকদের মুখ দেখেননি, তাঁরা তাঁদের কথা বলা শুনেছিলেন এবং গলা চিনতে পেরেছিলেন —

টি. পি. আইনানুযায়ী দলিলটি ঠিকভাবে প্রত্যয়িত হয়েছিল।

৫. এখন আইন বদলেছে এবং নির্বাহক দ্বারা তাঁর সইয়ের সত্যতা স্বীকারের

প্রত্যয়ন ভাল পদ্ধতি — ১৯২৬-এ সংশোধিত টি. পি. আইন, ধারা ও দেখতে হবে প্রত্যয়িত হওয়ার সংজ্ঞা পাওয়ার জন্য

(৩) নিবন্ধীকৃত

তাড়াতাড়ি কার্যকর করা, এটা প্রয়োজনীয় নয় যে এটার যথোচিত হস্তান্তর হওয়া উচিত বা এমনকী দলিলে সেই দলের কাছে হস্তান্তরিত হওয়া উচিত যিনি এটা সম্পাদন করেন।

Illus. (ইলাস) — একসটন বনাম স্কট. (১৮৩৩) ৬ সাইমনস ৩১.

এক নির্দিষ্ট ব্যক্তি অন্যের কাছ থেকে অর্থ নিলে তাঁর সঙ্গে কোনও কথাবার্তা ছাড়াই সেই টাকা বন্ধক হিসেবে সম্পাদিত হয়েছিল। বন্ধকদাতা অনেক বছর ধরে দলিলটি নিজের হেফাজতে রেখেছিল এবং তারপর ঋণ পরিশোধে অক্ষম হিসাবে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আলমারি থেকে ওই দলিল পাওয়া যায় তাঁর সম্পত্তির দলিলে অন্তর্ভুক্ত অবস্থায়। এটা বিতর্কিত ছিল যে এটা বাধ্যবাধকতার বন্ধক ছিল না কারণ দলিল হস্তান্তরিত হয় নি। কিন্তু বিবাদ বাতিল হয়ে গিয়েছিল, এই কারণে যে কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখানোর ছিল না যে দলিল সে মুহূর্ত থেকে সম্পাদন করা হয়েছে তা কার্যকর হয়েছে তখন থেকেই এটা সংকল্প করা ছিল না।

৬. এখানে একটা ধারণা রয়েছে বোধহয় যে যদি অন্য দলের হাতে দলিল হস্তান্তরিত হয়, এটা তখনই কাজ শুরু করবে এবং আইনি কারণে এর কাজ করানোয় দেরি সৃষ্টি করা যাবে না। কিন্তু এখন এটা প্রমাণিত যে চরিত্রটিকে দেখানোয় সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণীয় যাতে দলিল এক ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে যদিও তিনি নিজেই একজন দল এবং অপরিচিত নন। (১৮৯৭) ২ কলি. ৬০৮.

৭. যেখানে দলিল ফল হিসাবে আসে, তক্ষুণি নয়, কিন্তু কিছু শর্তের কার্যকারিতার ওপর তা Escrow (এসক্রো) নামে পরিচিত যার অর্থ হল তাড়াতাড়ি করে লেখা বা এমন কিছু লেখা যা কার্যকর হয় না যতক্ষণ না প্রথম যে শর্ত অবশ্য পূরণ করতে হবে তা সম্পাদন করে।

৮. শুধু সম্পাদন যথেষ্ট নয়। এটা সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করার অভিপ্রায় থাকা উচিত। হস্তান্তরের অর্থ এক অভিপ্রায় সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর করে দেওয়া। ওই পদ্ধতি হয় স্বাধীন হস্তান্তর বা অহস্তান্তরের পদ্ধতি।

৯. সেখানে দলিল অনুযায়ী সংকল্প করা হয়েছিল, যে কাজ সম্পাদিত হবে একজন বা মাত্র কয়েকজনের দ্বারা এবং অন্যেরা যদি প্রত্যাখ্যান করে তা সম্পূর্ণ

করতে তাহলে প্রশ্ন হল যারা এটা সম্পাদন করেছিল এটা কী তাঁদের দায়বদ্ধতা। দলগুলির একটা অভিপ্রায় থাকে প্রত্যেকের কাছ থেকে তথ্য জড়ো করার।

দলিলে গুরত্বপূর্ণ পরিবর্তন — ফলাফল

১. দলিলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করলে বন্ধকদাতার মতামত না নিয়ে এবং যিনি এর ওপর বিশ্বাস করেন তাঁর জ্ঞান এবং গোপনীয়তা অনুযায়ী এই দুই জিনিস একত্রে বিনষ্ট করে দলিলের ঈপ্সিত ফলদানের ক্ষমতাকে।

২. যদি আইন বিষয় দিয়ে পূর্ণ করার জন্য ফাঁকা জায়গা রাখা হয় তাহলে বন্ধকগ্রহীতা তা পূর্ণ করতে পারে তাঁর অধিকার বিপন্ন না করে।

(১৯০৫) ২ কলি. ৪৫৫.

৩. প্রশ্ন যা উঠে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন বিষয়ে আইনের অর্থের মধ্যে যা মতামতের বিভিন্নতাকে তুলে ধরেছিল। ১০ সি. ডব্লিউ. এন. ৭৮৮ (মুখার্জি জে.-র)

দলিলে কোনও পরিবর্তন যা আইনের ফলাফলের দিক থেকে অন্য ভাষায় বলার কারণ। তা থেকে যা এটা বলেছিল যা দলিলের আইনি অনন্যতা বা চরিত্রের পরিবর্তন করে হয় এর শর্তে না হয় দলগুলির সঙ্গে এর সম্পর্কে — এটা হয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন বা এক অদলবদল এবং এরূপ পরিবর্তন দলিলটিকে অকার্যকর করে দেবে সমস্ত দলের বিরুদ্ধে তাদের মতামত না নিয়েই।

দলিলে দলের সংযুক্তিকরণ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটায়।

তিনটি বাহ্য শিষ্টাচারের গুরুত্ব

১. তিনটি বাহ্য শিষ্টাচারের যে-কোনও একটির অনুপস্থিতি কাজ সম্পাদনের বৈধতার ক্ষেত্রে মারাত্মক। এটাই একমাত্র কথা।

২. শুধু বাহ্য শিষ্টাচারগুলি থাকলেই হবে না কিন্তু সেগুলি বৈধও থাকা চাই তার অর্থ হল আইনানুগ হওয়া।

৩. শুধু সইই থাকবে না, সই বৈধও হওয়া চাই।

৪. শুধুমাত্র প্রত্যয়নই থাকবে না কিন্তু প্রত্যয়ন বৈধ হওয়া চাই, যদি প্রত্যয়ন অবৈধ হয়, দলিলটি বন্ধক হিসাবে কাজ করবে না — তার অর্থ হল প্রত্যয়ন নির্বাহকের উপস্থিতি বা সত্যতা স্বীকার ছাড়া হয়েছে।

৫. শুধুমাত্র নিবন্ধীকরণই হবে না কিন্তু নিবন্ধীকরণ বৈধ হওয়া চাই। এরূপে

(i) যদি সম্পত্তিটি এত বেঠিকভাবে বর্ণিত হয় যে এটাকে শনাক্ত করা যাবে না — ১৮ কলি. ৫৫৬/৪. বি.

(ii) যখন পরিষদে দলিল নিবন্ধীকৃত হয় সেখানে সম্পত্তি থাকে না। ২৯ কলি. ৬৫৪.

(iii) ঠিক ব্যক্তির দ্বারা যেখানে দলিল উপস্থাপিত হয় না নিবন্ধীকরণের জন্য সেখানে বন্ধক অবৈধ। ৫৮ আই. এ. ৫৮

বাহ্য শিষ্টাচারগুলির বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য দুটি প্রশ্নও চিন্তা করা উচিত

১. দলিলের সম্পাদন কী যথেষ্ট বন্ধক কার্যকর করার জন্য?

১. এটা উল্লেখ করা খুব অল্পই প্রয়োজন যে শুধু দলিল সম্পাদনই যথেষ্ট নয় যদি না এটা অভিপ্রেত হয় বাধ্যবাধকতার চুক্তি হিসাবে কাজ করতে।

২. এটা ব্রিটিশ আইনে বর্ণিত হয়েছে সূত্রের দ্বারা যে একটি দলিল নিশ্চিতভাবে হস্তান্তর করা হবে।

৩. এটা পরিষ্কার হবে না যতক্ষণ না একজন বোঝে 'হস্তান্তরিত' বলতে কী বোঝানো হয়েছিল। দলিলের হস্তান্তরের মধ্যে কোনও হেঁয়ালি নেই যা কোনও পদ্ধতির বর্ণনা করে না কিন্তু শুধুমাত্র এটা দেখায় যে দলিলটি কাজ শুরু করবে সঙ্গে-সঙ্গে।

৪. শেফার্ড তাঁর 'টাচস্টোনে' হস্তান্তর সম্পর্কে বলেছেন যে, এটা ভাল দলিলে অবাশ্যক এবং আরও বলেছেন এটা জুরির জন্য তথ্যের প্রশ্ন।

মোকদ্দমা আইন

১. রাজ্যশাসন বিভাগ বিশেষের প্রধান কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা (১৯০৬) আই. কে. বি. ৬১৩; ৫ লখনউ. ১৫৭; ৩৭ মাদ্রাজ ৫৫.

২. রাজমুকুটের অবস্থান

১৯২০ এ. সি. ৫০৮; ১৯৩২ এ. সি. ২৮; ১৯২৯ এ. সি. ২৮৫; ৮ অ্যাপ. কেসেস ৭৬৭; ৮ এম. আই. এ. ৫০০; ১৯০৩ অ্যাপ কেসেস ৫০১.

৩. সর্বশ্রেষ্ঠত্ব

(১৭৯২) ২ ডেস. ৬০; ১৩ এম. পি. সি. সি. ২২; (১৯০৬) ওয়ান কে. বি. ৬১৩.

ব্রিটিশ ভারত = ধারা ৩ (১৭) সাধারণ দফাগুলির আইন, ১৮৯৭. পুরো ব্রিটিশ ভারত = তালিকাভুক্ত জেলাগুলি ধরে ৫২ মাদ্রাজ ১.

কোনও নতুন জয় করা অঞ্চল ব্রিটিশ ভারতের সংযোজিত অংশ — অন্‌সলে বনাম প্লোডেন **(১৮৫৬-৫৯) ১ বোম্বাই. ১৪৪.**

কিন্তু রাজার বা আইনসভার দ্বারা পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত এই আইন ধরে রাখা হয়েছিল। ১৯ বোম্বাই. ৬৮০ (৬৮৬) নিম্নলিখিত ওয়ান এম. আই. এ. ১৭৫/২৭১.

আইনগুলি যেমন স্ট্যাম্প আইন ভারতীয় আইন সভার দ্বারা চালু করা হয়েছিল তা অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল যা যদিও ব্রিটিশ ভারতের বাইরে কিন্তু ব্রিটিশ শাসনাধীন। (যেমন ব্যাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ, ভাগ করে দেওয়া জেলাগুলি; বরোদা ক্যান্টনমেন্ট মাউন্ট আবু ইত্যাদি) ধারা ৪ এবং ৫ এর ঘোষণার দ্বারা বিদেশী অধিক্ষেত্রের এবং বহিঃসমর্পণ আইনে ১৮৭৯, এবং কাউন্সিলে ভারতীয় (বিদেশী অধিক্ষেত্র) আদেশ, ১৯০২।

বন্ধক দেওয়া বা নেওয়ার ক্ষমতা

১. বন্ধক হল সম্পত্তির হস্তান্তর এবং চুক্তিও। এটা প্রয়োজনকে পূর্ণতা দেবে এভাবে সম্পত্তির বৈধ হস্তান্তরের জন্য নির্দেশ দান করার ক্ষমতা এবং বৈধ চুক্তির জন্য।

ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা সম্পত্তির বৈধ হস্তান্তরের জন্য

১. সম্পত্তির হস্তান্তরের অর্থ এক আইন যার দ্বারা একজন জীবিত ব্যক্তি সম্পত্তি সমর্পণ করে একজনকে বা আরও কিছু জীবিত ব্যক্তিকে বা নিজেকে বা নিজে এবং এক বা একাধিক জীবিত ব্যক্তিকে—ধারা ৫

২. বন্ধক হল সম্পত্তির হস্তান্তরের আইন, আইনে দলগুলিকে জীবিত ব্যক্তিদের হতে হবে।

৩. যখন এটা বলা হয় যে উভয় ব্যক্তিই জীবিত হবে এটা স্পষ্ট যে অভিপ্রায় হল দুটি বৈশিষ্ট্য তৈরি করা ঃ—

(ক) হস্তান্তর intervivos (ইন্টারভিভোস) এবং দলিলের মধ্যে।

(খ) হস্তান্তর এবং সুদের সৃষ্টির মধ্যে (ধারা ১৩, ১৪, ১৬ ও ২০)

৪. দলিল কাজ করে যে ব্যক্তি উইল করে মরে তার মৃত্যুর সময় থেকে। বন্ধক সে কারণে দলিল দ্বারা সৃষ্টি করা যায় না। এটা সৃষ্টি করবে intervivos (ইন্টারভিভোস)। দলিল কাজ করে না দুই জীবিত ব্যক্তির মধ্যে সম্পাদন কাজে।

৫. বন্ধকে সুদের হস্তান্তর হয়। ধারা ১৩, ১৪, ১৬-২০ মঞ্জুর করে ব্যক্তির স্বার্থে সুদ দেওয়া হয় হস্তান্তরের দিন থেকে এর অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু বন্ধক সুদের সৃষ্টি নয়, কিন্তু এটা হয় সুদের হস্তাতর।

জীবিত

১. জীবিত শব্দটির অর্থ কী? এর অর্থ কি এমন একজন যিনি স্বাভাবিক ভাবে মারা গেছেন বা এর অর্থ কি এই যে ব্যক্তির civil death (সিভিল ডেথ) হয়েছিল? যদিও civil death (সিভিল ডেথ) হয় স্বাভাবিক মৃত্যু হতে পারে না।

Illus (ইলাস)

সন্ন্যাসী—বৌদ্ধ

যখন একজন ব্যক্তি ধর্মীয় বৃত্তে প্রবেশ করেন, ত্যাগ করেন যাবতীয় জাগতিক কাজকর্ম, তাঁর কাজ civil death (সিভিল ডেথের)-এর সমান।

Illus. (ইলাস)

সন্ন্যাসী—মোল্লা পি. ১১৩.

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী—৭. রঙ. ৬৭৭. আই. বি.

২. একজন ব্যক্তি যিনি civilly (সিভিলি) মারা গেছেন, টি. পি. আইনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী মৃত নন।

৩. জীবিত যেভাবে সংজ্ঞা পেয়েছে ব্যাখা ৩-এ ২৯৯ ধারানুযায়ী, আই. পি. সি দেখাতে পারে যে আগে তাঁর শরীরের অংশ বিশেষ আনতে হবে। কিন্তু হিন্দু আইন অনুযায়ী সন্তান ধারণ করা সন্তান জন্মের সমান—মোল্লা পি. ৩১৯. হিন্দু আইনানুযায়ী একজন মানুষ জীবিত হলেও টি. পি আইনের উদ্দেশে তা নাও হতে পারে।

১৬ মাদ্রাজ. ৭৬; ৩৭ এলাহাবাদ. ১৬২; ৫৮ মাদ্রাজ ৮৮৬.

৪. এইরকমই আর একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয় যে আসামি। ব্রিটিশ আইনানুযায়ী একজন আসামি, চুক্তিতে প্রবেশ বা সম্পত্তির হস্তান্তর করতে পারে না, বন্ধক দ্বারা ধার করা বা নেওয়ার ক্ষমতা নেই; কিন্তু আসামির কার্যনির্বাহক আসামির সম্পত্তির যে কোনও অংশ বন্ধক দিতে পারে।

অপরাধের জন্য অধিকার চ্যুতি আইনের ৩৩ এবং ৩৪ vict. ch (ভিকট. চ্যা.) ২৩, ১৮৭০-এর ধারা ৬-এ আসামির ব্যাখা দেওয়া হয়েছে ঃ অর্থ হল কোনও ব্যক্তি যাঁর বিরুদ্ধে মৃত্যু পরোয়ানা বা ফৌজদারি আইন সম্বন্ধীয় দাসত্ব যা দেওয়া হবে যা কোনও ক্ষমতাবান বৈধ কতৃর্ত্বের ন্যায়ালয়ে নথিভুক্ত হয়ে ইংলণ্ড, ওয়েলস বা আয়রল্যাণ্ডে রাজদ্রোহ বা গুরুতর অপরাধের কারণে।

৫. ভারতে আসামিদের অবস্থা কেমন।

ব্যক্তি

১. ভারতীয় দফাগুলির আইনানুযায়ী ব্যক্তি কথাটি সংযোজন করে কোনও বণিক সমিতি বা সংস্থা বা ব্যক্তিদের সংগঠনকে সমিতিভুক্ত হতেও পারে বা নাও হতে পারে।

২. ওই শব্দ 'ব্যক্তি' সংযোজন করে 'ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকেও' যেমন এক সংস্থা ছিল দীর্ঘস্থায়ী দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু এখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে এক বিশেষ শর্ত দ্বারা যে টি. পি. আইন ১৯২৯-এর ধারা ৫ অনুযায়ী যেটা যুক্ত হয়েছিল।

৩. নিগম যার ক্ষমতা আছে জমি অধিগ্রহণ করার এবং তা রাখার, বন্ধক দেওয়ার ক্ষমতাও আছে, যে উদ্দেশ্যে এটা সৃষ্টি হয়েছিল তা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যও আছে। আইন দ্বারা সৃষ্ট নিগমের ক্ষমতা সম্মিলনের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, নিগমের উদ্দেশ্যে যেখানে ধার করা প্রয়োজন টি. পি. আইন দ্বারা তা নিষিদ্ধ নয় কারণ এটা হয় ব্যক্তি।

৪. হিন্দু আইন দ্বারা মূর্তি হয় ব্যবহার শাস্ত্রানুযায়ী ব্যক্তি যিনি সম্পত্তির অধিকারী হতে পারেন।

৩১. আই. এ. ২০৩.

কিন্তু মূর্তির স্বত্ব এবং সম্পত্তির পরিচালনের দায়িত্ব থাকে সেবায়েতদের ওপর। কিন্তু যেহেতু মালিকানা থাকে মূর্তির এবং মূর্তি ব্যবহার শাস্ত্রানুযায়ী ব্যক্তি এবং সেইজন্য জীবিত ব্যক্তি, বন্ধকে কোনও দল হতে পারে।

চুক্তির জন্য দরকার ক্ষমতা

১. এটা ধারা ৭-এ বলা হয়েছে। ধারা ৭-এর অধীনে দুটি জিনিস প্রয়োজন

(ক) চুক্তিতে ব্যক্তি হবেন যোগ্য।

(খ) ব্যক্তি হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তির স্বত্ববান হবেন বা হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবেন।

(i) চুক্তিতে যোগ্য

১. ধারা ৪ বলে যে অনুচ্ছেদ এবং শ্রেণী টি. পি. আইনের যা চুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত তা ভারতীয় চুক্তি আইনের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. চুক্তিতে কর্মদক্ষতার অর্থ হল চুক্তি আইনানুযায়ী কর্মদক্ষতা।

ধারা ১১. চুক্তিতে প্রত্যেক ব্যক্তি হয় যোগ্য যিনি আইনানুযায়ী সাবালক, যিনি সুস্থ মানসিকতার অধিকারী এবং আইন দ্বারা কখনও অযোগ্য হননি।

৩. দেউলিয়া ব্যক্তির অযোগ্যতা

একথা বলা যায় একজন দেউলিয়া ব্যক্তির ক্ষমতা সম্বন্ধে যিনি নিজে যে সম্পত্তি অধিকার করে আছেন তা নিয়ে যখন কাজকর্ম করেন। এখন এটা হয় স্থায়ী আইন যে একজন দেউলিয়া ব্যক্তি যিনি তাঁর শেষ ভারমোচন যার অধিকার পাননি, তাঁর দ্বারা গৃহীত স্থাবর সম্পত্তির ওপর বন্ধক দিতে পারেন না। **১৭ মাদ্রাজ. ২১ (কিন্তু দেখুন ৮ কলি. ৫৫৬).**

স্বত্ববান করা

১. প্রশ্ন হল স্বত্ববান করার অর্থ পূর্ণ মালিকানা না নিয়ন্ত্রিত মালিকানা।

২. একজন পূর্ণ মালিকের বন্ধক দেওয়ার ক্ষমতা আছে এবং তা স্পষ্ট। প্রশ্ন হল নিয়ন্ত্রিত মালিকের কি বন্ধক দেওয়ার ক্ষমতা আছে?

৩. প্রমাণ ব্যতিরেকে বিক্রির জন্য ব্যক্তির হাতে দেওয়া সম্পত্তি বন্ধক দেওয়ার ক্ষমতা ছাড়াই দেওয়া হয়।

এটা নির্দেশ করে দেওয়া হয় সাধারণত যে বিক্রির জন্য জিম্মা করা যা কিছু তাতে থাকে এক লক্ষ স্পষ্ট পরিবর্তনের জন্য যা বন্ধকের ক্ষমতা দেয় না।

৪. অংশীদার—অংশীদারী সম্পত্তি বন্ধক দিতে পারে অংশীদারী ঋণ নিরাপদ করায়।

৫. একজন নির্বাহক বা কার্যনির্বাহক ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন বলে হস্তান্তরের যোগ্য।

৬. হিন্দু বিধবা, যৌথ পরিবারের এক সদস্য এবং যৌথ পরিবারের কর্তা হিন্দু ধর্মীয় বৃত্তির অছি।

৭. শেষের দুটির ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয়তা আছে।

হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি

১. ব্যক্তি পূর্ণ মালিক বা আংশিক মালিক যাই হোক না কেন, বিষয়বস্তু হবে হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি।

২. হস্তান্তর যোগ্য সম্পত্তি কী?

(ক) ধারা ৬ বলে—যে-কোনও ধরনের সম্পত্তি হস্তান্তরিত হতে পারে, কেবলমাত্র এই আইন বা অন্য আইন দ্বারা চুক্তিবদ্ধ হওয়া ছাড়া। আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হলে সব সম্পত্তিই হস্তান্তরযোগ্য।

(খ) আপত্তির কারণ দুটি—

(a) শুধু ব্যক্তিগত অধিকার হস্তান্তর করা যায় না।

(b) সম্পত্তির সুদ ভোগ করার অধিকার মালিকের, ব্যক্তিগতভাবে তা হস্তান্তরিত করা যায় না।

৩. এটা দেখায় যে স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক হতে পারে। টি. পি. আইন এটা নিয়ে কাজ করে না কারণ চুক্তি এর সঙ্গে জামিনের মতো কাজ করে। এটা বন্ধ হয় না।

বন্ধক দলিলের ভিতরের বস্তু

এটা চাওয়া হয় যে বন্ধক দলিলে নির্দিষ্ট বিস্তৃত বিবরণ থাকা উচিত

১. ঋণ বা অঙ্গীকার, যা নিরাপত্তার বিষয়বস্তু, দলিলে বর্ণিত হওয়া উচিত, না হলে বন্ধকদাতা একটা ঋণের বদলে অন্যটা আনবে।

২. ঋণ পরিশোধ বা সম্পাদনের সময় দলিলে লেখা থাকবে। এক চুক্তি থাকবে যে পুরোটা দেওয়া হবে দফায় দফায়।

৩. দলিলে ঋণ পরিশোধের চুক্তি থাকবে কারণ অনেক রকমের বন্ধক আছে যেখানে কোনও ঋণের কথা ইঙ্গিতে বা ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করা নেই।

৪. সম্পত্তি যা বন্ধক দেওয়া হয় তার যথেষ্ট বর্ণনা থাকা উচিত। এটা সত্য, কোনও সম্পত্তি চেনার জন্য প্রচুর প্রমাণ থাকার গুরুত্ব স্বীকার্য সেখানে বর্ণনা হয় অনিশ্চিত না হয় বিপথগামী।

প্রঃ— ব্যক্তির সম্পত্তির ওপর বন্ধক দেওয়া যায় কি না যদি সেই সম্পত্তি ঠিকভাবে বর্ণিত না হয়? সাধারণ বন্ধক বৈধ কি না?

প্রঃ— সব সম্পত্তির ক্ষেত্রে এক সাধারণ চুক্তি যা কীনা ঋণীর আছে অন্য কোনও বৈশিষ্ট্য ছাড়া, আমাদের আইনে কি তা বন্ধক দেওয়া সম্ভব?

১. দলিল যা নিরাপত্তা রাখতে যথেষ্ট পরিমাণ শব্দ সংবলিত এবং অন্য একটি যাতে ঋণী শুধু রাজি হয়, যদি অর্থ পরিশোধিত না হয় যার কাছে কেউ বাধ্য থাকে তাঁর স্বাধীনতা থাকে ঋণ ফেরত পাওয়ার ঋণীর পুরো সম্পত্তি থেকে এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত।

পরবর্তী ঘটনায়, যদি তাঁরা একলা দাঁড়ান, যাঁর কাছে কেউ বাধ্য থাকেন তাঁকে ঋণ দাতার সাধারণ অধিকার দিতে হয়, তাঁর ঋণীর সম্পত্তির খাজনা তোলার কাজ সম্পাদনের জন্য এবং জামিন দেওয়া যাবে না।

ধরা যাক, প্রথম ভাগে ঘটনাটা পড়ল, এই ধরনের ধার নেওয়া কী ভাল বন্ধকের পক্ষে।

ভারতে, এই নিরাপত্তাগুলির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয় এই ক্ষেত্রে যে সাধারণ ঋণ অনিশ্চিত কাজ করার ক্ষেত্রে।

(১) এটা বলা হয় যে এইরূপ ঋণ হয় গির্জার অনুশাসনের বিরুদ্ধে পাপ, কারণ চুক্তিপত্র হবে নিশ্চিত এবং চুক্তি আইনের ধারা ২৯-এ বিশ্বাসকে স্থান দেওয়া হয় এবং প্রমাণ আইন ধারা ৯৩-এ ও।

(২) অস্পষ্টতা হয় বিপথে চালিত করার শর্ত। এর অর্থ হতে পারে (১) ভাষা বৈশিষ্ট্য পূর্ণ নয় যার ফলে বোঝা যায় না বা (২) সম্পত্তি যা এর সঙ্গে সম্পর্কিত তা চুক্তিতে বিশেষভাবে নির্দেশ করা নেই।

(৩) যাই হোক, অনিশ্চয়তা প্রায়ই ব্যাপ্তি যাকে বলা হত তার সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়।

এক চুক্তিরবিষয় বস্তু ব্যাপ্ত হতে পারে এবং এখনও নির্দিষ্ট। অন্য দিকে এটা হতে পারে ছোট এবং এখনও অনিশ্চিত।

যদি এক ব্যক্তি বলেন "আমি আমার সব জমিজায়গা বন্ধক দিই", এটা হয় ব্যাপ্ত কিন্তু নির্দিষ্ট।

যদি এক ব্যক্তি যাঁর অনেক বাড়ি আছে, বলে "আমি আমার একটা বাড়ি বন্ধক দেব", বর্ণনা ব্যাপ্ত নয় কিন্তু তবু অনির্দিষ্ট।

(৪) টি. পি. আইনে 'নির্দিষ্ট' শব্দটি ব্যবহৃত হয় এটাকে সাধারণ থেকে আলাদা করার জন্য এবং যতক্ষণ না সম্পত্তি দলিলে নির্দিষ্ট করা হয়, আইনে ততক্ষণ বন্ধক হতে পারে না।

(৫) যদিও আইনে বলা হয় না তবু সম্পত্তি সব সময় নির্দিষ্ট হবে যে এটা নির্দিষ্ট পথে নির্দেশ করা উচিত।

ভাগ দ্বিতীয়

বন্ধকের অধিকার এবং দায়দায়িত্ব

সূচনা

১. সম্পত্তিটি যা হয় বন্ধকের বিষয়বস্তু তা হয় বন্ধকদাতা এবং গ্রহীতার অধিকারের বিষয়।

২. দুটি প্রশ্নকে ধরা যায়—

(ক) বন্ধকদাতা এবং গ্রহীতার অধিকারগুলি কী?

(খ) ওই অধিকারগুলির প্রকৃতি কী?

অধিকারগুলির প্রকৃতি কী

১. ব্রিটিশ আইন ভাগ করে এইভাবে — বন্ধকদাতার স্বার্থকে বলা হয় পক্ষপাতশূন্য বিষয়, যখন বন্ধকগ্রহীতার স্বার্থকে বলা হয় আইনসম্মত বিষয়। ভারতীয় আইন আইনসম্মত ও পক্ষপাতশূন্য বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যকে স্বীকার করে না।

(১৮৭২) আই. এ. সাপ. ৪৭ (৭১)

৩০ আই. এ. ২৩৮

২. ট্রাস্ট আইনে এই পার্থক্য স্বীকৃত হয় না।

৫৮ আই. এ. ২৭৯

৩. উভয়েরই আইনগত অধিকার আছে—আইনসম্মত হওয়ার বিরুদ্ধে পক্ষপাতশূন্য বিষয় বলে কিছু হয় না।

২. ব্রিটিশ আইনে বন্ধকগ্রহীতা হয় মালিক যখন বন্ধকদাতার আছে শুধু পুনঃ সম্পত্তি হস্তান্তরের অধিকার আছে।

১. ভারতীয় আইনে এটা ঠিক উলটো। বন্ধকদাতা হয় মালিক এবং বন্ধকগ্রহীতার অধিকার আছে reabena (রিআবেনা)র।

বন্ধকদাতার অধিকারগুলি

১. বন্ধকদাতার অধিকারগুলি তিনটি ভাগের মধ্যে পড়ে—

১. দায়মুক্ত করার অধিকার।

২. সম্পত্তি পরিচালনার অধিকার।

৩. পুনঃহস্তান্তর করার অধিকার।

দায়মুক্ত করার অধিকার

ধারা ৬০

১. দায়মুক্ত করার অধিকার উপযুক্ত করে বন্ধকদাতা এবং বন্ধকগ্রহীতার কাছ থেকে দাবি করে তিনটি জিনিস—

(ক) বন্ধকদাতাকে বন্ধক দলিল হস্তান্তর করা।

(খ) স্বাত্বের হস্তান্তর করা যদি বন্ধকগ্রহীতা স্বত্ববান হন।

(গ) লিখিত রসিদ সম্পাদন এবং নিবন্ধীকরণ করা হবে যে অধিকার হয় দায়মুক্ত।

১. দায়মুক্ত করার অধিকার

১. ধারাটিতে এরকম কোনও শব্দাবলীর ঘোষণা করা হয় না যে চুক্তির অবর্তমানে এরূপ প্রতিকূলতা হবে।

২. মুক্তির অধিকার সেই জন্য হয় সংবিধিবদ্ধ অবস্থা যাকে কোনও শর্তেই বেঁধে রাখা যায় না, যা মুক্তিকে বাধা দেয় বা বন্ধ করে।

৪৯ আই. এ. ৬০

৩. মুক্তির ওপর বাধা হিসাবে এরকম কোনও শর্ত হয় নিরর্থক।

২. মুক্তির ওপর বাধা—বন্ধক সম্পাদনের ক্ষেত্রে গৃহীত কোনও চুক্তি বন্ধকদাতার দ্বারা মুক্তির নিবারণ করা হয় নিরর্থক —

(ক) বাধার বিরুদ্ধে আইনের মৌলিক উপকরণ হয় এই যে, ঋণ পরিশোধের জন্য বন্ধক হয় এক কোবালা নিরাপত্তা হিসাবে। কোনও কিছুই একজন মানুষকে বাধ্য করে না তাঁর নিরাপত্তা ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে।

(খ) বিক্রি এবং নিরাপত্তার মধ্যে পার্থক্য আছে। যদি বিক্রি হয় তাহলে সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার কোনও অধিকার নেই। যদি নিরাপত্তা হয়, তাহলে সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার অধিকার থাকে।

(গ) চুক্তিবলে এই অধিকার নিয়ে নেওয়া যায় না। যদি এটা হয়, এটা বাধা হিসাবে গণ্য হবে এবং বলবত হবে না।

৩. মুক্তির উপর বাধার উদাহরণগুলি —

১. নিম্নলিখিত দফাগুলি হয় মুক্তির উপর বাধা —

(ক) বন্ধকদাতার জীবদ্দশায় দায়মুক্ত।

(খ) তাঁর নিজের অর্থে দায়মুক্ত—অন্য কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া নয়।

(গ) বকেয়া ঋণের ওপর পরিশোধের দ্বারা দায়মুক্ত বা বন্ধক হয়ে যাবে বিক্রি।

(ঘ) চুক্তির ওপর দায়মুক্ত যে বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতাকে স্থায়ী লিজ অনুমোদন করবে।

২. নিম্নলিখিত দফাগুলি মুক্তির ওপর বাধা হিসাবে বিবেচিত হবে না।

(ক) দায়মুক্ত না করা যতক্ষণ না সঠিক বন্ধকগুলি দায়মুক্ত হয়।

(খ) ফলভোগাধিকারী বন্ধক দায়মুক্ত না করা যতক্ষণ না ১৫ বছরের অবসান হয়।

(গ) মুক্তির পর স্বত্ব নেওয়ার অধিকার বাতিল হয় এক বিশ্বাসযোগ্য ও প্রয়োজনীয় সময়সীমার জন্য।

৩. কী বাধা আর কী বাধা নয় তার কোনও কড়া নিয়ম নেই।

(ক) শুধু ঘটনা এই যে একটা বন্ধকের শর্তগুলি কঠিন নয়, এবং দফাটিকে বাধাস্বরূপ ধরে না।

(খ) পরীক্ষা হয়, এটা বন্ধকদাতার মুক্তির অধিকারকে কী ক্ষতির মুখোমুখি দাঁড় করায় এরূপভাবে যে মুক্তির অধিকার তাঁর আয়ত্তের বাইরে চলে যায়।

(গ) যদি দফাটি হয় বাধা, তাহলে এটা বলবত করা যাবে না যদিও এটা সম্মতি বিধান হতে পারে। মুক্তির অধিকার সম্মতির দ্বারা পরিত্যাগ করা গিয়েছিল বলা যেতে পারে না।

৪. বাধার মতবাদ মুক্তির ওপর সম্পর্কিত হয় আচরণে যা বন্ধকের সময় দলগুলির মধ্যে জায়গা নেয় যখন বন্ধকের চুক্তি আরম্ভ হয় তখন। এটা চুক্তিতে প্রয়োগ করে না যা পরে একে অপরের মধ্যে তৈরি হয়েছিল।

(ক) এর অর্থ সেই সময় ওই দলগুলি মুক্ত ছিল না যখন বন্ধকের চুক্তি হয়েছিল বন্ধক দাতার কাছ থেকে অধিকার দায়মুক্ত করার সময়।

(খ) কিন্তু পরে তাদের স্বাধীনতা আছে বন্ধকের চুক্তির শর্তগুলি পরিবর্তন করার এবং কোনও দফা যা দায়মুক্ত করার অধিকারকে বন্ধন পরায় তা বাধা হিসাবে গণ্য হবে না।

৫. বকেয়া।

(ক) পরিশোধনীয়ের থেকে আলাদা, অর্থ পরিশোধনীয় হতে পারে কিন্তু বকেয়া নয়।

(খ) বকেয়া = দাবিযোগ্য।

(গ) যদি নির্দিষ্ট দিনে এটা পরিশোধ না করা হয়, দায়মুক্ত করার অধিকার চলে যায় না। বন্ধক ধরে রাখে বন্ধককে—প্রয়োগ করা হলে মাত্র।

৬. পরিশোধ।

(ক) ঋণ পরিশোধ করা হবে সকলের কাছে যদি একের অধিক বন্ধক হয়।

(খ) পরিশোধের রীতি—ঋণদাতার কাছে আইনি পদ্ধতি বা অন্য যে কোনও মাধ্যম গ্রহণীয়।

(গ) পরিশোধের স্থান।

পুনঃক্রয় এবং বৃদ্ধিগুলি

ধারা ৬৩-এ

১. বন্ধকদাতার পুনঃক্রয়ের ওপর স্বত্ববান হন বিপরীত দিক থেকে চুক্তির অনুপস্থিতিতে বৃদ্ধিগুলির দিকে।

২. বন্ধকদাতা দায়ী থাকবে উন্নতির মূল্য দিতে যদি উন্নতি ছিল—

(ক) গন্তব্য থেকে সম্পত্তিকে রক্ষা করতে প্রয়োজন।

(খ) অপ্রতুলতা থেকে নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজন।

(গ) গণ কতৃর্ত্বের আইনি আদেশের সঙ্গে সম্মতিসহ পালন।

৩. বিপরীত দিক থেকে এটা চুক্তির বিষয়ও।

৪. ধারা ৬৩-এ নির্দেশ করে দেয় সাধারণ আইনের যে সাধারণভাবে বন্ধক উন্নতির ফলাফলের স্বাধীনতা নেয় না এবং তৎক্ষণাৎ বন্ধকদাতাকে কার্যভার দেয়। আইনটির উদ্দেশ্য হয় বন্ধকগ্রহীতাকে এক বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করা থেকে রক্ষা করা, ফলে তাঁর ঋণের পরিমাণ এমনভাবে বাড়ে যে পুনঃক্রয়ের ক্ষমতাকে অকার্যকর করে দেয়। বন্ধকগ্রহীতা মুক্তি দিতে পারেন না। তা উন্নতিগুলির দ্বারা করা অসম্ভব—এটাকে বলা হয় এক বন্ধকদাতার তাঁর সম্পত্তি ছাড়া উন্নতি।

৫. শুধু বন্ধকদাতার মতো উন্নতির তাঁকে যথেষ্ট দায়িত্ব দেয় না, যতক্ষণ না এটা সমান হয় পরিশোধের প্রতিজ্ঞা মতো। **পুনঃক্রয়ের অধিকার এবং ইজারার পুনর্নবীকরণের সুবিধা ধারা ৬৪**

ইজারার পুনর্নবীকরণ হয় এক ধরনের উত্তরাধিকার যা বন্ধক দাতার আসল উদ্দেশ্য।

১. যদি বন্ধকগ্রহীতা লাভ করেন ইজারার পুনর্নবীকরণ, বন্ধকদাতা স্বত্ববান হন পুনঃক্রয়ের ওপর পুনর্নবীকৃত ইজারার সুবিধা পেতে।

২. বিপরীত দিক থেকে এটা হয় চুক্তির বিষয়।

বন্ধকদাতার অধিকার পরিচালনার

ধারা ৬৬

১. যতক্ষণ বন্ধকদাতা স্বত্ব বা অধিকারে থাকেন তাঁর স্বাধীনতা থাকে সম্পত্তির

সাধারণ অধিকার প্রয়োগ করার এবং হিসাব ছাড়াই ভাড়া লাভ ইত্যাদি গ্রহণ করার।

২. প্রশ্ন হল বন্ধকদাতা কি নষ্ট করার যোগ্য?

৩. এটা হয় একটা ধারা যা নষ্টের মতবাদ নিয়ে কাজ করে। নষ্ট স্বেচ্ছাকৃত বা স্বীকৃত হয়। স্বেচ্ছাকৃত নষ্ট কিছু কাজ করার ফলস্বরূপ আসে যা ঝোঁকে বাড়িও তৎসংলগ্ন জমির ধ্বংসসাধনের দিকে যেমন বাড়ি ভাড়া, দৃঢ়সংলগ্ন বস্তু সরানো; বা তাদের চরিত্রের পরিবর্তন করা যেমন চারণভূমিকে কর্ষণযোগ করা বা বাড়ি ভেঙে ফেলা।

স্বীকৃত নষ্ট কর্তব্যকর্মে অবহেলা করার ফলস্বরূপ আসে ফলে বাড়ি ও তৎসংলগ্ন জমির ক্ষতি হয় যেখানে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বাড়িগুলি ধ্বংস হয়।

বাড়ি ও তৎসংলগ্ন জমির ধ্বংসসাধন দ্বারা স্বেচ্ছাকৃত নষ্ট করার ক্ষেত্রে ধ্বংস হবে ইচ্ছাকৃত বা যত্নশীল নয় এমন; এটা নষ্ট নয় যদি বাড়ি ও তৎসংলগ্ন জমি সঠিক ব্যবহারকারীদের দ্বারা ধ্বংস হয় এবং যে-কোনও ব্যবহারকারীই হন সঠিক যদি যে উদ্দেশে তা গঠিত হয়েছে সেই উদ্দেশে তা ব্যবহৃত হয় এবং যদি ব্যবহারকারীর ধরন এবং ব্যাপ্তি ঠিক হয়, সম্পত্তির প্রকৃতির অনুরূপ হয় এবং ভাড়াটে এটা সম্বন্ধে যা জানে তা—

৪. ধারা ৬৬ অনুযায়ী বন্ধকদাতা স্বীকৃত নষ্ট করার অধিকারী নয়। তিনি স্বেচ্ছাকৃত নষ্ট করার অধিকারী যা প্রত্যার্পণ করে অপ্রতুল নিরাপত্তার।

৫. নিরাপত্তা হয় অপ্রতুল যদি মূল্য হয় বকেয়া অর্থের $\frac{১}{৩}$ -এর কম এবং $\frac{১}{২}$ -এর কম যদি নিরাপত্তা হয় গৃহাদির।

বন্ধকদাতার দায়দায়িত্বগুলি

ধারা ৬৫

১. দায়দায়িত্বগুলি নির্দিষ্ট আইন দ্বারা নিরূপিত চুক্তিগুলির মধ্যে নিহিত।

২. ওইগুলি হয় জামিননামা যার ফাঁক দিয়ে বন্ধকদাতা যোগ্য গণ্য হয়।

১. সাধারণত—

(ক) অধিকারের জন্য চুক্তি।

(১) বন্ধকদাতার অধিকার থাকে সুদ হস্তান্তরে।

(২) তাঁর হস্তান্তরের অধিকার ছিল।

বিনিময় করা নিরাপত্তা

যেখানে অবিভক্ত অংশের মালিক এক সন্ধিতে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির বন্ধকগুলি তার অবিভক্ত অংশের, ব্যক্তি যিনি এগুলির নিরাপত্তার দায়িত্ব নেন তা হল এই যে বন্ধকগ্রহীতা এটাকে গ্রহণ করে এই অংশীদারদের অধিকারের বিষয় হিসাবে, ভাগ করাকে বলবত করে। সেই সূত্রে পুরো জিনিসের অবিভক্ত অংশকে ভাঙা হয় অনেকবার—১১ এ. ১০৬. বিভাগের পর অবিভক্ত অংশের জায়গায় আলাদা অংশ বন্টন করা হবে। বন্টন করা অংশের বিরুদ্ধে আইনের অভিযোগ করা হবে এবং বন্ধকীকৃত অংশের বিরুদ্ধে নয়।

* * *

(ক) স্থগিত রাখা অধিকারের চুক্তি।

(খ) সর্বজনবিদিত বকেয়া পরিশোধের চুক্তি—যদি বন্ধকগ্রহীতার স্বত্ব না থাকে।

(গ) পূর্ববর্তী ঋণ বকেয়া সহ পরিশোধের চুক্তি।

২. যখন বন্ধকীকৃত সম্পত্তি হয় পাট্টা-প্রাপ্ত।

(ক) বন্ধক শুরু হওয়ার সময় থেকে সমস্ত শর্ত মানা হবে সেই চুক্তি।

(খ) ইজারার দ্বারা সংরক্ষিত ভাড়া পরিশোধের চুক্তি যদি বন্ধকগ্রহীতা স্বত্ববান না হন।

(গ) চুক্তি সব শর্ত মানার যদি ইজারা পুনর্নবীকৃত হয়।

এইগুলি ব্যক্তিগত চুক্তি নয়, এইগুলি বন্ধকীকৃত সম্পত্তির সঙ্গে চলে এবং বন্ধকদাতার কাছ থেকে যার নিকট কোনও কিছু হস্তান্তর করা হয় তাঁর কাছে পাওয়া যেতে পারে।

* * *

বন্ধকগ্রহীতার অধিকার

১. এইগুলি দুটিভাবে বিভক্ত—

(ক) বন্ধকী অর্থ লাভ করার অধিকার।

(খ) বন্ধক অবস্থিতিতে ঠিকভাবে নিরাপত্তা বজায় রাখার অধিকার।

১. বন্ধকী অর্থ লাভ করার অধিকার।

১. এর মধ্যে নিম্নলিখিত অধিকারগুলি পড়ে—

(ক) ৬৭ নিবারণ করার অধিকার।

(খ) ৬৭/৬৯ বিক্রির অধিকার।

(গ) বন্ধকী অর্থের জন্য মামলা রুজু করার অধিকার ৬৮

(ঘ) বিক্রি এবং অর্জনের অর্থ দাবি করার অধিকার ৭৩।

২. এক মামলায় বিধানলাভ হয় যে একজন বন্ধকদাতা পুরোপুরি তার অধিকার থেকে বহিষ্কৃত হবে বন্ধকীকৃত সম্পত্তি দায়মুক্ত করায়, এটা হয় নিবারণের জন্য মামলা।

উল্লেখ্য—

১. বন্ধকী অর্থ মানে বন্ধকী অর্থের পুরোটা নয়। যদি বন্ধক পরিশোধিত হয় কিস্তিতে, এটা বন্ধকগ্রহীতার কাছে নিবারণের জন্য মামলার পথ খোলা রাখল, মূল এবং সুদের কিস্তির জন্য। **১৩ এম. এল. আই.২**

২. স্পষ্ট চুক্তির অবর্তমানে, বন্ধকদাতা বাধ্য নয় কিস্তিতে পরিশোধিত ঋণগ্রহণ করতে—**২৪ এলাহাবাদ. ৪৬১**।

৩. সুদের জন্য মামলা হয় সমর্থনীয় এমনকী মূল অর্থ বকেয়া থাকার পূর্বে ও যতক্ষণ না চুক্তি হয় তাঁকে এ থেকে বিরত করতে।

৪. তিনটি অধিকারই কোনও বন্ধকে পাওয়া যায় না।

১. অর্থের জন্য মামলার অধিকার।

ধারা ৬৮

এটা পাওয়া যাবে মাত্র সেখানে যেখানে বন্ধকদাতা নিজেকে অঙ্গীকারবদ্ধ করেন ঐ অর্থ পুনঃপরিশোধ করতে।

প্রশ্ন—যখন এটা বলা যেতে পারে যে বন্ধকদাতা ব্যক্তিগতভাবে ঋণ পরিশোধে দায়বদ্ধ?

এই বিষয়ে দুটি দৃষ্টিভঙ্গি।

(ক) এক ব্যক্তিগত চুক্তি যাই গঠন হোক না কেন সব বন্ধকেই তা ধরে নেওয়া হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, একমাত্র পার্থক্য যা উঠতে পারে তা হল ন্যায়ালয় স্পষ্ট চুক্তির অনুপস্থিতিতে, দাবি করে আরও পরিষ্কার ফলস্বরূপ আসা চুক্তি, অন্যান্য ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন হতে পারে—১৩ লা ২৫৯।

(খ) অন্য দৃষ্টিভঙ্গিটি হল যে চুক্তির প্রশ্ন তখনই উঠতে পারে যখন এটা হয় স্পষ্ট চুক্তি এই শব্দাবলী তাঁকে আইনমতে বাঁধে। এই দফা অপ্রয়োজনীয় যদি ব্যক্তিগত চুক্তি সব ক্ষেত্রে ফলস্বরূপ এসেছিল।

সংজ্ঞার দ্বারা

ধারা ৫৮

১. বন্ধকদাতা সাধারণ বন্ধকে নিজে দায়বদ্ধ অর্থ পুনঃপরিশোধে।

২. শর্তমূলক বিক্রির দ্বারা বন্ধকে তিনি বলেন যে "যদি তিনি ঋণ পরিশোধ করেন তিনি সম্পত্তি ফিরে পাবেন।"

৩. ফলভোগাধিকারী বন্ধকে তিনি সংস্কৃত চুক্তিও করতে পারবেন না। অতএব এটা পরিষ্কার যে আর্থিক বিধানের জন্য বন্ধকদাতা মামলা করতে পারেন সাধারণ বন্ধকের ক্ষেত্রে কিন্তু অন্যান্য বন্ধকের ক্ষেত্রে নয়, যতক্ষণ না কার্যকর করার জন্য স্পষ্ট চুক্তি হয়।

আপত্তিগুলি.

১. বন্ধকদাতা আর্থিক বিধানের জন্য বন্ধকগ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে। কিন্তু তিনি আর্থিক বিধানের জন্য মামলা করতে পারেন না যার কাছে হস্তান্তর করা হয় তার কাছ থেকে, বন্ধকদাতার কাছ থেকে বা তার আইন মোতাবেক প্রতিনিধির কাছ থেকে। অন্য ক্ষেত্রগুলি যেখানে তিনি আর্থিক বিধানের জন্য মামলা করতে পারেন।

সাধারণত একজন বন্ধকগ্রহীতা আর্থিক বিধানের জন্য মামলা করতে পারেন যখন বন্ধকদাতার দ্বারা ঋণ পরিশোধের ব্যক্তিগত চুক্তি হয়।

২. অন্যান্য উদাহরণও আছে যেখানে বন্ধকদাতা মামলা করতে পারেন যদিও সেখানে ঋণ পরিশোধের কোনও ব্যক্তিগত চুক্তি নেই।

ধারা ৬৮

(ক) আকস্মিক কারণে যেখানে, দলের কারণে নয়, যেমন আগুন, বন্যা বা এরূপ কারণে সম্পত্তি ধ্বংস হয়, পুরোপুরি বা আংশিক বা অপ্রতুল প্রত্যর্পণ এবং বন্ধকদাতা সুযোগ হারায় আরও নিরাপত্তা দিতে।

(খ) যেখানে বন্ধকগ্রহীতা হয় বঞ্চিত আংশিক বা পুরোপুরি বন্ধকদাতার ভুল আচরণে।

(গ) যেখানে বন্ধকগ্রহীতা হয় অধিকারপ্রাপ্ত স্বত্বের ক্ষেত্রে বন্ধকদাতা অধিকার হস্তান্তরে ব্যর্থ হয় বা বন্ধকগ্রহীতাকে তার অধিকার হস্তান্তরে ব্যর্থ হয় বা বন্ধক গ্রহীতাকে তার অধিকার দিতে ব্যর্থ হয়।

বিক্রি করার অধিকার

১. অধিকার হয় শুধুমাত্র—

(ক) সাধারণ বন্ধকগ্রহীতা।

(খ) ব্রিটিশ বন্ধকগ্রহীতা।

(গ) পক্ষপাতশূন্য বন্ধকগ্রহীতা।

২. অধিকার পাওয়ার জন্য তারা মামলা করতে পারে না। তারা বিক্রির জন্য মামলা করতে পারে। যদি ন্যায়ালয় ভ্রান্তভাবে তাকে অধিকার দেয় সেই অধিকার বন্ধকী সম্পত্তির উদ্ধার করবার ক্ষমতা হরণ হিসাবে বিবেচিত হবে না এবং বন্ধকদাতা পুনঃ পুনঃভাবে বন্ধক মুক্ত করতে পারে।

১৯ মাদ্রাজ. ২৪৯(২৫২-৫৩) পি. সি.

বিক্রি এবং বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করবার ক্ষমতা হরণের অধিকার শর্তগুলি ব্যবহারের জন্য।

১. বন্ধকী অর্থ বকেয়া হওয়ার পর এবং পুনঃক্রয়ের জন্য বিধানের পূর্বে তৈরি হয়।

২. মামলা হবে পুরো বন্ধকী অর্থের জন্য। বন্ধকী অর্থের অংশবিশেষের পাওয়ার জন্য মামলা করা যাবে না যা পাওয়া যাবে তা বিক্রি বা বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করবার ক্ষমতা হরণের বন্ধকীকৃত সম্পত্তির অংশ।

আপত্তিগুলি যদি বন্ধকদাতার সম্মতি নিয়ে বন্ধকগ্রহীতার স্বার্থ কেটে বিভক্ত করা হয়, গ্রহীতার দ্বারা অংশের জন্য মামলা আনা যাবে।

ধারা ৬৭এ

৩. একই বন্ধকদাতার থেকে একজন বন্ধকগ্রহীতা যিনি অনেক বন্ধক নিয়েছেন তিনি একটা মামলা করতে পারবেন ওই বন্ধকগুলির ওপর। ফলে —

(ক) মামলা করার অধিকার তার স্বাভাবিকভাবেই ছিল এবং

(খ) ফলে তার ওইরকম বিধান পাওয়ার অধিকার আছে।

ধারা ৬৫এ

৪. যদি বন্ধকদাতা শুধু সম্পত্তি পরিচালনাই করে না কিন্তু যদি বন্ধকী সম্পত্তিতে তার আইনি অধিকার থাকে তাহলে তাঁর ইজারা দেওয়ার ক্ষমতা থাকে যা বন্ধক গ্রহীতার বন্ধন।

৫. বন্ধকের পর সম্পত্তি পরিচালনার যে ক্ষমতা বন্ধকদাতার থাকে তা নিয়ন্ত্রিত হয়। সে সাধারণ কর্তৃপক্ষের মতো নয়।

৬. নির্দিষ্ট শর্তের দ্বারা ইজারা দেওয়ার ক্ষমতা হয় সীমাবদ্ধ —

(ক) স্থানীয় আইনানুযায়ী সে ইজারা দিতে পারে এবং দেশাচার ও ব্যবহারানুযায়ীও।

(খ) প্রত্যেক ইজারায় ভাড়া যৌক্তিকভাবে নেওয়া হবে।

(গ) ইজারায় থাকবে না পুনর্নবীকরণের চুক্তি।

(ঘ) ইজারা কার্যকর হবে যেদিন থেকে এটা কার্যকর হয়েছে তার পরবর্তী ছ'মাসের মধ্যে।

(ঙ) গৃহাদি ইজারার ক্ষেত্রে, ইজারা তিন বছরের বেশি হবে না।

৭. বিপরীত দিক থেকে ইজারার সাধারণ ক্ষমতা হয় চুক্তির মতো। অন্য শর্তগুলি হয় Variarions (ভ্যারিয়েরিয়ন্স)।

বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধারের ক্ষমতা হরণ করার অধিকার, এই অধিকারকে —

(১) শর্তমূলক বিক্রির দ্বারা বন্ধকগ্রহীতা।

(২) সাধারণ রীতি বহির্ভূত বন্ধকের দ্বারা বন্ধকগ্রহীতা ঐ শর্তগুলির দ্বারা যার দ্বারা সে স্বত্ববান হয় বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধারের ক্ষমতা হরণ করার।

বন্ধকগ্রহীতারা বিক্রি বা বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করার ক্ষমতা হরণের জন্য মামলা করতে পারে না।

(১) ফলভোগাধিকারী বন্ধকগ্রহীতা।

(২) রেল, খাল বা অন্যান্য সংস্কারের কাজ যাতে জনগণ আগ্রহী তার বন্ধক গ্রহীতা।

বন্ধকদাতার ক্ষেত্রে যে বন্ধকদাতার অছি বা নির্বাহক হতে পারে বা বন্ধক গ্রহীতা হতে পারে অছি বা নির্বাহক বন্ধকদাতার।

এরকম বন্ধকদাতা বা গ্রহীতারা কি বিক্রি নিবারণ করতে পারে?

উপদফা (বি) ধারা ৬৭ প্রস্তুত করে রাখে বন্ধকদাতার ক্ষেত্রের জন্য যে বন্ধক গ্রহীতার অছি। এই দফানুযায়ী একজন বন্ধকদাতা অছি, যে বিক্রির জন্য মামলা করতে পারে, সম্পত্তি উদ্ধার করার ক্ষমতা হরণের জন্য নয়।

অন্য ক্ষেত্রে মূল ব্রিটিশ পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পত্তি উদ্ধার করার ক্ষমতা হরণ নিষিদ্ধ। এটা হয় অছির দায়িত্ব বন্ধকদাতার স্বার্থ দেখা এবং বন্ধকদাতার স্বার্থে বিক্রি করা যাবে সম্পত্তি উদ্ধার করার ক্ষমতা হরণ নয়।

বিক্রির ক্ষমতার ব্যবহার ন্যায়ালয়ের মধ্যবর্তিতায়

১. আইন হিসাবে, বন্ধকদাতা সম্পত্তি বিক্রি করতে পারে ন্যায়ালয়ের দ্বারা।

২. ধারা ৬৯ জোগায় এই আইনের বর্জিত পদার্থগুলি।

(ক) সেখানে বন্ধকটি হয় ব্রিটিশ বন্ধক এবং বন্ধকদাতাও নয় বা গ্রহীতা হয় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ বা সরকারি সংবাদপত্রে ঘোষণা করা জাতির সদস্য।

(খ) যেখানে বিক্রির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে দলিল দ্বারা এবং বন্ধক হয় S of S (এস অব এস)।

(গ) যেখানে দলিল দ্বারা বিক্রির ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং সম্পত্তি বা তার কোনও অংশ দলিল সম্পাদনের দিন বোম্বাই শহরে অবস্থিত ছিল ইত্যাদি।

ধারা ৬৯এ

৩. বন্ধকগ্রহীতা যাঁর ক্ষমতা আছে (অধিকার থেকে যেমন বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত) বিক্রি করার ন্যায়ালয়ের মধ্যস্থতা ছাড়া অধিকারপ্রাপ্ত হন সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগে লিখিতভাবে তার নিজের বা তার পক্ষে করা সই দ্বারা।

৪. এই বিক্রির ক্ষমতার প্রয়োগ বা সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের ক্ষমতা হয় বন্ধকদাতার কাছে উল্লেখ্য।

৫. বিজ্ঞাপনটি লিখিত হবে প্রধান দেয় অর্থ পরিশোধ এবং তিন মাসের জন্য তা বাকি পড়ার দাবি নিয়ে।

ধারা ৭৩

১. বন্ধকগ্রহীতার অধিকার বিক্রির মামলা চালানোর।

(ক) যখন সম্পত্তি বিক্রিত হয় বকেয়া কর মেটাতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে বা অন্যান্য দেয় না মেটানোয় এবং এই ব্যর্থতা বন্ধকগ্রহীতার দ্বারা সৃষ্টি না হলে, বন্ধকদাতার অধিকার আছে বিক্রি মামলা চালানোর ভারসাম্যের দাবি করার।

(খ) এরূপে যদি তিনি যদি কোনও সম্পত্তি বন্ধক দেন যা পুরোপুরি অধিগৃহীত, বন্ধকগ্রহীতার বন্ধকী অর্থ ফিরে পাওয়ার দাবি জানাতে পারেন যা বন্ধকদাতার ক্ষতিপূরণস্বরূপ।

(গ) পুরোনো দায় ছাড়া তার দাবি আর সবক্ষেত্রেই জয়ী হবে।

(ঘ) দাবিটি বলবত করা যাবে যদিও বন্ধকী অর্থ বকেয়া না থাকে।

২. বন্ধকগ্রহীতার অধিকারগুলি বন্ধকের ব্যপ্তি চলাকালীন নিরাপত্তা রক্ষায় অক্ষত।

(ক) বৃদ্ধির অধিকার — ধারা ৭০।

(খ) পুনর্নবীকৃত ইজারার অধিকার — ধারা ৭১।

(গ) সম্পত্তি রক্ষার অধিকার — ধারা ৭২।

ধারা ৭০

১. বৃদ্ধির অধিকার।

১. বন্ধকগ্রহীতার অধিকার আছে বাড়ানোর তার নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে যদি বৃদ্ধি সম্পন্ন হয় বন্ধক দেওয়ার তারিখের পর। ২৯ কলি. ৮০৩। যেখানে এক জমির ওপর দুটি বন্ধক বলবত করা হয়েছিল সেখানে একটা বাড়ি ছিল এবং তারপরে দুটি নতুন বাড়ি তৈরি করেছিল বন্ধকদাতা ওই জমিতে, ওইগুলি হয় বৃদ্ধি যার ওপর বন্ধকদাতা নিরাপত্তার জন্য নির্ভর করতে পারে।

যদি বাড়িটি বন্ধকের পূর্বে তৈরি হয়েছিল, তাহলে সে পারে না।

যদি বাড়িটি বিধান-এর পর তৈরি হয়েছিল তাহলেও সে পারে না যদিও ধারাতে এর উল্লেখ নেই।

বিপরীত দিক থেকে এটা চুক্তির বিষয়।

ধারা ৭১

২. পুনর্নবীকৃত ইজারারলাভে অধিকার।

১. প্রয়োজনানুযায়ী বন্ধকগ্রহীতা এরূপ অর্থ খরচ করতে পারে —

(ক) বন্ধকীকৃত সম্পত্তিকে ধ্বংস, বাজেয়াপ্ত করা বা বিক্রি হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য।

(খ) সম্পত্তির ওপর বন্ধকদাতার অধিকার সমর্থনের জন্য।

(গ) অধিকন্তু বন্ধকদাতার বদলে তার নিজের অধিকার তৈরির জন্য।

(ঘ) যখন বন্ধকীকৃত সম্পত্তি হয় পুনর্নবীকরণের পাট্টা-প্রাপ্ত, ওই ইজারা পুনর্নবীকরণের জন্য।

(ঙ) তিনি বিমা করাতে পারে যদি সম্পত্তি বিমাযোগ্য হয় এবং মূল দামের সঙ্গে ওই মূল্য যোগ করতে পারে।

বন্ধকের অধিকার অগ্রগণ্যতানুযায়ী

১. সময় দ্বারা অগ্রগণ্যতা।

১. সুদের হস্তান্তরের বিষয়ে অগ্রগণ্যতানুযায়ী সাধারণ আইন স্থাবর সম্পত্তিতে নির্দেশীকৃত হয় ধারা ৪৮ টি. পি. আইনের।

২. বন্ধকের ক্ষেত্রেও ওই একই আইন প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং ভারতে বন্ধকের অগ্রগণ্যতা নির্ভর করে সেগুলি তৈরির তারিখ থেকে আগের তারিখের অগ্রগণ্যতা আছে এ পরবর্তীর ওপর ৫৬ কলি. ৮৬৮।

৩. ধারা ৭৮ এই আইনের আপত্তিকর অংশ। এটা নির্দেশ করে দেয় যে ন্যায়ালয় পূর্ববর্তী বন্ধকগ্রহীতাকে স্থগিত রাখতে পারে পরবর্তী বন্ধকগ্রহীতার কাছে সেখানে পূর্ববর্তী বন্ধকগ্রহীতার আছে ভুল উপস্থাপনা বা সৃষ্ট অবহেলা, পূর্ববর্তী বন্ধকগ্রহীতাকে প্রবৃত্ত করে বন্ধকীকৃত সম্পত্তির নিরাপত্তার ওপর অগ্রিম অর্থ দিতে।

ভুল উপস্থাপনা —

১. ভারতীয় চুক্তি আইনের ধারা ১৮-য় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২. এর অর্থ নিশ্চিতভাবে প্রতারণা করার জন্য ভুল উপস্থাপনা নয়।

প্রতারক সৃষ্ট অবহেলা

ব্রিটিশ এবং ভারতীয় আইনে তফাত আছে এক্ষেত্রে। ব্রিটিশ আইনানুযায়ী স্পষ্ট অবহেলার অর্থ প্রতারণা করার জন্য তা করা।

ভারতীয় আইনানুযায়ী স্পষ্ট অবহেলা প্রতারণার থেকে আলাদা।

১. ঋণ পরিশোধের দ্বারা অগ্রগণ্যতা।

প্রশ্ন — পূর্ববর্তী বন্ধকগ্রহীতার অধিকার ক্রয়ের দ্বারা একজন বন্ধকগ্রহীতা কি মধ্যস্থতা করা বন্ধকগ্রহীতার ওপর অগ্রগণ্যতা লাভ করতে পারে?

ধারা ৯৩

১. একজন পূর্ববর্তী বন্ধকগ্রহীতাকে অর্থপ্রদান দ্বারা একজন বন্ধকগ্রহীতা মধ্যস্থতা করা বন্ধকগ্রহীতার ওপর অগ্রগণ্যতা লাভ করতে পারে না, সে ঋণ পরিশোধ করে মধ্যস্থতা করা বন্ধকগ্রহীতা তা জানুক বা নাই জানুক।

২. একজন বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতাকে পরবর্তী অগ্রিম দানে, ওই অগ্রিম বলে অগ্রগণ্যতা পেতে পারে না মধ্যস্থতাকারী বন্ধকগ্রহীতার ওপর, সে মধ্যস্থতাকারী বন্ধকগ্রহীতা জানুক বা না জানুক তা দেয়।

ধারা ৭৯

এই ধারা গঠন করে দ্বিতীয় আইন তৈরিতে আপত্তি যা ধারা ৯৩-এ নির্দেশ করে দেওয়া ছিল।

ধারা ৭৯ অনুযায়ী। এক পূর্ববর্তী বন্ধকগ্রহীতা পূর্ববর্তী বন্ধকের বিজ্ঞাপনানুযায়ী বাতিল করে পূর্ববর্তী অগ্রিম। যদি পূর্ববর্তী বন্ধক ভবিষ্যতে অগ্রিম দেবে ঠিক হয় এবং পূর্ববর্তী অগ্রিম কখনই সর্বাধিক হবে না।

বন্ধকগ্রহীতার অধিকার পরিচালনা করার

ধারা ৮১

ধারা ৮২

পরিচালনার প্রশ্ন

১. এটা ওঠে যখন দুই বা তার বেশি সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া হয় দু'জন আলাদা বন্ধকগ্রহীতার কাছ থেকে এমনভাবে যে উভয় সম্পত্তিই একজন বন্ধকগ্রহীতার বন্ধক অধিকারের বিষয় যখন একজনই মাত্র বন্ধক অধিকারের বিষয় অন্যের কাছে।

Illus. ইলাস ব্যাখ্যা

এ দুটি সম্পত্তির মালিক — হোয়াইট একর এবং ব্ল্যাক একর। অবস্থাটি উঠে আসে এভাবে — বি বন্ধক নিচ্ছে হোয়াইট একর এবং ব্ল্যাক একরের। সি বন্ধক নিচ্ছে শুধু ব্ল্যাক একর। ঠিকমতো বুঝলে বন্ধকী অর্থকে বি-এর অধিকার আছে হোয়াইট একর এবং ব্ল্যাক একর উভয়ই বিক্রি করার। যখন সি-এর শুধু ব্ল্যাক একর বিক্রির অধিকার আছে।

যদি বি বন্ধকগ্রহীতা হিসাবে তার ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী ছিল তাহলে এটার ফলাফল সি-এর অধিকারের পূর্ব-ধারণায় ছিল।

সি কে রক্ষা করার জন্য নিরপেক্ষতা উদ্ভাবন করা হয়েছিল পরিচালনার তত্ত্বের — এই নিরপেক্ষতায় বি তুলনীয় ছিল ওই সম্পত্তির দিকে আগে অগ্রসর হওয়ার জন্য যা অন্য বন্ধকের ঋণের নিরাপত্তার বিষয়বস্তু নয়। এটা ধারা ৮১-তে অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাখ্যা — ১. এটা বন্ধকগ্রহীতার পক্ষে অপ্রয়োজনীয় পূর্ববর্তী বন্ধক সম্বন্ধে না জানানো তাহলে সে পরিচালনার সুবিধা দাবি করতে পারে।

□ □ □

অধ্যায় - ৫

I

সাক্ষ্য-বিধি

১। সাক্ষ্য শব্দটির অর্থ

সংবিধিতে ব্যবহৃত বেশিরভাগ শব্দের মতো এই শব্দটির একটি প্রচলিত ও সেই সঙ্গে এক প্রায়োগিক (Technical) অর্থ আছে।

প্রচলিত অর্থ

সাক্ষ্য তার সাধারণ অর্থে বুঝায় যে এটি তাই যা আলোচ্য প্রসঙ্গে সত্যকে আপাত প্রতীয়মান (Apparent) করে। ৪, মাদ্রাজ, ৩৯৩

প্রায়োগিক অর্থ

শব্দটি অবশ্য সাক্ষ্য আইনে প্রায়োগিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩ নং ধারা যে অর্থে শব্দটি সাক্ষ্য আইনে ব্যবহৃত হয়েছে তার সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। ওই ধারা অনুসারে সাক্ষ্য বুঝায় এবং অন্তর্ভুক্ত করে ঃ—

(১) অনুসন্ধানাধীন তথ্যের বিষয়গুলি সম্পর্কে সাক্ষীদের যেসব বিবৃতি আদালতে তার সমক্ষে দিতে বলবে বা দেওয়ার অনুমতি দেবে;

(২) আদালতের পরীক্ষার জন্য উপস্থাপিত সকল দস্তাবেজ (Document)। 'সাক্ষ্য' পরিভাষাটির এই সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ।

সাক্ষীদের দেওয়া এজাহার এবং দস্তাবেজাদি, একমাত্র যে দুটি সাক্ষ্য শব্দটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং এই ধারা কর্তৃক সংজ্ঞা নির্দেশিত হয়েছে, এই দুটি হল প্রধান মাধ্যম যার দ্বারা সেইসব তথ্যাদি বিচারকের সমক্ষে আনা হয় বিচার-নিষ্পত্তি করার জন্য। সাক্ষীদের পরীক্ষা করাটা সাধারণত অপরিহার্য এবং এর সাহায্যে দস্তাবেজের বিষয়বস্তু ছাড়া আর সব তথ্য প্রমাণ করা যায় (ধারা ৫৯)। দস্তাবেজকে কোনও ব্যক্তির বিবৃতি হিসাবে যে বিবৃতি তার দ্বারা তাৎপর্যিত (Purports) অথবা তা দেওয়া হয়েছে বলে কথিত, তা প্রমাণ করার জন্য মৌখিক সাক্ষ্যদান প্রয়োজন (ধারা ৬৭-৭৫)।

"প্রমাণিত" শব্দটির সংজ্ঞার তুলনায় "সাক্ষ্য" শব্দটির এই সংজ্ঞাটি সংকীর্ণ। "প্রমাণিত" শব্দটির সংজ্ঞা অনুসারে,

"তথ্যকে তখনই প্রমাণিত বলা যাবে যখন তদ্‌সমক্ষে প্রেষিত বিষয়গুলি বিচার বিশ্লেষণের পর আদালত তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে .....।"

তদ্‌সমক্ষে প্রেষিত বিষয়গুলি — এই শব্দগুচ্ছ সাক্ষ্য শব্দটি যা অন্তর্ভুক্ত করে তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপকতর।

সাক্ষ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় —

(১) পক্ষগণ ও অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি।

(২) সাক্ষীদের আচরণ।

(৩) স্থানিক পরিদর্শনের ফলাফল।

(৪) বিচারকভাবে চিহ্নিত করে রাখা তথ্য।

(৫) কোনও স্থাবর (Real) এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যা অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি অথবা চোরাই সম্পত্তির মতো বিচার্য বিষয়ের সমস্যা সমাধানে পর্যবেক্ষণের জন্য জরুরি হতে পারে।

(৬) শাসক কর্তৃক অভিযুক্তকে করা প্রশ্ন ও তার উত্তর।

কিন্তু এসব কিছুই অন্তর্ভুক্ত করা আছে "তদ্‌সমক্ষে প্রেষিত বিষয়গুলির" মতো শব্দগুচ্ছে।

মূল কথাটি হল এই যে, সাক্ষ্যের এই সংজ্ঞাটি সাক্ষ্য আইনে বর্ণিত বিষয়গুলি সম্পর্কে কঠোরভাবে প্রযোজ্য। অন্যান্য আইনে সাক্ষ্য শব্দটির যে ব্যবহার তার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়।

২। ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের সূচনা (Genesis)

১। ভারতস্থিত সাক্ষ্য বিধি অন্তর্ভুক্ত আছে ১৮৭২ সালের এক নং আইনে।

সাক্ষ্য বিধির বৈচিত্র্য

২। ১৭৭৩ সাল থেকে ব্রিটিশ ভারতে দুই প্রস্ত আদালত ছিল, যখন পার্লামেন্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে তার অধিকৃত ভারতীয় সম্পদের প্রশাসনিক ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশে। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সি শহরগুলিতে রাজকীয় সনদের (Royal Charter) দ্বারা সুপ্রিম কোর্টগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। মফঃস্বল এলাকায় ইস্ট ইন্ডিয়া কেম্পানি দেওয়ানি এবং ফৌজদারি

আদালত প্রতিষ্ঠা করেছিল। সুপ্রিম কোর্টগুলি কর্তৃক অনুসৃত সাক্ষ্য সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সঙ্গে মফঃস্বল আদালতগুলি কর্তৃক অনুসৃত সাক্ষ্য সংক্রান্ত নিয়মাবলীর পার্থক্য ছিল।

৩। সুপ্রিম কোর্ট সেই ধরনের সাক্ষ্য সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করত যেমনটি সন্নিবেশিত ছিল সাধারণ ও সংবিধি আইনে যা ১৭২৬ সালের আগে ইংল্যান্ডে বর্তমান ছিল, এবং ওই বছরেই সনদ বলে তা ভারতে প্রবর্তিত হয়। পার্লামেন্টের পরবর্তীকালীন সংবিধিতে প্রাপ্ত অন্য কিছু নিয়মাবলী সুস্পষ্টভাবে সম্প্রসারিত করা হয়েছিল ভারতে; যখন কি অন্যদিকে অপরাপরগুলি প্রাধিকার ব্যবহার ও প্রথার চেয়ে বেশি ছিল না।

৪। প্রেসিডেন্সি শহরগুলির বাইরে যেসব আদালত ছিল এবং যেগুলি রাজকীয় সনদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাদের জন্য কখনও সাক্ষ্য সংক্রান্ত সম্পূর্ণ নিয়মাবলী রচিত অথবা প্রবর্তিত হয়নি কর্তৃপক্ষের দ্বারা। ১৭৯৩ থেকে ১৮৩৪ সালের মধ্যে রচিত কিছু প্রনিয়মে অন্তর্ভুক্ত ছিল কিছু নিয়মাবলী, বাকিগুলি সংগৃহীত হয়েছিল সাক্ষ্য সংক্রান্ত অস্পষ্ট প্রথাগত বিধি থেকে, যার কিছু অংশ নেওয়া হয়েছিল হিদ্দা (Hedya) এবং মুসলিম বিধি আধিকারিকদের কাছ থেকে। বাকিগুলি নেওয়া হয়েছিল ইংলন্ডের নীতি পুস্তক থেকে।

সমরূপতা আনার চেষ্টা

৫। সাক্ষ্যসংক্রান্ত আলোচনা বিশিষ্ট সপরিষদ বড়লাটের প্রথম আইনটিকে কঠোরভাবে বলা হত ১৮৩৫ সালের দশম আইন, যা ব্রিটিশ ভারতের সকল আদালতে প্রযোজ্য ছিল এবং তাতে সপরিষদ বড়লাটের আইনগুলির প্রমাণ সম্পর্কে আলোচনা ছিল।

তারপরে এর পরবর্তী কুড়ি বছর বিভিন্ন সময়ে এগারোটি বিধিবদ্ধ আইন (Enactment) পাশ করা হয়েছিল, যা সাক্ষ্য বিধিতে নানাবিধ ছোটখাটো সংশোধন এনেছিল, এবং ইংল্যান্ডে কৃত সাক্ষ্য বিধিতে কয়েকটি সংস্কারসাধন ভারতের আদালতগুলিতে প্রযোজ্য হয়।

১৮৫৫ সালে সাক্ষ্য বিধিতে আরও কিছু উন্নতি সাধনের জন্য পাশ করা হয় ১৮৫৫ সালের দ্বিতীয় আইন, যাতে বহু অনুবিধি ছিল ব্রিটিশ ভারতে সকল আদালত প্রযোজ্য হওয়ার জন্য।

৬। সমরূপতা আনার এই প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্সি শহরগুলিতে প্রযোজ্য

নিয়মাবলী এবং মফঃস্বলে প্রযোজ্য নিয়মাবলীর মধ্যে প্রচুর বৈষম্য অব্যাহত ছিল। এই বৈষম্য প্রায়শই বিচারিক মন্তব্যের বিষয়বস্তু হয়ে রইল।

এই ধরনের কার্যবিধির প্রতিকারার্থে ১৮৭২ সালের প্রথম আইন পাশ করা হয়।

আইনটির গঠন

১। আইন হতে পারে (১) পুনর্বিন্যাস দ্বারা একীকৃত করা অথবা (২) সংশোধন করা অথবা (৩) পুনর্বিন্যাস দ্বারা একীকৃত করা এবং সংশোধন করা অথবা সংজ্ঞা নির্ধারণ করা অর্থাৎ সংহিতাবদ্ধ (Cotify) করা। আইনের গঠনকার্য ভিন্নতর হবে সেটা একীকৃত করার আইন অথবা সংহিতাবদ্ধ করার আইন কি না সেই অনুসারে।

২। **সংহিতাবদ্ধ আইনের গঠন** ঃ সংহিতাবদ্ধ আইন গঠন করার নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ আছে (১৮৯১) এ. সি. ১০৭ (১২০)-তে।

ব্যাঙ্ক অব্ ইংলন্ড বনাম ভাগলিয়ানো লর্ড হলসবেরির মন্তব্য

পৃষ্ঠা ১২০

"যেখানে সংবিধি সুস্পষ্টভাবে বলছে বিধিকে সংহিতাবদ্ধ করতে, সেখানে যেহেতু উক্ত সংহিতার অস্তিত্বের আগেই অন্য বিধি প্রচলিত ছিল তাই ওইভাবে সৃষ্ট সংহিতার বাইরে যাওয়ার স্বাধীনতা আছে এমন অভিমত আমি সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে অপারগ।"

লর্ড হার্শেলের মন্তব্য

পৃষ্ঠা ১৪৪

"বিধির পূর্বতন অবস্থা থেকে উপলব্ধ বিচার-বিবেচনা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, সঠিক উদ্দেশ্যটি হল সবার আগে সংবিধির ভাষাটি পরীক্ষা করা এবং জানতে চাওয়া যে তার স্বাভাবিক অর্থটি কী, এবং বিধির আগে কী অবস্থায় ছিল তার অনুসন্ধান করা দিয়ে শুরু করা উচিত নয়, এবং তারপর অনুমান করে নিতে হবে যে, হয়তো তার অপরিবর্তিত রাখাটাই অভিপ্রেত ছিল, এবং দেখাতে হবে যে শব্দগুলির ব্যাখ্যার সঙ্গে এই অভিমতের সঙ্গতি আছে কি না।"

৩। বিধির কোনও বিশেষ শাখার সংহিতাবদ্ধকরণের উদ্দেশ্য হল এই যে, সংহিতা কর্তৃক বিশেষভাবে আলোচিত কোনও বিষয়ে সংহিতাবদ্ধ আইনে এমন

বিধির সন্ধান করতে হবে এবং ব্যবহৃত ভাষার ব্যাখ্যার দ্বারা তা স্থির করতে হবে।

৪। **একীকৃত আইনের গঠন ঃ** একীকৃত আইন সম্পর্কে গঠনের নিয়মটি নির্দেশিত করা আছে (১৮৯৪) ২, চ. ৫৫৭ (পৃষ্ঠায়)।

বিচারক সিট্রি (পৃঃ ৫৬১), লর্ড হ্যলসবেরির (রচনাতে) সংহিতাবদ্ধ আইন সম্পর্কে ব্যাঙ্ক অব্ ইংলন্ড বনাম ভাগলিয়ানো (মামলায়) গঠনকার্যের যে নিয়ম দেওয়া আছে তার উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন—

"..... কিন্তু এখানে আমাকে আলোচনা করতে হচ্ছে, বিধিকে সংহিতাবদ্ধ করার জন্য পার্লামেন্টের আইনকে নিয়ে নয়, বরং এমন একটি আইনের যা বিধিকে সংশোধিত ও একীকৃত করতে চায়, এবং অতএব আমি বলছি যে (লর্ড হ্যলসবেরির) এই মন্তব্যগুলি প্রযোজ্য নয়, এবং আমি মনে করি এই সংশোধনকারী ও একীকৃতকারী আইনের ধারাটির ব্যাখ্যায় বিধানমন্ডলের অভিপ্রায়কে নিরূপণ করার জন্য বিধির পূর্বতন অবস্থার উল্লেখ করা বৈধ।"

৫। সংশোধনসহ অথবা সংশোধন ছাড়া একীকৃতকরণের উদ্দেশ্য হবে শুধু বর্তমান বিধির বিক্ষিপ্ত অংশগুলিকে একত্রিত করা। এটা শুধু পুরানো বিধির পুনর্বিধিবদ্ধকরণ। এটা বিধির নতুন বিধিবদ্ধকরণ হবে না। দৃষ্টত (Primafacie) এর অনুবিধিগুলিকে একই ক্ষমতা দিতে হবে যা দেওয়া হয়েছিল সেইসব আইনগুলিকে, যার পরিবর্তে এটিকে স্থান দেওয়া হয়েছে।

৬। প্রস্তাবনায় যেভাবে বলা হয়েছে সেই হিসাবে ভারতীয় সাক্ষ্য আইন হল সেই আইন যা সাক্ষ্য বিধিকে একীকৃত করে ব্যাখ্যা করে এবং সংশোধন করে।

এটা সেই সংবিধি নয় যা কেবলমাত্র সাক্ষ্যকে একীকৃত এবং সংশোধন করে অর্থাৎ তা সাক্ষ্য বিধিকে সংহিতাবদ্ধ করে। এর রচনা নিয়ন্ত্রিত হবে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ড বনাম ভাগলিয়ানো (মামলায়) নির্দিষ্ট করে দেওয়া নিয়মের দ্বারা এবং এতে যে নিয়ম নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে তার দ্বারা নয়।

আইনটির উদ্দেশ্য (Scope) এবং ব্যাপ্তি (Extent)

১। এই আইনের উদ্দেশ্য ২ নং ধারায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। ২ নং ধারার অধীনে সাক্ষ্য-বিধি অন্তর্ভুক্ত আছে —

(ক) সাক্ষ্য আইনে এবং

(খ) অন্যান্য আইন অথবা সংবিধিতে, যা সাক্ষ্যের বিষয়াবলী সম্পর্কে বিশেষ অনুবিধি প্রস্তুত করে এবং যা সুস্পষ্টরূপে বাতিল করা হয়নি।

এই ধারা কার্যত সুস্পষ্টরূপে বাতিল হয়নি এমন আইন, অথবা অন্য কোনও সংবিধি অথবা প্রবিধানে প্রদত্ত যে-কোনও প্রকারের সাক্ষ্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে।

ধারা ২ — নিম্নলিখিত বিধিগুলি বাতিল করা হবে।

(১) বলবৎ আছে এমন কোনও সংবিধি আইন অথবা প্রবিধানে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন সাক্ষ্যের সকল নিয়মাবলী।

(২) প্রবিধানে অন্তর্ভুক্ত ওইরূপ সকল নিয়মাবলী যা ১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিলস আইনের ২৫ নং ধারার অধীনে বিধির ক্ষমতা অর্জন করেছে।

(৩) তফসিলে উল্লেখিত বিধিবদ্ধ আইন।

২। সাক্ষ্য সম্পর্কিত সাক্ষ্য আইন ও অন্যান্য আইন —

(১) সাক্ষ্য আইন এক পৃথক সংবিধি যা বিধির এক গুরুত্বপূর্ণ শাখা সম্পর্কিত এবং এর অনুবিধিগুলি ফৌজদারি কার্যধারা সংহিতায় অন্তর্ভুক্ত কার্যবাহের নিয়মাবলী থেকে স্বতন্ত্র এবং সেগুলির পূর্ণ উদ্দেশ্য থাকা আবশ্যক, যদি না এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে সেগুলি অন্য সংবিধির দ্বারা বাতিল অথবা পরিবর্তিত হয়েছে।

৭, লাহোর, ৮৪

আইনটির প্রয়োগ

ধারা-১ আইনটির প্রয়োগ নির্দিষ্ট করে

(১) স্থানিক প্রয়োগ

এটি সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে সম্প্রসারিত এবং তাই অনুসূচিত জেলাগুলিতে প্রযোজ্য।

এটি সেইসব স্থান পর্যন্ত সম্প্রসারিত যেখানে এটিকে বলবৎ ঘোষণা করা হয়েছে।

(২) ন্যায়পীঠে (Tribunal) প্রয়োগ

যে-কোনও আদালতে অথবা তার সমক্ষে সকল প্রকারের কার্যবাহে এটি প্রযোজ্য।

(এক) বিচারিক কার্যবাহ বলতে কী বুঝায়?

এর কোনও সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় নি।

অনুসন্ধান ন্যায়িক হবে যদি তার উদ্দেশ্য হয় কোনও এক ব্যক্তির এবং অপর অথবা একদল ব্যক্তি অথবা তার এবং সাধারণ সম্প্রদায়ের মধ্যে আইন সংক্রান্ত সম্পর্কটির নির্ধারণ করা; এবং এই ধরনের অভিমত পোষণ না করে কোনও বিচারকও যদি কাজ করেন তবে তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করছেন না।

১২, বোম্বাই, ১০ এম. আই. এ. ৩৪০

বোম্বাই ভূমি রাজস্ব সংহিতার ৩২ নং ধারার অধীনে অনুসন্ধান কার্য বিচারিক কার্যবাহ নয়।

২২, বোম্বাই, ৯৩৬

২। এই আইন সকল বিচারিক কার্যবাহ সম্বন্ধে প্রযোজ্য অর্থাৎ দেওয়ানি ও সেইসঙ্গে ফৌজদারিও।

৩। আইনটি কেবল মামলা এবং বিচারের নয়, কার্যবাহেরও উল্লেখ করে। কার্যবাহ একটি বিস্তৃত মাত্রার পরিভাষা। ফৌজদারি কার্যধারা সংহিতার ১০৭ অথবা ১৪৪ নং ধারার অধীনে অনুসন্ধান বিচার নয়, একটি কার্যবাহ। অনুরূপভাবে ডিক্রি জারি করা মামলা নয়, একটি কার্যবাহ। ফলে এই আইন বিচার এবং মামলা বাদে অন্যান্য আইনি কার্যধারার প্রতি প্রযোজ্য।

(দুই) আদালত কী

১। ধারা ৩, যা একটি ব্যাখ্যামূলক প্রকরণ, সেই অর্থটিকে পরিস্ফুট করে, যে অর্থে এই আইনে আদালত শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এই ধারা অনুসারে —

"আদালত অন্তর্ভুক্ত করে সকল বিচারক ও শাসককে এবং সালিশসমূহ বাদে এবং সকল ব্যক্তিকে যাঁরা সাক্ষ্য গ্রহণ করার ব্যাপারে বৈধভাবে প্রাধিকৃত।"

২। এই ধারাটি আদালতে কি তার ব্যাখ্যা দেয় না। এতে কেবল বলা আছে আদালত শব্দটির মধ্যে কী কী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে অর্থাৎ কোন কোন কর্মভার প্রাপ্ত ব্যক্তিদের আদালত হিসাবে গণ্য করতে হবে।

৩। যখন কোনও ব্যাখ্যামূলক প্রকরণে বলা হয় যে এই পরিভাষার মধ্যে এটা বা ওটা অন্তর্ভুক্ত, তখন তার অর্থ হবে এই যে, পরিভাষাটি তার সাধারণ অর্থ বজায় রাখে এবং প্রকরণগুলি পরিভাষার অর্থ সম্প্রসারিত করে এবং সেইসব বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা তার সাধারণ অর্থ অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না।

২৩, এ. এল. জে. ৮৪৫

৪। আদালত বলতে বুঝায় সালিশগণ বাদে সকল ব্যক্তিদের যারা সাক্ষ্য গ্রহণ করার ব্যাপারে বৈধভাবে প্রাধিকৃত। এই পরিস্থিতিতে আদালত শব্দটিকে দেওয়ানি ন্যায়পীঠ অথবা ফৌজদারি ন্যায়পীঠ পরিচালনাকারী ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না।

অনুসন্ধান কার্য চালাবার সময় এবং নিবন্ধীকরণ আইন (Registration) অনুযায়ী সাক্ষ্য গ্রহণকারী নিবন্ধক এক আদালত। **১৫, মাদ্রাজ, ১৩৮**

দেওয়ানি কার্যধারা সংহিতার আদেশ ২৬ নিয়ম ১ থেকে ১০-এর অধীনে এবং ফৌজদারি কার্যধারা সংহিতার ৫০৩ থেকে ৫০৮ নং ধারার অধীনে নিযুক্ত মহাধক্ষ্য (Commissinor) এমন এক ব্যক্তি যিনি আইনতঃ সাক্ষ্য গ্রহণের অধিকারী এবং তাই তিনি এক আদালত।

৫। **বিচারকগণ**

এই আইনে বিচারকগণ শব্দটির কোনও সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। দেওয়ানি কার্যধারা সংহিতার ২ (৮) নং ধারায় 'বিচারক' শব্দটির ব্যাখ্যা আছে, যার অর্থ হল দেওয়ানি আদালতের পরিচালনাকারী আধিকারিক।

ভারতীয় দন্ডবিধি সংহিতার ১৯ নং ধারাও বিচারক শব্দটির সংজ্ঞা দিয়েছে। এই সংজ্ঞা অনুসারে বিচারক একজন ব্যক্তি বিচারক হিসাবে বর্ণিত এবং সেই সঙ্গে তিনি আইনের বলে যে-কোনও বৈধ কার্যবাহে, দেওয়ানি অথবা ফৌজদারি, নির্ধায়ক (Definitive) রায় দেওয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

৬। **শাসকগণ (Magistrates)**

এই শব্দটির কোনও সংজ্ঞা দেওয়া নেই এই আইনে। সাধারণ প্রকরণ আইন (১৮৯৭ সালের দশম) নির্দেশিত করে শব্দটির নিম্নলিখিত সংজ্ঞা —

শাসক অন্তর্ভুক্ত করে তৎসময়ে বলবত ফৌজদারি কার্যধারা সংহিতার অধীনে প্রদত্ত শাসকের ক্ষমতাগুলির সবক'টি অথবা যে-কোনও একটি ক্ষমতা প্রয়োগকারী প্রতিটি ব্যক্তিকে।

এই সংজ্ঞাগুলির বিশেষত্ব এই যে, সেগুলি অভিন্ন নয় এবং সমবিস্তৃতও (Co-extensive) নয়।

(এক) দেওয়ানি কার্যধারা সংহিতায় প্রদত্ত বিচারকের সংজ্ঞার ভিত্তি হল আধিকারিকের কর্তৃত্ব (Presidency)।

ভারতীয় দন্ডবিধি সংহিতার অধীনে ওই একই শব্দের সংজ্ঞার ভিত্তি হল তার রায় দেওয়ার প্রাধিকার। সাক্ষ্যের অধীনে সংজ্ঞার ভিত্তি হল সাক্ষ্য গ্রহণ করার ক্ষমতা।

(দুই) ফৌজদারি কার্যধারা সংহিতার অধীনে বিচারকের সংজ্ঞা শাসককে অন্তর্ভুক্ত করবে না। কিন্তু ভারতীয় দন্ডবিধি সংহিতার সংজ্ঞাতে শাসককে অন্তর্ভুক্ত করবে।

(তিন) সাক্ষ্য আইন অন্তর্ভুক্ত করবে না সালিশ অথবা বিচারক বা শাসককে কিন্ত ভারতীয় দন্ডবিধি সংহিতায় 'বিচারকে'র সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করবে বিচারকবৃন্দ, শাসকবৃন্দ ও সেই সঙ্গে সালিশদেরও।

এ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সাক্ষ্য আইনে আদালত শব্দটির সংজ্ঞা রচিত হয়েছে কেবলমাত্র আইনটির উদ্দেশ্যসাধনে এবং তার বৈধ কার্যধারাটির বাইরে তা সম্প্রসারিত করা উচিত হবে না।

যেসব কার্যবাহে সাক্ষ্য আইন প্রযোজ্য নয়

১। আইনটি প্রযোজ্য নয় —

(এক) সেনাবাহিনী আইন বা বায়ু সেনাবাহিনী আইনের অধীনে আহুত সামরিক আদালতে (Court Martial) অথবা তার সমক্ষে বিচারিক কার্যবাহে।

(দুই) কোনও আদালত অথবা আধিকারিক সমীপে উপস্থাপিত হলফনামা।

(তিন) সালিশ সমক্ষে কার্যবাহে।

সামরিক আদালতের কার্যবাহে।

১। ভারতীয় সেনাবাহিনী আইনের অধীনে সামরিক আদালতের কার্যবাহে এই আইন প্রযোজ্য নয় অর্থাৎ এটা প্রযোজ্য দেশজ সামরিক আদালতে।

১৯১১ সালের অষ্টম আইন।

২। ভারতীয় নৌ-সৈনিক আদালত সমক্ষে সকল কার্যবাহেও এই আইন প্রযোজ্য।

১৮৮৭ সালের চর্তুদশ আইন, ধারা ৬৮

১৮৯৮ সালের পঞ্চম আইন

১৯৯৮ সালের সপ্তদশ আইন

১৮৯৯ সালের ১ নং আইন।

৩। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী অথবা বায়ু সেনাবাহিনী আইনের অধীনে আহুত সামরিক আদালতের কার্যবাহে এই আইন প্রযোজ্য নয়।

সাক্ষ্য সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি নির্ধারিত হয় যে স্থানে ঘটনাগুলি ঘটেছে সেখানকার আইন (Axloci Contractus) দ্বারা, কিন্ত যেখানে এই প্রশ্নগুলির উদ্ভব হয় সেই দেশের বিধির দ্বারা; যেখানে প্রতিকার বলবত করতে চাওয়া হয়েছে এবং যেখানে আদালতে বসে তা বলবত করার জন্য।

আদালত সমক্ষে কার্যবাহগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে যে সাক্ষ্যবিধি তা হল যে স্থানে বিচার হচ্ছে সেখানকার স্থানীয় আইন (Ax Fori) অনুসারে।

সাক্ষ্য আইনের এই অনুবিধি এই সাধারণ নীতির একটি ব্যতিক্রম মাত্র।

দ্বিতীয় — **হলফনামা**

১। সাধারণতঃ সাক্ষীদের সাক্ষ্য নেওয়া হবে মৌখিকভাবে প্রকাশ্য আদালতে বিচারকের উপস্থিতিতে এবং ব্যক্তিগত নির্দেশনামা এবং তত্ত্বাবধানে।

(আদেশ ১৮, নিয়ম ১, দেঃ কাঃ সং)

২। হলফনামা এক সাক্ষ্য যা বিবৃতিতে বিধৃত অথবা শপথ অথবা সত্যাপণযুক্ত লিখিত ঘোষণা এমন এক ব্যক্তির সমক্ষে যার শপথ ও সত্যাপণ করানোর প্রাধিকার আছে।

৩। হলফনামা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রিত হয় দেওয়ানি কার্যধারা সংহিতার দ্বারা।

৪। হলফনামা এক ধরনের সাক্ষ্য যা আদালতে নেওয়া হয় না এবং তাকে জেরা করা যায় না।

৫। হলফনামায় সত্যের রক্ষাকবচ (Safe Guard) দুটি —

(এক) জেরার জন্য সাক্ষীকে উপস্থিত করানোর অনুবিধি।

(দুই) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া সংক্রান্ত ফৌজদারি আইনের অনুবিধি।

তৃতীয়। **সালিশের কার্যবাহ**

তিনি সাধারণ ব্যাপারের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ন্যায়বিচার করেন এবং সাক্ষ্য বিধির খুঁটিনাটি বিষয়ের দ্বারা আবদ্ধ নন।

সাক্ষ্য আইন অধ্যয়নের জন্য উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি

১। ভারতীয় সাক্ষ্য আইন সাক্ষ্যের বিষয়বস্তুগুলিকে তিন অংশে ভাগ করেছে —

প্রথম অংশে আলোচনা আছে তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে — কোন তথ্যগুলি প্রমাণ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় অংশে আলোচনা আছে প্রমাণের।

তৃতীয় অংশে আলোচনা আছে সাক্ষ্যের উপস্থাপন এবং প্রভাব — প্রমাণের ভার (Burden of Proof)।

২। এটি যুক্তিসম্মত আদেশ হতে পারে। এটি বিজ্ঞানসম্মত আদেশ হতে পারে। তবে নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক আদেশ বলে পরিগণিত হতে পারে না, মামলাকারীর দৃষ্টিকোণের বিচারে স্বাভাবিক।

৩। কার্যধারার নিয়মাবলী নিয়ন্ত্রণ করে মামলার সাধারণ গতিপ্রকৃতিকে পক্ষগণ এবং আদালতের পথনির্দেশ, প্রতিটি আলাদা বিষয়ে বিবাদ্যকে (Issue) প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নির্ধারণ করতে সাহায্য করে ওকালতির (Pleading) নিয়মাবলী। তারপর উদ্ভূত হয় প্রমাণের প্রশ্ন, অর্থাৎ আদালতের সন্তোষবিধানের জন্য উপযুক্ত আইনের মাধ্যমে বিচার্য বিষয়ক তথ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

৪। মামলাকারী প্রথম যে প্রশ্নটির সম্মুখীন হল সেটা হল বিচার্য বিষয়টিকে কে প্রমাণ করতে বাধ্য? কী ধরনের সাক্ষ্য দ্বারা এবং কীভাবে সে তা প্রমাণ করতে পারবে এগুলি তার কাছে গৌণ প্রশ্ন। অতএব আমাদের অবশ্যই শুরু করতে হবে প্রমাণের ভার দিয়ে।

□ □ □

অংশ ১

I

প্রমাণের ভার

১। প্রমাণের ভার বলতে কি বুঝায়

বর্ণনা, আক্ষরিক অর্থ (letter), তারপর সংজ্ঞা

বিচারক অথবা নির্ণায়কসভা একটি বিষয়ের নিষ্পত্তি করতে পারেন একমাত্র তখনই যখন পক্ষগণ কর্তৃক আরোপিত এবং প্রমাণিত কতিপয় তথ্যের সত্যতা ও মূল্যমান বিচার-বিবেচনা করে এবং যেহেতু তথ্যগুলি বিচারক ও নির্ণায়কসভা উভয়ের কাছে অজানা তাই সেগুলি আইন অনুসারে প্রমাণ করতে হবে সাক্ষ্যের দ্বারা। সঙ্গে সঙ্গে যে প্রশ্নের উদ্ভব হয়, তা হল কোন পক্ষকে অবশ্যই সাক্ষ্য পেশ করতে হবে? ওইরূপ সাক্ষ্য পেশ করার দায়িত্ব, যা যে-কোনও অভিযোগকে সত্য প্রমাণিত করবে, তাকেই বলা হয় "প্রমাণের ভার"।

২। বিচারিক কার্যবাহে প্রযোজ্য প্রমাণের ভারের বিষয়বস্তু দুটি অংশে বিভক্ত —

১। বিচার্য বিষয় প্রমাণ করার ভার।

২। কোনও বিশেষ তথ্য প্রমাণ করার ভার।

এইরূপ বিভাজন করার প্রয়োজনীয়তা

১। একটি বিচার্য বিষয়ের প্রমাণের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে বহু তথ্যের প্রমাণ, যেহেতু সেগুলির সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে কেবলমাত্র একটি তথ্য।

দৃষ্টান্ত —

১। বিচার্য বিষয়টি হল, ক কি খ-কে হত্যা করেছে?

২। বিচার্য বিষয়টি হল, দস্তাবেজের স্বাক্ষরটি কি ক-এর?

২ নং বিচার্য বিষয়টির সঙ্গে জড়িত শুধু একটি তথ্যের প্রমাণ।

১ নং বিচার্য বিষয়টির সঙ্গে জড়িত বহু তথ্যের প্রমাণ।

উদাহরণস্বরূপ—ক কি উপস্থিত ছিল? গ কি তাকে দেখেছিল? রক্ত মাখা জামাটি কি তার? ইত্যাদি।

বিচার্য বিষয় গঠন করা পূর্বানুমান করে নেয় এক প্রস্তুতথ্য ও পরিস্থিতির অস্তিত্ব সম্পর্কে এক পক্ষের দৃঢ় কথন এবং অধিকারীর পক্ষ কর্তৃক তার খণ্ডন। বিচার্য বিষয়টির নিষ্পত্তি করার দুটি পন্থা আছে, (১) যে পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়েছে তার অস্তিত্ব নেই এটা প্রমাণ করা, অথবা (২) যে পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিযোগ করা হয়েছে তার অস্তিত্ব আছে এটা প্রমাণ করা। প্রশ্ন হচ্ছে বিচার্য বিষয় প্রমাণ করার এই দুটি প্রণালীর মধ্যে কোনটিকে গ্রহণ করতে হবে—ইতিবাচক দিকটি প্রমাণ করার প্রণালী, অথবা নেতিবাচক দিকটি প্রমাণ করার প্রণালী।

৪। যেখানে কোনও কারণ নেই ধারণা করার

(ক) যে, যা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা হচ্ছে তা অনেক বেশি সম্ভাব্য যা অস্বীকার করা হচ্ছে তার চেয়ে।

অথবা

(খ) যে, যেখন প্রমাণের উপায়গুলি সমানভাবে উভয় পক্ষের নাগালের মধ্যে তবে সেক্ষেত্রে নিয়মটি হবে এই যে, যেপক্ষ তথ্যটির অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে তাকেই প্রমাণ করতে হবে যে তার অস্তিত্ব আছে। যে প্রস্তাবের স্বপক্ষে বলে ভারটি তারই ওপর ন্যস্ত হবে। যে অস্বীকার করে তার প্রয়োজন সেই এটা প্রমাণ করার যে তার অস্তিত্ব নেই।

এই নিয়মটি বলা আছে ১০১ নং ধারায়।

৫। অস্বীকার সূচকের পরিবর্তে স্বীকার সূচকগুলিকে কেন বিধি প্রমাণ করতে চায় তার কারণগুলি।

(১) যে ব্যক্তি অপরকে বিচারক ন্যায়পীঠের সমক্ষে উপস্থিত করায়, তাকে নিজের অধিকারের এবং নিজ প্রমাণের স্বচ্ছতার শক্তির ওপর অবশ্যই নির্ভর করতে হবে, তার বিপক্ষের অধিকারের অভাব বা প্রমাণের দুর্বলতার ওপর নয়।

উদাহরণ — মিডল্যাণ্ড রেল কোম্পানি বনাম ব্রম্বি—১৭ সি. বি. ৩৭২
ডো বনাম লং ফিল্ড—১৬ এম এবং ডব্লিউ ৪৯৭

১৭ সি. বি. ৩৭২

পৃঃ ৩৮০

(১) অনিশ্চয়তার কারণে একটি সরল অস্বীকারসূচক (বিবৃতি) প্রমাণ করা অসম্ভব না হলেও বেশ কঠিন। এক ব্যক্তি জোর দিয়ে বলছে যে, **কোনও একটি ঘটনা**

ঘটেছিল, কিন্তু কখন, কোথায় এবং কোন পরিস্থিতিতে ঘটেছে তা বলছে না, তখন কী করে অন্য ব্যক্তি অপ্রমাণ করতে পারে যে, এবং অপরের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জাগাতে পারে যে, কখনওই, কোথাও, কোনও পরিস্থিতিতে ওই ধরনের ঘটনা ঘটেনি। বড়জোর যেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যা করা যায় তা হল তথাকথিত ঘটনাটির অসম্ভাব্য তাকে তুলে ধরা এবং এর জন্যও প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে অনুমিত সাক্ষ্য।

একটি নেতিবাচক সত্য কখনও (avermech) ইতিবাচক সত্য কথনের বিরুদ্ধ উক্তি থেকে পৃথক করে দেখা জরুরি, যাকে প্রযুক্তিগতভাবে বলা হয় "অস্বীকৃতি" (traverse)।

দৃষ্টান্ত

বিদ্বেষপ্রসূত অভিযুক্তি (Malicious Prosecution)

বিদ্বেষপ্রসূত অভিযুক্তির বিরুদ্ধে মামলা আনার জন্য বাদিকে প্রধান দুটি অভিযোগ আনতে হয়—

(১) যে প্রতিবাদি তাকে অভিযুক্ত করেছে।

(২) যে অভিযোগ আনার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না প্রতিবাদির।

প্রথমটি ইতিবাচক, দ্বিতীয়টি নেতিবাচক সত্যকথন। দুটিরই প্রমাণ করার ভার বাদির ওপর।

অবহেলা (Negligence)

প্রতিবাদি যুক্তিসঙ্গত এবং যথোচিত যত্ন নেয়নি।

এটি নেতিবাচক নয়, বরং নেতিবাচক সত্যকথন।

৬। সাক্ষ্যের নিয়মের ব্যাপারে দুটি জিনিস অবশ্যই লক্ষ্য করতে হবে যে, কোনও প্রস্তাবের ইতিবাচক দিকটিকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে।

১২ মাদ্রাজ ৫২৬-১৫ জুর ৫৪৪-৫৪৫

অস্বীকৃতি কী

১। বিষয়টি আরজি-জবাবের বিধির সঙ্গে সম্পর্কিত। মামলাকারীদের মধ্যে বিবাদাত্মক কোনও প্রশ্নের নিষ্পত্তি করার জন্য বিচারকদের বলার আগে, সব ক্ষেত্রে

এটা বাঞ্ছনীয়, এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটা দরকারি, যে যে, বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য পেশ করা হচ্ছে, তা সুস্পষ্টভাবে নিরূপণ করা। বাদি ঠিক কী অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনছে প্রতিবাদী এটা জানার অধিকারী; পক্ষান্তরে বাদীও জানার অধিকারী তার দাবির বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রতিবাদী কী উত্তর দেবে। বাদির প্রতিটি বিবৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে প্রতিবাদী অথবা সে স্বীকার করতে পারে অথবা অন্য তথ্য স্বীকার এবং আরোপ করতে পারে যা বিষয়টিকে ভিন্নতর রূপ দান করতে পারে।

প্রযুক্তিগতভাবে বলতে গেলে বলা যায় প্রতিবাদী হয় —

(১) স্বীকার করতে।

(২) অস্বীকার করতে।

(৩) অস্বীকার করতে এবং অন্যান্য তথ্য আরোপ করতে।

২। যখন প্রতিবাদী আরজিতে বিবৃত বাদীর অভিযোগগুলি অস্বীকার করে, তখন বলা যেতে পারে যে সে, এটা অস্বীকার করছে। অপরপক্ষের আরজি-জবাবে কোনও তথ্যের ব্যাপারে অভিযোগের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রতিবাদকে বলে অস্বীকৃতি (traverse)। এটা সাধারণত অভিযোগ সম্বন্ধে এক পরস্পর বিরোধী উক্তি। **এটি সাধারণ নেতিবাচক হিসাবে রচিত হয়;** কারণ যে তথ্যটিকে অস্বীকার করা হচ্ছে সেটি সাধারণত ইতিবাচক হিসাবে আরোপিত হয়। ইতিবাচক অভিযোগগুলির অস্বীকৃতিগুলিকে অবশ্যই ভিন্নভাবে দেখতে হবে **নেতিবাচক অভিযোগ** থেকে, যা প্রকৃত পক্ষে এক ইতিবাচক অভিযোগ।

যদি কোনও পক্ষ ইতি বাচকভাবে দৃঢ়কথন করে, এবং তার ফলে তার মামলার ব্যাপারে যদি দরকারি হয়ে ওঠে এটা প্রমাণ করা যে, নির্দিষ্ট তথ্যের পারিপার্শ্বিক অবস্থার অস্তিত্ব **নেই,** অথবা কোনও বিশিষ্ট উদ্দেশের জন্য বিশিষ্ট বস্তুটি পর্যাপ্ত নয়, এবং ওই প্রকারের কিছু— যেগুলির সঙ্গে নেতিবাচকগুলির সাদৃশ্য থাকলেও—বাস্তবে নেতিবাচক নয় প্রকৃতপক্ষে সেগুলি সম্ভাব্য সত্যকথন, এবং যে পক্ষ তা বলে সে সেগুলি প্রমাণ করতে বাধ্য।

বাদীকে তার ইতিবাচক **নিশ্চিত উক্তিগুলি** প্রমাণ করার জন্য নেতিবাচকটিকে প্রমাণ করতে হবে।

নেতিবাচক সত্যকথন যদি সত্যি সত্যিই এক ইতিবাচক সত্যকথন হয় তবে বাদীকে তা প্রমাণ করতে হবেই। বিক্রয় এবং বন্ধকের মূল্যের পর্যাপ্ততা। মূল্যটি অপর্যাপ্ত (inadequate) কিনা?

দুই। মনে রাখতে হবে বিচার্য বিষয়ের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক বলতে বুঝায় সারবস্তু (insubtance) বিচার্য বিষয়ের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক, এবং শুধু তার আকারে (inform) ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক নয়।

দৃষ্টান্ত—

(১) মুড এবং বাধনসন ৪৬৪, **আমোস বনাম হিউজেস**

আরজিতে অভিকথিত তথ্য

যে প্রতিবাদী দক্ষ কারিগরের মতো ক্যালিকো (সুতি কাপড়) চিত্রিত করে নি।

বর্ণনাপত্রে (written statement)

অভিকথিত তথ্য

প্রতিবাদী দক্ষ কারিগরের মতো ক্যালিকো (সুতি কাপড়) চিত্রিত করেছিল। তাহলে (প্রমাণের) ভার কার ওপর? যদি শুধু **আকারের** কথাই বিবেচনা করা হয়, তবে ভার ন্যস্ত হবে প্রতিবাদীর ওপর। যদি সারবস্তু বিচার করা হয় তবে ভার অবশ্যই ন্যস্ত হবে বাদীর ওপর। যদি নঞর্থক ভাবে নেওয়া হলেও সে স্বীকার করছে যে, কারিগর ক্যালিকো চিত্রিত করেছিল অদক্ষ কারিগরের মতো।

(২) ৭ ক্যারিংটন এবং পেইন ৬১২।

লোয়ার্ড বনাম লেগাট

বাদী কর্তৃক অভিকথিত তথ্য

যে প্রতিবাদী ভবনটি মেরামত করে দেয়নি, চুক্তি অনুসারে যা করা বাধ্যতা মূলক ছিল। প্রতিবাদী কর্তৃক অভিকথিত তথ্য। যে প্রতিবাদি মেরামত করেছিল। আকারে ভার প্রতিবাদীর ওপর সারবস্তুতে ভার বাদীর।

ফৌজদারি বিচারে বিচার্য বিষয় প্রমাণের ভার

১। ১০১ নং ধারা একটি সাধারণ ধারা এবং দেওয়ানি ও সেইসঙ্গে ফৌজদারি কার্যবাহে প্রযোজ্য।

১০৫ নং ধারা অপর একটি ধারা তথ্য-প্রমাণ করার ভারের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিচার্য বিষয় প্রমাণের ভারের সঙ্গে যার সম্পর্ক আছে, কিন্তু প্রযোজ্য কেবলমাত্র ফৌজদারি কার্যবাহের ব্যাপারে।

২। এই ধারাটিকে বুঝিবার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধি সংহিতার প্রকল্পটি (Scheme) জানা দরকার। ভারতীয় দণ্ডবিধি সংহিতা পরিভাষিত করে নানাবিধ অপরাধকে, যথা চুরি, হত্যা, প্রতারণা ইত্যাদি। সব মিলিয়ে প্রায় ৪০০। যা সঠিক হবে, খুব পূববর্তী হবে না, আবার সংকীর্ণও হবে না, এমন সংজ্ঞাগুলির রচনার কাজটি কঠিন ছিল, এবং সংহিতার রচয়িতারা আপ্রাণ চেষ্টা করেও সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সেগুলিকে অত্যন্ত বিস্তৃত করার ভুলটি তাঁরা অবশ্য করেছেন। যার ফলে, ব্যতিক্রমগুলি আইনসিদ্ধ করে তাঁরা এই সংজ্ঞাগুলিকে সীমাবদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করেছিলেন। এই ব্যতিক্রমগুলির কয়েকটি সংহিতা কর্তৃক পরিভাষিত সকল অপরাধগুলিতে সমভাবে বর্তমান। অন্য ব্যতিক্রমগুলি বিশেষ বিশেষ অপরাধ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে প্রযোজ্য।

দৃষ্টান্ত (১) —

(১) যে কেউ আহত করে ৩২৩

(২) যে কেউ চুরি করে ৩৭৯

যে-কেউ = যে-কোনও ব্যক্তি যে করে ইত্যাদি, যে-কোনও ব্যক্তি = যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও বয়সের, যাতে ধারায় প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে এমনকী এক বছরের শিশুকেও দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। কিন্তু দণ্ডবিধি স্বীকার করে যে ৭ বছরের কম শিশুর অপরাধ করার মন (mens rea) = অপরাধী মন নেই, যা অপরাধের উপাদান। অপরাধের দায়িত্ব থেকে শিশুদের নিষ্কৃতি দিতে হলে ভারতীয় দণ্ডবিধি সংহিতার প্রতিটি ধারায় বলা প্রয়োজন যে-কেউ ৭ বছরের বেশি ইত্যাদি।

(১) যে-কেউ অন্যের দখল থেকে তার বিনা অনুমতিতে কোনও সম্পত্তি নিয়ে নেয়—৩৭৮

(২) যে-কেউ অন্যায়ভাবে আটকে রাখে—৩৪২

(৩) যে কেউ অপরের দখলিকৃত সম্পত্তিতে প্রবেশ করে অথবা দখল নেয়—৪৪১

(৪) যে-কেউ আক্রমণ করে অথবা দণ্ডনীয় বলপ্রয়োগ করে—৩৫২

এটা সুস্পষ্ট যে, এই সংজ্ঞাগুলি অনুসারে নিজের উর্ধ্বতন আধিকারিকের আদেশের ভিত্তিতে বেলিফ (পেয়াদা) যদি ক্রোক জারি করে তবে সে চুরি/৩৭৮ এবং বেআইনি ভাবে অনধিকার প্রবেশ/৪৪১ করার অপরাধে অপরাধী হবে/অনুরূপভাবে, নিজ

কর্তব্য সম্পাদনে যদি কোনও পুলিশ আধিকারিক কাউকে গ্রেফতার করে তবে সে আক্রমণ/৩৫৩ এবং অন্যায়ভাবে আটক রাখার/৩৪২ অপরাধে অপরাধী হবে। দণ্ডসংহিতা রচয়িতাদের অভিপ্রায় এটা ছিল না। নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে তাদের কাজের জন্য দণ্ডপ্রাপ্তি থেকে সরকারি কর্মচারীদের রেহাই দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এই সংহিতা। অপরাধের সংজ্ঞাগুলির কার্যপরিধি থেকে সরকারি কর্মচারীদের নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য প্রতিটি ধারায় "সরকারি কর্মচারী ছাড়া অন্য যে-কেউ তার কর্তব্য সম্পাদনে" এই কথাগুলি বলা প্রয়োজন।

সীমায়িতকরণের এই শব্দগুলি সমভাবে বর্তমান এত বিভিন্ন ধারায় বারবার উল্লেখ করার পরিবর্তে দণ্ডসংহিতা সেগুলিকে চতুর্থ অধ্যায়ে মণ্ডলিকৃত (grouped) করেছে, যাকে বলা হয় **সাধারণ ব্যতিক্রমগুলি** এবং যা অন্তর্ভুক্ত করে ৭৬ থেকে ১০৬ নং ধারাগুলিকে।

সীমায়িত করণের প্রকরণগুলিও আছে, যা প্রযোজ্য কিছু সুনির্দিষ্ট অপরাধ সম্বন্ধে, যা পরিভাষিত আছে দণ্ডসংহিতায়।

উদাহরণ —

ধারা ৪৯৯। মানহানি

সংজ্ঞাটি এতই ব্যাপক যে এর **দশটি** ব্যতিক্রম আছে।

৯ম ব্যতিক্রমের প্রয়োজনীয়তা—স্বার্থরক্ষা এইরূপ ব্যতিক্রমগুলি বিশেষ ব্যতিক্রম, যার সঙ্গে প্রভেদ আছে সাধারণ ব্যতিক্রমগুলির।

অনুবিধি—

উদাহরণ—ধারা ৯২, ভা. দ. সং

সাধারণ অথবা বিশেষ প্রশ্ন এই যে, অভিযুক্তের বিষয়টি ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ছে এটা কার প্রমাণ করা উচিত

অবস্থামতো ব্যতিক্রম অথবা অনুবিধি? অভিযোক্তার অভিযোগ যে এটা হয় না এবং অভিযুক্তের বক্তব্য এটা হয়? **উত্তরটি দেওয়া** আছে ১০৫ নং ধারায়। প্রমাণ করার ভার অভিযুক্তের ওপর।

পূর্বতন বিধি থেকে এটা এক ধরনের সরে আসা। এই বিধির অধীনে ভারটি ছিল অভিযোক্তার ওপর এটা প্রমাণ করা যে বিষয়টি ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে না।

দেওয়ানি বিধিতে ব্যতিক্রম প্রমাণ করার ভার

১. সদস্য আইনে এমন কোনও সুনির্দিষ্ট ধারা নেই যা দেওয়ানি বিধিতে ব্যতিক্রম সম্পর্কে প্রমাণের ভারকে নিয়ন্ত্রণ করে। নিয়মটি অবশ্য ফৌজদারি বিধির মতোই। যথা, প্রতিবাদিকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে, তার বিষয়টি ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে।

উদাহরণ—১৫, কলি ৫৫৫

"**মামলাটি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ১৮৫৯ সালের একাদশ বঙ্গদেশ আইনের** ৩৭ নং ধারা (রাজস্ব বিক্রয় আইন)—এবং ওই ধারা পৃথক ভাবে দায়বদ্ধতা এবং উপরায়তি স্বত্ব (under tenures) সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে নির্দেশিত করে দেয় যে, নিলাম খরিদ্দারের অধিকার থাকবে সকল উপরায়তি স্বত্ব পরিহার করার এবং তাদের দখলিকারদের উচ্ছেদ করার **কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া**, এবং তারপর ব্যতিক্রমগুলি লিপিবদ্ধ করেছে। আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বানুমান সাধারণ প্রস্তাবের পক্ষে যাচ্ছে যা নির্দেশিত করছে যে, সকল প্রকারের উপরায়তি স্বত্ব বাতিলযোগ্য, এবং কোনও নির্দিষ্ট ব্যতিক্রমের পক্ষে সওয়াল করলে তা তাকে তার মধ্যে আওতাভুক্ত করতে বাধ্য। এই পরিস্থিতি, এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের আওতার মধ্যে নিজেকে আনার কাজটা প্রতিবাদির দায়িত্ব, যার পক্ষে সে সওয়াল করেছে।"

কোনও চুক্তিতে ব্যতিক্রম, অনুবিধি/অথবা পূর্বশর্ত (Condition precedent) **প্রমাণের ভার**

১। **অনুবিধি এবং ব্যতিক্রম-এর মধ্যে প্রভেদ**

প্রকৃত অর্থে **অনুবিধি** হল কোনও চুক্তির বিষয়বস্তু বহির্ভূত কিছু বিষয় সম্বন্ধে এক বিবৃতি যা চুক্তির শর্তানুসারে উক্ত চুক্তির নির্বাহে বাতিল করার কাজ করবে। ব্যতিক্রম হল চুক্তি থেকে চুক্তির বিষয়বস্তুর কিছুটা অংশ নিষ্কাশিত করা। কিছু বিশিষ্ট শব্দাবলী অনুবিধি অথবা ব্যতিক্রম গঠন করছে কি না তা কোনওভাবে সেই নির্দিষ্ট গঠনের ওপর নির্ভর করবে না, যার মধ্যে সেগুলি প্রবর্তিত হয়েছে, অথবা দলিলের একাংশ যার মধ্যে সেগুলি পাওয়া যাবে।

২। **সওয়াল করার নিয়মটি এই যে বাদির কখনই উচিত নয় তার আরজিতে অনুবিধির উল্লেখ করা। কিন্তু ব্যতিক্রমের কথা বলতেই হবে।**

আগা সইউদ সাদুক বনাম রাজি জাকারিয়া মহোমেড

২, ইন্ড, জুর, এন. এস. ৩০৮ (৩১০)

৩১০। বিচারক মার্কবি

থার্সবি বনাম প্লান্ট ১ ডবল এম. এস সন্ড, পৃ: ২৩৩৬-এর টিপ্পনিতে নির্দেশিত করা আছে যে, অনুবিধি হল সঠিকভাবে কোনও চুক্তির বিষয়বস্তুর বহির্ভূত কিছু জিনিসের বিষয় বাতিল করার অভিপ্রায়। আর ব্যতিক্রম হল চুক্তি থেকে চুক্তির বিষয়বস্তুর কিছুটা অংশ নিষ্কাশিত করা—এই সংজ্ঞাগুলি যদি সঠিক হয় তবে বাদির কখনওই অনুবিধি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু ব্যতিক্রম সব সময়ে উল্লেখ করতে হবে।

৩। যদিও এটা সওয়ালের নিয়ম হিসাবে নির্দেশিত করা আছে, তবুও প্রমাণের ভারের নিয়ম হিসাবে যুক্তিসিদ্ধ বলে বিবেচিত। সুতরাং কোনও দলিলের কোনও প্রকরণ, যেমন জীবন বিমার চুক্তিপত্র, ব্যতিক্রম হয়, তবে বাদিকে কেবল তার উল্লেখ করতে হবে, সেইসঙ্গে দেখাতেও হবে যে, এটা প্রযোজ্য নয়। যদি তা অসুবিধে হয় তবে প্রতিবাদিকে তা উল্লেখ করতেই হবে, এবং দেখাতে হবে যে এটা প্রয়োজ্য।

২ ইন্ড, জুর, এন. এস. ৩০৮, ৩১০

২। ইন্ড, জুর, এন. এস. ৩০৮, ১৮৬৭

ক মামলা করেছিল খ অ্যাণ্ড কোং-এর বিরুদ্ধে "আলেয়া" জাহাজের বিমা পত্রের ভিত্তিতে "১৮৬৫ সালের ২৪ নভেম্বরের দ্বিপ্রহর থেকে ১৮৬৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এবং "সকল বন্দর ও স্থানের জন্য"। "সকল বন্দর ও স্থানের জন্য" শব্দগুলি হস্তলিখিত ছিল, বাকি অংশ ছাপা। খ অ্যাণ্ড কোং তাদের বর্ণনাপত্রে বিমাপত্রটি স্বীকার করে নেয় কিন্তু এই আপত্তি তোলে; ১৫ অক্টোবর এবং ১৫ ডিসেম্বর তারিখ দুটি সহ এই সময়ের মধ্যে করমণ্ডল উপকূলে পালমিরাস অন্তরীপ থেকে সিলোন এবং তার চতুস্পার্শস্থ এলাকায় থামা এবং ব্যবসা করার সময় আটক ইত্যাদি করা; ঝড় ও প্রবল বাতাস অথবা সমুদ্রের অন্যান্য বিপদের জন্যও উদ্ভুত সকল প্রকারের ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি এতদ্বারা বাদ দেওয়া হচ্ছে, যেসব ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি বহন করবে বিমাকারীরা (Assurers) নয়, যারা বিমা করেছে তারা করবে, ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছে তার বিপরীত কিছু ঘটা সত্ত্বেও।"

৩। .... (akiks)

৪। **পূর্বশর্ত** = অনুবিধি

এই প্রসঙ্গে সাক্ষ্যবিধি তিনটি নীতি যুক্ত করেছে।

১। তথ্যের প্রমাণের ভার থাকবে সেই ব্যক্তির ওপর যে, উক্ত তথ্য-প্রমাণের জন্য সাক্ষ্যবিধি প্রদত্ত বিশেষ সুবিধাগুলির দ্বারা নিজেকে লাভবান করতে চায়।

এই নীতির উদাহরণ হল ধারা ১০৪।

২। কোনও বিশিষ্ট তথ্য প্রমাণের ভার

১। বিচার্য বিষয় প্রমাণের ভারের ক্ষেত্রে যা নিয়ম এক্ষেত্রেও তাই। অর্থাৎ কোনও তথ্য প্রমাণ করার ভার সেই পক্ষের ওপর যে ওই তথ্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সত্যাপন করেছে, যেপক্ষ তা অস্বীকার করছে তার ওপর সে ভার নেই। নিয়মটি অন্তর্ভুক্ত করা আছে ১০৩ নং ধারায় এবং নিয়মটির কারণগুলি উভয়ক্ষেত্রেই অভিন্ন।

২। অবশ্য এমন কিছু তথ্য আছে যা প্রমাণ করার ভার বিধি কর্তৃক অর্পিত হয়েছে এক বিশিষ্ট ব্যক্তির ওপর এই প্রশ্ন নির্বিচারে যে সেই ব্যক্তি তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সত্যাপন করছে বা অস্বীকার করছে। ১০৪ থেকে ১১১ নং ধারাগুলি সুনির্দিষ্ট করে দিচ্ছে সেইসব ক্ষেত্রগুলি যেখানে সাক্ষ্যবিধি প্রমাণের ভার অর্পণ করছে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ওপর।

৩। এই ধারাগুলির অন্তর্নিহিত নীতিগুলি এবং যা প্রমাণের ভার সংক্রান্ত সাধারণ নিয়মাবলী থেকে সরে আসবে সমর্থন তার সংখ্যা চার।

এক। তথ্যের প্রমাণের ভার থাকবে সেই ব্যক্তির ওপর যে, উক্ত তথ্যও প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য বিধি প্রদত্ত **বিশেষ** সুবিধাগুলির দ্বারা নিজেকে লাভবান করতে চায়।

দুই। যেখানে পক্ষগণ তাদের পারস্পরিক অবস্থায় অসম, সেক্ষেত্রে কোনও বিশিষ্ট তথ্যকে প্রমাণের ভার থাকা উচিত তারই উপর যে তুলনামূলকভাবে অপেক্ষাকৃত ভাল অথবা সুদৃঢ় অবস্থায় আছে।

তিন। যেখানে বিষয়গুলির অস্তিত্ব অব্যাহত আছে, সেখানে সেগুলির নিবৃত্তি (discontinuance) প্রমাণের ভার সেই পক্ষের ওপর থাকবে যে নিবৃত্তির দাবি করছে।

চার। যেখানে একটি তথ্য কেবলমাত্র অন্য একটি তথ্যের বৈধ ঘটনামাত্র সেখানে ঘটনাটি তথ্যের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত নয়, এটা প্রমাণের ভার থাকবে সেই পক্ষের ওপর যে তা করা উচিত নয় বলে দাবি করেছে।

প্রথম নীতির ব্যাখ্যাকারী কয়েকটি ধারা

১। ১০৪ নং ধারা প্রথম নীতির একটি উদাহরণ। এই ধারাটিতে আলোচিত হয়েছে কোনও তথ্য-প্রমাণের ভার সম্পর্কে, যে প্রমাণটি অন্য তথ্য-প্রমাণের জন্য এক প্রয়োজনীয় পূর্ব-পূরণীয় শর্ত (Pre-Requisite)।

২। সাক্ষ্য-বিধি কয়েকটি শর্ত নির্দেশিত করেছে, কোনও বিশিষ্ট তথ্য সম্পর্কিত সাক্ষ্যপ্রদানের আগে যা পালন করতে হবে। অনুরূপভাবে সাক্ষ্য-বিধি কয়েকটি শর্ত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যা কোনও তথ্য-প্রমাণ করার বিশিষ্ট পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়ার আগে পালন করতে হবে।

উদাহরণ এক

আদালতের সমক্ষে এবং তার উপস্থিতিতে প্রদত্ত না হলে কোনও কিছুই সাক্ষ্য হিসাবে পরিগণিত হবে না। অতএব সাধারণত কোনও মৃত ব্যক্তির বিবৃতি সাক্ষ্য নয়। সাক্ষ্য-বিধি অবশ্য কোনও মৃত ব্যক্তির কোনও বক্তব্য সম্পর্কে সাক্ষ্যের অনুমতি দেয়, যদি তা বিচার্য বিষয়ের প্রাসঙ্গিক হয় তবে এই শর্তে যে, ওই ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনাটি প্রমাণিত হয়েছে।

উদাহরণ দুই

সাক্ষ্য-বিধির দাবি কোনও দস্তাবেজের বিষয়বস্তু মূল দস্তাবেজ পেশ করেই প্রমাণ করতে হবে। মূল দস্তাবেজ হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি প্রমাণ করার শর্তে গঠন সাক্ষ্য (Secondary evidence) প্রদানের অনুমতি অবশ্য দিয়েছে এই বিধি।

৩। প্রশ্নটি এই যে মৃত্যুর ঘটনা অথবা মূল দস্তাবেজ হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা প্রমাণ করা কার ওপর বাধ্যতামূলক? সাধারণভাবে এই পূর্ব-পূরণীয় শর্তটি কে প্রমাণ করতে বাধ্য? এই বিশেষ সুবিধাগুলির দ্বারা যে পক্ষ লাভবান হতে চায় তার ওপরেই ভার অর্পণ করেছে ১০৪ নং ধারা।

দ্বিতীয় নীতির ব্যাখ্যাকারী ধারাগুলি

১। ১০৬ এবং ১১১ নং ধারায় দ্বিতীয় নীতির ব্যাখ্যা আছে।

ধারা ১০৬

১। এই ধারায় আলোচনা আছে কোনও তথ্য-প্রমাণের ভার সম্পর্কে, যা বিশেষভাবে জ্ঞাত আছে পক্ষগণের মধ্যে কোনও একপক্ষ।

(এক) যদি ক কোনও তথ্য সম্বন্ধে অভিযোগ আনে এবং যদি খ তা অস্বীকার করে, তবে ১০৩ নং ধারায় প্রদত্ত নিয়মের ভিত্তিতে সেটা প্রমাণ করতে হবে ক-কেই, কারণ ক এ-ব্যাপারে সত্যাপন করেছে।

(দুই) কিন্তু তথ্যটি যদি বিশেষভাবে খ-এর জানা থাকে তবে এই ধারার ভিত্তিতে এটা প্রমাণ করার ভার বর্তাবে খ-এর ওপর।

২। উদাহরণ—

২২, কলি, ১৬৪

হারাধনের দুটি কন্যা ছিল—যমজ, প্রায় ১ বছর বয়সের—তাদের একজনকে সে ৯ টাকার বিনিময়ে করুণা নামের এক গণিকাকে বিক্রি করে এবং বিক্রি করার দশ দিনের মধ্যে করুণাকে বিক্রি করে যাকে সে তার শৈশবকাল থেকে প্রতিপালন করেছে এবং যে তার সঙ্গে বসবাস করছে এবং গণিকার জীবনযাপন করছে।

প্রশ্ন। বেশ্যাবৃত্তির জন্য নাবালিকা ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য ৩৭২/৩৭৩ নং ধারায় মামলাতে প্রশ্নটি ছিল কে প্রমাণ করবে যে কন্যাগুলিকে বেশ্যাবৃত্তির জন্য ব্যবহার করার অভিপ্রায় ছিল। অভিযুক্তের দায়িত্ব—যেহেতু বিষয়টি তাদের জানা ছিল।

২৩ এলা. ১২৪

রাত ১১টার সময় আগ্রা শহরের ঠিক বাইরে রাস্তার ওপর কয়েকজন ব্যক্তিকে দেখা যায়, সকলের কাছেই অস্ত্রশস্ত্র (বন্দুক ও তলোয়ার) ছিল পোশাকের তলায় লুকানো। অস্ত্র রাখার জন্য কারও কাছেই অনুজ্ঞাপত্র (License) ছিল না এবং কেন তারা ওই স্থানে ছিল তার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ কেউই দেখাতে পারেনি। ৪০২ নং ধারার অভিযোগ বলা হয়েছিল অভিপ্রায়ের প্রমাণের ভার অভিযুক্তের ওপর।

ধারা ১১১

১। এই ধারায় আলোচনা আছে কোনও সংব্যবহারে (transactions) **সরল বিশ্বাস** সম্পর্কিত প্রমাণের ভার।

১। **সরল বিশ্বাসের সংজ্ঞা**

(১) সরল বিশ্বাস সাক্ষ্য আইনে পরিভাষিত হয় নি।

(২) তা পরিভাষিত হয়েছে ভারতীয় দণ্ডবিধি সংহিতার ৫২ নং ধারায়। কোনও কিছুকেই 'সরল বিশ্বাসে' করা হয়েছে অথবা বিশ্বাস করা হয়েছে বলা যাবে না, যা যথোচিত সাবধানতা ও মনোযোগ ব্যতিরেকে করা হয়েছে বা বিশ্বাস করা হয়েছে।

(৩) এটি ১৮৯৭ সালের সাধারণ প্রকরণ আইন -১০-এর ৩(২০) নং ধারাতেও পরিভাষিত হয়েছে।

"ব্যাপারটি সরল বিশ্বাসে করা হয়েছে এটা ধরে নেওয়া হতে পারে সেক্ষেত্রে যেটি কার্যত সততার সঙ্গে করা হয়েছে; অসাবধানতায় করা হয়েছে কি হয় নি সেটা বিচার্য নয়।"

(৪) সংজ্ঞা দুটির মধ্যে পার্থক্য এই যে, সরল বিশ্বাসের ব্যাপারে সততার প্রশ্নটি অনাবশ্যক দন্ডসংহিতায় যেভাবে পরিভাষিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ প্রকরণ আইনে যেভাবে দেওয়া আছে সেই অনুসারে এটা সংজ্ঞার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ।

(৫) সাক্ষ্য আইনে যেভাবে সরল বিশ্বাস শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেটা হয়েছে সাধারণ প্রকরণ আইনে যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে সেইভাবে।

৩। **সরল বিশ্বাস প্রমাণ করার ভার সম্পর্কে সাধারণ নিয়ম**

(এক) বিধির সাধারণ নীতি হল এটা ধরে নেওয়া যে, প্রতিটি মানুষ তাদের কাজকর্ম ন্যায্যভাবেই করে। কোনও ব্যক্তির ওপর অসম্মানজনক অথবা নিন্দার্হ কোনও কিছু আরোপ করা যায় না। বিধি পাপ অথবা অনৈতিকতার অভিযোগ আনবে না। সেই কারণে কোনও ব্যক্তি যখন অন্য কোনও ব্যক্তির আচরণ সম্বন্ধে অসাধুতা অথবা অন্যায়ের অভিযোগ আনতে ইচ্ছুক হয় তখন অসাধুতা ও অন্যাহ্যতা প্রমাণ করার ভার তার ওপর থাকে। অন্যভাবে বলা যায় যে, সরল বিশ্বাস সম্পর্কে প্রমাণের ভার থাকে সেই ব্যক্তির ওপর যে সরল বিশ্বাসের অভাব সম্বন্ধে অভিযোগ করে। উদ্দেশ্যটি প্রমাণ করতেই হবে।

(দুই) এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমটি (Exception) বিধিবদ্ধ আছে ১১১ নং ধারায় এবং তাতে সেই পরিস্থিতি নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে, যে পরিস্থিতিতে ব্যক্তিটিকে সরল বিশ্বাসের উপস্থিতি ইতিবাচকভাবে প্রমাণ করতেই হবে।

দুটি পক্ষের মধ্যে কোনও সংব্যবহারের সরল বিশ্বাস সম্বন্ধে তাদের মধ্যে কোনও পক্ষ প্রশ্ন তোলে এবং ওই দুই পক্ষ এমনভাবে সম্বন্ধাবদ্ধ যে একপক্ষ অপরের সক্রিয় আস্থাভাজনতার সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে সেক্ষেত্রে সরল বিশ্বাস ইতিবাচক ভাবে প্রমাণের ভার থাকবে সেই ব্যক্তির ওপর যে সক্রিয় আস্থাভাজন হয়ে আছে।

ব্যতিক্রম (Exception) প্রযোজ্য হয় কেবলমাত্র সেখানেই যেখানে সংব্যবহারের দুই পক্ষ এমনভাবে সম্বন্ধাবদ্ধ যে, একে অপরের সক্রিয় আস্থাভাজন হয়ে আছে।

(চতুর্থ) "সক্রিয় আস্থাভাজনতার সম্বন্ধ" বলতে কী বুঝায়।

(এক) সম্বন্ধ বলতে বৈধ সম্পর্ক বুঝায়।

(দুই) সক্রিয় আস্থাভাজন বলতে পরামর্শ করতে এবং উপদেশ অনুযায়ী কাজ করতে অভ্যস্থ বুঝায়।

অতএব প্রকৃত আস্থাভাজনের অবস্থা বলতে বুঝায় দুই পক্ষের মধ্যে সেই প্রকারের বৈধ সম্পর্ক যা এক পক্ষের মধ্যে এমন অভ্যাসের সৃষ্টি করে যাতে সে তার নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে অপরের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং অপর পক্ষের ওপর এমন কর্তব্য ভার চাপিয়ে দেয় যাতে সে দেখতে বাধ্য হয় যে তার দেওয়া উপদেশ এমন হবে যাতে তার স্বার্থ রক্ষা হয়।

এই ধারায় দুটি পক্ষের মধ্যে বৈধ সম্পর্ক সম্বন্ধে এমনভাবে বিবেচনা করেছে যে, আস্থাভাজন ব্যক্তিটির কর্তব্য হবে অপরের স্বার্থ রক্ষা করা।

কাউলসন বনাম অ্যালিসন **২ ডি. এফ. এবং জে ৫৮১**	নিয়মটি প্রযোজ্য এ কারণে যে পক্ষগণ স্বামী ও স্ত্রী
হারগ্রিভ বনাম ইভেরার্ড **৬ ইব. চ. আর ২৭৮**	নিয়মটি প্রযোজ্য নয় কারণ পক্ষরা স্বামী-স্ত্রী নয়, তারা রক্ষিতা এবং অবৈধ প্রণয়ী।

অছি এবং স্বত্বভোগী, ব্যবহার দেশক (Solicitor) এবং মক্কেল, পিতা এবং পুত্র অথবা স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে সংব্যবহার এই নিয়মের অধীন হবে যদি সরল বিশ্বাসের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়।

(পঞ্চম) যদিও এই নিয়মটি সেইসব বিষয়ের মধ্যে ওই ধারা কর্তৃক সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, যেখানে একজন অপরের আস্থাভাজনের সম্পর্কে আছে, তবুও

আদালত সেটি সম্প্রসারিত করেছে সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে এক ব্যক্তির আধিপত্য আছে অন্যজনের ওপর এবং অবৈধ প্রভাব খাটাবার অবস্থায় আছে।

ধারা ১০৭-১০৮

১। এই দুটি ধারাকে অবশ্যই একযোগে পাঠ করতে হবে কারণ ১০৮ নংটি ১০৭ নং ধারায় বর্ণিত নিয়মের অনুবিধি মাত্র।

২। ধারাগুলি সেই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে না, মানুষটি কতদিন জীবিত ছিল।

৩। কোন সময়ে সে মারা গিয়েছিল সেই প্রশ্নটিরও আলোচনা নেই এই ধারাগুলিতে।

৪। কোন পূর্ববর্তী তারিখে সে জীবিত অথবা মৃত ছিল সেই প্রশ্নেরও আলোচনা নেই এই ধারাগুলিতে।

৫। যে সময়ে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে অর্থাৎ মামলা রুজু করার তারিখে, ব্যক্তিটি জীবিত অথবা মৃত ছিল কি না এই প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছে এই ধারাগুলিতে।

তৃতীয় নীতির ব্যাখ্যাকারী ধারাগুলি

ধারা ১০৭, ১০৮ এবং ১০৯

১০৭ নং ধারায় আলোচনা আছে প্রমাণের ভার সম্বন্ধে। যেখানে প্রশ্নটি এই যে মানুষটি জীবিত আছে না মৃত।

এই ধারা অনুসারে যেখানে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, আলোচ্য ব্যক্তি গত ৩০ বছরের মধ্যে জীবিত ছিল, তখন সে যে মৃত এটা প্রমাণ করার ভার সেই পক্ষের ওপর যে জোর দিয়ে বলেছে যে, সে মৃত। যেখানে এটা প্রমাণ হয়নি যে আলোচ্য ব্যক্তিটি গত ৩০ বছরের মধ্যে জীবিত ছিল, সেখানে ভারটি থাকবে সেই ব্যক্তির ওপর যে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছে যে, সে বেঁচে আছে।

ধারা ১০৮ প্রমাণের ভার সম্পর্কে আলোচনা করেছে যেখানে প্রশ্নটি এই যে, যে মানুষটি জীবিত বা মৃত থাকার সমাচার পাওয়া যায় নি।

এই ধারা অনুসারে —

(১) সাত বছর ধরে যে ব্যক্তির কোনও সমাচার পাওয়া যায়নি। এবং

(২) তাদের দ্বারা যারা স্বভাবতই তার সমাচার পেত, সেক্ষেত্রে ভারটি সেই পক্ষের ওপর ন্যস্ত হবে যে দৃঢ়রূপে ঘোষণা করে যে, ব্যক্তিটি জীবিত আছে।

মন্তব্য

যাকে একবার মৃত বলে দেখানো হয়েছে সেই পক্ষের মৃত্যুর বিষয়টি নির্ধারণ করবে আদালত। যেহেতু পূর্বানুমান জীবনের অবিচ্ছিন্নতার পক্ষে যায়, তাই মৃত্যু প্রমাণ করার দায়িত্ব সেই পক্ষের ওপর ন্যস্ত হয় যে মৃত্যুর কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে। কিন্তু জীবনের অবিচ্ছিন্নতার পূর্বানুমানটির সমাপ্তি হয় আলোচ্য ব্যক্তিটি শেষবারের মতো জ্ঞাত হওয়ার পর ৭ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে। সাত বছরের মধ্যে ব্যক্তিটি যে জীবিত ছিল তা প্রমাণ করার ভার থাকে সেই ব্যক্তির ওপর যে এটা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিল।

যদি অন্যান্য পরিস্থিতি অনুষঙ্গী (Concur) হয়, তবে আদালত মৃত্যুর তথ্যটির অনুসন্ধান করতে পারে ৭ বছরের কম সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর।

বিষয় ঃ ওয়াকার (১৯০৯) পৃঃ ১১৫-র

১০৭-১০৮ নং ধারার প্রয়োগ

যে প্রশ্নের জন্য এই দুটি ধারায় অনুবিধি দেওয়া আছে, তা হল এই যে, যখন এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হচ্ছে তখন ব্যক্তিটি জীবিত না মৃত ছিল। কোনও বিশেষ সময়ে ব্যক্তিটি মারা গেছে কি না যেখানে এই প্রশ্নটি উঠবে সেখানে এই ধারা দুটি প্রযোজ্য নয়। যদি কেউ মৃত্যুর সঠিক সময়টি আইন অনুসারে প্রমাণ করতে চায় তবে প্রমাণের ভার তার ওপরে থাকবে।

ধারা ১০৯

তিনটি সম্পর্কের অবিচ্ছিন্নতা এবং বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে প্রমাণের ভার বিষয়ে আলোচনা আছে এই ধারায়।

(১) অংশীদারগণ।

(২) ভূস্বামী ও প্রজা।

(৩) প্রাধান (Principal) এবং নিযুক্তক (Agent)।

এই ধারায় বলা আছে যে, একবার যদি দেখানো হয়ে থাকে যে দু'জন ব্যক্তি অংশীদার ভূস্বামী ও প্রজা অথবা প্রধান এবং নিযুক্তকদের সম্পর্কে আবদ্ধ, তাহলে

তারা যে ওই সম্পর্কে আবদ্ধ থাকতে বিরত হয়েছে এটা প্রমাণ করার ভার সেই পক্ষের ওপরে থাকবে যে অভিযোগ করেছে যে, তারা বিরত আছে।

৪র্থ নীতি ব্যাখ্যাকারী ধারা

ধারা ১১০। এই ধারাটি সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কে প্রমাণের ভার বিষয়ক, যখন দখলিকার ব্যক্তির সঙ্গে দখলচ্যুত মালিকের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে।

১। ১১০ নং ধারায় উল্লেখিত নিয়মটি হল এই যে, দখলিকার ব্যক্তি যে মালিক নয় এটা প্রমাণের ভার থাকবে সেই ব্যক্তির ওপর যে অভিযোগ করেছে যে, ওই ব্যক্তি মালিক নয়।

এই নিয়মটির যুক্তি

মালিকানা প্রধানত নির্দেশিত করে কোনও বস্তুর অন্যান্য অধিকার ও উপভোগের অধিকার। মালিক দখলিকারের অধিকার আছে সেই বস্তুর দখল ও উপভোগে অন্যদের প্রবেশাধিকার না দেওয়া; কিন্তু যদি সে যে বস্তুর অধিকারী সেখান থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হয়। তবে দখল ফিরে পাওয়ার অধিকার তার আছে।

মালিকানা এটাও বুঝায় যে, তার অধিকার আছে সম্পত্তি হস্তান্তর করার, বিক্রয় করার, বন্ধক অথবা দান করার।

অতএব দখলের অধিকার এবং হস্তান্তর করার অধিকার মালিকানার অনুষঙ্গ। যেখানে মালিকানা আছে সেখানে তার সঙ্গে থাকবে দখলের অধিকার এবং হস্তান্তর করার অধিকার।

অতএব বিধি এই অভিমত পোষণ করে যে, মালিক না হলে কোনও ব্যক্তি সম্পত্তির দখলিকার হতে পারবে না এবং (প্রমাণের) ভারটি ন্যস্ত করে তার বিরোধী পক্ষের ওপর।

এই ধারার নীতিটি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় —

(এক) যেখানে দখল নিছক আইনসম্মত, যার সঙ্গে প্রকৃত বর্তমান দখলের পার্থক্য আছে।

(দুই) যেখানে প্রতারণা ও বলপূর্বক দখল নেওয়া হয়েছে।

প্রমাণের ভার

১। প্রমাণের ভার যার ওপর ন্যস্ত হয়েছে বিধি অনুসারে সেই ব্যক্তির উচিত তা সম্পন্ন করা।

২। প্রমাণের ভার সম্পন্ন করতে গিয়ে দুটি বিষয়ের ওপর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

(এক) কিছু বিষয় আছে যার জন্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

(দুই) কিছু বিষয় আছে যা প্রমাণ করার অনুমতি দেওয়া হয় না।

৩। অতএব এই বিষয়গুলি এবং যেগুলিকে নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মাবলী সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করতে অগ্রসর হওয়া উচিত আমাদের।

□ □ □

প্রমাণের ভার

(i) বিষয়াবলী যা প্রমাণিত হওয়ার প্রয়োজন নেই

১। যেসব বিষয়ের প্রমাণের প্রয়োজন নেই সেগুলি এই তিন শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত—

(১) বিচারিকভাবে লক্ষ্যণীয় তথ্য।

(২) যেসব তথ্য পক্ষগণ স্বীকার করে নিয়েছে।

(৩) সেইসব তথ্য যার অস্তিত্ব বিধি কর্তৃক অনুমিত হয়েছে।

(এক) বিচারিকভাবে লক্ষ্যণীয় তথ্য

১। ৫৬ এবং ৫৭ নং ধারাগুলিতে বিচারিকভাবে লক্ষিত তথ্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

২। ৫৬ নং ধারা বলে যে, যে তথ্য আদালত বিচারিকভাবে লক্ষ্য করবেন না, তা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।

৩। ৫৭ নং ধারায় ১৩টি বিষয়ের কথা আছে যেগুলি সম্পর্কে আদালত অবশ্যই বিচারিকভাবে লক্ষ্য করবেন।

৪। এই ধারার নীতি। কতকগুলি বিষয় এতই কুখ্যাত এবং এত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, সেগুলি সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণ করার দাবি নিরর্থক।

উদাহরণ —

(১) যুদ্ধ-বিগ্রহের (Hortilities) সূত্রপাত এবং অব্যাহত থাকা।

(২) ভৌগোলিক বিভাজন।

৫। শেষ দুটি অনুচ্ছেদ গুরুত্বপূর্ণ এবং ৫৬ নং ধারার সঙ্গে পঠিতব্য। সেগুলিকে সঠিকভাবে বুঝবার জন্য সূত্র দেওয়া আছে অনুচ্ছেদগুলিতে। এর ফলে যখন ৫৭ নং ধারায় উল্লেখিত বিষয়টি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে, যে পক্ষগণ অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিপরীত বক্তব্য জোর দিয়ে বলে, তখন তাদের দৃঢ় কথনের সমর্থনে কোনও সাক্ষ্য উপস্থাপিত করার দরকার হয় না। কোনও রীতিসিদ্ধ সাক্ষ্যের তলব না করেই বিচারককে অবশ্যই একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

(১) বিচারকের নিজস্ব জ্ঞান পর্যাপ্ত হতে পারে। যদি তা না হয় তবে তিনি বিষয়টি নিয়ে অবশ্যই খুঁটিয়ে বিচার বিবেচনা করবেন।

(২) প্রয়োজন মনে করলে বিচারক পক্ষগণকে বলতেও পারেন তাঁকে সাহায্য করতে।

(৩) এই তদন্ত করার সময় বিচারক সাক্ষ্যসংক্রান্ত সকল নিয়মাবলী থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকেন, যেগুলি দেওয়া আছে তথ্য সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য, আইন যেগুলির প্রমাণ চায়।

(দুই) পক্ষগণ কর্তৃক স্বীকৃত তথ্যাবলী

ধারা ৫৮

১। দুই প্রকারের স্বীকৃতি (Admission) আছে যাদের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করতেই হবে।

(১) কোনও আদালতে কার্যবাহ সংক্রান্ত বিষয়াবলী সংস্পর্শিত যথাবিধি স্বীকৃতি এবং যা পক্ষগণ ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে সেগুলির প্রমাণ বর্জন করা।

(২) কার্যবাহে কোনও পক্ষ কর্তৃক যথাবিধি স্বীকৃত নয় এমন স্বীকৃতি দানের অভিযোগ, কিন্তু তা কার্যবাহ চলাকালে করা হয় নি।

২। ৫৮ নং ধারা কেবলমাত্র যথাবিধি করা স্বীকৃতি সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

পক্ষগণ যথাবিধি স্বীকৃতি দিতে পারে ৬টি বিভিন্ন পন্থায় —

(১) আরজি-জবাবে।

(২) প্রশ্নাবলী জবাবে।

(৩) সুনির্দ্দিষ্ট করা তথ্য স্বীকার করার জন্য আজ্ঞাপ্তির জবাবে।

(৪) দস্তাবেজ উপস্থাপন এবং স্বীকার করার জবাবে।

(৫) মামলা চলাকালীন কোনও পক্ষের ব্যবহার-দেশক কর্তৃক।

(৬) প্রকাশ্য আদালতে স্বয়ং মামলাকারী অথবা তার অধিবক্তা (Advocate) কর্তৃক।

৩। এই ধরনের তথ্যের প্রমাণ অসার হবে। পক্ষগণ যে বিচার্য বিষয় নিয়ে

বিবাদমান এবং যেগুলি সম্বন্ধে তাদের ঐকমত্য হয়েছে সেগুলি বাদে, সেই সংক্রান্ত প্রশ্নের বিচার করতে পারে আদালত।

৪। ফৌজদারি মামলায় ৫৮ নং ধারার প্রযোজ্যতা সম্পর্কে মতদ্বৈধতা আছে।

(এক) নর্টন বলেন যে এটা ফৌজদারি মামলায় প্রযোজ্য নয়।

(দুই) কানিংহাম বলেন, এটা প্রযোজ্য।

৩০ বোম্বাই এল. আর. ৬৪৬

৫৮ নং ধারা ফৌজদারি কার্যবাহ সম্পর্কে কোনওরকম ব্যতিক্রম করে না।

রাট, ইউ এন. ফৌ: সং ৭৬৯

৫৮ নং ধারা ফৌজদারি কার্যবাহ সম্পর্কে কোনও ব্যতিক্রম করে না।

৩৯ মাদ্রাজ ৪৪৯

ব্যবহার শাস্ত্রের (Juris Prudence) সাধারণ নীতিগুলির ভিত্তিতে ৫৮ নং ধারা ফৌজদারি বিচারে প্রয়োগ করা আদৌ উচিত নয়।

"প্রশ্ন এই যে এই আইনের অনুবিধিগুলি সম্পূর্ণ কি না এবং ওই আইনে প্রদত্ত সাক্ষ্যের নিয়মাবলীর সম্পূরক এবং ব্যাখ্যাকারী হিসাবে ইংলন্ডের বিধি বা ব্যবহার শাস্ত্রের নীতিগুলির সাহায্য আমরা চাইতে পারি কি না।" ১২, এলা. ১। সাক্ষ্যের ইংলন্ডের বিধি প্রযোজ্য।

এই নিয়মটি চূড়ান্ত নয়। ধারাতে বলা আছে যে, যে তথ্যটি স্বীকৃত হয়েছে তা যে পক্ষের ওপর প্রমাণের ভার আছে তার সাক্ষ্য দিয়ে সেটা প্রমাণ করাবার দাবি বিচারক করতে পারেন।

সরল ও অজ্ঞ ব্যক্তিরা যাতে ভুল করে না বসে তাই তাদের সুরক্ষার জন্য এই রক্ষাকবচটি অভিপ্রেত।

সম্ভবত এই কারণেই এই অনুবিধির অধীনে ফৌজদারি বিচারে স্বীকৃতির অনুমোদন নেই।

যে তথ্যের অস্তিত্ব বিধি কর্তৃক অনুমিত

১। পূর্বানুমানের (Presumption) সংজ্ঞা পূর্বানুমান কোনও তথ্য থেকে নিষ্কাশিত এক সিদ্ধান্ত অথবা অনুমিতি (Inference)।

২। পূর্বানুমান নিয়মের অন্তর্নিহিত নীতি

(১) এই বিশ্ব নিঃসন্দেহে বিভিন্ন প্রকারের উপাদানে গঠিত এবং জনগণের ওপর যে উদ্দেশ্য কার্যকর হয় তা ভিন্ন ধরনের।

তৎসত্ত্বেও কিছুটা পরিমাণে নিয়মানুবর্তিতা ও সমরূপতা আছে।

২। **বস্তুগুলির** (things) ব্যাপারে ঋতুগুলির ক্রম এবং পরিবর্তন জ্যোতিষ্ক মণ্ডলির উদয়, অস্ত এবং গতিপথ এবং পদার্থ-চুম্বকত্ব আপেক্ষিক গুরুত্বের জানিত ধর্মগুলি থেকে গতিবিধি ও সংগঠনের (occurence) মধ্যে কিছুটা নিয়মানুবর্তিতা ও সমরূপতা দেখা যায়।

৩। **ব্যক্তিগণের** ব্যাপারে, সাধারণভাবে মানবজাতির মধ্যে অনুভব হিসাবে যে সব স্বাভাবিক গুণাবলী, ক্ষমতা ও কার্যদক্ষতা (faculty) থাকে সেগুলি মোটামুটি সমরূপ।

(৪) পুরুষদের **আচরণ** সম্পর্কে মোটামুটি সমরূপতা থাকে।

সেগুলি সমরূপতার দ্বারা প্রণোদিত হয়।

৩। এই সমরূপতা প্রদত্ত হলে, এটা বলা সম্ভব যে, একটি বস্তু প্রদত্ত হলে অপরটিও সেই পথ অনুসরণ করবে এটা বলা যায়।

৪। এই নীতির ভিত্তিতেই ১১ নং ধারা গঠিত।

১। এটা আদালত কোনও তথ্যের অস্তিত্বকে মেনে নেওয়ার ক্ষমতা দেয়। যদি ঐ তথ্য একটি বিশিষ্ট তথ্যের **সম্ভাব্য পরিণতি** হয়।

২। পরীক্ষাটি এই—

(এক) স্বাভাবিক ঘটনাবলীর অভিন্ন ধারা।

(দুই) মানুষের আচরণ।

(তিন) সরকারি ও বেসরকারি কর্ম।

৩। কয়েকটি তথ্যের সম্ভাব্য পরিণাম কী হতে পারে এতে তার ৯টি দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে।

৪। ব্যাখ্যা—দৃষ্টান্ত (পাণ্ডুলিপিতে দেওয়া নেই—সম্পাদক)।

৫। এক পরিস্থিতিতে যে ঘটনা ঘটা সম্ভব, অন্য পরিস্থিতিতে তা না ঘটারই

সম্ভাবনা বেশি। অতএব পূর্বানুমান করতে গেলে আদালতকে অবশ্যই বিশিষ্ট ক্ষেত্রের তথ্যগুলির কথা চিন্তা করতে হবে।

দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা (পাণ্ডুলিপিতে দেওয়া নেই—সম্পাদক)

৬। পূর্বানুমানের কোনও সাধারণ সংহিতাবদ্ধকরণ (Codification) করা যায় না। কারণ সম্ভাব্য পরিণতিগুলি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে।

৭। পূর্বানুমানের ফলে ব্যক্তি প্রমাণের ভারমুক্ত হয়।

৮। বিধির পূর্বানুমান এবং তথ্যের পূর্বানুমান।

৯। যুক্তি দ্বারা খণ্ডনীয় এবং অখণ্ডনীয় পূর্বানুমান।

নর্টন পৃঃ ৩৮১

দুই। সদৃশ পূর্বানুমানগুলি বিধির নীতিসূত্র। এগুলিকে পূর্বানুমানও বলা হয় শব্দটির খোলামেলা অর্থে।

১। বিধির কয়েকটি নীতিসূত্র আছে যেগুলিকেও পূর্বানুমান বলা হয়।

২। বিধির নীতিসূত্রগুলির দৃষ্টান্ত—

(১) বিধি পূর্বানুমান করবে যে, সবাই আইন জানে।

(২) বিধি পূর্বানুমান করে যে, প্রতিটি মানুষ তার কর্মগুলির স্বাভাবিক পরিণাম চায়।

(৩) বিধি পূর্বানুমান করবে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি নিরপরাধ।

(৪) বিধি পূর্বানুমান করবে যে, প্রতিটি মানুষ বোধশক্তি সমন্বিত।

(৫) বিধি পূর্বানুমান করবে যে, কোনও মানুষ তার সম্পত্তি অকারণে অপব্যয় করবে না। যেমন প্রদেয় নয় এমন অর্থ প্রদান করে।

(৬) বিধি পূর্বানুমান করবে পিতামাতা কর্তৃক সন্তানকে অগ্রিম অর্থ প্রদান করাটা দান, ঋণ নয়।

(৭) বিধি পূর্বানুমান করবে যে, পিতা অন্যদের চেয়ে নিজের সন্তানকে বেশি পছন্দ করে।

এই নীতিসূত্রগুলি প্রমাণের ভারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সেগুলি ভারের পরিমাণ নির্ধারিত করতে সাহায্য করে।

দস্তাবেজ সম্পর্কিত পূর্বানুমান

১। শংসিত প্রতিলিপির (Certified Copies) অকৃত্রিমতা সম্পর্কে পূর্বানুমান।

২। সাক্ষ্যের অভিলেখ (Record) হিসাবে উপস্থাপিত দস্তাবেজের অকৃত্রিমতা সম্পর্কে পূর্বানুমান।

৩। সংবাদপত্র, ঘোষপত্রের (Gazette) অকৃত্রিমতা সম্পর্কে পূর্বানুমান।

৪। দস্তাবেজ সম্পর্কে পূর্বানুমান—ইংল্যাণ্ডে শীলমোহর বা স্বাক্ষরের প্রমাণ ব্যতিরেকে।

৫। সরকারের প্রাধিকার কর্তৃক প্রস্তুত মানচিত্র অথবা নক্‌শা সম্পর্কে পূর্বানুমান।

৬। বিধিসংক্রান্ত পুস্তক এবং (আদালতের) সিদ্ধান্তগুলির প্রতিবেদন সম্পর্কিত পূর্বানুমান।

৭। আমমোক্তারনাম সম্পর্কিত পূর্বানুমান।

৮। বিদেশীয় বিচারক অভিলেখের শংসিত প্রতিলিপি সম্পর্কিত পূর্বানুমান।

৯। গ্রন্থ, মানচিত্র এবং রেখাচিত্র (Chart) সম্পর্কিত পূর্বানুমান।

১০। তারবার্তা সম্পর্কিত পূর্বানুমান।

১১। উপস্থাপিত নয় এমন দস্তাবেজের যথাবিধি নিষ্পাদন এবং প্রত্যয়ন (attestation) সম্পর্কিত পূর্বানুমান।

১২। ত্রিশ বছরের পুরাতন দস্তাবেজ সম্পর্কিত পূর্বানুমান।

প্রমাণের ভার

(দুই) যে বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রমাণের অনুমতি দেওয়া হয় না

১। যে বিষয়গুলি সম্পর্কে পক্ষগণকে নিশ্চিত উক্তি করতে দেওয়া হয় না (চূড়ান্ত সাক্ষ্য)।

২। যে বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রমাণ করতে বাধা দেওয়া (বাদ-বন্ধ)।

৩। পূর্বাধিকার ক্ষুন্ন না করে প্রেষিত বিষয়গুলি।

৪। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি।

এক। **যে বিষয়গুলি সম্পর্কে পক্ষগণকে নিশ্চিত উক্তি করতে দেওয়া হয় না—**

যেসব বিষয় সম্পর্কে পক্ষগণকে নিশ্চিত উক্তি করতে দেওয়া হয় না সেগুলিকে সাক্ষ্য আইনে বলা হয় চূড়ান্ত সাক্ষ্য অথবা প্রচলিত অর্থে বলা হয় অখণ্ডনীয় পূর্বানুমান অথবা বিধির পূর্বানুমান।

এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা আছে ৪১, ১১২ এবং ১১৩ নং ধারায়।

দুই। ধারা ১১২

১। এই ধারাটি এই প্রশ্ন সম্পর্কিত—

কী করে প্রমাণ করা যাবে যে, **ক খ** এবং তার স্ত্রী **গ**-এর বৈধ সন্তান?

২। দুটি বিভিন্ন সম্ভাব্য ক্ষেত্র অনুসারে এই তথ্য প্রমাণ করার দুটি পন্থা আছে।

(এক) যদি সম্ভাব্য ক্ষেত্রটি এই হয় যে, শিশুটির জন্ম হয়েছে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ থাকার সময়।

(ক) খ এবং গ-এর মধ্যে আইনসম্মত বিবাহ প্রমাণ করতে হবে।

(খ) **ক এর জন্মের তারিখে খ এবং গ-এর মধ্যে** দাম্পত্য সম্পর্কের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে।

এই দুটি তথ্য প্রমাণিত হলে বিধি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, **ক** বৈধ সন্তান **খ** এবং গ-এর।

(দুই) যদি সম্ভাব্য ক্ষেত্রটি এই হয় যে, শিশুটির জন্ম হয়েছে **খ** এবং **গ**-এর বিবাহভঙ্গের পরে—হয় পিতার মৃত্যুতে অথবা বিবাহ-বিচ্ছেদে।

(ক) প্রমাণ করতে হবে মৃত্যু বা বিবাহ বিচ্ছেদের দ্বারা বিবাহভঙ্গের পর ২৮০ দিনের মধ্যে (ক) জন্মেছিল।

(খ) প্রমাণ করো যে, উক্ত ২৮০ দিন সময়কালের মধ্যে মাতা অবিবাহিতা ছিল।

এই দুটি তথ্য প্রমাণিত হলে আইন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে **ক** বৈধ সন্তান **খ** এবং গ-এর।

যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হবে

১। (জন্মের) বৈধতার প্রশ্নের মীমাংসার জন্য শিশুর গর্ভধারণের সময়টি নয়, শিশুর জন্মের সময়টিই অন্যতম উপাদান। শিশুর জন্মের সময় যে ব্যক্তিটি নারীর

স্বামী ছিল সেই শিশুর পিতা।

দৃষ্টান্ত—

১। **পাল সিং বনাম জাগির ৭ লাহোর ৩৬৮**

হরনাম কাউর বিবাহ করেছিল হরি সিংকে। হরি সিং মারা যায় ১০ জানুয়ারি ১৯১৯। ১৯১৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি হরনাম কাউর বিয়ে করে মোহন সিং-কে। ১৯১৯ সালের ১৭ অক্টোবর হরনাম কাউর জন্ম দেয় জাগিরকে অর্থাৎ হরি সিং মারা যাওয়ার ২৭৯ দিন পরে এবং **মোহন সিং-এর সঙ্গে তার বিবাহ হওয়ার ১৯৮ দিন পরে।**

জাগির হরি সিং-এর পুত্র কি না এই প্রশ্ন উত্থাপিত হলে, আদালত রায় দেয় যে, সে মোহন সিং-এর পুত্র, হরি সিং-এর পুত্র নয়।

২' **পালানি বনাম সেথু ৪৯ মাদ্রাজ ৫৫৩**

পেচি আম্মল সুভ্রামনিয়াকে বিয়ে করে ১৯০৩ সালের অক্টোবরে। উক্ত বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায় ১৯০৪ সালের জুন মাসে।

পেচি থিরুমানিকে বিয়ে করে ১৯০৪ সালের জুলাই মাসে।

পালানি জন্মায় ১৯০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ সুভ্রমনিয়ার সঙ্গে বিবাহভঙ্গের ৪ মাস পরে এবং থিরুমনির সঙ্গে বিয়ের ৩ মাস পরে।

পালানি কার পুত্র? সুভ্রমনিয়ার, না থিরুমনির।

আদালত রায় দেয় সে ছিল থিরুমনির পুত্র।

২। এটিকে চূড়ান্ত প্রমাণের বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়। এইভাবে গণ্য করা হয় এই কারণে নয় যে, সত্য বিতর্কের উর্ধ্বে। নারী বৈধভাবে কোনও পুরুষের বিবাহিতা হলেও অন্য কারও অভিভাবকত্বে থাকতে পারে এবং নারীর সন্তান বস্তুত তার উপপতিরও হতে পারে। এটা এইভাবে গণ্য করা হয় এই জন্য যে, লোকায়ত নীতি অথবা সমাজের স্বার্থ হেতু কিছু তথ্য সম্পর্কে আইন একটি কৃত্রিম প্রমাণাত্মক মান্যতা (Probative Value) দিয়ে থাকে এবং ওই মর্মে বাধা দেওয়ার উদ্দেশে কোনও সাক্ষ্য উপস্থাপিত করার অনুমতি দেওয়া হয় না। ১১২ নং ধারার অধীনে কৃত্রিম প্রমাণাত্মক মান্যতা দেওয়া হয় নিম্নলিখিত তথ্য সম্বন্ধে।

(১) বিবাহের ঘটনা।

(২) অভিগম্যতার (access) ঘটনা।

যেহেতু দুটি ঘটনা বিদ্যমান তাই বিধি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সন্তানাদির জন্ম বৈধ হওয়া একান্ত দরকার অর্থাৎ শিশুটির জন্ম অবশ্যই তার পিতার দ্বারা হবে।

(২) এই সিদ্ধান্তটি বিনষ্ট করা যায় কেবলমাত্র অনভিগম্যতার সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে।

এটা অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে, যখন সন্তানটি গর্ভে এসে থাকতে পারত সেই সময় বিবাহিত পক্ষগণের একে অপরের কাছে অভিগমন করত কি না।

অনভিগম্যতার অর্থ

১৯৩৪, ৩৮ বোম্বাই. এল. আর. ৩৯৪

কারাপায়া বনাম মায়ান্দি

অভিগম্যতা প্রকৃত সহবাস বুঝায় না। এটি যৌন সংসর্গের সুযোগের অতিরিক্ত কিছু বুঝায় না।

কারাপায়া, এক মাদ্রাজি হিন্দু, ব্রহ্মদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পত্তি অর্জন করেছিল। পাগল অবস্থায় সে মারা যায় ১৯২৩ সালে।

কারাপায়া প্রথমে বিবাহ করে কারাপায়িকে এবং পরে বিবাহ করে নাচিয়ামাকে। কারাপায়া নাচিয়ামাকে নিয়ে বসবাস করত তামাগিয়োতে। যখন কারিয়াপ্পি (এইরূপ ছিল—অনুবাদক) তার মা এবং ভাইয়ের সঙ্গে বসবাস করত হৌলমিনে।

১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি চুক্তি হয় এদের মধ্যে (অসমাপ্ত আছে—সম্পাদক)

(৩) সহবাস করার অক্ষমতার সাক্ষ্য-প্রমাণ এই সিদ্ধান্তটিকে বিনষ্ট করতে পারে না।

২৯ আই. এ. ১৭ নরেন্দ্র বনাম রামগোবিন্দ ১৯০১

উপেন্দ্রর সঙ্গে বিবাহ হয় তিলোত্তমার। পিঠে বিষফোড়া হওয়ার ফলে উপেন্দ্র মারা যায় ১৫ জুলাই, যে অসুখে সে বেশ কিছুকাল ধরে ভুগছিল।

উপেন্দ্রর মৃত্যুর পর, তিলোত্তমা নরেন্দ্র নামে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেয় ১৮৮৭ সালের ১৮ এপ্রিল; অর্থাৎ উপেন্দ্রর মৃত্যুর ৯ মাস ১০ দিন অথবা ২৮০ দিন পরে।

তিনটি প্রশ্ন বিবেচ্য ছিল—

১। নরেন্দ্র কি উপেন্দ্র-তিলোত্তমার সন্তান?

২। উপেন্দ্রর মৃত্যু থেকে ২৮০ দিনের মধ্যে কি তার জন্ম হয়েছে?

৩। আপিলকারী যখন গর্ভে আসতে পারত সেই সময় কখনও উপেন্দ্র এবং তিলোত্তমা একে অপরের কাছে অভিগমন করতে পারত কি না তা কি প্রমাণিত হয়েছে?

শেষ বিচার্য বিষয়টি সম্পর্কে সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল নিম্নরূপ—

বিয়ের সময় তিলোত্তমা খুবই শিশু ছিল এবং সে তার পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করত। কিন্তু ১৮৮৬ সালে জুলাই মাসে উপেন্দ্র মারা যাওয়ার স্বল্পকাল আগে সে তার স্বামীর সঙ্গে বসবাস করতে গিয়েছিল। কতদিন আগে সেটা সুস্পষ্ট নয়। কিছু সাক্ষী বলেছে ৫ অথবা ৬ দিন, অন্যেরা বলেছে ১০ অথবা ১২ দিন।

এই মামলায় গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি ছিল দুটি—

(১) যে উপেন্দ্র মারা যায় বিষফোড়ার দরুণ, যাতে সে পক্ষকাল ধরে ভুগেছিল।

(২) যে ১৮৮৬ সালের ১৪ জুলাই উপেন্দ্র একটি উইল করে তিলোত্তমাকে তার নির্বাহিকা (Executix) করে, এবং নির্দেশ দেয় যাতে সে একটি পুত্র দত্তক নেয়।

বক্তব্যটি ছিল এই যে, যদি উপেন্দ্র অসুস্থই ছিল তবে সে সহবাস করতে পারে কী করে। বক্তব্যটি ছিল নেতিবাচক।

(৩) সহবাসে অক্ষমতাকে জনন-ক্রিয়ার অক্ষমতা থেকে পৃথক করে দেখা আবশ্যক। ১৯৩৫ (অল ইণ্ডিয়া রিপোর্টার) পি. ও. ১৯০ (দৈহিক অক্ষমতার জন্য)

জিজ্ঞাস্য— উপেন্দ্র কি পুরুষত্বহীন ছিল।

বৈধতার বিষয়ে হিন্দু এবং মুসলিম আইনের নিয়মাবলীকে রদ করে এই ধারা। ১০, এলা, ২৮৯।

১। মুসলিম আইন অনুসারে বিবাহের ছয়মাস পরে অথবা স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ অথবা তার মৃত্যুর দুই বছরের মধ্যে শিশু জন্মালে তাকে স্ত্রীর বৈধ সন্তান বলে ধরে নেওয়া হবে।

২। হিন্দু আইন অনুসারে স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ অথবা তার মৃত্যুর দশ মাস পরে।

২৮০ দিন পরে জন্মগ্রহণ করা কোনও ব্যক্তিকে সে যে বৈধ পুত্র এটা প্রমাণ করতে বাধা দেয় না এই ধারা। কেবলমাত্র প্রমাণের ভার তার ওপর।

২৪. এলা. ৪৪৫। পিতার মৃত্যুর ৩৫৭ দিন পরে শিশুর (জন্মের) বৈধতার প্রশ্নটি যদি ওঠে তবে অভিগমনের বিষয়ে স্বামী ও স্ত্রীর যোগ্যতা সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডের ও ভারতীয় সাক্ষ্যবিধির মধ্যে পার্থক্য আছে।

১। ইংলণ্ডের আইন অনুসারে তারা অযোগ্য।

২। ভারতীয় আইন অনুসারে তারা যোগ্য।

৩৮. মাদ্রাজ. ৪৬৬

২৮ বোম্বাই. এল. আর. ২০৭

ধারা ১১৩

রাজ্যক্ষেত্র অধ্যর্পণের (Cassion) সংক্রান্ত প্রমাণের ভার নিয়ে আলোচনা আছে এই ধারায়

কোনও বিশেষ রাজ্যক্ষেত্র, যা এককালে ব্রিটিশ ভারতের অংশ ছিল, তা আর ব্রিটিশ ভারতের অংশ হয়ে নেই এটা কীভাবে প্রমাণ করা যায়।

এটা নিছক জ্ঞানগর্ভ কিন্তু অব্যবহারিক তর্ক-বির্তকের (academic) প্রশ্ন নয়। এর যথেষ্ট ব্যবহারিক গুরুত্ব আছে। এটা আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের প্রশ্নের মূলে চলে যায়। যদি রাজ্যক্ষেত্রটি ব্রিটিশ ভারতের অংশ না হয় তবে তা কোনও আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের অধীন নয়।

২। এর বিধান দেওয়া আছে ১১৩ নং ধারায়। বলা হয়েছে যে, ভারত সরকারের ঘোষপত্রে কোনও প্রজ্ঞাপণ (Notification) যে, কোনও একটি ব্রিটিশ রাজ্যক্ষেত্র কোনও দেশীয় রাজ্যের রাজা বা শাসককে অধ্যর্পণ করা হয়েছে তবে তা উল্লিখিত তারিখে যে ওই রাজ্যক্ষেত্রের বৈধ অধ্যর্পণ ঘটেছিল তার চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য করা হবে।

৩। এই ধারাটিকে ভারতীয় বিধানমন্ডলের এক্তিয়ার বহির্ভূত ঘোষিত করা হয়েছে ফলে তা বাতিল হয়েছে এবং প্রিভি কাউন্সিলে এর কোনও আইনি প্রভাব নেই।

১। বোম্বাই ৩৬৭ দামোদর গোরধন বনাম

পি. ও ১৮৭৬ দেওরাম কাঞ্জি

সপরিষদ বড়লাট ২৪-২৫ ভিক. ও ৬৭ ধারা ২২ দ্বারা ভারতে তার রাজ্যক্ষেত্রের কোনও অংশে সাম্রাজ্ঞীর সার্বভৌমত্ব অথবা স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশের ব্যাপারে সরাসরি আইন প্রনয়ণ করতে নিবৃত্ত হয়েছে অথবা কোনও রাজ্যক্ষেত্রের অধ্যর্পণের চূড়ান্ত প্রমাণ সরকারি ঘোষপত্রে প্রজ্ঞাপিত করার উদ্দেশ্যের জন্য বিধানিক আইন (যেমন সাক্ষ্য আইন, ধারা ১১৩) দ্বারা ব্রিটিশ প্রজাদের আনুগত্যকে উক্ত অধ্যর্পণের বৈশিষ্ট্য এবং বৈধতা সম্পর্কে বিচারবিভাগীয় তদন্ত থেকে বাইরে রাখা যায় না।

চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে রায়

১। ঠিক যেভাবে কিছু তথ্যকে অন্য কিছু তথ্যের চূড়ান্ত প্রমাণ বলে মনে করা হয়, ঠিক সেইভাবে সাক্ষ্য আইন কিছু রায়কে কিছু বিচার্য বিষয়ের চূড়ান্ত বলে গণ্য করে। ধারা ৪১।

২। যে রায়গুলিকে চূড়ান্ত ঘোষিত করা হয়েছে সেগুলি হল —

(১) চূড়ান্ত রায়, উপযুক্ত আদালতের আদেশ অথবা ডিক্রি প্রয়োগ করতে গিয়ে।

(১) ইচ্ছাপত্র-প্রমাণক (Probate)।

(২) বিবাহ সম্বন্ধীয়।

(৩) নাবাধিকরণ।

(৪) দেউলিয়া ক্ষেত্রাধিকার।

সম্পর্কে যা এক বৈধ চরিত্র আরোপ করে অথবা বৈধ চরিত্র হরণ করে অথবা কোনও ব্যক্তিকে বৈধ চরিত্রের অধিকারী বলে ঘোষণা করে অথবা যা কোনও ব্যক্তিকে, বিনির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু অবারিতভাবে কোনও বস্তু পেতে অধিকারী বলে ঘোষণা করে।

এগুলি চূড়ান্ত প্রমাণ—

(১) যে বৈধ চরিত্র যেভাবে প্রদত্ত অথবা হরণ করে নেওয়া হয়েছে।

(২) যে তা প্রদত্ত ও অপহৃত হয়েছে রায় দেওয়ার তারিখে।

ধারা ৪১

এই ধারটিতে কিছু প্রশ্নকে প্রমাণ ও অ-প্রমাণ করার জন্য বিচার বিভাগীয় আদালতের রায়কে ব্যবহার করার আলোচনা আছে।

প্রশ্নটি এই—

(১) কিছু নির্দ্দিষ্ট পদমর্যাদায় কোনও ব্যক্তির অধিকার।

(২) কখন তার ওই অধিকার জন্মেছিল।

প্রশ্নটি এই—

(১) কোনও বিশেষ ব্যক্তি কি পদমর্যাদা হারাতে পারে।

(২) যদি পারে, তবে কখন।

প্রশ্ন এই যে, কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি কোনও বিশিষ্ট সম্পত্তি পাওয়ার অধিকারী কি না।

এই ধারা ঘোষণা করছে যে, কিছু রায় এই তথ্যগুলি সম্পর্কে চূড়ান্ত সাক্ষ্য হবে।

এই রায়গুলি কী—

(১) রায়টিকে অবশ্যই কোনও উপযুক্ত আদালতের হতে হবে।

(২) রায়গুলিকে অবশ্যই হতে হবে—

(এক) ইচ্ছাপত্র প্রমাণক।

(দুই) বিবাহ সংক্রান্ত।

(তিন) নাবাধিকরণ সংক্রান্ত।

(চার) দেউলিয়া।

সম্পর্কিত ব্যাপারে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে।

১। যা কোনও ব্যক্তির ওপর বৈধ চরিত্র অর্পণ করার বা হরণ করার বিষয়টি ঘোষণা করে।

২। যা কোনও ব্যক্তিকে, বিনির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয় কিন্তু অবারিত ভাবে ওইরূপ কোনও বিনির্দিষ্ট বস্তু পাওয়ার অধিকারী বলে ঘোষণা করে।

৩। যদি তা চূড়ান্ত রায়, আদেশ অথবা ডিক্রি হয়।

ইচ্ছাপত্র প্রমাণকের ক্ষেত্রাধিকার

ইচ্ছাপত্র বিষয়ক এবং অকৃত-ইচ্ছাপত্র (Intestate) বিষয়ক ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করে আদালত।

(১) ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন।

(২) হিন্দু ইচ্ছাপত্র আইন।

(৩) ইচ্ছাপত্র-নির্ণায়ক এবং পরিচালন আইন।

বিবাহ-বিষয়ক ক্ষেত্রাধিকার

প্রয়োগ করা হয় ভারতীয় বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন এবং বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত অন্যান্য আইনের অধীনে।

নাবাধিকরণ সংক্রান্ত ক্ষেত্রাধিকার

উচ্চ-ন্যায়ালয়ের লেটার্স পেটেন্ট এবং ঔপনিবেশিক আদালতের নৌ-বিভাগীয় আইন, ১৮৯০।

দেউলিয়া ক্ষেত্রাধিকার

সনদ এবং দেউলিয়া আইনগুলি। সেইসব বিষয় যা প্রমাণ করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা আছে পক্ষগণের।

১। বাদ-বন্ধ বিধি অন্তর্ভুক্ত আছে ১১৫, ১১৬, ১১৭ নং ধারায়। বাদ-বন্ধ সংক্রান্ত সাধারণ নিয়ম বলা আছে ১১৫ নং ধারায়। ১১৬ এবং ১১৭ নং ধারা বিধি-বদ্ধ করেছে কয়েকটি বিশেষ ধরনের বাদ-বন্ধকে।

২। ধারা ১১৫

(এক) ১১৫ নং ধারার সঙ্গে ৩১ নং ধারার তুলনা

বাদ-বন্ধ স্বীকৃতির মতো যেহেতু এটি একটি তথ্য সম্পর্কিত বিবৃতি। বেশির ভাগ স্বীকৃতি প্রত্যাহৃত হতে পারে স্বীকৃতকারী পক্ষ দ্বারা। বিবৃতি যে দেওয়া হয়েছিল এই তথ্যটি থেকে যায়, কিন্তু যে পক্ষ সেই বিবৃতি দিয়েছিল তার বক্তব্য শোনা যাবে এই মর্মে যে, সে ওই বিবৃতি দিয়েছিল হঠকারিতা করে এবং অসাবধানতায় অথবা সরল ভ্রান্ত ধারণাবশত সে যা বলেছে সেটা যে মিথ্যা এটা জানা সত্ত্বেও তার বক্তব্য শোনা যেতে পারে। কিন্তু এক ব্যক্তি অপরকে এমন এক দ্ব্যর্থহীন ভাবে এবং এমন এক পরিস্থিতিতে বিবৃতি দিতে পারে যে, তার চূড়ান্ত প্রভাব পড়তে পারে অপরের আচরণের ওপর। এই ধরনের বিবৃতি যে ব্যক্তি দিয়েছে আইন তাকে অধিকার দেবে না তা অস্বীকার করতে। বাদ-বন্ধ এবং স্বীকৃতির মধ্যে প্রান্তিক ব্যবধান (Margine) খুব সংকীর্ণ এবং কোনও বিবৃতি নিছক এক স্বীকৃতি অথবা বাদ-বন্ধ কিনা সেই প্রশ্নের উত্তরটি নির্ভর করে বিবৃতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তার সঙ্গে যুক্ত পরিস্থিতির ওপর।

(দুই) বাদ-বন্ধের নিয়মের জন্য আইনি আবশ্যকতাগুলি কী কী

নিম্নলিখিত তিনটি শর্ত পালিত হলে বাদ-বন্ধ নিয়ম কার্যকর হয়। **৩৭, বোম্বাই এল. আর. ৫৪৪ পি. সি.**

(এক) বাদি অথবা তার পক্ষের কাউকে প্রতিবাদি অথবা তার কোনও প্রাধিকার প্রাপ্ত কোনও প্রতিনিধিকৃত কোনও বিবৃতি যদি কোনও তথ্যের অস্তিত্বের নিদের্শ স্বরূপ হয়ে ওঠে।

(দুই) এই অভিপ্রায়ে যে, বাদি বিবৃতির বিশ্বস্ততার ওপর নির্ভর করে কাজ করবে। এবং

(তিন) বাদি বিবৃতির বিশ্বস্ততার ওপর নির্ভর করে কাজ করে।

বক্তব্যকে অবশ্যই অভিযোগের বিবৃতি (Representation) হয়ে উঠতে হবে।

(১) অভিযোগের বিবৃতি শব্দ অথবা আচরণের দ্বারা করা যেতে পারে।

(ক) যদি শব্দের দ্বারা করা হয় তবে তা সক্রিয় মিথ্যা বর্ণন হতে পারে যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে সেগুলি যে মিথ্যা তা জানা সত্ত্বেও।

উদাহরণ —

ম্যাক ক্যানস বনাম লন্ডন এবং নর্দার্ন ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে কোং, (১৮৬১) ৭. এইচ অ্যান্ড এন. ৪৭৭।

এম রেল কোম্পানির সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে তার ঘোড়াকে লিভারপুলের নিকটস্থ এজ হিল থেকে উলভার হাম্পটনে পৌঁছে দিতে হবে মালগাড়িতে করে যা ঘোড়া বহনকারী গাড়ি হিসেবে মোটামুটি উপযুক্ত এবং যোগ্য হবে। রেল কোম্পানি মালগাড়িগুলি সরবরাহ করতে রাজি হয় যেগুলি মোটমুটি ভাবে উপযুক্ত এবং যোগ্য হবে।

এম একটি ঘোষণা নিদর্শপত্র (Form) দাখিল করল যাতে সে বলেছিল যে, প্রতিটি ঘোড়ার মূল্য দশ পাউন্ডের বেশি নয়। রেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি অনুযায়ী ঘোড়া পরিবহন করার কয়েকটি প্রণালী ছিল। তার মধ্যে একটি প্রণালী হল ঘোড়াগুলিকে মালগাড়িতে করে পাঠানো হবে এবং প্রতিটি মালগাড়িতে মালিক যতগুলি চাইবে ততগুলি ঘোড়া তুলতে পারে তার অনুমতি দেওয়া ছিল। অপর প্রণালীটি ছিল সেগুলিকে ঘোড়ার খাঁচায় করে পাঠানো। প্রতিটি ঘোড়াকে আলাদা কামরায় (Stall) রাখা হবে। শোষোক্ত প্রণালীতে মালগাড়ির ভাড়ার হার প্রথমোক্ত প্রণালীতে বহন করার ভাড়ার চেয়ে তিনগুণ বেশি ছিল। আরও একটি নিয়ম ছিল যে, রেল কোম্পানি মালগাড়িতে দশ পাউন্ডের বেশি মূল্যের ঘোড়া নিতে পারবে।

পরিবহন করার সময় রেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহ করা মালগাড়িগুলি ত্রুটিমুক্ত অবস্থায় থাকার দরুন কিছু ঘোড়া আঘাতপ্রাপ্ত হয়। প্রতিটি ঘোড়ার মূল্য ১০ পাউন্ডের স্থলে ২৫ পাউন্ডে উঠে আসায় তার ভিত্তিতে এম-এর ক্ষতিপূরণ অনুমোদিত হল, যে পরিমাণ অর্থ রেল কোম্পানি দিতে রাজি হয়েছিল কারণ তারা স্বীকার করেছিল যে, মালগাড়িগুলি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। বাদি দাবি করল যে, প্রতিটি ঘোড়ার প্রকৃত মূল্য ছিল ৪০ পাউন্ড, এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হয়ে উঠল ৫৫ পাউন্ড।

এটাই হল সক্রিয় মিথ্যা-বর্ণন।

উদাহরণ—(২) মুন্নুলাল বনাম লালা চুনিলাল ১. ১. এ. ১৪৪

রিপ সিং ঋণগ্রস্ত ছিল, কিন্তু তার ভূসম্পত্তি যথেষ্ট ছিল। এম ছিল তার মহাজন (Banker)। ১৮৬৩ সালের ৯ অক্টোবর তারিখে এম রিপ-এর কাছ থেকে একটি সম্পত্তি বন্ধক হিসাবে পায় রিপের দেওয়া ২০,০০০ টাকার ঋণের নিরাপত্তার জন্য। ১৮৬৩ সালের ৯ অগাষ্ট ওই একই সম্পত্তি সি-কে বিক্রয় করল। যখন আর এবং সি-এর মধ্যে খরিদ সংক্রান্ত কথাবার্তা চলছিল তখন এম উপস্থিত ছিল এবং ওই কথাবার্তায় অংশ গ্রহণ করেছিল এবং সি-এর কিছু প্রশ্নের উত্তরে তার মনে বিশ্বাস উৎপাদন করে দিয়েছিল যে, ওই ভূ-সম্পত্তিতে তার কোনও পূর্বস্বত্ব (Lien) নেই।

১৮৬৮ সালে এম সি-এর বিরুদ্ধে মামলা করে তার বন্ধকী দলিলের অর্থ আদায় করার জন্য। তার ওপর প্রতিবন্ধকতা জারি করা হয়।

এটাও সক্রিয় মিথ্যা বর্ণনের একটি মামলা।

(খ) অভিযোগের বিবৃতি সরল মিথ্যা-বর্ণন হতে পারে

উদাহরণ— গোউল্ড বনাম দ্য বাকাপ লোকাল বোর্ড (১৮৮১) ৫০. এল. জে. (এম. সি) ৪৪

গোউল্ডের মালিকানাধীনে একটি গৃহ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা হয়েছিল। পর্ষদ কিছু সংস্কারসাধনের কথা বলে যা সে করতে অস্বীকার করে। তখন পর্ষদ তার ওপর এক নোটিস জারি করে বলে যে, প্রদত্ত সময়ের মধ্যে যদি ঐসব সংস্কারসাধন না করে তবে পর্ষদ নিজেই তা সম্পন্ন করবে।

রায়ের অর্থ আদায় করার দুটি প্রণালী নির্দেশিত আছে আইনে, একটি ২১৩ নং ধারার সাহায্যে এবং অপরটি ২৪০ নং ধারার সাহায্যে। ২১৩ নং ধারা পর্ষদকে ক্ষমতা দিয়েছে তা আদায় করার পর্ষদ কর্তৃক ধার্য স্থানীয় হার তার সঙ্গে যুক্ত করে এবং ২৪০ নং ধারা থোক টাকায় তা আদায় করার স্বাধীনতা দিয়েছে। গোউল্ডকে জারি করা নোটিস একথা বলা হয়েছিল যে, আদায় করা হবে ২১৩ নং ধারা অনুসারে। কিন্তু মামলাতে পর্ষদ (অর্থ) আদায় করতে চেয়েছিল ২৪০ নং ধারায় প্রদত্ত বিধান অনুসারে। পর্ষদের ওপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়। এটা হল সরল মিথ্যা-বর্ণনের দৃষ্টান্ত।

(২) অভিযোগের বিবৃতি শব্দের দ্বারা করা যায় অথবা মৌনতার দ্বারাও। কিছু পরিস্থিতিতে মৌনতা বাগ্ময় (Eloquent) হতে পারে এবং তা অভিযোগের বিবৃতিও হয়ে উঠতে পারে উচ্চারিত শব্দের দ্বারা করার মতোই সুন্দর ও যথার্থ।

কিন্তু মৌনতার প্রতিটি ঘটনাকে উক্তির (Speech) সমতুল্য হিসাবে ধরা যাবে না। কারণ বিধি এটা দাবি করে না যে, প্রত্যেকবার এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার মনের কথা ভাষায় ব্যক্ত করুক। বিধি চায় যে, ব্যক্তিটি তখনই কথা বলুক যখন বলাটা তার কর্তব্যের মধ্যে পড়বে এবং মনের কথা প্রকাশ করবে। অন্যথায় মৌনতা সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

অতএব প্রতিবন্ধকতার প্রশ্নটি উত্থাপন করতে হলে কথা বলাকে বাধ্যতামূলক করা অবশ্যই বুঝাতে হবে। মৌনতার প্রভাব সম্বন্ধে বিবেচনা করার সময় এটা

দেখতে হবে যে, কথা বলার কোনও অবসর ছিল কি না এবং মৌন থাকার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য অবসর ছিল। অনুমিতির (Inference) বৈধ কারণ হিসাবে মৌনতার ওপর নির্ভর করার আগে এটা অবশ্যই করা উচিত।

(১৮৯৬) এ. সি. ২৩১ (২৩৮) ২ বি. আর. সি. সি. ৪০০ (৪১৯) ৬ বোম্বাই এল. আর.

উদাহরণ— (১) বাদ-বন্ধের জন্য মৌনতা কোনও কারণ নয়।

১০ বোম্বাই, এল. আর. ২৯৭

পিতার বিরুদ্ধে এক ডিক্রির পাওনাদার ডিক্রি পেয়েছিল। তা জারি করতে গিয়ে সম্পত্তির পরিচালনা করছিল সমাহর্তা (Collector) এবং উপলব্ধ অর্থ পাওনাদারকে পাঠানো হচ্ছিল। যখন এই ব্যবস্থা চলছিল, তখন পিতার মৃত্যু হয় এবং পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি পায়। যুগ্ম পাওনাদার পুত্রের বিরুদ্ধে ডিক্রি কার্যকর করতে চাইলে, সে যুক্তি দেখিয়ে বলল যে, সে দায়ী নয়, কারণ ঋণগুলি অন্যায্য। যুক্তি দেখিয়ে বলা হয়েছিল যে, পুত্রের ওপর প্রতিবন্ধকতা ছিল কারণ তার মৌনতা ছিল ডিক্রি স্বীকার করে নেওয়ার বিবৃতি; এই অভিমত পোষণ করা হয়েছিল যে, ব্যাপারটি তা নয়, কারণ এখানে কোনও কর্তব্য পালনীয় ছিল না।

উদাহরণ — (২) মৌনতা বাদ-বন্ধের উপযুক্ত কারণ ১৫ আই. এ. ১৭১

ডিক্রি জারি করার কার্যবাহে উদ্‌ঘোষণার (Proclamation) দ্বারা আদালত কর্তৃক বিক্রয় করা হয়। যাতে ডিক্রি দেনাদারের অধিকারগুলিকে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছিল। ফলে ৪০,০০০ টাকার দামের সম্পত্তি ২০,০০০ টাকায় বিক্রি হয়ে যায়। বিক্রয়টিকে বাতিল করার জন্য যৌথ-দেনাদার মামলা আনে। বক্তব্য ছিল মৌনতা প্রতিবন্ধকতা। (আদালত) রায় দেয় যে, সেটাই ঠিক, কারণ প্রকাশ্যে উপস্থিত হওয়া এবং উদ্‌ঘোষণার সংশোধন করানো উচিত ছিল।

(এক) অভিযোগের বিবৃতি (Representation) আচরণের দ্বারা করা যেতে পারে।

১। আচরণ অভিযোগের বিবৃতি হয়ে উঠতে পারে। আবার নাও পারে।

(এক) এটা কোথায় অভিযোগের বিবৃতি হয়ে ওঠে। ১৯ আই. এ. ২০৩।

(দুই) কোথায় হয় না। ১৯ আই. এ. ২২১।

(দুই) আচরণ হয় সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয়।

নিষ্ক্রিয় আচরণ হয় —

(১) উদাসীনতা, নয়।

(২) মৌন সম্মতিতে।

বাদ-বন্ধের বিষয় উত্থাপন করলে নিষ্ক্রিয় আচরণকে মৌন সম্মতি হয়ে উঠতে হবে। এটা কেবলমাত্র উদাসীনতা হলে চলবে না।

মৌন সম্মতির আচরণকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায় —

"যদি কোনও ব্যক্তির অধিকার থাকে এবং সে যদি দেখে অন্য ব্যক্তি সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছে অথবা হস্তক্ষেপ করার কাজে অগ্রসর হচ্ছে, তবুও সে যদি নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে এমনভাবে যাতে প্রকৃতই কোনও ব্যক্তিকে প্ররোচিত করা হয় ওই অপরাধটি করতে, এবং অন্যথায় হয়তো সেই ব্যক্তি তা থেকে বিরত থাকতে পারত, এবং বিশ্বাস জন্মায় যে, সে ওটা করার ব্যাপারে জোর দিচ্ছে তবে সেটা হবে এমন এক আচরণ যা মৌন সম্মতির আচরণের পর্যায়ে পড়ে।"

২ বি. এইচ. ১১৭ (১২৩) ৪১ ঈ. আর. ৮৮৬। ইম্প. ৪৫, বোম্বাই, আই. এল. আর ৮০। ১৪, এলা. ৩৬২ (৩৬৪)

মৌন সম্মতি তখনই সংঘটিত হতে পারে যখন নীরবে মেনে নেওয়া কার্যটি চালু অবস্থায় আছে অথবা কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পর সেটা সংঘটিত হতে পারে।

বাদ-বন্ধের উদ্দেশে এটাকে তখনই সংঘটিত হতে হবে যখন অযথা হস্তক্ষেপ চালু অবস্থায় আছে। চ. ডি. ২৮৬ (৩১৪)।

যে বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে।

১। মিথ্যা-বর্ণনকে অবশ্যই বর্তমান তথ্য সম্বন্ধে হতে হবে এবং নিছক অভিপ্রায় সম্পর্কে না। **৫ আর. এল. মামলাগুলি ১৮৫**

উদাহরণ —

১। কোনও ব্যক্তির বৈধ অধিকার আছে, কিন্তু সেই অধিকার জন্মাবার এবং তা বলবত করার ব্যাপারে তার প্রচেষ্টার মধ্যবর্তী সময়ে সে তা বর্জন করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছে।

২। যেখানে বিষয়টির সত্যতা প্রকৃতঅর্থে উভয় পক্ষের জানা আছে সেখানে বাদ-বন্ধ প্রযোজ্য নয়।

৩। বাদ-বন্ধের নিয়মের তৃতীয় তত্ত্বটি হল এই যে, যে-পক্ষের কাছে অভিযোগের বিবৃতি (Representation) দেওয়া হয়েছে সে নিশ্চয়ই এর বিশ্বাসনীয়তার ওপর নির্ভর করে কার্য করেছে।

১। এই তত্ত্বটি প্রকৃত পক্ষে বাদ-বন্ধ বিধির বুনিয়াদ এবং তার অন্তর্নিহিত তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করে। বাদ-বন্ধ নিয়মের অন্তর্নিহিত নীতিটি হল এই যে, বিষয়টিকে অন্যায্য অবৈধ হতেই হবে; এবং যদি কোনও ব্যক্তি কোনও অপরাধের বিবৃতি অথবা অপরাধের বিবৃতিতে পরিণত হতে পারে এমন আচরণ করে অপর যে কোনও ব্যক্তিকে প্ররোচিত করে এমন কার্য করতে যা সে অন্যথায় নাও করতে পারত, তবে যে ব্যক্তি অভিযোগের বিবৃতি দিয়েছে তাকে অনুমতি দিতে হবে অস্বীকার অথবা প্রত্যাখ্যন করতে তার আগেকার বিবৃতির ফলাফলকে যাতে সেই ব্যক্তির ক্ষতি এবং অনিষ্ট হয়েছিল ওই বিবৃতির ওপর নির্ভর করে কার্য করার জন্য।

২। এই নিয়মের পেছনে যে যুক্তিটি আছে তা হল এই যে, ব্যক্তিটি এর ভিত্তিতে কার্য করেছিল এবং তার অবস্থান্তর ঘটিয়েছিল। বাদ-বন্ধ হয়ে ওঠার জন্য যার কাছে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল তাকে অবশ্যই তার ভিত্তিতে কার্য করে থাকতে হবে। **১৪ বোম্বাই ৩১২ ১৩ মু. আই. এ. ৫৮৫ (৫৯৯)**

বাদ-বন্ধের নিয়মের ওপর তামাদি

১। এটি দেশের আইনকে লঙ্ঘন করে যেতে পারে না।

(এক) নাবালক — নিজেকে সাবালক হিসাবে বর্ণিত করতে চায় — নাবালকত্ব প্রমাণে প্রতিবন্ধকতা করা যায় না।

(দুই) পৌর-নিগম (Corporation) আইন প্রণয়ন করে যা ক্ষমতা বহির্ভূত, তারা যে ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছে এটা প্রমাণ করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা করা যায় না।

স্বীকৃতি এবং বাদ-বন্ধের মধ্যে অন্যান্য প্রভেদ

১। স্বীকৃতিটি যে সত্য নয় তা প্রমাণ করার ব্যাপারে স্বীকৃতি (সংশ্লিষ্ট) পক্ষকে বাধা দিতে পারে না। বাদ-বন্ধ পক্ষকে বাধা দিতে পারে।

২। যে-কোনও ব্যক্তি স্বীকৃতি থেকে সুবিধে নিতে পারে, শুধু যার কাছে সেটা করা হয়েছে সে বাদে। বাদ-বন্ধের সুযোগ নেওয়া যেতে পারে একমাত্র সেই পক্ষের কাছ থেকেই যার কাছে তা করা হয়েছে। আগন্তুকের (Shranger) বিরুদ্ধে সে এর সত্যতা অস্বীকার করতে পারে। **৫, ডব্লিউ. আর. ২০৯**

৫। এ. আর. ২০৯।

বাদির অভিযোগ এই যে, মামলায় সে একটি সম্পত্তি কিনেছিল ১০,০০০ টাকায়। অর্থের অকুলান থাকায় সে পরে তা নিজের মাতার কাছে বন্ধক রাখে। এক বছর পরে সে বন্ধক খালাস করায় এবং সম্পত্তির দখল নেয়।

প্রতিবাদি বাদির মাতার বিরুদ্ধে ডিক্রি পায় এবং ডিক্রি জারি করা ও পাওনা আদায়ের জন্য আদালতের তত্ত্বাবধানে সম্পত্তিটি বিক্রয় করানো হয় এবং বেনামে সম্পত্তিটি কিনে নেয় এবং বাদি দখলচ্যুত হয়। বাদি সম্পত্তি পুরুদ্ধারের জন্য মামলা দায়ের করে।

প্রতিবাদির যুক্তি ছিল এই যে, বাদি যে মালিক ছিল এটা প্রমাণ করতে তাকে যেন বাধা দেওয়া হয় কারণ আগের একটি মামলায়। যাতে বিবাদি পক্ষভুক্ত ছিল না, তাতে বাদি স্বীকার করেছিল যে, তার মাতাই মালিক। আদালতের রায় এক্ষেত্রে বাদ-বন্ধ প্রযোজ্য নয়।

বাদ-বন্ধ এবং চূড়ান্ত প্রমাণের মধ্যে পার্থক্য

১। সেইপক্ষ বাদ-বন্ধে দাবি পরিত্যাগ করতে পারে যার বিরুদ্ধে সেটি কার্যকর। কিন্তু চূড়ান্ত প্রমাণ অধিত্যক্ত (Waived) হতে পারে না।

এক সময়ে এক ধরনের কথা এবং অন্য সময়ে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলা থেকে ব্যক্তিকে বাধা দেয় বাদ-বন্ধ। **৩৬, বোম্বাই, ২১৪।**

বাদ-বন্ধের ইংলন্ড ও ভারতীয় আইন

১। ইংলন্ডের আইন অনুসারে বাদ-বন্ধগুলিকে সাধারণত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

(এক) অভিলেখ (Record) দ্বারা বাদ-বন্ধ।

(দুই) দলিল দ্বারা বাদ-বন্ধ।

(তিন) আচরণের দ্বারা বাদ-বন্ধ।

২। **অভিলেখ দ্বারা বাদ-বন্ধ** বলতে বুঝায় উপযুক্ত আদালতে রায়ের দ্বারা বাদ-বন্ধ।

(এক) অভিলেখ দ্বারা বাদ-বন্ধ ভারতীয় বিধি কর্তৃক স্বীকৃত। তার আলোচনা আছে—

(ক) দেওয়ানি কার্যধারা সংহিতায় **ধারা ১১-৪** (খ) সাক্ষ্য আইনে, **ধারা ৪০ থেকে ৪৪**

৩। **দলিল দ্বারা বাদ-বন্ধ**

১। ইংল্যান্ডের আইন অনুসারে, দলিল সংশ্লিষ্ট কোনও পক্ষ, তার এবং অন্য কোনও পক্ষের মধ্যে কোনও মোকদ্দমায়, উক্ত দলিলে তার নিশ্চিত উক্তির বিপরীত কিছু উপস্থাপন করতে পারে না। এই নিয়ম ইংল্যান্ডের বিধি অনুসারে 'শীলমোহর'-এর অতিরঞ্জিত গুরুত্বের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে। শীলমোহর বিধিমতো গঠন করতে হলে শীল করার মোম অথবা শীল করার আঠাযুক্ত গোলপাতার (Wafter) প্রয়োজন নেই। সুস্পষ্টত, দলিল হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্য কোনও দস্তাবেজে কালির প্রলেপ থাকলেই তা শীলমোহর হবে যদি সেই রকম অভিপ্রেত হয়ে থাকে, এবং ইচ্ছাকৃত ও সনাক্তকরণযোগ্য স্বাক্ষরের চেয়ে আইনে এর গুরুত্ব অনেক বেশি। **সাধারণভাবে স্বাক্ষরিত দস্তাবেজের ক্ষেত্রে বাদ-বন্ধ প্রযোজ্য হয় না।**

২। দলিল দ্বারা বাদ-বন্ধে কঠোর ভাবে পরিভাষাগত মতবাদের অস্তিত্ব ভারতে আছে বলে মনে হয় না।

৩। কিন্তু যখন পরিভাষাগত মতবাদের কোনও প্রয়োগ এদেশে হয় না, তখন দস্তাবেজে স্বীকৃতির মতো বিবৃতি, সব সময়ে পক্ষগণের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুসারে ওই ধরনের বিবৃতি মোটামুটি হয়ে ওঠে নিছক এক প্রামাণিক তাৎপর্যের স্বীকৃতি, কিন্তু চূড়ান্ত নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে, যথা, সেইসব বিবৃতির ক্ষেত্রে যেখানে অপর পক্ষ দস্তাবেজে অন্তর্ভুক্ত বিবৃতির সত্যতার ভিত্তিতে তার অবস্থান্তর ঘটাতে প্ররোচিত হয়েছে; ওই ধরনের বিবৃতি বাদ-বন্ধ হিসাবে কার্যকর হবে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দলিল অথবা অন্য কোনও সাধনপত্র (Instrument) থেকে উদ্ভুত কোনও বাদ-বন্ধ ১১৫ নং ধারার অধীনে আচরণ অথবা মিথ্যা বর্ণনের দ্বারা উক্ত বাদ-বন্ধের বিশেষ প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

৪। দলিলে বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত আছে বলেই সাক্ষ্য আইনের অধীনে বাদ-বন্ধের

উদ্ভব হতে পারে না। তা তখনই বাদ-বন্ধ হিসাবে প্রযোজ্য হবে যখন তা ১১৫ নং ধারার মধ্যে পড়বে। **১, এলা. ৪০৩ ২, বোম্বাই ৭০৮**

৫। কোনও দলিলে অবস্থাদির বর্ণনা (Recital) নিছক স্বীকৃতি হতে পারে অথবা পরিস্থিতি অনুসারে বাদ-বন্ধ হতে পারে।

বিশেষ বাদ-বন্ধগুলি

১। ১১৫ নং ধারায় সাধারণ বাদ-বন্ধের আলোচনা আছে, ১১৬ এবং ১১৭ নং ধারায় বিশেষ বাদ-বন্ধের।

২। ১১৫ নং ধারার অধীনে বাদ-বন্ধ এবং ১১৬ ও ১১৭ নং ধারার অধীনে বাদ-বন্ধের মধ্যে পার্থক্যটি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে হবে।

(এক) ১১৫ নং ধারার অধীনে বাদ-বন্ধের উদ্ভব হতে পারে যে-কোনও দুটি পক্ষের মধ্যে। তাদের কোনও এক বিশেষ আইনি বন্ধনে আবদ্ধ থাকা প্রয়োজন নয়। ১১৬-১১৭ নং ধারার অধীনে বাদ-বন্ধের উদ্ভব হয় কেবলমাত্র সেই দুই পক্ষের মধ্যে যারা কোনও বিশেষ সম্পর্কে বন্ধনে আবদ্ধ।

(দুই) ১১৫ নং ধারার অধীনে বাদ-বন্ধের উদ্ভব হয় এক পক্ষ অপর পক্ষের কাছে তথ্য সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনের দ্বারা। ১১৬, ১১৭ নং ধারার অধীনে বাদ-বন্ধের উদ্ভব হয় দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তির কারণে, যাদের মধ্যে এক পক্ষ তাদের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

ধারা **১১৬**-তে বাদ-বন্ধ সম্পর্কে আলোচনা আছে এদের মধ্যে

(এক) বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটিয়া এবং

(দুই) স্থাবর সম্পত্তির অনুজ্ঞাধারী (Licensee) ও অনুজ্ঞাদাতা।

এক। **বাড়িওয়ালা এবং ভাড়াটিয়া**

এই বাদ-বন্ধ স্থাবর সম্পত্তির ভাড়াটিয়ার প্রতি প্রযোজ্য।

২। এই বাদ-বন্ধ সেই ব্যক্তির ওপরেও প্রযোজ্য হয় যে ভাড়াটিয়ার মাধ্যমে দাবি জানায়। অন্যভাবে বলা যায় যে, যদি কোনও ভাড়াটিয়া বাড়িওয়ালাকে না জানিয়ে বা তার অনুমতি না নিয়ে তার সম্পত্তি দর-পত্তনি (Sub-Let) করে তবে উপ-ভাড়াটিয়ার উপরোক্ত প্রতিবন্ধকতা থাকবে এ-কথা অস্বীকার করার যে, প্রারম্ভে বাড়িওয়ালারই মালিকানা ছিল।

৩। বাড়িওয়ালার মাধ্যমে দাবি করা ব্যক্তির সুযোগসুবিধা সুনিশ্চিত করে না এই বাদ-বন্ধ।

দুটি সম্ভাব্য ক্ষেত্র আছে যেখানে ভূমিসহ গৃহ ভাড়া দেওয়া যেতে পারে ঃ—

(এক) যেখানে বাদি প্রতিবাদিকে জমির দখল নিতে দিয়েছে।

(দুই) যেখানে বাদি সেই ব্যক্তি নয় যে স্বয়ং প্রতিবাদিকে দখল দেয়, কিন্তু যে দিয়েছিল সেই ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত মালিকানার ভিত্তিতে দাবি করে।

এই ধারাটি প্রথম ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং ভাড়াটিয়াকে বাধা দেয় বাড়িওয়ালার মালিকানা অস্বীকার করার ব্যাপারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়, যেখানে বাড়িওয়ালার মালিকানাপ্রাপ্তি সংক্রান্ত অর্থাৎ খরিদ, ইজারা অথবা উত্তারধিকার সূত্রে প্রাপ্ত, যাতে বাদি যখন প্রাপ্তিসূত্রে লব্ধ মালিকানার ভিত্তিতে দাবি করে, তখন মালিকানা বাদির নেই, বরং অন্য কারও আছে এটা দেখানো থেকে প্রতিবাদিকে বিরত করা যায় না। ভাড়াটিয়া দেখাতে পারে যে তার কোনও প্রাপ্তিসূত্রে লব্ধ মালিকানা নেই। "ভাড়াটিয়ার মাধ্যমে দাবি করছে" এই শব্দগুলির অনুপস্থিতির এটাই পরিণাম।

এই বাদ-বন্ধ প্রযোজ্য হয় ভাড়াটিয়া স্বত্ব (Tenancy) শুরু হওয়ার সময় মালিকানা সম্পর্কে অস্বীকৃতির ওপর, যাতে ভাড়াটিয়া দেখাতে পারে যে, তার বাড়িওয়ালার মালিকানার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অথবা তার অবসান ঘটেছে। এইরূপ ক্ষেত্রে সে মালিকানা সম্পর্কে বাদানুবাদ করে না, কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার (Ex-post facts) বিষয়ের দ্বারা তা পরিহার করে এবং স্বীকার করে। ন্যায় বিচার এটা দাবি করে যে, ভাড়াটিয়াকে এই ওজর দেখানোর অনুমতি দেওয়া উচিত, কারণ ভাড়াটিয়া সেই ব্যক্তির কাছে দায়বদ্ধ যার প্রকৃত মালিকানা আছে এবং তাকে অর্থ প্রদান করতে বাধ্য হতে পারে, এবং ঐভাবে দায়বদ্ধ হওয়ার ফলে এটা অনুচিত হবে যদি সে আত্মপক্ষ সমর্থনে বাড়িওয়ালার মালিকানার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া বা অবসান হওয়ার বিষয়টি দেখাতে না পারে।

৪। বাদ-বন্ধের উদ্দেশ্য

ভাড়াটিয়া অথবা তার প্রতিনিধিকে অনুমতি দেওয়া হবে না যে যেদিন তার ভাড়াটিয়া স্বত্ব শুরু হয়েছিল, সেদিন যে বাড়িওয়ালা তাকে ভাড়াটিয়া স্বত্ব দিয়েছিল তার সম্পত্তিতে মালিকানা ছিল না এটা অস্বীকার করার।

৫। এই বাদ-বন্ধ ভাড়াটিয়াকে আইন মতে বেঁধে রাখে যতদিন পর্যন্ত ভাড়াটিয়া স্বত্ব চালু থাকে

ভাড়াটিয়া স্বত্বের একবার অবসান ঘটলে তার স্বাধীনতা থাকে একথা অস্বীকার করার যে এমনকী যেদিন ভাড়াটিয়া স্বত্ব শুরু হয়েছিল সে-দিনও তার বাড়িওয়ালার কোনও মালিকানা ছিল।

দুই। স্থাবর সম্পত্তির অনুজ্ঞাধারী ও অনজ্ঞাদাতা

১। অনুজ্ঞাধারীর ক্ষেত্রেও এই নিয়ম একই থাকবে। যেমন, যে অনুজ্ঞাদাতার ওইরূপ দখলিকারের মালিকানা ছিল সেই সময়ে যখন ওইরূপ অনুজ্ঞা প্রদান করা হয়েছিল।

২। ভাড়াটিয়া ও অনুজ্ঞাধারীর মধ্যে পার্থক্য

অনুজ্ঞা মানে এক ব্যক্তি কর্তৃক অন্য ব্যক্তিকে অনুমতি দেওয়া কোনও কার্য করার, যা ওইরূপ অনুমতি ব্যতীত তা করা তার পক্ষে বে-আইনি হবে।

এটা একটা ব্যক্তিগত অধিকার এবং হস্তান্তরযোগ্য নয়, কিন্তু অবলুপ্ত হয় যাকে তা প্রদত্ত হয়েছে তার সঙ্গে। সাধারণত অনুজ্ঞাধারী কর্তৃক অর্থ প্রদত্ত না হলে অনুজ্ঞাদানকারী তা বাতিল করতে পারে।

ভাড়াটিয়া স্বত্ব জমিতে এক ধরনের স্বত্ব এবং তা হস্তান্তরযোগ্য এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য।

১১৭ নং ধারায় আলোচনা আছে (১) বিনিময় পত্রের (Bill of Exchange) প্রতিগ্রহীতা (Acceptor)-র বাদ-বন্ধ।

(২) উপনিহিতির (Bailee) বাদ-বন্ধ।

(৩) অনুজ্ঞাধারায় বাদ-বন্ধ।

(১) প্রতিগ্রহীতা সম্পর্কে বাদ-বন্ধ এই মর্মে হবে যে, তাকে অস্বীকার করার অনুমতি দেওয়া হবে যে তার লেখকের (Drawer) ওইরূপ পত্র (Bill) লেখার বা পৃষ্ঠাঙ্কিত করার প্রাধিকার ছিল।

এই নিয়মের কারণটিকে পাওয়া যাবে প্রতিগ্রহীতা এবং (বিনিময়) পত্রের অধিকারীর মধ্যে চুক্তিতে।

প্রতিগ্রহণের চুক্তি কি শুল্ক আরোপ করে —

(১) যে সে প্রাপক (Payee) অথবা অধিকারীকে প্রদান করবে।

(২) যদি সে দিতে অসমর্থ হয় তবে লেখক তা প্রদান করবে।

সে যখন বলছে যে লেখক প্রদান করবে—এ কথার অর্থ কী? এর অর্থ হল লেখকের প্রাধিকার এবং ক্ষমতা ছিল নিজেকে আইনে অবদ্ধ করার।

এই চুক্তির ভিত্তিতে প্রাপক তা গ্রহণ করেছিল। অতএব প্রতিগ্রহীতাকে এই চুক্তি অস্বীকার করতে দেওয়া হবে না।

১ নং ব্যাখ্যার অধীনে তাকে একথা অস্বীকার করার অনুমতি দেওয়া হবে যে লেখকের স্বাক্ষর জাল (Forgery)।

এটা ইংলন্ডের আইন বিরুদ্ধ।

(২) এবং (৩) উপনিহিতির এবং অনুজ্ঞাধারীর সম্পর্কে বাদ্ধ-বন্ধ।

ওইরূপ উপবিধান (Bailment) অথবা অনুজ্ঞাপত্র যে সময়ে প্রারম্ভ হয়েছিল তখন তার উপনিধাতা (Bailor) অথবা অনুজ্ঞাদাতার ওইরূপ উপবিধান করার বা ওইরূপ অনুজ্ঞাপত্র দেওয়ার প্রাধিকার ছিল কি না তা তারা অস্বীকার করতে পারবে না।

পূর্বাধিকার ক্ষুন্ন করে না এমন বিষয়গুলি

১। এই শিরোনামে কোনও পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃতিগুলির কয়েকটি শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত।

২। ২৩ নং ধারায় উল্লেখিত কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে যদি স্বীকৃতি দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তা যে পক্ষ দিয়েছে তার বিরুদ্ধে তা প্রমাণ করা যাবে না।

৩। ওই পরিস্থিতিগুলি কী?

(১) যদি তা কোনও শর্তাধীনে করা হয়ে থাকে তবে তার সাক্ষ্য-প্রমাণ দাখিল করতে হবে না।

(ক) শর্তটি সুস্পষ্ট ভাষায় হতে পারে, অথবা

(খ) পক্ষগণের আচরণ থেকে ওই শর্ত বিবক্ষিত (Implied) হতে পারে।

(২) চুক্তি মৌখিক অথবা লিখিত হতে পারে।

৪। ২৩ নং ধারার প্রয়োগ

(১) এটি কেবলমাত্র দেওয়ানি মামলায় প্রযোজ্য এই নিয়মটি ফৌজদারি মামলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত নয়।

(২) বিচারিক ব্যাখ্যায় এই ধারার প্রয়োগকে সীমায়িত করে রাখা হয়েছে স্বীকৃতি সম্পর্কে আলোচনাকালে করা স্বীকৃতির মধ্যে।

"পূর্বাধিকার ক্ষুন্ন না করে" দস্তাবেজটি লেখা হয়েছে বলা থাকলেও কেবলমাত্র এই তথ্য তা বাদ দিতে পারে না।

"পূর্বাধিকার ক্ষুন্ন না করে" চিহ্নিত করা দস্তাবেজগুলি বাদ দিতে পারে যে নিয়ম তার কোনও প্রয়োগ হতে পারে না যদি না কোনও ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত অথবা অন্য কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করছে এবং বিবাদ অথবা আলোচনার মীমাংসার জন্য শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। ২৩ বোম্বাই ১৭৭ (১৮০)

ব্যাখ্যা —

যেখানে কোনও ব্যক্তিকে উত্তর দিতে বাধ্য করানো যেতে পারে সেখানে এই ধারা প্রযোজ্য নয়।

যে বিষয়গুলি অপ্রাসঙ্গিক

১। সাক্ষ্যবিধি বলছে না যে কোন কোন বিষয় অপ্রাসঙ্গিক।

২। ঐ বিধি বলছে যে, কোন কোন প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিক এবং তার ফলে সেগুলি বাদ যাচ্ছে যেগুলি প্রাসঙ্গিক নয়।

৩। প্রাসঙ্গিকতার নিয়মাবলী নিরর্থক এই উক্তির প্রতিবাদ করা হচ্ছে।

৪। বিচারককে দুটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় —

(এক) সাক্ষী যা বলছে তার কতটা বিচারকের বিশ্বাস করা উচিত এবং আদৌ করা উচিত কি না?

(দুই) যেসব তথ্য প্রমাণিত হয়েছে বলে তাঁর বিশ্বাস তা থেকে বিচারকের কি অনুমান করে নেওয়া উচিত?

প্রতিটি বিচারিক কার্যবাহে দুটি অত্যাবশ্যক প্রশ্ন থাকে — এটা কি সত্য? এবং যদি সত্য হয়, অতঃকিম?

৫। প্রাসঙ্গিকতার নিয়মাবলী এই প্রশ্ন দুটির কোনওটিরই ওপর কোনও

আলোকপাত করে না এবং সেইসব ব্যক্তি আরও ভাল উত্তর দিতে পারে যারা এই নিয়মাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

৬। আপত্তিগুলির উত্তর।

(এক) মানুষ যুক্তি দিয়ে বিচার করে এবং যুক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন না করেই ভালভাবে বিচার করে। কিন্তু এ থেকে এই অর্থ করা যায় না যে, আমাদের যুক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত নয়।

(দুই) প্রাসঙ্গিকতার নিয়মাবলী অপ্রাসঙ্গিক রটনা (Gossip) এবং সদৃশ প্রশ্নাবলীর বন্যা বইয়ে দেয় যা সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে এবং অত্যন্ত সজাগ মনকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে।

এক। প্রাসঙ্গিকতার মৌলিক নিয়মটি হল এই যে, তথ্য-প্রমাণ করা যায়, অভিমতকে যায় না।

তথ্য দুই শ্রেণীর —

যেগুলি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় এবং যেগুলি যায় না। যেগুলি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না সেগুলি হল —

(১) অভিপ্রায়, (২) প্রতারণা, (৩) সরল বিশ্বাস এবং (৪) জ্ঞান।

বিষয় ঃ যার প্রমাণের বিষয়টি বিধি অনুমোদিত

১। বিচার্য-বিষয়ক তথ্য, ৩, ৫, ১২।

২। বিচার্য-বিষয়ক তথ্যের পক্ষে প্রাসঙ্গিক তথ্য। ৩, ৬, ৭, ৮, ৯, ১৩-১৬, ৫২-৫৮ ৪৫-৫১।

৩। তথ্য যেগুলি বিচার্য-বিষয়ের তথ্যের সঙ্গে অথবা প্রাসঙ্গিক তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য (Consistent) অথবা যা বিচার্য-বিষয়ের তথ্য এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যের সম্ভাব্যতাকে প্রদর্শিত করে। ৩৪-৩৯-৪৬।

টিপ্পনী — ৩১ এবং ৩২ নং ব্যতিক্রম হিসাবে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের অধীনস্থ হবে।

৪। তথ্য যেগুলি সামঞ্জস্যহীন ১১(১) এর সঙ্গে বিচার্য-বিষয়ের তথ্য অথবা প্রাসঙ্গিক তথ্য। ১৭-৩১।

বিচার্য-বিষয়ের অথবা প্রাসঙ্গিক অথবা যা তথ্যের অসম্ভাব্যতাকে প্রদর্শিত করে। ৪১-৪৪, ৪৬।

বিচার্য-বিষয়ের তথ্যগুলি

ধারা ৩। বিচার্য-বিষয়ের তথ্যের দুটি অপরিহার্য দিক আছে—

(১) ইহা একটি প্রয়োজনীয় তথ্য।

বিচার্য বিষয়ের তথ্য এমন একটি তথ্য যা দাবিকৃত অধিকারের অথবা দায়িতার ভিত্তিভূমি যা এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে অথবা তার ওপর আরোপ করতে চায়।

বিচার্য বিষয়ের তথ্য এমন একটি তথ্য যার প্রমাণ প্রয়োজন হয় দাবি মঞ্জুর করার জন্য অথবা দায়িতা আরোপ করার জন্য।

উদাহরণ—

(১) ধরা যাক অনুসন্ধান করতে হবে যে, **পুত্র হিসাবে ক খ-এর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকারী কি না**

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি হবে জরুরি তথ্য —

(ক) ক খ-এর পুত্র কি না।

(খ) খ মারা গেছে কি না।

(গ) সম্পত্তিটি খ-এর কি না।

এগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য কারণ এগুলি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত উত্তরাধিকারী হিসাবে ক-এর দাবি অনুমোদিত হবে না। এগুলিই হল তার দাবির ভিত্তি।

উদাহরণ—

(২) ধরা যাক অনুসন্ধানটি হচ্ছে।

ক খ-এর মৃত্যুর কারণটা ঘটিয়েছে কি না

নিম্নলিখিত তথ্যগুলি হবে প্রয়োজনীয় তথ্য —

(এক) ক খ-এর মৃত্যুর কারণটি ঘটিয়েছে কি না।

(দুই) মৃত্যু ঘটাবার কোনও অভিপ্রায় ক-এর ছিল কি না।

২। প্রতিটি প্রয়োজনীয় তথ্য বিচার্য বিষয়ের তথ্য নয়। দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করা হোক অথবা অস্বীকার করা হোক প্রয়োজনীয় তথ্য বিচার্য বিষয়ের তথ্য হয়ে উঠতে পারে।

১ এবং ২ নং উদাহরণ যদি কোনও প্রয়োজনীয় তথ্য অস্বীকার করা না হয়ে থাকে তবে তা বিচার্য বিষয়ের তথ্যের ভিত্তি হবে।

৩। অতএব বিচার্য বিষয়ের তথ্য হল এক প্রয়োজনীয় তথ্য যা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ আছে।

২। যে তথ্যগুলি বিচার্য বিষয়ের তথ্যের পক্ষে প্রাসঙ্গিক

ধারা ৩। এক। প্রাসঙ্গিক তথ্য বলতে বুঝায় বিচার্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্য।

১। সম্পর্কটিকে অবশ্যই **দৃষ্টিগোচর** এবং **প্রকাশ্য** হতে হবে অর্থাৎ সুস্পষ্ট হতে হবে।

২। সম্পর্কটিকে অবশ্যই **আশু হতে হবে, দূরবর্তী হলে চলবে না।**

৩। সম্পর্কটিকে **প্রয়োজনীয়** সম্পর্ক হওয়ার দরকার নেই যা সকল প্রকারের **পূর্বানুমিত** সাক্ষ্যকে বর্জন করে। শুধু যেগুলি **যুক্তিসঙ্গত** সেগুলি বাদে, তবে তা **গুপ্ত** বা **অনুমানিক** হওয়া চলবে না।

৪। সম্পর্ক আছে কি না সেটা জানার জন্য অভ্যাসের দ্বারা অর্জন করতে হবে অর্জনের ব্যাপারে সহজাত প্রবৃত্তি এবং আইন সংক্রান্ত বোধ-বুদ্ধি। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদাহরণের কাজ করবে।

(ক) ক-এর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলায় খ-এর বিবৃতি, যে স্বামী নয়, যে সেই ছিল প্রকৃত অপরাধী এবং ক নিরাপরাধ, এই বিবৃতি দূরবর্তীতার কারণে এবং সম্পর্কের অভাবের জন্য অগ্রাহ্য হবে ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা কাহিনী গড়ার বিপদ ব্যতিরেকে।

আর বনাম গ্রে আই. আর. আর, রেপ ৭৬

(খ) খ-কে ধার হিসাবে প্রদত্ত ৫ পাউণ্ড পুনরুদ্ধার করার জন্য ক-এর বিরুদ্ধে ক-এর দায়ের করা মামলায় ক-এর রোজনামচায় এক প্রবিষ্টিতে (entry) লেখা আছে যে, খ তার কাছে ৫ পাউণ্ড বাবদ ঋণী, এই তথ্যটি সম্পর্কের অভাবে অগ্রাহ্য করা হবে।

স্টোর বনাম স্কট ডসি অ্যাণ্ড পি ২৪১

(গ) ক খ-এর প্রতিনিধি; খ বিদেশে বসবাসকারী এক বণিক যে গ-এর মাল

কিনেছে। খরিদ করার সময় ক গ-কে জানায়নি যে কে প্রধান (Principal) ছিল; কিন্তু মালের চালানে (invoice) মালের বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল এইভাবে— খ-এর দরুণ ক-এর মারফত কেনা হয়েছে। পরে গ ওই পরিমাণ অর্থের জন্য ক-এর ওপর হুণ্ডি কাটে। খরিদ সংক্রান্ত মাল পাঠাবার নির্দেশনামা পাওয়ার পর, এবং ক কর্তৃক অদেয়ক (bill) স্বীকার করার পর খ বহুসংখ্যক প্রেষিতক (remittance) পাঠায় ক-এর কাছে। কিন্তু ইতিমধ্যে ক দেউলিয়া হয়ে গেছে।

গ মামলা করল প্রধান খ-এর বিরুদ্ধে। গ তার হিসাবের বহি-খাতার সাক্ষ্য পেশ করতে চেয়েছিল এটা দেখাতে যে, সে বরাবর প্রধান হিসাবে খ-কে যে খরচপত্র দিয়েছে তা লেখা আছে।

আদালতের অভিমতে ওই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

স্মিথ বনাম অ্যাণ্ডারসন ৭ সি. বি. ২১

দুই। সব সম্পর্কিত তথ্য প্রাসঙ্গিক নয়। **কোনও বিশেষ** ব্যাপারে সম্পর্কিত তথ্যগুলিই কেবল প্রাসঙ্গিক। প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসাবে পরিগণিত হতে হলে বিচার্য বিষয়ের তথ্যের সঙ্গে কোনও বিশেষ তথ্যকে কীভাবে অবশ্যই সম্পর্কিত হতে হবে তা বলা আছে সাক্ষ্য আইনে।

৬। ১ বিচার্য বিষয়ের তথ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অভিন্ন সংব্যবহারের অংশ গঠনকারী তথ্যের প্রমাণের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

(ক), (গ), (ঘ)-এর উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে।

সংব্যবহার বলতে কী বুঝায়?

সংব্যবহার একগুচ্ছ তথ্য এমনভাবে সম্পর্কিত যে সেগুলি **অপরাধ, চুক্তি, বিক্রয়** ইত্যাদির মতো একটি নামে পরিচিত হয়।

যদি সম্পর্কটি প্রকাশ্য এবং সংদৃষ্টিগোচর অর্থাৎ **সুস্পষ্ট ও আশু** হয় তবে অপরাধ অথবা চুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছু সেই একই সংব্যবহারের অংশ এবং প্রাসঙ্গিক।

সংব্যবহার কী কী অন্তর্ভুক্ত করে?

সংব্যবহার শুধু সম্পাদিত কার্যগুলি নয় সেই সঙ্গে সংব্যবহারের সময় প্রদত্ত বিবৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

উদাহরণ—

ধর্ষিতা হওয়ার সময় নারীর চিৎকার। বিবৃতিকে একই সংব্যবহারের অংশ হতে হলে তার সঙ্গে কার্যটিও সম্পাদিত হওয়া চাই।

অভিন্ন সংব্যবহার বলতে কী বুঝায়?

১। অভিন্ন বলতে অনুরূপ বুঝায় না। একই শ্রেণীর অনুরূপ সংব্যবহারগুলির সাক্ষ্য অপ্রাসঙ্গিক।

২। অভিন্ন সংব্যবহার বলতে **একই** সময়ে এবং **একই** স্থানে ঘটমান সংব্যবহার বুঝায় না।

উদাহরণ—

কোনও এক স্থানে ডাকাতি হতে পারে জানুয়ারি মাসে; চোরাই মাল প্রাপকের কাছে গচ্ছিত রাখা যেতে পারে অন্যত্র ফেব্রুয়ারি মাসে এবং তৃতীয় কোনও স্থানে তা বিক্রি করা হতে পারে মার্চ মাসে। এইসব অভিন্ন সংব্যবহারের অংশ।

৩। অভিন্ন সংব্যবহার বলতে বুঝায় **একটি সম্পর্কিত সংব্যবহার—একই টুকরোর অংশগুলি।**

মামলার নজির (Casse law) কক্‌লস পৃষ্ঠা ৬৬-৬৮ **৫৩, কলি ৩৭২**

নীতি— এই ধরনের সাক্ষ্যের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে কারণ এতে বিষয়গুলি বোধগম্য হয়। এতে পূর্বসূত্র দেওয়া থাকে।

২। সেই তথ্যের প্রমাণের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে যা বিচার্য বিষয়ের তথ্য অথবা প্রাসঙ্গিক তথ্যের উপলক্ষ্য (occasion) কারণ, ফলাফল অথবা সুযোগকে প্রদর্শিত করে।

১। এক ব্যক্তি চুরির অপরাধে অভিযুক্ত। যদি তার কাছে কোনও টাকা পয়সা না পাওয়া যায় তবে সম্ভাবনা এটারই বেশি যে সে চুরি করেনি। প্রতিটি কারণের একটা ফলাফল আছে। যদি ফলাফল না থাকে তবে কারণও নেই।

২। একজনের বিরুদ্ধে অভ্যাঘাতের (assault) অভিযোগ। যদি ঝগড়া থাকে তবে উপলক্ষ্য অথবা কারণ যে ছিল তা দেখানোর বিষয়টি প্রমাণ করা যাবে।

৩। স্ত্রীকে বিষপ্রয়োগ করার অপরাধে অভিযুক্ত এক ব্যক্তি—তা করার কোনও সুযোগ যে স্বামীর ছিল না, তা প্রমাণ করা যায় এটা দেখিয়ে যে সেবিকা (nurse) সব সময়ে উপস্থিত ছিল।

৪। খ-কে হত্যা করার অপরাধে ক অভিযুক্ত।—হত্যা করার **কারণ** আছে এটা দেখানোর জন্য এটা প্রমাণ করা যেতে পারে যে, খ জানত যে ক বিয়ে করেছে গ-কে এবং ক-এর কাছ থেকে মুখ বন্ধ রাখার জন্য ঘুষ চেয়েছিল।

৫। সেইসব তথ্য-প্রমাণের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে যেগুলি কোনও বিচার্য বিষয়ের তথ্য অথবা প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য **উদ্দেশ্য, প্রস্তুতি** প্রদর্শিত করে।

উদ্দেশ্য— উদাহরণ (ক), (খ)। কোনও বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ উদ্দেশ্য ছাড়া কার্য করে না।

প্রস্তুতি—উদাহরণ—(গ) (ঘ)। কোনও কার্যই প্রস্তুতি ব্যতিরেকে করা যায় না।

মামলার নজির

১। ৬১, কলি ৫৪—উদ্দেশ্য—অভিপ্রায়—প্রস্তুতি—প্রচেষ্টা—কার্য।

২। **আর বনাম পামার**—কক্‌লস কি হত্যা করে কুককে।

আর্থিক বিড়ম্বনা, তার বিষ কেনা, ময়নাতদন্ত (inquesh) রদ করার চেষ্টা।

৩। **আর বনাম লিলিম্যান** কক্‌ল সি. (১৮৯৬)

২ কিউ. বি. ১৬৭

৪। সেই তথ্য-প্রমাণের অনুমতি দেওয়া হয় যা কোনও মোকদ্দমার, যার ব্যাপারে ওইরূপ মোকদ্দমার উল্লেখ আছে অথবা কোনও বিচার্য বিষয়ের তথ্য অথবা কোনও প্রাসঙ্গিক তথ্যের উল্লেখ আছে তবে সে মোকদ্দমার কোনও পক্ষের আচরণকে যদি তা প্রদর্শিত করে। অনুরূপভাবে সেই তথ্য প্রমাণের অনুমতি দেওয়া হয় যা কোনও অভিযুক্তের আচরণকে প্রদর্শিত করে, যদি ওইরূপ আচরণ কোনও বিচার্য বিষয়ক তথ্য অথবা প্রাসঙ্গিক তথ্যের দ্বারা প্রভাবিত করে বা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

১। **সাধারণভাবে ব্যক্তি আচরণ**

উদাহরণ—(ঘ) উইল (ইচ্ছাপত্র) তৈরি করা। উইল করার অনতিপূর্বে মৃত ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক অনুসন্ধানাদি ও খসড়াগুলি তৈরি করিয়েছিল।

অভিযুক্তের আচরণ

উদাহরণ— (ঙ) সাক্ষীদের উৎকোচ দেওয়া।

উদাহরণ— (চ) ফেরার হওয়া।

উদাহরণ— (ছ) বস্তু গোপন করা।

ব্যাখ্যা

১। আচরণের মধ্যে বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত হবে না যদি না বিবৃতির সঙ্গে আচরণ যুক্ত থাকে এবং আচরণের কারণ দর্শায়।

২। আচরণ যদি প্রাসঙ্গিক হয় তবে যে বিবৃতি আচরণকে প্রভাবিত করে যদি তা ওই ব্যক্তির কাছে দেওয়া হয় অথবা তার উপস্থিতিতে এবং শ্রবণগোচর করে।

উদাহরণ—

(ছ) প্রশ্ন এই যে, ক কি খ-এর কাছে ১০,০০০ টাকা ঋণী। ক গ-কে তার টাকা ধার দিতে বলল এবং ক-এর উপস্থিতিতে তার শ্রুতিগোচর করে খ বলেছিল, আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি ক-কে বিশ্বাস করো না, কারণ তার ১০,০০০ টাকার ঋণ আছে। কোনও উত্তর না দিয়ে ক যদি চলে যায় তবে সেটা **প্রাসঙ্গিক** হবে।

মামলার নজির

ইন্বা ৩৪ ওম এবং আর ১০৮৭

ইন্বা ৭ এলা ৩৮৫ এফ. দ.

কক্‌লস পি ৭৫ **ব্রাইট বনাম শত্রু বি টেদাম**

৫। সেইসব তথ্যের প্রমাণের অনুমতি দেওয়া হয় যেগুলি বিচার্য বিষয়ের তথ্য অথবা প্রাসঙ্গিক তথ্যকে ব্যাখ্যা করা এবং প্রবর্তন করার জন্য প্রয়োজন।

উদাহরণ—

(ঘ) কোনও এক অপরাধের অভিযোগপত্রের ভিত্তিতে অভিযোগ করা হয়েছিল যে অভিযুক্ত পলাতক।

সাক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে যে তার জরুরি কাজ ছিল এটা দেখাতে।

(চ) এক পুলিশ আধিকারিককে মারাত্মকভাবে আক্রমণ করতে অথবা ভীতি প্রদর্শন করার জন্য দাঙ্গা বাঁধানোর অভিযোগে এক ব্যক্তির বিচার হচ্ছিল এবং এটা প্রমাণিত হয় যে, এক দাঙ্গাকারী জনতার পুরোভাগে থেকে সে দলবেঁধে এগিয়ে ছিল। সংব্যবহারের স্বাভাবিক চরিত্রটি বুঝাবার জন্য উচ্ছৃঙ্খল জনতার চিৎকার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে।

(খ) অপবাদ লিখনের (libal) জন্য মামলা—অবমাননাকর আচরণের আরোপ। যখন বিচার্য বিষয়ের তথ্যের অবতারণারূপে অপবাদলিখনটি যে সময় প্রকাশিত হয়েছিল তখন পক্ষগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা ও সম্পর্ক কেমন ছিল সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে।

এই অবস্থায় সাক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে

(১) কোনও ব্যক্তির বা বস্তুর স্বরূপ (identity) যার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে।

(২) প্রকৃত সময় এবং স্থান যেখানে বিচার্য বিষয়ের তথ্য অথবা প্রাসঙ্গিক তথ্য ঘটেছিল।

(৩) বিচার্য বিষয়ের তথ্য অথবা প্রাসঙ্গিক তথ্যের সঙ্গে পক্ষগণের সম্পর্ক সম্বন্ধে।

(৪) যেসব তথ্য কোনও প্রকারের মানসিক অবস্থার অস্তিত্বকে প্রকাশ করে সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

১। **এই** (নিয়মের) **অধীনে**, সেইসব তথ্য প্রমাণ করা যেতে পারে যেগুলি অভিপ্রায়, জ্ঞান, সরল বিশ্বাস, অবহেলা, বিদ্বেষ অথবা সদিচ্ছা প্রকাশ করে।

জ্ঞান, উদাহরণ (ক); **সরল বিশ্বাস**, উদাহরণ (চ); **অভিপ্রায়** উদাহরণ (ঙ) (জ); **বিদ্বেষ**, উদাহরণ (ট)।

২। এই (নিয়মের) অধীনে আগেকার কোনও অপরাধসিদ্ধির সাক্ষ্য-প্রমাণ দেওয়া যাবে। উদাহরণ (খ)।

৩। এই ধারার ব্যবহারের ওপর **সীমাবদ্ধতা**

(১) যে মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তা **সাধারণ মানসিক অবস্থা** নয়—সাধারণ প্রবণতা (disposition)—বরং এক ধরনের মানসিক অবস্থা যা আলোচ্য বিশিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে উল্লেখ করে।

(২) অতীতে কৃত অপরাধের সাক্ষ্যতে অবশ্যই তার মানসিক অবস্থা দেখাতে হবে যা আলোচ্য বিশেষ বিষয় ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্যের সঙ্গে জড়িত নয়।

১৫। আলোচ্য কার্যটি যে **ইচ্ছাকৃতভাবে** করা হয়েছিল, আকস্মিকভাবে ঘটেনি, তা দেখাবার জন্য **অনুরূপ** পরপর ঘটনা শ্রেণীর অংশ হিসাবেই যে কার্যটি করা হয়েছিল সেটা দেখাবার জন্য তথ্য সম্পর্কে প্রমাণ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

উদাহরণ—(ক) (খ)

১। সাধারণত অনুরূপ কার্যাবলীর সাক্ষ্য প্রাসঙ্গিক নয় কারণ যদি কোনও ব্যক্তি একটি কার্য করে থাকে, তা থেকে এটা ধরে নেওয়া যায় না যে, সে আলোচ্য বিশেষ কার্যটিও অবশ্যই করেছে।

১৬। যখন প্রশ্ন এই যে বিশেষ কোনও কার্য করা হয়েছিল কি হয় নি, তখন কোনও কার্য পরম্পরার অস্তিত্ব যদনুসারে যা স্বাভাবিকভাবে কৃত হত সে সম্বন্ধেত তথ্যের প্রমাণ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

উদাহরণ—(ক) (খ)।

এটাই সম্ভাব্যতার পরিচায়ক।

প্রশ্ন এই যে, একটি বিশেষ চিঠি ক-এর কাছে পৌঁছেছিল কি না? চিঠিটি ডাকে দেওয়া হয়েছিল এবং অচলপত্র কার্যালয়ের (Deed latter office) মাধ্যমে তা ফেরত আসেনি—এটা প্রমাণ করা যেতে পারে।

১৩। সংব্যবহারের সাক্ষ্য এবং অধিকার ও প্রথার প্রমাণের দৃষ্টান্ত।

১। অধিকার শব্দটির উদ্দেশ্য

(ক) তিন প্রকারের অধিকার আছে।

ব্যক্তিগত—অর্থাৎ কোনও পথ দিয়ে চলাচলের ব্যক্তিগত অগ্রাধিকার।

সাধারণ—বেশ কিছু শ্রেণীর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্বজনীন অধিকার। যেমন, কোনও এক বিশেষ গ্রামের গ্রামবাসীদের এক বিশেষ কূপের জল ব্যবহার করার অধিকার। উদাহরণ— ধারা ৪৮।

সরকারি—এটি আইনে পরিভাষিত হয়নি। সাধারণ অধিকারের পূর্বতন সংজ্ঞার অর্থে প্রতিটি সরকারি অধিকার একটি সাধারণ অধিকার (ইংল্যাণ্ডের আইনে প্রদর্শিত পার্থক্য অনুসারে) যদিও প্রতিটি সাধারণ অধিকার সরকারি অধিকার নয়।

এই ধারাটি সকল প্রকারের অধিকার সম্বন্ধে প্রযোজ্য তা সেগুলি ব্যক্তিগত, সাধারণ অথবা সরকারি হোক না কেন **যে-কোনও** শব্দটির কারণে।

(খ) এই ধারাটি কি **সকল** প্রকারের অধিকার সম্বন্ধে প্রযোজ্য? এই প্রশ্নটির উদ্ভব হয় **প্রত্যেকটি** শব্দের অনুপস্থিতির কারণে এই প্রশ্নের ব্যাপারে এককালে (আদালতের) নিষ্পত্তিগুলির মধ্যে বিরোধিতা ছিল। একটা অভিমত এই ছিল, যে,

এর মধ্যে **সকল** অধিকার অন্তর্ভুক্ত আছে। অন্য অভিমতটি হল এই যে, এর মধ্যে শুধু অধিকারগুলি অন্তর্ভুক্ত যেগুলির নিজস্ব কোনও বাস্তবসম্মত অস্তিত্ব নেই, কিন্তু কোনও না কোনও অধিকারের সঙ্গে যুক্ত।

এখন যে অভিমত পোষণ করা হয় তাতে মনে হয় যে শব্দটি সকল অধিকারকেই অন্তর্ভুক্ত করে।

২। প্রথা শব্দটির উদ্দেশ্য

প্রথা প্রাচীন প্রথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে প্রথা এবং দেশাচারগুলি (usages)। দেশাচার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে বর্তমানে অথবা সম্প্রতি কোনও এক বিশিষ্ট স্থানে কিছু করার অভ্যাস। সেই বিশিষ্ট অভ্যাসটি অতি সম্প্রতি উদ্ভূত হতে পারে অথবা দীর্ঘকাল ধরে তার অস্তিত্ব থাকতেও পারে। যদি সেটা সাধারণভাবে আচরিতের অন্যতম হয় তবে তা দেশাচার।

খ। প্রথা হতে পারে—

(এক) ব্যক্তিগত প্রথা—পারিবারিক প্রথা।

(দুই) সাধারণ প্রথা—বেশ কিছু শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে (প্রচলিত) অভিন্ন প্রথা এবং হতে পারে—

(ক) স্থানীয়।

(খ) জাত (Caste) অথবা শ্রেণী দেশাচার।

(গ) বাণিজ্যিক প্রথা অথবা দেশাচার।

(তিন) সরকারি—পরিভাষিত করা হয়নি।

গ। এই ধারাটি সকল প্রথা ও সকল দেশাচার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

৩। যে সাক্ষ্য দিতে হবে তা যেন কোনও **সংব্যবহার** অথবা ঘটনার সাক্ষ্য-প্রমাণ হয়, যা থেকে উদ্ভূত হয়েছে অধিকার অথবা প্রথা।

ক। সংব্যবহার এবং ঘটনাবলীর অর্থ

(১) সংব্যবহার—দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কোনও ব্যবসা অথবা লেনদেন চালিয়ে যাওয়া।

(২) ঘটনা—যে ব্যাপার ঘটছে—এক ব্যক্তি কোনও বিশেষ পন্থায় কার্য করছে।

খ। কার্যবাহভুক্ত পক্ষগণের মধ্যে যেসব বিষয় আছে তাতে প্রমাণকে পূর্বতন সংব্যবহারের মধ্যে সীমায়িত করে রাখা যাবে না। **যে-কোনও** শব্দটির প্রয়োগ থেকে দেখা যায় যে, তা মামলাভুক্ত পক্ষগণের মধ্যে হওয়ার প্রয়োজন নেই। বহিরাগতদের মধ্যে হতে পারে অথবা মামলাভুক্ত পক্ষ ও বহিরাগতদের মধ্যেও হতে পারে।

গ। সংব্যবহার এবং ঘটনা শব্দ প্রচুর অসুবিধার সৃষ্টি করেছে এবং প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, এর মধ্যে আদালত প্রদত্ত ডিক্রি এবং মামলা অন্তর্ভুক্ত হবে কি না, যে মামলায় সেগুলি সংব্যবহার অথবা ঘটার সাক্ষ্য হিসাবে, প্রদত্ত হয়েছিল একই পক্ষগণের মধ্যে হওয়ার জন্য নয় (এবং সার্বজনিক প্রকৃতিরও নয়) Publice nature)

এই প্রশ্নটি বিবেচিত হয়েছিল পথপ্রদর্শনকারী (leading) মামলায়

গাজ্জুলাল বনাম ফতেহ্ লাল। ৬, কলি, ১৭১।

তৃতীয়। তথ্যাবলী যেগুলি বিচার্য বিষয়ের তথ্য অথবা প্রাসঙ্গিক তথ্য অথবা য়া বিচার্য বিষয়ের তথ্য বা প্রাসঙ্গিক তথ্যকে **অতিমাত্রায়** সম্ভাব্য করে তোলে তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

১। এই ধারাটিকে এমন বিস্তীর্ণ ও ব্যাপক ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে-কোনও তথ্য যা অবরোহ সিদ্ধান্ত (Ratiocination) মালার দ্বারা অপরটির সঙ্গে সম্বন্ধাবদ্ধ করতে পারে যাতে বিচার্য বিষয়ের তথ্য অথবা প্রাসঙ্গিক তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠে সম্ভবত স্বীকৃতি হিসাবে গণ্য হতে পারে।

২। ওই ধরনের ব্যাপক অর্থ যে আইন প্রণয়ণকারীদের অভিপ্রেত ছিল না সেটা সুস্পষ্ট হয় 'অতিমাত্রায়' শব্দটির জন্য। 'অতিমাত্রায় সম্ভাব্য' শব্দগুলি নির্দেশিত করে যে, বিচার্য বিষয়ের তথ্য এবং প্রমাণ করতে চাওয়া হচ্ছে যে, তথ্য তাদের মধ্যেকার সম্পর্কটিকে অবশ্যই এতটা **মধ্যবর্তী হয়ে কার্যকর** (mediate) হতে হবে যাতে অতিমাত্রায় সম্ভাব্যের সহাবস্থান ঘটতে পারে।—**৬, কলি, ৬৬৫ (৬৬২)**।

৩। একটি পরোক্ষ সমর্থক (Collateral) তথ্যকে এই ধারার অধীনে আনার জন্য তাকে অবশ্যই (ক) প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যুক্তিসঙ্গত চূড়ান্ত সদস্যের দ্বারা এবং (খ) যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে তখন বিবাদাত্মক বিষয় সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত পূর্বানুমান অথবা অনুমিতি জোগাতে পারে।—**৬ বোম্বাই, এল. আর ৯৮৩**

৪। এই ধারার শব্দগুলি অত্যন্ত বিস্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আইনটির অন্যান্য ধারার সাপেক্ষে সেগুলি ব্যাখ্যা করতে হবে।

উদাহরণ—

১। রামানুজন বনাম রাজ সম্রাট ৫৮ মাদ্রাজ, ৫২৩ এফ. বি.

সিথম্মলকে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল রামানুজন। তথ্য প্রদত্ত হয়েছে ৫২৬ পৃষ্ঠায়।

এই হত্যার কোনও প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না। ফৌজদারি মামলার বাদি পক্ষ নিম্নলিখিত তথ্যাবলী সম্পর্কে সাক্ষ্য পেশ করে—

১। যে সিথম্মল তার স্বামীকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পর বন্দীর সঙ্গে মিলিত হয়, সঙ্গে নিয়েছিল কিছু মণিরত্ন এবং রুপোর পাত্র।

২। সিথম্মল এবং অভিযুক্ত বিভিন্ন ঠিকানায় একত্রে সহবাস করেছিল।

৩। তাদের শেষ দেখা গিয়েছিল ১১ জানুয়ারি ২৪ নং পেড্ডুনাইকেন স্ট্রিটে।

৪। ১২ তারিখের সকালে যখন গোয়ালিনী আসে, তখন দরজা তালাবন্ধ ছিল।

৫। ১৩ তারিখে বা ওই সময়ের কাছাকাছি কোনও সময়ে সে সিথম্মলের কিছু অলঙ্কার বন্ধক রাখে।

৬। সে একটা তোশক কিনেছিল, যার মতো একটিতে মৃতদেহ জড়ানো ছিল।

২। দীর্ঘকাল ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে দাবি না করাকে অভিকথিত ঋণ শোধ প্রমাণ করতে হবে।

৩। প্রতিবাদির সঙ্গে শিশুর সাদৃশ্য খোরপোষের মামলায় পিতৃত্ব প্রমাণ করতে হবে।

১১(২) বিচার্য বিষয়ের তথ্য অথবা প্রসাঙ্গিক তথ্য অথবা যা সেগুলিকে অতিমাত্রায় অসম্ভাব্য করে তার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।

উদাহরণ—

১। ঋণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থের জন্য কোনও মামলায়, অভিকথিত ঋণদাতার দারিদ্র্য প্রাসঙ্গিক, কেননা তা ঋণদান করার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ।

২। অপরাধের ঘটনাস্থলে তার অভিকথিত উপস্থিতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হিসাবে সাক্ষী অথবা অভিযুক্তের অন্য স্থানে থাকাটা প্রাসঙ্গিক।

৩। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপটি ক-এর কি না এই প্রশ্নের সীমাংসার সঙ্গে জড়িত মামলায়। অন্য দস্তাবেজে তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপের সাক্ষ্য-প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে, যদি ছাপগুলির বৈসাদৃশ্য তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপের কাহিনীকে অসম্ভাব্য করে তোলে।

৫২-৫৫। চরিত্র সম্বন্ধে তথ্যাবলীর প্রমাণ

১। চরিত্রের সাক্ষ্য সম্পর্কিত বিধি দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত।

এক। যেগুলি সাক্ষীদের চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত।

সাক্ষীদের চরিত্র

১। **সাক্ষীর চরিত্র সবসময়ে গুরুত্বপূর্ণ যা তার বিশ্বাসনীয়তাকে** (credit) **প্রভাবিত করে।** সাক্ষীর বিশ্বাসনীয়তা সব সময়েই এক বিচার্য বিষয়। যেহেতু সাক্ষীরা এমন এক মাধ্যম যার মারফতে আদালতকে তার সমক্ষে উপস্থাপিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। তাই ওইরূপ মাধ্যম বিশ্বাসযোগ্য কি না তা নির্ধারণ করা সব সময়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ এবং এর পরীক্ষা হিসাবে অন্যান্যগুলির মধ্যে চরিত্র সম্পর্কিত সেই প্রশ্নগুলি মামলায় সাক্ষীকে করা হতে পারে। ধারা ১৪৫-১৫৩।

এক পক্ষের চরিত্র

১। এক পক্ষের চরিত্র সম্পর্কে প্রভেদ দেখাতেই হবে এদের মধ্যে—

সেইসব ক্ষেত্র যেখানে এক পক্ষের চরিত্র বিচার্য বিষয়

এবং

যেসব ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় নয়।

যেখানে এক পক্ষের চরিত্র বিচার্য বিষয় সেখানে চরিত্র সম্পর্কে তথ্যাবলীর প্রমাণ করতে দেওয়া হয় কার্যবাহগুলি দেওয়ানি অথবা ফৌজদারি এই প্রশ্ন নির্বিশেষে। ধারা ৫২।

উদাহরণ ঃ

(এক) দেওয়ানি মোকদ্দমায় বিচার্য বিষয়টি হল "তার নিয়োগ কর্তার পরিষেবায় থাকাকালীন গৃহশিক্ষিকাযোগ্য, নারীসুলভ এবং ধীর স্বভাব বিশিষ্ঠা ছিল কি না", এ ক্ষেত্রে মহিলার সাধারণ যোগ্যতা ভদ্র আচরণ ও শান্ত স্বভাবের সে বিষয়ে জোর দিয়ে সমর্থন করতে বা অস্বীকার করতে দেওয়া হবে।

(দুই) সাধারণ প্রতারকদের ব্যবসা চালাবার জন্য ষড়যন্ত্র করার জন্য ফৌজদারি কার্যবাহে অভিযুক্তের সাধারণ চরিত্র সম্বন্ধে নিশ্চিত কথনে অথবা অস্বীকার করতে দেওয়া হবে সাক্ষীদের।

যখন কোনও পক্ষের ওইরূপ সাধারণ চরিত্র বিচার্য বিষয় নয়, সেখানে আইন চরিত্র প্রমাণের অনুমতি দেয় না। ধারা ৫২।

এই নিয়মের দুটি ব্যতিক্রম আছে, যার অধীনে চরিত্র বিচার্য বিষয় না হলেও চরিত্র সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে দেওয়া হয়।

(এক) দেওয়ানি কার্যবাহে চরিত্র সম্পর্কে তথ্যাবলীর প্রমাণ করতে দেওয়া হয় যদি সেগুলি খেসারতের পরিমাণকে প্রভাবিত করে। ধারা ৫৫।

(দুই) ফৌজদারি মামলায়।

(এক) অভিযুক্ত সৎ চরিত্রের তা দেখাবার জন্য তথ্যাবলীর প্রমাণের অনুমতি দেওয়া হয়। ধারা ৫৩।

(দুই) নিম্নলিখিত ক্ষেত্র ছাড়া অপরাধী অসৎ চরিত্রের তা দেখাবার জন্য তথ্যাবলীর প্রমাণের অনুমতি দেওয়া হয় না—

যেখানে অভিযুক্ত সাক্ষ্য দিয়েছে যে তার চরিত্র সৎ।

দেওয়ানি এবং ফৌজদারি কার্যবাহগুলির মধ্যে এই প্রভেদ করার কারণগুলি সুস্পষ্ট।

(১) অসৎ চরিত্র কেবল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রতিকূল ধারণা সৃষ্টি করে। তা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলাটিকে প্রমাণ করে না। এটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যতক্ষণ না পর্যন্ত অভিযুক্ত এটাকে নিজের সৎ চরিত্রতার সাক্ষ্য দিয়ে বিচার্য বিষয় করে না তোলে, তাহলে অবশ্য অসৎ চরিত্রের সাক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে।

(২) সৎ চরিত্র অভিযুক্তের নির্দোষতাকে জোরালো করে এবং মানবিকতার কারণে তার অনুমতি দেওয়া উচিত।

দুটি বিষয় লক্ষ্য করতে হবে

১। চরিত্র শব্দটির মধ্যে কী অন্তর্ভুক্ত আছে?

ধারা ৫৫

চরিত্র শব্দটিতে **খ্যাতি** এবং প্রবৃত্তি (disposition) উভয়েই অন্তর্ভুক্ত। এটা ইংল্যাণ্ডের আইনের ব্যতিক্রম, যেখানে চরিত্র শুধু সীমাবদ্ধ আছে খ্যাতির মধ্যে।

খ্যাতি ও প্রবৃত্তির মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। অন্যেরা একজন মানুষ সম্বন্ধে যা ভাবেন সেটাই **খ্যাতি**, এবং তা গঠিত হয় জনমতের দ্বারা। এটা এক সাধারণ বিশ্বাসনীয়তা যা মানুষটি পেয়েছে ওই জনমত থেকে।

প্রবৃত্তি অন্তর্ভুক্ত করে কর্মের উৎস এবং উদ্দেশ্য, তা স্থায়ী এবং স্থিরীকৃত এবং মস্তিষ্কের সমগ্র কাঠামো ও গঠন বিন্যাসের বিষয় বিবেচনা করে।

২। কীভাবে চরিত্র প্রমাণ করা যায়?

মানুষের চরিত্র প্রমাণ করার দুটি পদ্ধতি আছে। একটি পদ্ধতি হল সাধারণ খ্যাতি এবং সাধারণ প্রবৃত্তি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া। অন্য পদ্ধতিটি হল বিশেষ কার্যাবলীর সাক্ষ্য দেওয়া, যা তারপর খ্যাতি এবং প্রবৃত্তি সম্পর্কে অনুমতির ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে।

৫৫ ব্যাখ্যা

সাক্ষ্য আইন **কেবলমাত্র সাধারণ** খ্যাতি ও **সাধারণ** প্রবৃত্তি সম্পর্কে সাক্ষ্যের অনুমতি দেয়।

৫৫ ব্যাখ্যা

এর একটিই ব্যতিক্রম আছে, যেক্ষেত্রে পূর্বের অপরাধ সিদ্ধির সাক্ষ্য-প্রমাণকে অসৎ চরিত্রের সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করা যাবে।

ধারা ৪৫-৫১

অভিমত সমূহের প্রমাণ

১। মামলার তথ্যগুলি আদালতকে **জ্ঞাপন** (inform) করার জন্য সাক্ষীদের ব্যবহার করা হয়। নিজস্ব অভিমত গড়ে তোলা আদালতের কর্তব্য।

২। সাক্ষী কী **ভেবেছিল** অথবা **বিশ্বাস করেছিল** সে সম্বন্ধে আপত্তি উঠবে দুটি কারণে (১) এটা কিছুই দেখাতে পারা যায় না এবং (২) এটা বিচারকের কর্ম ক্ষেত্রকে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখার সমান হবে।

৩। নিয়মটি এই যে, সাক্ষী শুধু তথ্যের কথা বলবে এবং নিজ অভিমত দেবে না।

এটা কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে গেলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

(১) **তৃতীয় ব্যক্তি** (অর্থাৎ এমন কেউ যে বাদি নয়, প্রতিবাদি নয়, বা বন্দীও নয়) কোনও বিষয় সম্বন্ধে কীভাবে অথবা কী বিশ্বাস করে তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদি ঐরূপ কোনও তৃতীয় ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে ডাকা হয়, তবে সাধারণত সে শুধু তথ্য সম্পর্কে বলতে পারবে; তার ব্যক্তিগত অভিমত সাক্ষ্য নয়। তবে যখন কোনও পক্ষ কোনও একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য করে সেই সময় সে যা ভাবে অথবা বিশ্বাস করে তা প্রায়শই বিচার্য বিষয়ের বস্তু হয়ে ওঠে ফৌজদারি ও দেওয়ানি কার্যবাহে।

উদাহরণ—কার্টার বনাম বোয়েহিন। কক্‌লস পি।

প্রশ্ন এই যে, জীবনবিমার চুক্তিপত্র কি বাতিল করা হয়েছিল তথ্য গোপনের দ্বারা, যা দায়-গ্রাহককে (underariver) জানানো হয়নি। তথ্যের প্রয়োজনীয় গুরুত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এক দালাল। তাকে প্রশ্ন করা হয় যদি তার কাছে ঐসব তথ্য প্রকাশ করা হত তবে কি সে চুক্তিতে আবদ্ধ হত। হত না—তার এই উত্তরকে অগ্রহণীয় বলা হয় কারণ এটা তার অভিমতের ব্যাপার। কিন্তু এই প্রশ্নটি যদি কোনও পক্ষকে করা হত তবে তার অভিমত গ্রহণীয় হতে পারত।

(২) এই নিয়ম কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে গেলে অসুবিধার সৃষ্টি হতে বাধ্য। যেসব ক্ষেত্রে আদালতকে একটা অভিমত গড়ে তুলতেই হবে অথচ আদালত অভিমত গঠন করার যোগ্য নাও হতে পারে। এমন ঘটনা ঘটে যেখানে বিশেষ অভিজ্ঞতা অথবা বিশেষ প্রশিক্ষণের দরকার প্রকৃত অভিমত গড়ে তোলার আগে। সেইসব ক্ষেত্রে, অতএব, যাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা অথবা বিশেষ প্রশিক্ষণ আছে তাদের অভিমত ন্যায়পীঠের সমক্ষে পেশ করতেই হবে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সমর্থ হওয়ার জন্য।

(৩) কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে সাক্ষীর পক্ষে ইতিবাচকভাবে কিছু বলা স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব, যেসব ক্ষেত্রে তাকে আদৌ বলতেই যদি হয়, তার অভিমত

অথবা বিশ্বাস সম্বন্ধে, আর যে বিষয়ে সে সাক্ষ্য দান করে সেটা যদি প্রধানত অভিমতের অথবা জটিলতার অথবা অনিশ্চয়তার বিষয়াবলী হয়, যার জন্য আদালত তার অভিমত নিজস্ব গুরুত্ব অনুসারে মেনে নিতে বাধ্য হবে। পূর্বোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে জড়িত আছে বিজ্ঞান, শিল্পকলা অথবা দক্ষতার প্রশ্ন, যার জন্য বিশেষজ্ঞের অভিমত বিশেষভাবে প্রয়োজন। শেষোক্ত শ্রেণীর ক্ষেত্রগুলির মধ্যে জড়িত আছে অস্পষ্ট ধারণা (impression) যেটা বিশেষজ্ঞ নয় এমন ব্যক্তিদের হতে পারে।

(৫) অতএব সাক্ষ্য আইন সাধারণ নিয়মাবলীর নিম্নলিখিত ব্যতিক্রমগুলি রচিত করেছে যে সাক্ষীর অভিমত গ্রহণীয় নয়।

ধারা ৪৫

(১) দক্ষ অথবা বৈজ্ঞানিক সাক্ষীর (বিশেষজ্ঞ) অভিমত গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য সেইসব বিষয় বিশদে ব্যাখ্যা করার জন্য যেগুলি কঠোরভাবে পেশাদারি অথবা বৈজ্ঞানিক চরিত্রের।

দৃষ্টান্তস্বরূপ

(এক) বিদেশি আইন সংক্রান্ত প্রশ্ন।

(দুই) শিল্পকলা অথবা বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রশ্ন (বন্দুকের যন্ত্র কীভাবে কাজ করে)।

(তিন) হস্তলিপি অথবা আঙুলের ছাপের সনাক্তকরণের কাজ সংক্রান্ত প্রশ্ন।

ধারা ৪৭

(২) কোনও ব্যক্তি কর্তৃক কোনও দলিল লিখিত অথবা স্বাক্ষরিত হলে তার সনাক্ত করণের প্রশ্নে ওই ব্যক্তির হস্তলিপির সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তির অভিমত প্রাসঙ্গিক।

ধারা ৪৮

(৩) যখন আদালতকে কোনও সাধারণ প্রথা অথবা অধিকারের অস্তিত্ব সম্পর্কে অভিমত গঠন করতে হয়, সেক্ষেত্রে এগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানা সম্ভবপর এমন ব্যক্তিদের অভিমত প্রাসঙ্গিক।

ধারা ৪৯

(৪) যখন আদালতকে অভিমত গঠন করতে হয় (নিম্নলিখিত) বিষয়ে—

১। কোনও মনুষ্যবর্গ অথবা পরিবারের দেশাচার ও মতবাদ।

২। কোনও ধর্মীয় অথবা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের গঠন এবং প্রশাসন।

৩। বিশেষ বিশেষ জেলায় অথবা বিশেষ জনশ্রেণীর মধ্যে ব্যবহৃত শব্দ ও পদ সমূহের অর্থ সম্পর্কে।

এ-ব্যাপারে জ্ঞাত হওয়ার বিশেষ উপায় আছে এমন ব্যক্তিদের অভিমত প্রাসঙ্গিক তথ্য।

ধারা ৫০

(৫) যখন আদালতকে দুই ব্যক্তির মধ্য সম্পর্ক সম্বন্ধে অভিমত গঠন করতে হয়, তখন পক্ষদের আচরণের ভিত্তিতে এবং ওই বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার বিশেষ উপায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিমত (প্রাসঙ্গিক)।

উদাহরণ— (ক) (খ)

অনুবিধি। তবে ওইরূপ অভিমত ভারতীয় বিবাহ বিচ্ছেদ আইনে বিবাহ অথবা ভারতীয় দণ্ডবিধি সংহিতার ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৭, ৪৯৮ নং ধারার অধীনে অভিযুক্তি সমূহ প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট হবে না।

□ □ □

প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য

II

বিধির সারাংশ

এক। সর্বোৎকৃষ্ট (Best) সাক্ষ্যের নিয়ম।

দুই। সর্বোৎকৃষ্ট সাক্ষ্যের নিয়মের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি।

(এক) সর্বোৎকৃষ্ট সাক্ষ্যের নিয়মের জন্য প্রয়োজন —

(ক) যদি সাক্ষ্যদান মৌখিক হয় তবে তাকে প্রত্যক্ষ হতেই হবে।

(খ) ব্যতিক্রমগুলি।

(দুই) যদি সাক্ষ্যটি দস্তাবেজভিত্তিক হয় তবে সর্বোৎকৃষ্ট সাক্ষের নিয়মের জন্য প্রয়োজন—

(এক) তাকে অবশ্যই মূল (দস্তাবেজ) হতে হবে।

(ক) ব্যতিক্রম।

(দুই) অনন্য (exclusive) হতে হবে।

(ক) ব্যতিক্রম।

সর্বোৎকৃষ্ট সাক্ষ্যদানের নিয়ম —

১। এটা আইনের এক অখণ্ডনীয় প্রস্তাব যে, যে পক্ষকে কোনও তথ্য প্রমাণ করতে হবে, তাকে তা অবশ্যই করতে হবে **সর্বোৎকৃষ্ট** সাক্ষ্যদান করে, যা মামলার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দেওয়া সম্ভব।

২। প্রকৃত অর্থে এই নিয়মটিই আছে সমগ্র সাক্ষ্য আইনের মূলে।

(এক) এই নিয়মটির জন্যই বিধি দাবি করে যে সাক্ষ্যের গ্রহণীয়তার পূর্বশর্ত হিসাবে প্রধান ব্যক্তি (Principal) এবং সাক্ষ্যমূলক তথ্যগুলির মধ্যে এক প্রকাশ্য এবং প্রতীয়মান সম্পর্ক থাকা উচিত।

(দুই) এই নিয়মটির জন্যই বিধি দাবি করে যে, সাক্ষ্যকে গ্রহণীয় করতে হলে তাকে অবশ্যই যথোচিত সাধনপত্রের মাধ্যমে আসা উচিত।

(তিন) এই নিয়মটির জন্যই বিধি দাবি করে যে, সাক্ষ্যকে গ্রহণীয় হতে হলে তাকে মৌলিক হতে হবে; সিদ্ধান্তীকৃত (derivetive) হলে চলবে না।

৩। একদা সর্বোৎকৃষ্ট সাক্ষ্যদানের নিয়মটি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হত। কিন্তু বর্তমানে তার প্রয়োগ অনেকটা শিথিল হয়ে উঠেছে এবং তাই এককালে যার গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে আপত্তি করা হত বর্তমানে তা গুরুত্ব অনুসারে পর্যাপ্তির (Sufficiency) মধ্যেই মাত্র আবদ্ধ থাকছে।

৪। কিন্তু নিয়মটি এখনো টিকে আছে এবং মৌখিক এবং দস্তাবেজি সাক্ষ্যের সম্বন্ধে সাক্ষ্য বিধির দ্বারা পরিস্ফুট হয়ে আছে।

মৌখিক সাক্ষ্য

১। সর্বোৎকৃষ্ট সাক্ষ্যের নিয়ম দাবি করে যে, যদি সাক্ষ্য মৌখিক হয় তবে তাকে অবশ্যই প্রত্যক্ষ হতে হবে।

২। এই নিয়মটি সাক্ষ্য আইনের ৬০ নং ধারায় রূপায়িত করা আছে।

৩। প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বলতে কী বুঝায়?

৪। যে উত্তরটি সাধারণত দেওয়া হয়ে থাকে তা হল এই যে, মৌখিক সাক্ষ্য আদৌ শ্রুত (hearsay) সাক্ষ্য হবে না। এর ফলে শ্রুত সাক্ষ্য বিবেচ্য হয়ে ওঠে। যে নিয়মে শ্রুত সাক্ষ্যকে পরিবর্জন করা হয় তা তিনটি প্রধান শ্রেণীর ব্যতিক্রমের অধীন—

(এক) স্বীকৃতি এবং স্বীকারোক্তি— এক পক্ষের উপস্থিতিতে করা বিবৃতি।

(দুই) অধুনা মৃত এমন ব্যক্তিদের বিবৃতি।

(তিন) সরকারি দস্তাবেজে দেওয়া বিবৃতি।

শ্রুত সাক্ষ্য কী

১। শ্রুত সাক্ষ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরিভাষিত হয়েছে—

(এক) সকল সাক্ষ্য, যা একমাত্র স্বয়ং সাক্ষীর প্রদত্ত সাক্ষ্যের বিশ্বাসনীয়তা থেকে আহৃত নয়, বরং যা আংশিকভাবে অন্য কোনও ব্যক্তির সত্যবাদিতা এবং যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল।

(দুই) কোনও তথ্যের অস্তিত্ব অথবা অনস্তিত্ব সম্পর্কে বিবৃতি সম্বন্ধে যখন

অনুসন্ধান চলছে, যে বিবৃতি আদালতে সাক্ষী হিসাবে জেরার মুখে ছাড়া অন্য কোনওভাবে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তা সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

২। শ্রুত সাক্ষ্য হল সেই সাক্ষ্য যা সাক্ষী নয় এমন কোনও ব্যক্তির কৃত বিকৃতি সম্বন্ধে সাক্ষীদের প্রতিবেদন।

কেন শ্রুত সাক্ষ্য পরিবর্জিত হয়েছে

১। আদালতে শপথাবদ্ধ অবস্থায় যখন ক কোনও কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করে, যা সে নিজের চোখে **প্রত্যক্ষভাবে** দেখেনি, কিন্তু **পরোক্ষভাবে** খ-এর কাছ থেকে **শুনেছিল,** তবে সে তার নিজ শারীরিক ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা উপলব্ধ সাক্ষ্যকে অভিব্যক্ত করছে না, বরং একটা **মাধ্যম** মাত্র যা সংজ্ঞাপিত (Communicate) করছে যা তৃতীয় শপথাবদ্ধ নয় এমন বহিরাগত বাদে আর কেউ বলে নি যে সে দেখেছিল। সে সাক্ষ্যের জন্ম সম্ভব করছে, **প্রসবকর্তীর মতো** (Obstetricaute mance) ধাত্রীর হস্তকৌশলে; এবং আদালতে উপস্থিত নেই এমন এক পক্ষের সংবাদ সংজ্ঞাপিত করার জন্য নিছক প্রণালী (Channel) অথবা জলবাহী নালার কাজ করছে। ক অত্যন্ত নির্ভুলভাবে এবং সততার সঙ্গে তাকে যা জানানো হয়েছিল সেটার বিবরণ পেশ করতে পারে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এটা সুস্পষ্ট নয় যে, মূল বিবৃতির প্রকৃত সত্য ওইরূপ পরিস্থিতিতে পরীক্ষিত হতে পারে না। প্রতিবেদনের উদ্ভাবক শপথাবদ্ধ নয় অথবা তাকে প্রমাণ করার জন্য (Now Constait) জেরার মুখোমুখি হতে হয় কিন্তু হতে পারে সে অকারণে অথবা ঠাট্টার ছলে বলে থাকতে পারে; এবং সাধারণ কথোপকথনে যে কথা বলতে তার দ্বিধা ছিল না, শপথ নিয়ে তার পুনরাবৃত্তি করতে হয়তো সে অনিচ্ছুক হবে। প্রমাণিত হয় নি (non Constat) যে সে ইচ্ছাকৃতভাবে মনগড়া কাহিনী গড়ে তুলেছে অথবা ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে আত্মগোপন করে থাকা কেউ তাকে প্রভাবিত করেছে অথবা নিজ অভিপ্রায় সম্বন্ধে পূর্ণমাত্রায় সত্যনিষ্ঠ থাকা সত্বেও সে তার ভ্রান্ত ধারণার অথবা ধারণ ক্ষমতাহীন স্মৃতিশক্তির শিকার হয়েছে; এবং তাই কেবল জেরার মুখে পড়লেই পুরোপুরি ভেঙে পড়ত। অতএব বিধি স্থির করে দিয়েছে যে, ওইরূপ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না; এবং যদি তথ্যগুলিকে সপ্রমাণিত করার জন্য ক-কে ডাকা যদি কোনও পক্ষের পক্ষে জরুরি হয় যা ক শুনেছে খ-এর কাছ থেকে, তাহলে খোদ খ-কে হাজির করাতে হবে, এবং সে আদালতে নিজের বিবৃতি দেবে এবং তাকে শপথ গ্রহণ ও জেরার এবং ভ্রমাত্মক (Inaccurate) অথবা প্রতারণাপূর্ণ সাক্ষ্যের কদাচিৎ কম ভয়ঙ্কর আবিষ্কারকের মতো দুটি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, যার পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে

আদালতি (Forensic) রীতিনীতিতে অভিজ্ঞ এবং মানব চরিত্রে জ্ঞান সম্বন্ধে পারদর্শী বিচারক তাঁর সমক্ষে উপস্থিত প্রতিটি সাক্ষীর হাব-ভাব, বিভাগ (department) আচরণকে প্রাসঙ্গিক করেন।

পরিবর্জনের নিয়ম কি সকল শ্রুত সাক্ষ্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য

১। শ্রুত সাক্ষ্য এক ব্যক্তির বিবৃতি যে আদালতে সাক্ষী নয় এবং সাক্ষী হিসাবে আসা অন্য এক ব্যক্তির মাধ্যমে সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করার চেষ্টা।

২। প্রশ্ন এই যে, পরিবর্জনের নিয়মটি কি আদালতে সাক্ষী নয় এমন এক ব্যক্তির সকল বিবৃতি সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

৩। এই প্রশ্নটি বুঝতে হলে এটা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, যখন কোনও বিবৃতি সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করা হয় তখন তার দুটি ভিন্নতর দিক থাকে।

উদাহরণ —

যখন ক সাক্ষ্য দেয় যে খ এটা বা ওটা বলেছিল —

(এক) সেটাকে তথ্য হিসাবে নিলে প্রশ্ন এই যে, সে ওই কথা বলেছিল, অথবা বলেনি।

(দুই) কোনও তথ্য সংক্রান্ত বিবৃতি হিসাবে নিলে প্রশ্ন এই যে, যা বলা হয়েছে তা মিথ্যা না সত্য।

৪। সাক্ষী নয় এমন এক ব্যক্তির বিবৃতির সাক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে দুটি উদ্দেশ্যে—

(এক) প্রমাণ করতে যে, ওইরূপ বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল।

(দুই) প্রমাণ করতে যে, প্রদত্ত বিবৃতিটি সত্য বিবৃতি।

প্রথমোক্ত রূপে এটা নিছকই এক বিচার্য বিষয়ের তথ্য। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিবৃত বিষয়ের সত্যতা প্রমাণের জন্য এটা একটা নিশ্চিত উক্তি।

৫। সাক্ষী নয় এমন একজনের বিবৃতি যার সাক্ষ্য হিসাবে পেশ করার চেষ্টা করা হয়, এবং তার গ্রহণীয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে, তবে ওই বিবৃতি এক বিচার্য বিষয়ের তথ্য বা প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসাবে পেশ করা যেতে পারে এবং বিষয়টির সত্যতা প্রমাণের জন্য এক নিশ্চিত উক্তি হিসাবে পেশ করা হবে কি না তা নির্ভর করবে সেই উদ্দেশের জন্য যার জন্য তা পেশ করা হচ্ছে। উদ্দেশ্যটি হল পরীক্ষা করা।

৬। শ্রুতির পরিবর্জনের নিয়মটি সংকীর্ণ এবং ব্যাপকতর অর্থেও বলা আছে। সংকীর্ণ অর্থে বিবৃত তথ্যের সত্যতার প্রমাণের জন্য ব্যবহৃত শপথ গ্রহণ না করে প্রদত্ত বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। ব্যাপকতর অর্থে, নিছক তথ্য হিসাবে ব্যবহৃত বিবৃতি সব যে, কোনও উদ্দেশ্যে পেশ করা শপথ না নেওয়া সাক্ষীর সকল বিবৃতিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

সাক্ষ্য আইনে গৃহীত নিয়ম

১। "আদালতে জেরা চলাকালীন সাক্ষীর দেওয়া বিবৃতি ছাড়া কোনও তথ্যের অস্তিত্ব অথবা অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনও বিবৃতি, যে সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলছে তা সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা চলবে না।" — মার্কবি — এই নিয়মটিকে ভারতীয় সাক্ষ্য আইন স্বীকৃতি দেয় না।

২। ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের অধীনে সাক্ষী নয় এমন ব্যক্তিদের বিবৃতি গ্রহণীয় যেখানে বিবৃতি দেওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তার নির্ভুলতা নয়।

৩। অতএব

(এক) বিবৃতিগুলি যা কোনও আইনি কার্যবাহের বিষয়বস্তু হিসাবে কোনও সংব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যের (Res Geste) কয়েকটি অংশ। তা প্রকৃতপক্ষে বিচার্য বিষয়ের তথ্য বা তার সহগমন করছে এমন তথ্য গঠন করে। (ধারা ৫, ৮)

(দুই) ইজারা, অনুজ্ঞাধারী এবং অনুদানের (Grant) মতো মালিকানা সৃষ্টিকারী বিবৃতি। (ধারা ১৩)

(তিন) সাক্ষীর পরিসাক্ষ্য (Testimony) সম্পোষণ (Corroborate) অথবা খন্ডনকারী বিবৃতি (ধারা ১৫৫, ১৫৭, ১৫৮) গ্রহণীয় যদিও সেগুলি সাক্ষী নয় এমন ব্যক্তিদের দ্বারা প্রদত্ত বিবৃতি হয়।

(চার) শ্রুতির পরিবর্জনের নিয়মটি প্রযোজ্য হয় কেবল সাক্ষী নয় এমন ব্যক্তি প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সম্পর্কে, যা বিবৃত তথ্যের সত্যতা প্রমাণে ব্যবহৃত হয়।

৪। এই নিয়মের ব্যতিক্রম কী কী?

১। সাক্ষ্য আইনে অন্তর্ভুক্ত সাক্ষ্য নিয়মের অধীনে কোনও বিবৃতিতে ব্যক্ত করা তথ্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য সাক্ষী নয় এমন কোনও ব্যক্তির কৃত বিবৃতি অগ্রহণীয়।

২। এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে।

৩২ নং ধারায় অন্তর্ভুক্ত ব্যতিক্রমগুলি

যখন এরূপ কোনও ব্যক্তি যে মারা গেছে বা যাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অথবা সাক্ষ্যদানে অসমর্থ অথবা যাকে বিলম্ব বা ব্যয় না করে হাজির করানো যায় না এরূপ ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি কৃত লিখিত অথবা মৌখিক কোনও বিবৃতি প্রমাণ করা যেতে পারে যদি বিবৃতিগুলি ৩২ নং ধারায় বর্ণিত নিম্নলিখিত ৮টি শ্রেণীর কোনও একটির মধ্যে পড়ে।

(এক) যখন তা তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কিত হয় (ক)।

(দুই) যখন তা কার্য পরম্পরায় কৃত হয়। **উদাহরণ** (খ) (ঞ)।

(তিন) যখন বিবৃতিটি কৃতকারীর (Maker) আর্থিক বা স্বত্বগত স্বার্থের বিরোধী, অথবা যখন বিবৃতিটি সত্য হলে, তাকে কোনও ফৌজদারি অভিযুক্তের বা কোনও ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমার সম্মুখীন করত বা করতে পারত। **উদাহরণ** (ঙ) (চ)।

(চার) যখন কোনও বিবৃতি সার্বজনিক অধিকার অথবা প্রথা অথবা সাধারণ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে তার অভিমত দেয় অবশ্য যদি ওইরূপ অভিমত বিতর্ক উপস্থিত হওয়ার আগেই যদি দেওয়া হয়ে থাকে। **উদাহরণ** (ঝ)।

(পাঁচ) যখন বিবৃতিটি এইরূপ ব্যক্তির মধ্যে রক্তের সম্পর্ক সূত্রে, বিবাহ সূত্রে অথবা দত্তক গ্রহণ সূত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় এবং যদি ওই ব্যক্তির (এ-বিষয়ে) বিশেষ জ্ঞান ছিল এবং বির্তক উত্থাপিত হওয়ার আগেই যদি তা দেওয়া হয়ে থাকে।

(ছয়) যখন বিবৃতিটি মৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে কোনও সম্পর্কের অস্তিত্ব সম্পর্কিত হয় এবং তা যদি কৃত হয়ে থাকে কোনও ইচ্ছাপত্রে বা পারিবারিক কার্যাবলী সংক্রান্ত কোনও দলিলে, কোনও পারিবারিক বংশতালিকার, কোনও সমাধি প্রস্তরের ও পারিবারিক আলেখ্য ইত্যাদির ওপর এবং যদি তা দেওয়া হয়ে থাকে বিতর্ক উদ্ভূত হওয়ার আগেই।

(সাত) যখন বিবৃতিটি এইরূপ কোনও দলিল, ইচ্ছাপত্র বা অন্য দস্তাবেজের অন্তর্ভুক্ত থাকে যা ১৩ নং ধারার (ক) প্রকরণে উল্লেখিত কোনও সংব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়।

(আট) যখন বিবৃতিটি কিছুসংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল তাদের অনুভূতি, মনোভাব অভিব্যক্ত করে। **উদাহরণ** ৫।

৩৩ নং ধারায় অন্তর্ভুক্ত ব্যতিক্রমগুলি

১। যখন কোনও ব্যক্তি মারা গেছে বা তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, অথবা সে সাক্ষ্যদানে অসমর্থ, অথবা বিরুদ্ধপক্ষ কর্তৃক তাকে নাগালের বাইরে রাখা হয়েছে, অথবা বিলম্ব বা ব্যয় না করে যার উপস্থিতি সম্ভব করা যায় না, তবে—

কোনও পূর্বতম বিচারিক কার্যবাহে অথবা সাক্ষ্যগ্রহণ করতে পারে বিধি দ্বারা প্রাধিকৃত এমন কোনও ব্যক্তির সমক্ষে ওইরূপ ব্যক্তি সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে।

তবে তা পেশ করা যেতে পারে পরবর্তী বিচারিক কার্যবাহে অথবা ওই একই বিচারিক কার্যবাহের পরবর্তী কোনও পর্যায় যে তথ্যসমূহ তা বিবৃত করে তাদের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য।

এই শর্তে যে

(এক) ওই কার্যবাহ একই পক্ষগণের বা তাদের স্বার্থ প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিল।

(দুই) প্রথম কার্যবাহে বিরোধী পক্ষের জেরা করার অধিকার ও সুযোগ ছিল।

(তিন) বিচার্য-বিষয়ক প্রশ্নসমূহ প্রথম ও দ্বিতীয় কার্যবাহে সারতঃ অভিন্ন ছিল। (পরের অংশ আসেনি — সম্পাদক)

৩৫ যে-কোনও বহি (Book), নিবন্ধ বহি (Register) অথবা অভিলেখে প্রবিষ্টি (Entries)

১। গ্রহণীয়তার শর্তাবলী

(এক) দুই শ্রেণীর প্রবিষ্টি বিবেচিত হয়েছে এই ধারায়। (ক) সরকারি কর্মচারীবৃন্দ দ্বারা এবং (খ) সরকারি কর্মচারী নয় এমন ব্যক্তিদের দ্বারা।

যদি তা সরকারি কর্মচারীকৃত হয় তবে তা তাকে অবশ্যই করতে হবে তার সরকারি কর্তব্য পালন হিসাবে। যদি তা সরকারি কর্মচারী নয় এমন ব্যক্তিদের দ্বারা কৃত হয় তবে প্রবিষ্টি করার কর্তব্যটি তাকে আইন দ্বারা বিশেষভাবে ব্যবস্থিত (Enjoined) করে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। প্রথমোক্তটি করা হয় কার্য পরম্পরা হিসাবে। দ্বিতীয়টি বিশেষ নির্দেশের বিষয়।

(দুই) বহি, নিবন্ধ বহি অথবা অভিলেখকে অবশ্যই সরকারি অথবা শাসকীয় (Official) হতে হবে।

শাসকীয় বলতে অফিসের কাছে ব্যবহৃত বুঝায় না। এর অর্থ হল সরকার কর্তৃক রক্ষিত, যার সঙ্গে বেসরকারি ব্যক্তির রক্ষিত যে-কোনও কিছুর সঙ্গে পার্থক্য আছে।

সরকারির অর্থ হল সরকারের ব্যবহারার্থে। সরকারির মানে এ নয় যে তা সবার কাছে প্রকাশ্য থাকবে। এর অর্থ তা প্রত্যেকের কাছেই প্রকাশ্য অবশ্য যারা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১৮. কলি. ৫৮৪

(তিন) বহি, নিবন্ধ বহি অথবা অভিলেখ যে, কোনও দেশের, ভারতেই থাকতে হবে এটা এত জরুরি নয়, বহি, নিবন্ধ বহি অথবা অভিলেখে রাখা যেতে পারে, অবশ্য যদি তা শর্তগুলি পূরণ করে। যে, কোনও বৈদেশিক দেশের বহি, নিবন্ধ বহি অথবা অভিলেখের প্রবিষ্টি প্রমাণ করা যেতে পারে।

যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হবে

(১) প্রবিষ্টি এক সাক্ষ্য; যে ব্যক্তিটি তা করেছে সে জীবিত আছে অথচ তাকে সাক্ষী হিসাবে ডাকা হয়নি — সরকারি এবং শাসকীয় দস্তাবেজের প্রমাণের জন্য দ্রষ্টব্য ধারা ৭৬-৭৮।

(২) কোনও বিশেষ প্রবিষ্টি করা হয়নি এটা দেখাবার জন্য এই ধারাগুলি বহি, নিবন্ধ বহি অথবা অভিলেখকে সাক্ষ্য করে তুলতে পারে না —

১০ কলি, ১০২৪; ২৫ এলা ৯০

(৩) এই ধারাটি সেইসব বিষয়ের শ্রেণীর মধ্যে সীমায়িত নয়, যেখানে সরকারি আধিকারিককে তার জনিত কোনও প্রকৃত ঘটনা নিবন্ধ বহিতে অথবা অন্য কোনও বহিতে প্রকৃষ্ট করতে হয়। ২০ কলি. ৯৪০

(৪) কোনও সরকারি কর্মচারী কর্তৃক তার সরকারি কর্তব্য সম্পাদনকালে অথবা বিধির দ্বারা বিশেষভাবে ব্যবস্থিত কোনও কর্তব্য সম্পাদনকালে কোনও প্রবিষ্টি অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু তা এমন কোনও প্রবিষ্টি হবে না যা কোনও সরকারি কর্মচারীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত নয় অথবা তা করার অনুমতিও তাকে দেওয়া হয়নি, অথবা তার কর্তব্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা অথবা খামখেয়াল অথবা অন্য ভাবে কৃত হয়েছে, প্রবৃষ্টিতে বিবৃত তথ্যের সত্যতা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত জ্ঞান ছিল এমন কোনও ব্যক্তির নির্দেশে সে এই কাজটা করে থাকতে পারে।

২৫, এলা. ৯০ এফ. বি. ১০১

২। সংব্যবহার শুরু হলে প্রবৃষ্টিগুলিকে অবশ্যই প্রতিদিন অথবা (যেমন ব্যাঙ্কে করা হয়) ঘন্টায় ঘন্টায় লিখে রাখাটা তত প্রয়োজনীয় নয়। যেটুকু দরকার তা হল কার্যপরম্পরায় তা নিয়মিতভাবে করতে হবে। প্রবিষ্টি করতে দেরি করলে তার মূল্য প্রভাবিত হতে পারে, কিন্তু তা গ্রহণীয়তার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।

২৭ কলি. ১১৮ (পি. সি.) ১৩ সি. আই. জে. ১৩৯

৩। কার্যপরম্পরায় নিয়মিতভাবে হিসাবের বহি খাতায় প্রকৃত প্রবিষ্টি প্রাসঙ্গিক হলেও স্বয়ং বহিটি প্রাসঙ্গিক নয় সংশ্লিষ্ট কোনও প্রবিষ্টির অনুপস্থিতিতে অভিকথিত সংব্যবহারকে অপ্রমাণিত করা যায় না। **১০ কলি. ১০২৪**

টিপ্পনি— এটি গ্রহণীয় হতে পারে ৯ এবং ১১ নং ধারার অধীনে — ১ এ. সি. এন. ১০২৪ প্রবৃষ্টির অনুপস্থিতি থেকে গৃহীত অনুমিতি।

৩০ কলি ২৩১ (২৪৭) পি. সি.

৪। প্রবিষ্টিকে অবশ্যই থাকতে হবে কোনও বহি, নিবন্ধ বহি অথবা অভিলেখে। প্রবিষ্টির মধ্যে পত্র ব্যবহার (Corresponence) অন্তর্ভুক্ত নয়।

৭ এম. এল. আই. ১১৭

উদাহরণ —

১। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধ বহিতে প্রবিষ্টি।

২। জন্ম ও রাজস্ব নিবন্ধ বহিতে প্রবিষ্টি।

৩। জন্ম ও বিবাহ নিবন্ধ বহিতে প্রবিষ্টি।

মানচিত্র, নকশা ও রেখাচিত্রে প্রদত্ত বিচার্য বিষয়ের তথ্য অথবা প্রাসঙ্গিক তথ্যের বিবৃতি।

এক। গ্রহণীয়তার শর্তাবলী

এই ধারায় দুই শ্রেণীর মানচিত্র এবং নকশার কথা উল্লেখিত আছে।

(ক) যেগুলি সাধারণত সার্বজনিক বিক্রয়ের জন্য প্রস্থাপিত এবং

(খ) মানচিত্র অথবা নকশা সরকারের প্রাধিকারে প্রস্তুত।

(ক)-এর গ্রহণীয়তার হেতুগুলি

প্রকাশনা যেখানে সমগ্র জনসাধারণের নাগালের মধ্যে আছে এবং সমস্ত বিশ্বাসযোগ্যতার সমালোচনার যোগ্য সেখানে তা যে, কোনও অশুদ্ধতা সম্বন্ধে আপত্তি জানানো বা প্রকাশ করার অনুকূলে যাবে।

(খ)-এর গ্রহণীয়তার হেতুগুলি

সরকারি প্রাধিকারে প্রস্তুত ও প্রকাশিত হওয়ায় এটা অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে তা যোগ্য ব্যক্তিদের গবেষণা অথবা অনুসন্ধানের ফল এবং তাদের দ্বারাই প্রস্তুত।

কোনও আইনের বর্ণিত অংশে অথবা ঘোষপত্রে প্রকাশিত সরকারি প্রজ্ঞাপনে কৃত বিবৃতি।

হেতুগুলি

১। ঘোষপত্র এবং আইনগুলি গ্রহণীয় কারণ সেগুলি সরকারের প্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকারি কর্তব্য পালনের ধারায় করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রের প্রাধিকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে যে তথ্য বিবৃত করা হয়েছে সেগুলি সার্বজনিক প্রকৃতির (Public Nature) এবং জনসাধারণের নিকট বিদিত।

২। যেহেতু সেগুলিতে যে তথ্য বিবৃত আছে সেগুলি সার্বজনিক প্রকৃতির। তাই শপথবদ্ধ সাক্ষীদের দ্বারা সেগুলি প্রমাণ করা প্রায়শ কঠিন হয়ে ওঠে।

১। সার্বজনিক প্রকৃতির কোনও তথ্যের অস্তিত্ব হিসাবে আদালত যদি কোনও অভিমত গঠন করতে চায় তবেই প্রাসঙ্গিক।

২। সার্বজনিক প্রকৃতির (ব্যাখ্যা করা হয়নি—সম্পাদক)।

৩। এই ধারা পার্লামেন্টের কোনও সরকারি এবং বেসরকারি আইনের মধ্যে প্রভেদের সীমারেখা টানে না।

৪। সাক্ষ্য আইনের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক অংশগুলি নিশ্চায়ক (Conclusive) নয়। যদিও সুস্পষ্টভাবে সেগুলিকে নিশ্চায়ক বলে ঘোষণা করা যায়।

৫। কোনও তথ্যের অস্তিত্ব প্রদর্শিত করতে হলে বর্ণনামূলক অংশ প্রমাণ করতে হবে। কোনও বিশেষ ব্যক্তি এর অস্তিত্ব জানে সেটা সাক্ষ্য নয়। সার্বজনিক প্রকৃতির হলেও কোনও তথ্যের জ্ঞান ঘোষপত্রের প্রজ্ঞাপন থেকে নিশ্চায়কভাবে অনুমান

করে নেওয়া যাবে না; তথ্যের প্রশ্নটি আদালতের বিচার্য। এটা অবশ্যই দেখাতে হবে যে, বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া পক্ষ সম্ভবত তা পড়েছে।

ধারা ৩৮

১। কোনও দেশের বিধি সম্বন্ধে বিবৃতি যদি থাকে (ক) কোনও বহি যা ওইরূপ দেশের সরকারের প্রাধিকারে মুদ্রিত অথবা প্রকাশিত এবং ঐরূপ কোনও বিধি অন্তর্ভুক্ত করে বলে তাৎপর্যিত হয়।

২। ওইরূপ কোনও দেশের বিনির্দেশের কোনও প্রতিবেদন কোনও বহিতে অন্তর্ভুক্ত থাকে ওইরূপ বিনির্দেশগুলির প্রতিবেদন হিসাবে সমর্থিত হয়।

এটা প্রযোজ্য যেখানে আদালতকে কোনও দেশের বিধি সম্বন্ধে অভিমত গঠন করতে হয়।

তথ্যাবলীর বিশেষ দৃষ্টান্ত যেগুলি বিচার্য বিষয়ের তথ্য অথবা প্রাসঙ্গিক তথ্যের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ অথবা যা সেগুলি প্রচন্ড মাত্রায় অসম্ভাব্য

সেগুলি হল (১) স্বীকৃতি (২) স্বীকারোক্তি এবং (৩) রায়।

স্বীকৃতি

ধারা ২১

১। স্বীকৃতি প্রমাণিত হতে পারে স্বীকৃতিকারী অথবা তার স্বার্থ-প্রতিনিধির বিরুদ্ধে।

২। প্রশ্ন এই যে, স্বীকৃতি কী? এর আগে স্বীকৃতির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হবে।

(১) স্বীকৃতি কোনও একজনের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হতে পারে। সেই ব্যক্তির অনুকূলে কৃত স্বীকৃতি তার দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে না। এই ব্যাপারে যদি প্রয়োজন হয় তবে প্রতিবাদির কৃত স্বীকৃতি বাদি প্রমাণ করতে পারে।

তার নিজের ব্যাপারের জন্য প্রতিবাদি বাদির কৃত স্বীকৃতিকে প্রমাণ করতে পারে। কিন্তু নিজের ব্যাপারের জন্য যত সহায়কই হোক না কেন, বাদি তার নিজের কৃত স্বীকৃতি প্রমাণ করতে পারে না। অনুরূপভাবে তার নিজের ব্যাপারের জন্য যত সহায়কই হোক না কেন, প্রতিবাদি তার নিজের কৃত স্বীকৃতির সাক্ষ্য দিতে পারে না।

কারণটি এই যে, কোনও পক্ষকে নিজের অনুকূলে সাক্ষ্য সৃষ্টি করতে দেওয়া যেতে পারে না।

এই নিয়মের তিনটি ব্যতিক্রম আছে যার অধীনে কোনও পক্ষকে তার নিজের অনুকূলে স্বীকৃতির সাক্ষ্য পেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়।

(ক) যদি স্বীকৃতি ৩২ নং ধারা অনুসারে প্রাসঙ্গিক হয়।

(খ) যদি স্বীকৃতি যে সময়ে তা করা হয়েছিল সেই সময়ের মনের বা দেহের অবস্থার সঙ্গে তার আচরণ সহগমন করে তবে তার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়।

(গ) স্বীকৃতিটি যদি স্বীকৃতি ছাড়া অন্য কোনওভাবে প্রাসঙ্গিক হয়।

উদাহরণ— (ঘ) (ঙ)

ধারা ২৩

(২) এই তিনটি বিষয় বাদে, স্বীকৃতি, যদি তা প্রমাণ করতে হয় তবে কেবলমাত্র একটি পক্ষের বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যেতে পারে। কিন্তু এমন একটা বিষয় আছে যেখানে স্বীকৃতির প্রমাণ দেওয়া যায় না। এটা সেই বিষয় যেখানে এক সুস্পষ্ট শর্তে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল যে, স্বীকৃতির প্রমাণ দেওয়া হবে না।

ধারা ৩১

(৩) স্বীকৃতি স্বীকৃত বিষয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ নয়। স্বীকৃতি বাদ-বন্ধ হয়ে উঠতে পারে যদি বাদ-বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির অস্তিত্ব থাকে যে ক্ষেত্রে যে পক্ষের বিরুদ্ধে তা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে সে তা খন্ডন করতে বা কৈফিয়ত দিয়ে এড়াতে সাক্ষ্য দিতে পারছে না। কিন্তু এটা যদি বাদ-বন্ধ না হয়, তবে যে পক্ষের বিরুদ্ধে তা প্রমাণিত হয়েছে সেই পক্ষকে তা খন্ডন করার বা কৈফিয়ত দেওয়ার জন্য সাক্ষ্য দিতে দেওয়া হবে।

৩। স্বীকৃতি কেবলমাত্র সেই পক্ষের বিরুদ্ধেই প্রমাণিত হতে পারে যে সেটা দিয়েছে কিন্তু সেগুলি তার স্বার্থ-প্রতিনিধির বিরুদ্ধেও প্রমাণিত হতে পারে।

কে স্বার্থ-প্রতিনিধি

(এক) এই শব্দসমূহের কোনও সংজ্ঞা দেওয়া নেই আইনে।

(দুই) তবে বৈধ প্রতিনিধির মতো শব্দসমূহের চেয়ে ব্যাপকতর অর্থে গণ্য করা হয় একে, যা দন্ড সংহিতা অনুসারে বুঝায় এক ব্যক্তিকে যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির আইনি প্রতিনিধি।

(তিন) এর মধ্যে শুধু 'বৈধ প্রতিনিধিই' অন্তর্ভুক্ত নয়, সেই সঙ্গে কোনও ব্যক্তির মামলাদির ব্যাপারে সম্পর্কিত স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিরাও (Privies) অন্তর্ভুক্ত।

(চার) কোনও ব্যক্তির স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিরা হল —

(এক) **রক্তের সঙ্গে স্বার্থসম্পন্ন,** যেমন পূর্বপুরুষ এবং উত্তরাধিকারী।

(দুই) **আইনগতভাবে স্বার্থসম্পন্ন,** যেমন উইলকর্তার নির্বাহক (Executor) অথবা উইল না করে মারা যাওয়া ব্যক্তির সম্পত্তির প্রশাসক।

(তিন) **সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে স্বার্থসম্পন্ন, অথবা স্বার্থ,** যেমন বিক্রেতা এবং ক্রেতা, দাতা ও গ্রাহক, দাতা ও দানগ্রহীতা, পাট্টাদাতা ও পাট্টাগ্রহীতা।

তার ফলে স্বীকৃতি

(১) পিতা কর্তৃক কৃত হলে পুত্রের বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যাবে।

(২) মৃত ব্যক্তি কর্তৃক কৃত হলে নির্বাহক ও প্রশাসক;

(৩) বিক্রেতা কৃত ক্রেতার বিরুদ্ধে।

১৭-২০ স্বীকৃতি কী

১। স্বীকৃতি হল (১) উপচারিক (Formal) এবং অনুপচারিক।

১। উপচারিক স্বীকৃতিগুলি এই —

(এক) আরজি জবাবে অন্তর্ভুক্ত স্বীকৃতি।

(দুই) জিজ্ঞাসাবাদের উত্তরে স্বীকৃতি।

(তিন) তথ্য স্বীকার করে নেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে স্বীকৃতি।

(চার) দস্তাবেজ স্বীকার করে নেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে স্বীকৃতি।

(পাঁচ) ব্যবহারদেশক কৃত স্বীকৃতি।

(ছয়) কৌঁসুলি (Corensel) কৃত স্বীকৃতি।

(২) অনুপচারিক স্বীকৃতিগুলি হল—

(এক) বিবৃতির দ্বারা।

(দুই) আচরণের দ্বারা —

(১) কার্য অথবা অকৃতি (Ommission)।

(২) মৌনতা।

(৩) মৌন-সম্মতি।

৪। যে স্বীকৃতির প্রমাণের ব্যাপারে ২১ নং ধারা অনুমতি দেয় তা উপচারিক স্বীকৃতি নয়। ২১ নং ধারায় কেবল অনুপচারিক স্বীকৃতির আলোচনা আছে। কিন্তু তাতে অনুপচারিক স্বীকৃতির সকল শ্রেণীর আলোচনা নেই।

এই ধারায় আচরণের দ্বারা কৃত অনুপচারিক স্বীকৃতির আলোচনা নেই। কেবলমাত্র বিবৃতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অনুপচারিক স্বীকৃতি নিয়ে আলোচনা করে। এতে কার্য নয়, নিশ্চিত উক্তি আলোচ্য।

৫। স্বীকৃতির যে সংজ্ঞা ২১ নং ধারায় যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা সম্প্রসারিত হয়েছে ১৭-২০ নং ধারার মধ্যে

স্বীকৃতি এক বিবৃতি, মৌখিক অথবা দস্তাবেজভিত্তিক, যা ১৮, ১৯, ২০ নং ধারায় উল্লিখিত যে-কোনও ব্যক্তি কর্তৃক কৃত বিচার্য বিষয়ের তথ্য অথবা প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কিত অনুমিতিকে বুঝায়।

দুটি জিনিস প্রয়োজন

বিবৃতিটি প্রত্যক্ষভাবে বিচার্য বিষয়ের তথ্য অথবা প্রাসঙ্গিক তথ্যকে স্পর্শ করে না কিন্তু বিচার্য বিষয়ের তথ্য অথবা প্রাসঙ্গিক তথ্যকে স্বীকার করে নেওয়ার অনুমিতিকে বুঝালেই যথেষ্ট হবে।

উদাহরণ —

এক্স-এর গবাদি পশু ক-এর শস্য নষ্ট করে ফেলায় এবং তার গবাদি পশুই যে ক্ষতিসাধন করেছে এই মর্মে এক্স-এর পক্ষ থেকে স্বীকৃতিকে প্রদর্শিত করার উদ্দেশে ক মামলা করেছে এক্স (X)-এর বিরুদ্ধে। এক্স খ-এর পরিসাক্ষ্য দিতে চায় এই মর্মে যে, এক্স বলেছে যে ক্ষতিসাধনের পুরণার্থে এক্স কিছুটা পরিমাণ অর্থ দিতে চেয়েছিল।

এটি একটি বিবৃতি, যা, তার গবাদি পশু ক্ষতিসাধন করেছে এক্সের এই স্বীকৃতির অনুমিতিকে সমর্থন করে।

উদাহরণ —

ক মামলা করেছে এক্স (X)-এর বিরুদ্ধে তার ভেড়াগুলি হারিয়ে যাওয়ার কারণে, তার অভিযোগ এক্স-এর কুকুর ভেড়াগুলিকে মেরে ফেলেছে। প্রমাণস্বরূপ সে সাক্ষ্য পেশ করে বলে যে নিজের কুকুরটিকে হত্যা করার সময় এক্স মন্তব্য করেছিল যে, কুকুরটা আর ভেড়া মারবে না।

এটা কি স্বীকৃতি

দুই। ১৮ থেকে ২০ নং ধারায় বিশেষভাবে বর্ণিত ব্যক্তিরাই কেবল স্বীকৃতি দিতে পারে।

১। ১৮-২০ নং ধারার মতানুসারে দেখা যাচ্ছে যে, নির্দিষ্ট কারণগুলি দুটি শ্রেণীর মধ্যে পড়ে।

(১) সেইসব ব্যক্তি যারা কার্যবাহের পক্ষগণ।

(২) সেইসব ব্যক্তি যারা কার্যবাহের পক্ষ নয়— আগন্তুক।

সেইসব ব্যক্তি যারা কার্যবাহের পক্ষগণ তাদের মধ্যে আছে —

(১) পক্ষগণ।

(২) পক্ষগণের নিযুক্তক (Agent)।

(৩) কার্যবাহের বিষয়বস্তুতে যৌথভাবে আগ্রহী ব্যক্তিরা অর্থাৎ অংশীদারগণ, যৌথ-ঠিকেদার।

(৪) সেইসব ব্যক্তি যাদের কাছ থেকে পক্ষগণ তাদের স্বত্ব পেয়েছে।

এক। বহিরাগত

কোন ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির বিবৃতি, যে একজন বহিরাগত এবং ১৮ নং ধারায় উল্লিখিত কার্যবাহের কোনও পক্ষের সঙ্গে কোনওভাবে সম্পর্কিত নয়, তা কোনও পক্ষের স্বীকৃতি হিসাবে গণ্য করা যাবে।

দুটি ব্যাপার

(১) বিবৃতিটি মধ্যস্থতা করার (Referee)—ধারা -২১।

দুই। যখন বহিরাগতের দায়িতা অথবা অবস্থা কার্যবাহের বিষয়বস্তু

এবং

(২) যখন বহিরাগতের বিবৃতি এমন হয় যে, তা তার দায়িতার নিজস্ব স্বীকৃতি হয়ে ওঠে অর্থাৎ একে ১৭-১৮ নং ধারার অধীন হতেই হবে।

উদাহরণ — ধারার ব্যাপারে — দায়িতার।

উদাহরণ — ৫ মাদ্রাজ ২৩৯ — অবস্থার।

ক এবং খ যৌথভাবে কিছু পরিমাণ অর্থের জন্য গ-এর কাছে দায়ী, যে কেবলমাত্র ক-এর বিরুদ্ধে মামলা আনছে।

ক আপত্তি জানাচ্ছে যে তাকে এককভাবে অথবা পৃথকভাবে দায়ী করা যাবে না এবং যৌথভাবে দায়ী হওয়ার জন্য খ-কেও সহপ্রতিবাদি হিসাবে যুক্ত করা উচিত।

নিজের যৌথ দায়িতা সম্পর্কে ঘ-এর কাছে খ-এর স্বীকৃতি ক এবং গ-এর মধ্যে প্রাসঙ্গিক এবং তা প্রমাণ করা যেতে পারে।

খ-কে ডাকা না হলেও ঘ তা প্রমাণ করতে পারে।

স্বীকারোক্তি

১। স্বীকারোক্তি যদি কোনও বেসরকারি ব্যক্তি অথবা শাসক যার কাছেই করা হোক না কেন, যদি তা সুস্পষ্টভাবে পরিবর্জিত হয়ে না থাকে তবে ঐ স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে।

২। স্বীকারোক্তি যে করা হয়েছিল তা একটি তথ্য যা অন্য যে, কোনও তথ্যের মতো অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে। **৯ মাদ্রাজ ২২৪ (২৪০)**

৫ লাহোর ১৪০

৪ এলা. ৪৬ (৯৪)

৮ ডব্লিউ. আর. ক্রি. ২৮

৩। দুটি প্রশ্নের উদ্ভব হয় —

এক। স্বীকারোক্তি কী।

দুই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তির সাক্ষ্য পরিবর্জিত।

এক — **স্বীকারোক্তি কী**

১। স্বীকারোক্তি শব্দটি কোনও সংজ্ঞা আইনে দেওয়া নেই।

২। অতএব এই শব্দটির সংজ্ঞা বিচারিক ব্যাখ্যার বিষয়।

৩। স্বীকারোক্তি একটি বিবৃতি। স্বীকৃতি ও বিবৃতি যদিও একটি হল অভিযুক্ত কৃত বিবৃতি যখন স্বীকৃতি একটি পক্ষের বিবৃতি হতে পারে।

দুটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়—
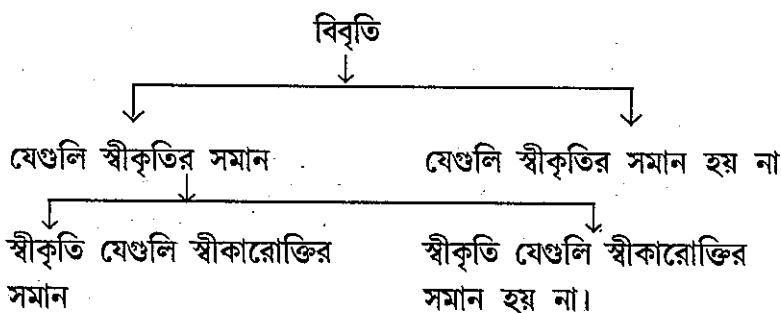
(১) স্বীকারোক্তি এবং স্বীকৃতির মধ্যে সঠিক পার্থক্যটি কী।

(২) কখনও এক অভিযুক্তের বিবৃতি হয়ে ওঠে স্বীকারোক্তি, এবং কখনও তা স্বীকৃতি।

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কৃত বিবৃতি একটি শ্রেণীভুক্ত, যাকে সাক্ষ্য আইন বলে 'স্বীকৃতি' (ধারা ১৭, ১৮) এবং সেগুলি কৃতকারীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য, তার অনুকূলে নয়।

২। স্বীকারোক্তি 'বিবৃতির' একটি উপশ্রেণী এবং স্বীকৃতির শ্রেণী।

৩। নিম্নলিখিত সারণি সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করে ঃ

৪। স্বীকারোক্তি এবং স্বীকৃতির অভিন্ন লক্ষ্যণবৈশিষ্ট্যটি এই যে, দুটিই কার্যবাহে পক্ষ কর্তৃক কৃত **বিবৃতি**।

৫। দুটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়।

১। কোনও এক পক্ষ স্বয়ং না করলেও বিবৃতি একটি স্বীকৃতি। ১৮ থেকে ২০ ধারায় পরিভাষিত ব্যক্তিকর্তৃক কৃত হলে তা হবে এক স্বীকৃতি। একটি বিবৃতি কি স্বীকারোক্তির সমপর্যায়ের হতে পারে যদি তা স্বয়ং অভিযুক্ত কর্তৃক কৃত না হয়ে, ১৮ থেকে ২০ নং ধারায় নির্দিষ্ট করে দেওয়া ব্যক্তিদের দ্বারা কৃত হয়।

১। স্বীকারোক্তি হতে হলে তা স্বয়ং অভিযুক্ত কর্তৃক কৃত হতে বাধ্য। যদি তা অভিযুক্ত কর্তৃক কৃত না হয় তবে তা স্বীকারোক্তি নয়।

১। অভিযুক্তের অপরাধ স্খলনকারী (Exculpatory) বিবৃতি স্বীকারোক্তি নয়।

২। অভিযুক্তের অপরাধ স্খলনকারী বিবৃতি, যা তাকে বিজড়িত করে কিন্তু তাকে অভিযুক্ত করে না তা স্বীকারোক্তি নয়।

যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হবে

১। অভিযোগ আনয়ন প্রত্যক্ষ হতে পারে অথবা অনুমানের ভিত্তিতেও হতে পারে। যদি কোনও বিবৃতি নিজে নিজে অপরাধসিদ্ধির ভিত্তিভূমি হতে পারে তবে তা এক স্বীকারোক্তি।

২। বিবৃতিটি আত্ম-অপরাধ স্খলনকারীমূলক করে তোলা অভিযুক্তের অভিপ্রেত হতে পারে কিন্তু তৎসত্ত্বেও যদি তা অভিযোগে জড়িয়ে ফেলার পরিস্থিতি সম্পর্কিত স্বীকৃতি হতে পারে, যে ক্ষেত্রে তা স্বীকারোক্তি হয়ে উঠবে। ৬ বোম্বাই ৩৪।

দুই প্রকারের স্বীকারোক্তি

১। স্বীকারোক্তি হয় বিচার-সম্পর্কিত অথবা বিচার বহির্ভূত (Extra Judicial)।

(এক) বিচারিক স্বীকারোক্তি সেইগুলি যা কৃত হয় শাসকের সমক্ষে অথবা আদালতে বৈধ কার্যবাহের কার্যবাহ পরম্পরায়।

(দুই) বিচার বহির্ভূত স্বীকারোক্তি সেইগুলিই যা শাসক বা আদালত ভিন্ন অন্য কোথাও পক্ষ কর্তৃক কৃত হয়েছে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তির সাক্ষ্য পরিবর্জিত হয়

১। সাক্ষ্য আইন তিনটি সম্ভাব্য ব্যাপারের বিষয় বিবেচনা করেছে—

(এক) পুলিশ আধিকারিকের কাছে কৃত স্বীকারোক্তি।

(দুই) পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন কৃত স্বীকারোক্তি।

(তিন) এমন স্বীকারোক্তি যা কোনও ব্যক্তির সমক্ষে করা হয়েছে যে পুলিশ আধিকারিক নয় এবং পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন করা হয়নি।

(এক)-এর সম্বন্ধে

২৫ নং ধারা দ্বারা তা পরিবর্জিত হয়েছে।

(দুই)-এর সম্বন্ধে

২৫ ও ২৬ নং ধারা দ্বারা ব্যতিক্রম পরিবর্জিত। **২৭ নং ধারার ফল**

৬ এলা. ৫০৯ (এফ বি.)

প্রশ্ন— ২৭ নং ধারা কি কেবল ২৬ নং ধারার ব্যতিক্রম, ২৫ নং ধারার নয়?

অথবা

এটা কি উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম? **৫৭ কলি. ১০৬২**

(তিন) নং সম্বন্ধে

এই বিষয়টি ২৪ নং ধারা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ব্যাখ্যা। ১। প্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি।

২। হাজির হয় (Appears)।

যে বিষয়গুলি সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে—

১। ধারা ২৮ স্বীকারোক্তি পরে ..... অপসারিত।

২। ধারা ২৯।

জিজ্ঞাস্য।

এক। ভারতীয় দন্ডবিধি সংহিতার ২৮৭ নং ধারার অধীনে সোপর্দকারী শাসকের সমক্ষে অভিযুক্ত কৃত বিবৃতির ক্ষেত্রে ২৪ নং ধারা প্রযোজ্য।

প্রশ্ন ঃ মীমাংসীত হয়নি। **১৭ বোম্বাই এল. আর. ১০৫৯**

দুই। ভারতীয় দন্ডবিধি সংহিতার ৩৩৯(২) নং ধারার অধীনে মার্জনাধীন রাজসাক্ষীর বিবৃতি সম্বন্ধে কি ২৪ নং ধারা প্রযোজ্য। ২২ বোম্বাই, এল. আর. ১২৪৭

স্বীকারোক্তির ব্যবহার

১। অভিযুক্ত ব্যক্তি কৃত বিবৃতি দুটি কারণে কেবলমাত্র তাকে আইনে বেঁধে রাখে।

(এক) বিধির সাধারণ নিয়মটি হল এই যে, এক ব্যক্তির কৃত স্বীকৃতি অন্য ব্যক্তিকে হানিকারকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

(দুই) অভিযুক্ত ব্যক্তি কৃত বিবৃতি শপথ নয়।

(তিন) বিবৃতিকে জেরা করা যায় না।

২। কিন্তু বিবৃতিটি যদি স্বীকারোক্তি হয়, যা স্বয়ং তাকে এবং অন্য ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে, তবে ৩০ নং ধারা বলছে যে, স্বীকারোক্তিতে উল্লেখিত অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযুক্ত ব্যক্তি কৃত স্বীকারোক্তি আদালত বিবেচ্য বিষয় হিসাবে নিতে পারেন।

৩। অতএব ৩০ নং ধারা সাধারণ নিয়মের একটি ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ আত্ম-বিবক্ষার (Self-implication) তথ্য যা স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এমনভাবে যে, যেন তা শপথের অনুমোদন পেয়েছে অথবা অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপের সত্যতার জন্য একই প্রকারের প্রত্যাভূতির উদ্দেশ্যসাধন করবে।

৪। একজন অভিযুক্তের অপর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কৃত স্বীকারোক্তির ব্যবহার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলি হল "**আদালত বিবেচ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন।**" এর অর্থ—

(১) যে ওইরূপ ব্যবহার বাধ্যতামূলক নয়। এটি অনুমতিদায়ক এবং বিবেচনামূলক। এটিকে ব্যবহার করার অনুমতি আদালতকে দেওয়া হয়েছে আদালত তা ব্যবহার করতে বাধ্য নয়।

(২) আদালত তা বিবেচনা করতে পারে। বিবেচনা শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ।

(১) শব্দটির সংজ্ঞানুসারে সাক্ষীর কৃত বিবৃতি 'সাক্ষ্য'। এই বিশেষ অর্থে তাকে স্বয়ং এবং তার সহঅভিযুক্তকে প্রভাবিতকারী অন্য অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি 'সাক্ষ্য' হতে পারে না। এই অর্থে এটি একটি আদালতগ্রাহ্য বিষয়, যা আদালত বিবেচনা করতে পারেন। প্রশ্নটি এই যে, এটিকে বিবেচিত হতে দেওয়ার অনুমতি দিয়ে সেটা কি অন্য সাক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তাকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে? এর কোনও প্রত্যক্ষ উত্তর সাক্ষ্য আইনে দেওয়া নেই। কিন্তু সকল আদালতের অভিমত এই যে, তা অন্য সাক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তাকে বিনষ্ট করে না।

কারণগুলি হল —

(১) স্বীকারোক্তি অন্য যে ব্যক্তিদের তা জড়িত করে তাদের বিরুদ্ধে এর সত্যতা প্রমাণের পূর্ণ প্রত্যাভূতি কখনওই দেয় না। স্বীকারোক্তি যতদূর পর্যন্ত তার কৃতকারীকে অভিযুক্ত করে ততক্ষণ পর্যন্ত সত্য হতে পারে কিন্তু যতদূর পর্যন্ত তা অন্যদের প্রভাবিত করে তা বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশে মিথ্যা এবং মিথ্যা করে বানিয়ে বলাও হতে পারে।

(২) স্বীকারোক্তিকে দুষ্কৃতি সঙ্গীর (Accomplice) পরিসাক্ষ্যের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া যেতে পারে না, কারণ শেষোক্তজন জেরার অধীন অথচ প্রথমোক্তজন নয়, এবং দুষ্কৃতী-সঙ্গীর পরিসাক্ষ্যের যদি সম্পোষণ (Corroboration) দরকার হয় তবে স্বীকারোক্তি জরুরি।

সিদ্ধান্ত। যদি

(ক) মামলাতে আর অন্য কোনও সাক্ষ্য একেবারেই না থাকে, অথবা

(খ) অন্যান্য সাক্ষ্য অগ্রহণীয় হয় তবে ওইরূপ স্বীকারোক্তি একাই অপরাধ সিদ্ধি প্রমাণ করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে সম্পোষণ থাকা একান্তই আবশ্যক।

যদি একটি সংব্যবহার থেকে উদ্ভূত একই সংজ্ঞা বিশিষ্ট কোনও অপরাধের জন্য ব্যক্তিবর্গ অভিযুক্ত হয়। তখন একজনের স্বীকারোক্তি অন্যজনের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে, যদিও তা ঐ ব্যক্তির দুষ্কৃতী-সঙ্গীর সঙ্গে আরোপিত কার্যাবলীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার মাধ্যমে তার মনের মধ্যে জোর করে মুদ্রিত (Incutcate) করে দেওয়া হয়, এবং তার ফলে দুষ্কৃতী-সঙ্গীর কৃত অপরাধ থেকে এক পৃথক অপরাধ গঠিত করে। ৮ বোম্বাই ২২৩; ৭ মাদ্রাজ ৫৭৯

অপসহায়তা (Abetment) — অভিন্ন অপরাধ

১। কৃত এবং প্রমাণিত শব্দগুলির গুরুত্ব। বিচারের সময় একজন অভিযুক্ত কৃত বিবৃতি যা নিজের ওপর দোষারোপ করে এবং সহঅভিযুক্তকে জড়িত করে তাকে কি এই ধারার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে?

উত্তর এই যে, না করে না।

এই ধারাটি এইভাবে গঠিত হবে না যেন 'বিচারের সময়' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে 'কৃত' শব্দটির পরে এবং 'অভিলেখিত' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে 'প্রমাণিত' শব্দের স্থলে। (১৮৯০) ১৪ মো. জুর. এন. এস ৫১৬

এই ধারা বিচারের সময় কৃত বিবৃতিকে উল্লেখ করে না। তা উল্লেখ করে সেই বিবৃতিকে যা 'পূর্বেকৃত' হয়েছিল এবং বিচারের সময় প্রমাণিত হয়েছে। স্বীকারোক্তি প্রমাণকারী শব্দটির ব্যবহার সেই প্রক্রিয়া প্রযোজ্য নয়, যেখানে বিচারক প্রশ্ন করেন এবং অভিযুক্ত তার কৈফিয়ত দেয়। ৪৫ এলা. ৩২৩

২। 'একযোগে বিচার করা হয়েছিল'-এর গুরুত্ব

এই প্রসঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্ভব হয় — যখন কোনও অভিযুক্ত

স্বীকারোক্তি করে এবং তার স্বীকারোক্তিতে সহঅভিযোক্তাকে জড়িত করে এবং অপরাধ স্বীকার করে।

(এক) এই ধরনের মামলায় তাকে কি অন্যদের সঙ্গে একযোগে বিচার করা হচ্ছে বলে গণ্য করা হবে, যাতে সহঅভিযোক্তার বিরুদ্ধে এই ধারার অধীনে তার স্বীকারোক্তিকে আনা যায়?

(২) এই ধরনের মামলায় অপরাধ স্বীকারকারী কোনও অভিযুক্তকে কি যারা অপরাধ স্বীকার করে নি তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসাবে ডাকা যায়?

প্রশ্ন ঃ এক। তার সাক্ষ্য বিবেচ্য-বিষয় হিসাবে গৃহীত হতে পারে না কারণ তার এক যোগে বিচার হচ্ছে না।

৫ বোম্বাই, ৬৩; ৭ মাদ্রাজ ১০২; ১৯ বোম্বাই ১৯৫।

অপরাধ স্বীকারকারী অভিযুক্তকে অপরাধী সাব্যস্ত করে বিচার চালিয়ে যাবার অবাধ অধিকার আদালতের থাকলেও, তাদের স্বীকারোক্তি অন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিবেচিত করার জন্যই কেবল তাদের অপরাধী সাব্যস্ত করার কাজ বিলম্বিত করা অন্যায়। **২৩, এলা. ৫৩**

প্রশ্ন ঃ দুই। এটা নির্ভর করে অভিযুক্ত শব্দটির সংজ্ঞার ওপর। কখন থেকে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি আর অভিযুক্ত ব্যক্তি হয়ে থাকে না?

অপরাধ স্বীকার করেছে এমন একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না পর্যন্ত দোষী সাব্যস্ত হচ্ছে অথবা খালাস হচ্ছে, সে তখনও পর্যন্ত একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি হয়েই থাকছে এবং তাই সে সহঅভিযোক্তার বিরুদ্ধে সক্ষম সাক্ষী হতে পারে না। **১৩ সি. ডব্লিউ. এন ৫৫২।** অপরাধ স্বীকার করেছে এমন অভিযুক্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না পর্যন্ত দোষী সাব্যস্ত এবং দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত হচ্ছে, সে তখনও পর্যন্ত একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং তার ফলে সহঅভিযুক্তের বিরুদ্ধে সক্ষম সাক্ষী হতে পারে না। **৩ বোম্বাই এল. আর**

সারাংশ

১। যখন কোনও ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করে তখন আর তার একযোগে বিচার হতে পারে না, কিন্তু সে অভিযুক্ত ব্যক্তি হয়ে থাকতে বিরত হতে পারে না। যাতে অপরাধের ওজরে অন্য অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তার স্বীকারোক্তি বিবেচনার জন্য গৃহীত হতে পারে না, কারণ তারা একযোগে বিচার্য সহঅভিযোক্তা নয়, কিংবা তাকে সাক্ষী

হিসাবে ডাকাও যাবে না কারণ দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সে অভিযুক্তই থেকে যায়।

২। যখন কোনও ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করে এবং একযোগে বিচার্য হয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি হয়ে থাকে না, তখন তার স্বীকারোক্তি ব্যবহার করা যায় না কিন্তু সে সক্ষম সাক্ষী হয়ে ওঠে।

রায়ের প্রাসঙ্গিকতা

ধারা ৪০

যেখানে প্রশ্ন এই যে মোকদ্দমা প্রগ্রহণ (Cognizance) বা ওইরূপ কোনও বিচার অনুষ্ঠান করা আদালতের উচিত কি না।

বিচারে প্রদত্ত আদেশ অথবা ডিক্রির অস্তিত্ব যা কোনও আদালতকে নিবারিত (Prevent) করে কোনও মোকদ্দমা প্রগ্রহণ করতে অথবা বিচার অনুষ্ঠান করতে তা একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য।

মন্তব্য

১। যে বিধির দ্বারা পূর্বতন বিচারে প্রদত্ত আদেশ অথবা ডিক্রি দেওয়ানি আদালতকে কোনও মামলার প্রগ্রহণকে নিবারিত করে, তা দেওয়ানি কার্যধারা সংহিতায় অন্তর্ভুক্ত আছে; এবং যে বিধির দ্বারা পূর্বতন বিচারে প্রদত্ত রায় ফৌজদারি আদালতে বিচার অনুষ্ঠান করতে নিবারিত করে তা অন্তর্ভুক্ত আছে ফৌজদারি কার্যধারা সংহিতায়।

২। দে. কা. বি-র প্রাসঙ্গিক ধারাগুলি হল ১১ থেকে ১৪। বিধানগুলি সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা আছে **ফিল্ডে** (Field) পৃষ্ঠা-২৬০।

৩। ফৌ. কা. সং.- এর প্রাসঙ্গিক ধারাটি হল ৪৩৪ নং ধারা।

৪। ৪০ নং ধারার অধীনে প্রদত্ত রায় প্রাসঙ্গিক হবে যদি তার ফল হয় বিচার নিষ্পত্তি করা।

৫। ওইরূপ রায়কে অবশ্যই হতে হবে কেবলমাত্র **একই** পক্ষগণের জন্য এবং একই বিচার্য বিষয় নিয়ে।

৬। **পক্ষগণের নিজেদের মধ্যে** (inter parts) মামলায় প্রদত্ত রায় বহিরাগতকে আইনমতে বাঁধতে পারে না। এই নিয়মের অন্তর্নিহিত অর্থ হল এই যে, যে

কার্যবাহে একজন বহিরাগত ছিল এবং যার ওপর তার কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না সেই কার্যবাহের উচিত নয় কোনও মানুষকে আইনের বাঁধনে বাঁধা।

নিয়মটির ব্যতিক্রম

১। ধারা ৪১, তার অধীনস্ত নিয়মের ব্যতিক্রমটিকে বিধিবদ্ধ করে।

কোনও উপযুক্ত আদালতের চূড়ান্ত রায় গ্রহণীয় হবে যদি তার

(এক) ইচ্ছাপত্র প্রমাণক
(দুই) বিবাহ সংক্রান্ত
(তিন) নাবধিকরণ (Admiralty)
(চার) দেউলিয়া
} ক্ষেত্রাধিকার

প্রয়োগ করতে গিয়ে, যা একটি বৈধ চরিত্র আরোপ করতে বা কেড়ে নিতে পারে, অথবা যা কোনও ব্যক্তিকে কোনও নির্দিষ্ট বস্তু পাওয়ার অধিকারী বলে ঘোষণা করে।

মন্তব্য—

১। এর অর্থ হল এই যে, **পক্ষগণের নিজেদের মধ্যে** (মামলায় প্রদত্ত) রায় সেই কার্যবাহে গ্রহণীয়, সেই দুই ব্যক্তির মধ্যে যারা উক্ত কার্যবাহের পক্ষগণ নয়।

২। এই ধারায় আলোচনা সেই বিষয়ের যাকে বলা হয় **সর্বজনীন ভাবে প্রযোজ্য** (in reum) রায়, উক্ত শব্দ সমষ্টি ব্যবহার না করে। সব রায়ই **পক্ষগণের নিজেদের মধ্যে (inter parte)**। কিন্তু কিছু **পক্ষগণের নিজেদের মধ্যেকার** (Inter Parte) রায় হলো **ব্যক্তি বিশেষদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য** (in personan) রায় এবং কিছু রায় হলো **সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য** (invenu) রায়। উভয়েই **পক্ষগণের নিজেদের মধ্যেকার রায়** (interparte)। **সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য** রায়কে ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে এই ধারা সেগুলি পর পর বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছে।

৩। এর ফলে, প্রতিটি রায় যা বৈশিষ্ট্য প্রদান করে অথবা বৈশিষ্ট্য ছিনিয়ে নেয় তা গ্রহণীয় নয়। কোনও এক বিশেষ ধরনের ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগ করার সময় প্রদত্ত রায়ই কেবল গ্রহণীয়।

উদাহরণ— বহিরাগতদের মধ্যে অবলম্বন (adoption) গ্রহণীয় নয়।

একমাত্র রায়ই দিতে পারে স্থিতিশিলতা। কিন্তু তা গ্রহণীয় নয় কারণ তা উল্লেখিত ক্ষেত্রাধিকারের কোনও একটির সঙ্গেও সম্পর্কিত নয়।

(দুই) সার্বজনিক প্রকৃতির বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পর্কিত হলে রায় বহিরাগতদের মধ্যে প্রদত্ত **ব্যক্তিবিশেষদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য** রায় প্রাসঙ্গিক হবে।

সার্বজনিক প্রকৃতির বিষয়গুলি

(১) শুল্ক বিভাগ

(২) দীর্ঘাধিকার পত্র (Prescriptions)

(৩) উপশুল্ক (tolly)

(৪) চৌহদ্দি

(৫) খেয়া পারাপারের অধিকার

(৬) সমুদ্র প্রাচির (Sea-walls) ইত্যাদি।

(তিন) **ব্যতিক্রম ধারা** ৪৩। এই ধারার অধীনে **ব্যক্তিবিশেষদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য** রায় দুই বহিরাগতের মধ্যে গ্রহণীয় হয় দুটি পরিস্থিতিতে—

(এক) যেখানে ওইরূপ রায় বিচার্য বিষয়ের তথ্য।

(দুই) যেখানে রায় প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য আইনের অন্য কোনও বিধানের অধীনে।

মন্তব্য

১। প্রথম পরিস্থিতিটি সহজে বোধগম্য।

উদাহরণ—

(১) জালিয়াতির জন্য অপরাধসিদ্ধি হয়েছিল এই বলে মিথ্যা অপবাদ (slander) করার জন্য ক মামলা করেছিল খ-এর বিরুদ্ধে।

ক-এর অপরাধসিদ্ধির জন্য জালিয়াতি একটি বিচার্য বিষয়ের তথ্য হবে এবং তার অপরাধসিদ্ধির সমর্থনে রায়ও গ্রহণীয় হবে। খ ওই রায়ের পক্ষভুক্ত ছিল না।

২। জামিনদারের বিরুদ্ধে ঋণদাতা কতৃক প্রাপ্ত রায় মুখ্য ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে জামিনদার আনীত মামলায় গ্রহণীয় হবে, যদিও মুখ্য ঋণগ্রহীতা তাতে পক্ষভুক্ত ছিল না।

(৩) কোনও বিচারক কার্যবাহে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বিচারে অভিলেখ সাক্ষ্য হবে এই জন্য যে সেক্ষেত্রে একটি বিচারক কার্যবাহ চলেছিল।

২। দ্বিতীয় পরিস্থিতিটিই অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। কোন কোন ধারার অধীনে রায় প্রাসঙ্গিক হতে পারে?

৭ নং ধারার অধীনে—কারণ-দর্শানো, উপলক্ষ্য

৮ নং ধারার অধীনে—উদ্দেশ্য আচরণ

৯ নং ধারার অধীনে—প্রাসঙ্গিক তথ্য ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী

১১ নং ধারার অধীনে—সামঞ্জস্যহীন তথ্যাবলী

১৩ নং ধারার অধীনে—সংব্যবহার।

৩। দুটি প্রশ্ন

(এক) রায় কি এক তথ্য।

(দুই) রায় কি এক সংব্যবহার।

৬ কলি, ১৭১ এফ. বি.

৪। ৬ কলি, ১৭১ সম্পর্কে মন্তব্য, যে এটা একটি তথ্য, পৃষ্ঠা ১৮১।

তথ্য ঃ (১) কোনও কিছু, বিষয়গুলির অবস্থা অথবা বিষয়গুলির সম্পর্ক যা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধ হতে সমর্থ।

(২) যে-কোনও মানসিক অবস্থা যার সম্বন্ধে যে-কোনও ব্যক্তি সচেতন।

দ্বিতীয়। দস্তাবেজি সাক্ষ্য

১। এখানে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে তা হল কোনও দস্তাবেজে কৃত বিবৃতির প্রমাণ বিষয়ক অর্থাৎ কোনও দাস্তাবেজের অন্তর্বস্তুর প্রমাণ। মৌখিক সাক্ষ্যে কোনও পক্ষ কর্তৃক মৌখিকভাবে কৃত বিবৃতির প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করে।

২। দাস্তাবেজের অন্তর্বস্তুর প্রমাণ সম্পর্কে সর্বোৎকৃষ্ট সাক্ষ্যের নিয়মের আবশ্যকতা গুলি কী কী? দুটি আবশ্যকতা আছে—

(এক) কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাক্ষ্যকে অবশ্যই দস্তাবেজি হতে হবে, মৌখিক নয়।

(দুই) সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে সাক্ষ্যকে দস্তাবেজি হতে হবে সেখানে সাক্ষ্যকে অবশ্যই মুখ্য হতে হবে।

সেইসব ক্ষেত্র যেখানে সাক্ষ্যকে অবশ্যই দস্তাবেজি হতে হবে

১। বহু বিষয় লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। কিন্তু যেহেতু সেগুলি লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, বিধি এটা দাবি করে না যে, ওই ধরনের প্রতিটি বিষয়ে সেগুলি প্রমাণিত হতে পারে কেবলমাত্র দাস্তাবেজটির উপস্থাপনের দ্বারা। কতকগুলি মৌখিক সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণ করা যায় এবং বাকিগুলিকে অবশ্যই দস্তাবেজি সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণ করতে হবে।

২। এই উদ্দেশে এটা লক্ষ্য করা দরকার যে, ভারতীয় সাক্ষ্য আইন দুটি পার্থক্য করে থাকে—

(১) যেগুলি হস্তান্তরকারী ধরনের দাস্তাবেজ এবং হস্তান্তরকারী চরিত্রের নয় এমন দস্তাবেজের মধ্যে পার্থক্য।

(২) বিধি মতে যে সংব্যবহারগুলি লিখিত হতে হবে এবং যেগুলি হবে না তাদের মধ্যে।

৩। **হস্তান্তরকারী এবং হস্তান্তরকারী নয়।** হস্তান্তরকারী বলতে বুঝায় সেইসব সংব্যবহার যাতে পক্ষগণ তাদের অধিকার হস্তান্তর করে, যেমন চুক্তি, অনুদান ইত্যাদি; হস্তান্তরকারী নয় বলতে বুঝায় সেইসব সংব্যবহার যার সঙ্গে হস্তান্তর করার অধিকার জড়িত নয়।

৪। সাক্ষ্য আইনে রূপায়িত নিয়মটি দ্বিধাবিভক্ত—

(এক) যখন দস্তাবেজটি হস্তান্তরকরণের দস্তাবেজ এবং যেখানে বিষয়টি এমনিই যে বিধিমতে লিপিবদ্ধ করে রাখা প্রয়োজন সেখানে দস্তাবেজটি ছাড়া আর কোনও সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন নেই বিষয়টি প্রমাণ করার জন্য। অন্যভাবে বলা যায় যে, সেসব ক্ষেত্রে মৌখিক সাক্ষ্য দস্তাবেজি সাক্ষ্যের পরিবর্ত হতে পারে না। কিন্তু দস্তাবেজটি যদি হস্তান্তরকরণ ধরনের না হয় অথবা বিধিমতে যদি তা লিপিবদ্ধ করে রাখার মতো দস্তাবেজ না হয় তবে সংব্যবহারটি যদি বা লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়, তৎসত্ত্বেও সংব্যবহারের প্রমাণার্থে মৌখিক সাক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে।

(দুই) যদি সংব্যবহারটি হস্তান্তরকরণের সংব্যবহার হয় অথবা এমন একটি যা বিধিমতে লিপিবদ্ধ হওয়া দরকার, তবে শুধু যে মৌখিক সাক্ষ্য দস্তাবেজি সাক্ষ্যের

পরিবর্ত হবে না তা নয়, সেইসঙ্গে দস্তাবেজের শর্তগুলি বদলাতে অথবা সংশোধন ও খণ্ডন করতে মৌখিক সাক্ষ্যকে মেনে নেওয়া হবে না।

৫। এই নিয়মটি অন্তর্ভুক্ত আছে ৯১, ৯২ নং ধারায়।

৯১-৯২ নং ধারায় অন্তর্ভূত নিয়মের ব্যতিক্রম

১। এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম আছে। সেগুলি দুই শ্রেণীর, এবং সেগুলিকে পৃথক করে রাখতে হবে। এক শ্রেণীর মধ্যে আলোচিত হয়েছে সেইসব ব্যাপার যেখানে প্রশ্নটি এই যে, মৌখিক সাক্ষ্যকে দস্তাবেজি সাক্ষ্যের প্রতিকল্প হিসাবে নেওয়া যায় কি না। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে আলোচনা আছে সেইসব ব্যাপারের যেখানে প্রশ্নটি এই যে, যেখানে মৌখিক সাক্ষ্যকে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে প্রতিকল্প হিসাবে নয় বরং দস্তাবেজি সাক্ষ্যকে কিছুটা পরিবর্তন করার জন্য যেখানে নিয়মদাবি করে যে সাক্ষ্যকে দস্তাবেজি হতে হবে।

সেইসব ব্যতিক্রম যা মৌখিক সাক্ষ্যকে দস্তাবেজি সাক্ষ্যের প্রতিকল্প হওয়ার অনুমতি দেয়

১। সেগুলি অন্তর্ভূত আছে ৯১ নং ধারায় এবং নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলি অন্তর্ভুক্ত করে;

(এক) সরকারি আধিকারিকের নিযুক্তি।

(দুই) ইচ্ছাপত্র প্রমাণক (Probate) দ্বারা ইচ্ছাপত্র প্রমাণিত হতে পারে।

ব্যতিক্রমগুলি যা দস্তাবেজের শর্তগুলিতে কিছুটা পরিবর্তন করার জন্য মৌখিক সাক্ষ্যের অনুমতি দেয়।

১। সেগুলি অন্তর্ভূত আছে ৯১ নং ধারায় এবং নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলি অন্তর্ভুক্ত করে।

২। প্রথম লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হল এই যে, ওইরূপ সাক্ষ্য সব সময়েই দেওয়া যেতে পারে সেইসব ব্যক্তি দ্বারা যারা দস্তাবেজে অংশগ্রহণকারী পক্ষগণ ছিল না অথবা দস্তাবেজের পক্ষগণের স্বার্থান্বিত প্রতিনিধি ছিল না।

৩। যেসব ব্যাপারে দস্তাবেজভুক্ত পক্ষগণ অথবা তাদের স্বার্থান্বিত প্রতিনিধিরা মৌখিক সাক্ষ্য দিতে পারে সেগুলি নিম্নরূপ—

(এক) তথ্য যা দস্তাবেজকে অসিদ্ধ (invalidate) করে দেবে, যেমন জালিয়াতি,

সামর্থ্যের অভাব।

(দুই) যে তথ্যের ব্যাপারে দস্তাবেজ নীরব এবং যা তার শর্তাবলীর সঙ্গে অসমঞ্জস নয়।

(তিন) পূর্ব শর্ত।

(চার) পরবর্তীকালীন মৌখিক চুক্তি।

(পাঁচ) দেশাচার অথবা প্রথা যার দ্বারা আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি সংবিদার (Contuety) সঙ্গে সংযোজিত করা হয়। তেরো (বেকার্স ডজন) তবে সামঞ্জস্যহীন হলে চলবে না।

(ছয়) যে তথ্যের দ্বারা প্রমাণ করতে পারা যাবে কীভাবে ভাষা বিদ্যমান তথ্যগুলির সঙ্গে সম্বন্ধবদ্ধ।

সেইসব ব্যাপার যেখানে দস্তাবেজি সাক্ষ্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

বিধির দুটি প্রস্তাব আছে যার উদ্ভব হয় দস্তাবেজি সাক্ষ্য সংক্রান্ত সর্বোৎকৃষ্ট সাক্ষ্যের প্রথম নিয়ম থেকে।

১। যেক্ষেত্রে কোনও দস্তাবেজে অন্তর্ভুক্ত করা সংব্যবহার হস্তান্তরকরণ যোগ্য চরিত্রের নয়, অথবা বিধিমতে তা লিপিবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন নেই, সেখানে সংব্যবহারের তথ্যটি মৌখিক সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণ করা যাবে।

২। যেক্ষেত্রে তা হস্তান্তরকরণ যোগ্য এবং বিধিমতে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই, সেখানে মৌখিক সাক্ষ্য কেবলমাত্র সংব্যবহার প্রমাণ করার জন্যই প্রদত্ত নয়, বরং তা দস্তাবেজে অন্তর্ভুক্ত সংব্যবহারের শর্তাবলী সংশোধন, কিছুটা পরিবর্তন বা খণ্ডন করার জন্য দেওয়া যেতে পারে না।

৩। একটা প্রশ্ন অবশ্য তখনও থেকে যাচ্ছে। দস্তাবেজি সাক্ষ্যকে ব্যাখ্যা করার জন্য মৌখিক সাক্ষ্য কি দেওয়া যেতে পারে? এটি একটি বিশিষ্ট প্রশ্ন এবং দস্তাবেজি সাক্ষ্যের শর্তাবলী, সংবিদা ইত্যাদির কিছুটা পরিবর্তন করার জন্য সাক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে কি না এই প্রশ্ন থেকে পৃথক করে দেখতে হবে।

৪। এই প্রশ্নটি আলোচিত হয়েছে ৯৩ থেকে ১০০ নং ধারার মধ্যে।

৫। দস্তাবেজি সাক্ষ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনটি বিতর্কের উদ্ভব হতে পারে—

(এক) বিদ্যমান তথ্যাবলী সম্পর্কে দস্তাবেজের ভাষার প্রযোজ্যতা অথবা অপ্রযোজ্যতা সম্পর্কে বিতর্ক।

(দুই) যখন কোনও দস্তাবেজের ভাষা দ্ব্যর্থক অথবা ত্রুটিযুক্ত তখন দস্তাবেজের অর্থ সম্পর্কিত বিতর্ক।

(তিন) দস্তাবেজে ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থসংক্রান্ত বিতর্ক।

১। এক নম্বরের অধীনে বিতর্কে সম্ভাব্য তিনটি ক্ষেত্র আছে।

(১) যেখানে ভাষা নির্ভুলভাবে তথ্যাবলীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে অথচ যুক্তি দেখানো হচ্ছে যে তা প্রযোজ্য হওয়ার জন্য উদ্দিষ্ট ছিল না—এই যুক্তির সমর্থনে সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন নাও পড়তে পারে এটা দেখতে যে, তা বিদ্যমান তথ্যাবলীর প্রতি প্রযোজ্য হওয়ার জন্য উদ্দিষ্ট হয় নি। যে ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা হয়েছে। ধারা-৯৪

(২) যেখানে ভাষা বিদ্যমান তথ্যাবলীর যে-কোনও একটি সম্বন্ধে প্রযোজ্য, সবগুলির ক্ষেত্রে নয়—এবং যুক্তি দেখানো হচ্ছে যে তা কেবল একটি মাত্র বিনির্দিষ্ট তথ্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য—সেখানে কোনও বিশিষ্ট তথ্য সম্বন্ধে তার প্রয়োগ যে অভিপ্রেত ছিল তা দেখাবার জন্য যুক্তির সমর্থনে সাক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে। ধারা-৯৫

(৩) যেখানে ভাষা অংশত একপ্রস্ত (Set) বিদ্যমান তথ্যাবলীর প্রতি এবং অংশত অপর একপ্রস্ত বিদ্যমান তথ্যাবলীর প্রতি প্রযোজ্য হয় এবং কিন্তু সমগ্র ভাষা তাদের একটির প্রতি নির্ভুলভাবে প্রযুক্ত হয় না এবং যুক্তি দেখানো হয় যে তা একটি প্রস্তের প্রতি প্রযোজ্য, অপরটির প্রতি নয়—সেখানে ওই দুই প্রস্তের মধ্যে কোনটির প্রতি তা প্রযুক্ত হওয়ার জন্য অভিপ্রেত ছিল সেই যুক্তির সমর্থনে সাক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে।—ধারা-৯৭

১। বিতর্কের দ্বিতীয় শিরোনামের অধীনে দুটি সম্ভাব্য ব্যাপার আছে—

(এক) যখন ভাষাটি দ্ব্যর্থক অথবা ত্রুটিযুক্ত এবং যুক্তি দেখানো হচ্ছে যে, পক্ষগণ এক বিশিষ্ট বস্তুকে বোঝাতে চেয়েছে—সেখানে এর প্রকৃত অর্থ করার জন্য অথবা ত্রুটি পূরণের জন্য যুক্তির সমর্থনে সাক্ষ্য দেওয়া নাও যেতে পারে। ধারা-৯৩

(দুই) যেখানে ভাষাটি স্বয়ং সরল কিন্তু বিদ্যমান তথ্যাবলীর প্রসঙ্গে অর্থহীন,

এবং যুক্তি দেখানো হচ্ছে যে তা এক বিশিষ্ট বস্তুকে নির্দেশিত করার জন্য উদ্দিষ্ট ছিল—সেখানে প্রকৃত উদ্দিষ্টটি কী ছিল তা দেখানোর জন্য যুক্তির সমর্থনে সাক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে। ধারা-৯৫।

৩। বিতর্কের তৃতীয় শিরোনামের অধীনে নিম্নলিখিত বিষয়টির উদ্ভব হয়—

(এক) .... (পাণ্ডুলিপিতে স্থান ফাঁকা থেকে গেছে—সম্পাদক)

গুপ্ত দ্ব্যর্থক এবং প্রকাশ্য দ্ব্যর্থকের মধ্যে পার্থক্য।

দুই। কোনও দস্তাবেজের অন্তর্বস্তু কীভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে?

১। কোনও দস্তাবেজের অন্তর্বস্তুর প্রমাণ সম্পর্কে সর্বোৎকৃষ্ট সাক্ষ্যের নিয়মের জন্য কী কী প্রয়োজন?

২। এই ব্যাপারে সাক্ষ্য আইনে প্রদত্ত দুটি প্রয়োজনের কথা বলা আছে।

(এক) কোনও দস্তাবেজের অন্তর্বস্তুকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে মুখ্য সাক্ষ্যের দ্বারা।

(দুই) দলিলটি যে অকৃত্রিম তা অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে।

মুখ্য সাক্ষ্য বলতে কী বুঝায়?

ধারা ৬২

(১) মুখ্য সাক্ষ্য বলতে আদালতের পরিদর্শনের জন্য উপস্থাপিত স্বয়ং দস্তাবেজটিকেই বুঝায়।

ব্যাখ্যা

(পাণ্ডুলিপিতে স্থান ফাঁকা আছে—সম্পাদক)

দস্তাবেজটি যে অকৃত্রিম তা কীভাবে প্রমাণ করা হবে

১। দস্তাবেজগুলির অকৃত্রিমতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য আইন দস্তাবেজগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছে (১) সরকারি দস্তাবেজ এবং (২) বেসরকারি দস্তাবেজ।

২। সরকারি দস্তাবেজ পরিভাষিত হয়েছে ৭৪ নং ধারায়।

৩। ৭৫ নং ধারা ঘোষণা করে যে, যে-কোনও দস্তাবেজ যা সরকারি দস্তাবেজ নয়, তাই বেসরকারি দস্তাবেজ।

৪। কোনও দস্তাবেজের অকৃত্রিমতা প্রমাণের জন্য নিয়মাবলী ভিন্ন ধরনের হয় দস্তাবেজটি সরকারি না বেসরকারি দস্তাবেজ তার ভিত্তিতে।

৫। সরকারি দস্তাবেজের অকৃত্রিমতা প্রমাণের প্রণালীটি বলা আছে ৭৬ থেকে ৭৮ নং ধারায়।

৬। বেসরকারি দস্তাবেজের অকৃত্রিমতা প্রমাণের প্রণালীটি বলা আছে ৬৭ থেকে ৭৫ নং ধারায়।

৭। বেসরকারি দস্তাবেজগুলিকে অবশ্যই সাধারণভাবে প্রমাণ করতে হবে অবস্থানুসারে **হস্তলিপি**, **স্বাক্ষর** অথবা **নিষ্পাদনের** (execution) প্রমাণসহ মূল দস্তাবেজ উপস্থাপিত করে। ব্যতিক্রম—ইচ্ছাপত্র প্রমাণক দ্বারা ইচ্ছাপত্র প্রমাণ করা যায়।

৮। সরকারি দস্তাবেজের অকৃত্রিমতা প্রমাণিত হতে পারে হয় ৭৭ নং ধারা অনুযায়ী শংসিত (Certified) প্রতিলিপি পেশ করে অথবা যদি দস্তাবেজগুলি ৭৮ নং ধারায় উল্লিখিত শ্রেণীর দস্তাবেজ হয় তবে ওই ধারায় উল্লিখিত বিবিধ প্রণালীর দ্বারা।

৯। দস্তাবেজ সরকারি অথবা বেসরকারি যাই হোক, সেগুলির অকৃত্রিমতা (প্রমাণের) ভার সম্বন্ধে সাক্ষ্য আইন কয়েকটি অনুমানের বিধান দিয়েছে, যেগুলি অন্তর্ভুক্ত আছে ৭৯ থেকে ৯০ নং ধারার মধ্যে যদিও সেগুলি চূড়ান্ত অনুমান নয়।

১০। এই অনুমানগুলি নিম্নলিখিত শ্রেণীভুক্ত—

(১) যেগুলির ক্ষেত্রে আদালত অনুমান করে। ৭৯ থেকে ৮৫ এবং ৮৯ নং ধারা।

(২) যেগুলির ক্ষেত্রে আদালত অনুমান করতে পারে। ৮৬ থেকে ৮৮ এবং ৯০ নং ধারা।

কখন মুখ্য সাক্ষ্যকে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে

(পাণ্ডুলিপিতে স্থান ফাঁকা আছে—সম্পাদক)

যেখানে মুখ্য সাক্ষ্যকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে সেখানে কোনও দস্তাবেজের অন্তর্বস্তুকে প্রমাণ করা যাবে?

১। গৌণ সাক্ষ্যের দ্বারা

(পাণ্ডুলিপিতে স্থান ফাঁকা আছে—সম্পাদক)

গৌণ সাক্ষ্য কী?

(পাণ্ডুলিপিতে স্থান ফাঁকা আছে—সম্পাদক)

প্রমাণের ভার

১। যে ব্যক্তির ওপর সাক্ষ্যদানের ভার অর্পিত আছে বিধিমতে সেই ভার নির্বাহ ((discharge) করা দরকার।

২। প্রমাণের এই ভার নির্বাহ করতে গিয়ে নিম্নলিখিত বিবেচ্য বিষয়গুলিকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে —

(এক) কিছু বিষয় আছে যার প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

(দুই) কিছু বিষয় আছে যা প্রমাণ করার অনুমতি দেওয়া হয় না।

৩। (এক)-এর অধীনে তার ভারটি অধিকতর সহজ করা হয়েছে, যখন কি (দুই)-এর অধীনে ভারটি বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রমাণের ভার

(এক) যেসব বিষয় সম্পর্কে বিধি কর্তৃক প্রমাণ চাওয়া হয় না সেগুলি তিন শিরোনামে বিভক্ত—

(ক) যে বিষয়গুলি বিচারিকভাবে লক্ষ্যণীয়।

(খ) যে বিষয়গুলি পক্ষগণ স্বীকার করে নিয়েছে।

(গ) যে বিষয়গুলির অস্তিত্ব বিধি কর্তৃক অনুমিত হয়েছে।

যে বিষয়গুলি বিচারিকভাবে লক্ষ্যিত হয়েছে

১। বিচারিকভাবে লক্ষ্যিত হয়েছে এমন তথ্যগুলির আলোচনা আছে ৫৬ এবং ৫৭ নং ধারায়।

৫৬ নং ধারা বলছে যে, কোনও তথ্যই, যা আদালত বিচারিকভাবে লক্ষ্য করবেন তা সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। বিচারিকভাবে লক্ষ্য করার জন্যই এমন যেসব বিষয় ৫৭ নং ধারার অন্তর্ভুক্ত তার কোনও একটি সম্বন্ধে তথ্য-প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য পেশ করার ভার থেকে পক্ষগণকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

২। এই ধারাগুলির অন্তর্নিহিত নীতি—

কতকগুলি বিষয় জনসাধারণের কাছে বিদিত এবং এত স্পষ্টভাবে সপ্রমাণিত যে সেগুলি সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণ করা উচিত এমন চাপ দেওয়া অর্থহীন।

উদাহরণ—

১। শত্রুতার (hestitities) সূত্রপাত এবং অবস্থিতি।

২। কোনও দেশের ভৌগোলিক বিভাজন।

এই তথ্যগুলি এতই সর্বজনবিদিত যে সাক্ষ্যের দ্বারা সেগুলি প্রমাণ করতে যাওয়া অনাবশ্যক।

৩। ৫৭ নং ধারায় বর্ণিত বিষয়গুলি

(এক) বিধির ক্ষমতা বিশিষ্ট নিয়মাবলী

বহু আইনে এমন ধারা আছে যা স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করে আইনের বিধানগুলিকে কার্যকর করার জন্য নিয়ম প্রণয়ন করার এবং ঐ ধরনের নিয়মাবলীর যে বিধির মতো ক্ষমতা থাকবে তা ঘোষণা করার অর্থাৎ ভারত শাসন আইন কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী। ঐরূপ নিয়মাবলী এই ধারার আওতাভুক্ত।

২। বিধির উৎস হিসাবে প্রথা এবং বিধির ক্ষমতাবিশিষ্ট নিয়মাবলীর মধ্যে বিভেদের সীমারেখা টানা উচিত। হিন্দু বিধির একটা বড় অংশ গঠিত হয়েছে প্রথার ভিত্তিতে। কিন্তু আদালত প্রথা সম্পর্কে বিচারিক ভাবে লক্ষ্য করবেন না। যে পক্ষ প্রথার ওপর নির্ভর করছে তাকেই প্রমাণ করতে হবে প্রথার অস্তিত্ব। পক্ষ যদি প্রথার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে আদালত তাকে তখনই কার্যকর করবে যখন আদালত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, প্রথাটি বৈধ।

৩। একথা সত্য যে, এমন কিছু প্রথা আছে যার প্রমাণের জন্য আদালত কোনও সাক্ষ্য চান না। কিন্তু তা হয় না, কারণ আদালত বিচারকভাবে লক্ষ্য করতে বাধ্য নয় বলে। কোনও উপচারিক প্রমাণের প্রয়োজন নেই আদালতের, কারণ পূর্ব দৃষ্টান্তের নিয়মানুসারে আদালত প্রথাকে সমর্থন করতে বাধ্য, যার অস্তিত্ব ও বৈধতা কোনও আদালতের, এই আদালত যার অধীনস্থ, পূর্ববর্তীকালের কোনও নিষ্পত্তিতে যেগুলিকে স্বীকার করা হয়েছে।

(দুই) সংবিধিগুলি

পার্লামেন্ট কর্তৃক পাশ করা সংবিধিগুলি হয় সাধারণ, নয় বিশিষ্ট।

সাধারণ সংবিধি সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য এবং তা সকল ব্যক্তি ও সকল রাজ্য ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত।

বিশেষ সংবিধি হয় স্থানিক অথবা ব্যক্তিগত এবং তা কার্যকর হয় বিশেষ ব্যক্তি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে।

২। পার্লামেন্ট কৃত সকল আইন, তাতে অন্যরূপ কিছু ঘোষিত না হলে সরকারি আইন বলেই ধরে নিতে হবে। ১৪ ভিক্ট. সি. ২১-এর ধারা ১৩।

৩। সকল সরকারি আইনের ব্যাপারে বিচারিকভাবে লক্ষ্য অবশ্যই রাখতে হবে। কোনও বেসরকারি আইন সম্বন্ধে আদালত বিচারিকভাবে লক্ষ্য করতে বাধ্য নন, যদি না এই বিশিষ্ট বেসরকারি আইনে আদালতের প্রতি নির্দেশ থাকে বিচারিক ভাবে লক্ষ্য করার জন্য। যদি ওইরূপ নির্দেশ না থাকে, তবে পক্ষকে এটা অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে, বেসরকারি আইনটি পার্লামেন্টের আইনের ওপর নির্ভর করেছিল।

(তিন) যুদ্ধের প্রশাসনিক নিয়মাবলী

এগুলি হল দেশীয় আধিকারিক সৈনিক এবং সম্রাটের ভারতীয় বহিনীর অন্যান্য ব্যক্তিদের জন্য শৃঙ্খলা রক্ষার নিয়মাবলী। এগুলি অন্তর্ভুক্ত আছে ১৯১১ সালের ভারতীয় সৈন্যবাহিনী আইনে।

(চার) পার্লামেন্ট এবং কাউন্সিলের কার্যবাহের ধারা

১। কার্যবাহের ধারাকে পৃথক করে দেখতেই হবে স্বয়ং কার্যবাহগুলি থেকে।

২। (আদালতের) কার্যবাহের নয়, কার্যবাহের ধারার ব্যাপারে বিচারিকভাবে লক্ষ্য রাখবেন আদালত।

বিদেশি রাষ্ট্র

কোনও বিদেশি রাষ্ট্র সম্রাট অথবা সপরিষদ বড়লাট কর্তৃক স্বীকৃত কি স্বীকৃত নয় তা বিচারিকভাবে লক্ষ্য করবে আদালত।

যুদ্ধাবস্থা

বিদেশি রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধাবস্থার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিচারিক ভাবেলক্ষ্য করা হবে না।

ভূমি অথবা সমুদ্রপথ সম্পর্কিত নিয়মাবলীর শেষ অনুচ্ছেদের প্রভাব

১। কয়েকটি বিষয়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে যেখানে সেগুলি সম্বন্ধে বিচারিকভাবে লক্ষ্য করা বাধ্যতামূলক সেখানে আদালত বিচারিকভাবে লক্ষ্য করার বিষয়টি অগ্রাহ্য করতে পারে।

২। বিচারিকভাবে লক্ষ্য করার জন্য আদালতকে সক্ষম করার জন্য এক পক্ষ প্রয়োজনীয় উপকরণ উপস্থাপন করতে বাধ্য।

উদাহরণ—

পক্ষটি যদি চায় যে, আদালত উদ্‌ঘোষণা (Proclamation) সম্বন্ধে বিচারিক ভাবে লক্ষ্য করুক তবে তাকে ঘোষণাপত্র পেশ করতেই হবে।

প্রমাণের প্রণালী

প্রমাণের প্রণালীর সাধারণ নিয়মটি এইভাবে ব্যক্ত করা যায়—

বিধিমতে এক ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিতে হবে—

(এক) যে আদালতে উপস্থিত থাকবে।

(দুই) যে আইনগতভাবে সক্ষম সাক্ষী।

(তিন) শপথ অথবা প্রতিজ্ঞা করে।

(চার) পরীক্ষার কার্যপরম্পরায়।

(পাঁচ) তথ্যাবলী সম্পর্কে খণ্ডন সাপেক্ষে।

(ছয়) সত্যবাদিতার সম্পর্কে অবিশ্বাস সাপেক্ষে।

এক। **আদালতে উপস্থিতি**

১। ন্যায়বিচারের যথোচিত কার্যনির্বাহের (administration) জন্য প্রয়োজনানুসারে তাদের জানিত ওইরূপ তথ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য উপস্থিত হওয়া সকল নাগরিকের কর্তব্য। বহুকাল আগে থেকে সাধারণ আইন (Common Law) কর্তৃক এই কর্তব্যটিকে স্বীকৃতিদান ও বলবত করেছে।

২। সাক্ষীদের উপস্থিত হতে বাধ্য করার অধিকার সাধারণ আইনি আদালতের ক্ষেত্রাধিকারের অনুষঙ্গ, এবং সংবিধি এই ক্ষমতা অর্পণ করেছে অন্যান্য আধিকারিকদের ওপর, যথা সালিসগণ। যে-কোনও মোকদ্দমার শুনানি করা এবং নিষ্পত্তি করার সুনির্দিষ্ট ক্ষমতাবিশিষ্ট প্রতিটি আদালত, সাধারণ আইনের বলে,

সহজাত ক্ষমতা আছে বিবাদমান তথ্যগুলির সকল প্রকারের পর্যাপ্ত প্রমাণ তলব করার এবং সেই অভিপ্রায়ে তার সমক্ষে হাজির হতে বাধ্য করার জন্য তলব করার।

৩। সাপিনা (সাক্ষীর তলবপত্র) উপযুক্ত এবং যথোচিতভাবে জারি করার পর হাজির হওয়া এবং সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করলে এবং দেওয়ানি মামলার, অর্থপ্রদান অথবা সাক্ষীদের হাজির করানোর জন্য পারিশ্রমিক দানের বিষয়টি অধিত্যক্ত (waiver) হওয়ার পরেও আদালতে উপস্থিত না হলে তা আদালত অবমাননা (Contempt) হবে।

৪। পরিসাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সাক্ষীদের হাজির হতে বাধ্য করা অথবা দস্তাবেজ উপস্থাপন করানোর প্রক্রিয়াটির ব্যবস্থা করা নেই সাক্ষ্য আইনে। তা সন্নিবেশিত আছে দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যধারা সংহিতায়।

৫। দেশে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ব্যবস্থিত হয়েছে দেওয়ানি এবং ফৌজদারি কার্য ধারা সংহিতা কর্তৃক।

(এক) সাক্ষীদের তলব করা—

দেওয়ানি কা. সং	০.১২
ফৌ. কা. সং.	৬৮-৭৪ (সমন)
	৯০-৯৩ (পরোয়ানা সংক্রান্ত অন্যান্য নিয়ম)
	৩২৮ (নির্ণায়ক ও ন্যায় নির্ধারণের ওপর সমন)
	২৪৪ (সমন মামলায় সমন জারি করা)
	২৫৪ (পরোয়ানা মামলায় সমন জারি করা)
	২৫৬ (" " " " ")
	২৫৭ (" " " " ")
	৫৪০ (গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে পরীক্ষা করার জন্য হাজির হতে সমন জারি করার ক্ষমতা)

(দুই) দস্তাবেজ ও অন্যান্য বস্তুর উপস্থাপন—

দেওয়ানি কা. সং.	০, ১২, ১৬

ফৌ. কা. সং. ৯৪, ৯৫ (দস্তাবেজ ও অন্যান্য বস্তু উপস্থাপন করার জন্য সমন)

৯৬-৯৯ (তল্লাশি পরোয়ানা)

৪৮৫ (উপস্থাপন সরতে অস্বীকার করার পরিণাম)

(তিন) সাক্ষীদের জন্য খরচাদি

দেওয়ানি কা. সং. ০, ১৬, নিঃ ২-৪

ফৌ. কা. সং. ২৪৪, ২৫৭।

(চার) ফৌজদারি মামলায় অভিযোক্তা এবং সাক্ষীদের স্বাধীনতায় পুলিশি বাধা।

ফৌ. কা. সাং. ১৭১

(পাঁচ) ফৌজদারি কার্যবাহে অভিযোক্তা এবং সাক্ষীদের উপস্থিতির একরারনামা।

ফৌ. কা. সং. ২১৭, ১৭০

টিপ্পনি— দেওয়ানি মামলায় এর কোনও ব্যবস্থা নেই।

৬। সাক্ষীকে তলব করার বিধানই শুধু নেই, সেইসঙ্গে তাদের উপস্থিত হওয়া বাধ্যতামূলক করার বিধানও আছে।

(১) সমনের আজ্ঞা অমান্য করে গর-হাজির হওয়া ভারতীয় দণ্ডবিধি সংহিতার ১৭৪ নং ধারা অনুসারে এক অপরাধ।

(২) সমনের আজ্ঞা অমান্য করে গর-হাজির হলে ৭৫-৮৬ নং ধারা অনুসারে অনুসৃত হয় **গ্রেফতারি পরোয়ানা** এবং ফৌ. কা. সংহিতার ৮৭-৮৯ নং ধারা অনুসারে তারপরে জারি হয় উদ্‌ঘোষণা এবং ক্রোকের পরোয়ানা।

(৩) গর-হাজির হওয়ার ফলে এ ছাড়াও ১৮৫৩ সালের ১৯ নং আইনের ২৬ নং ধারা অনুসারে (বঙ্গদেশে বলবৎ) এবং ১৮৫৫ সালের ১০ নং আইনের ১০ নং ধারা অনুসারে (বোম্বাই ও মাদ্রাজে বলবৎ) সাক্ষীকে ক্ষতিপূরণের জন্য দেওয়ানি মামলায় দায়ী করা হতে পারে।

২৪. ডব্লিউ. আর. ৭২

৭। সাক্ষী হিসাবে তলবকার ব্যক্তিদের **সশরীরে উপস্থিত** হওয়া আইন অনুসারে বাধ্যতামূলক হলেও, কোনও কোনও ক্ষেত্রে গর-হাজির হওয়ার বিষয়টি আইন ক্ষমাও করে।

(এক) একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বসবাস না করার কারণে।

দেওয়ানি কা. সং. অর্ডার ১৬ নিয়ম ১৯

(দুই) সাক্ষী **পর্দানশীন মহিলা** হওয়ার কারণে

দেওয়ানি কা. সং. ধারা ১৩২

(তিন) সাক্ষী বিশেষ পদমর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তি (Rank) হওয়ার কারণে।

দেওয়ানি কা. সং. ধারা ১৩৩

সাক্ষীকে সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে অবশ্যই যোগ্য হতে হবে

১। দুটি দৃষ্টিকোণের বিচারে কোনও ব্যক্তির যোগ্যতার প্রশ্নটি বিবেচিত হতে পারে।

(১) সাক্ষীর বৌদ্ধিক সক্ষমতার দৃষ্টিকোণের বিচারে।

(২) তার সত্যবাদিতার দৃষ্টিকোণের বিচারে।

এক। **বৌদ্ধিক সক্ষমতার দৃষ্টিকোণের বিচারে যোগ্যতা**

১। বৌদ্ধিক সক্ষমতার দৃষ্টিকোণের বিচারে যোগ্যতার প্রশ্নটি বিবেচিত হয়েছে ১১৮ নং ধারায়।

২। ১১৮ নং ধারায় বিধিবদ্ধ করা নিয়মটি হল সেই নিয়ম যা বোধশক্তিকেই যোগ্যতার একমাত্র মাপকাঠি বলে স্বীকার করে।

৩। যেহেতু সব স্বাভাবিক মানুষের বৌদ্ধিক সক্ষমতা আছে বিষয়গুলি বুঝবার এবং সেগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করার, তাই ১১৮ নং ধারা ঘোষণা করেছে যে, বোধশক্তির অভাব না থাকলে সকল ব্যক্তিই পরিসাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য।

৪। যোগ্যতার আইনটি তাই কার্যত অযোগ্যতার আইন। অযোগ্য নয় এমন ব্যক্তিই যোগ্য সাক্ষী।

৫। অতএব অযোগ্যতা বলতে বুঝায় বোধশক্তির অভাব। এই বোধশক্তির অভাব উদ্ভূত হতে পারে

(এক) অল্প বয়স।

(দুই) অত্যন্ত বৃদ্ধাবস্থা।

(তিন) দেহ বা মনে অসুস্থ।

(চার) ওই প্রকারের অন্য কোনও কারণ।

৬। **মন্তব্য**

(এক) **অল্প বয়স** অথবা (দুই) **অত্যন্ত বৃদ্ধাবস্থা—পরিভাষিত হয়নি।**

৭ বছরের বালক অযোগ্য না হতে পারে, কিন্তু ১২ বছরের হতে পারে, যদি প্রথমোক্তের বোধশক্তি থাকে, শেষোক্তের না থাকে। ৬০ বছরের পুরুষ অযোগ্য হতে পারে কিন্তু ৮০ বছরের নাও হতে পারে।

বয়স পরীক্ষার উপায় নয়। উপায়টি হল বোধশক্তির অস্তিত্ব অথবা অনস্তিত্ব।

(তিন) **দেহের অসুস্থতা**

একজন সাক্ষী এত নিদারুণ যন্ত্রনায় ভুগছে যে সে কোনও কিছু বুঝতে পারছে না, অথবা বুঝলেও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না। সে অচেতন হয়ে যেতে পারে, যেন মূর্চ্ছাগ্রস্ত, ফিটব্যামো বা ওই জাতীয় রোগগ্রস্ত। এখানেও আবার তথ্যের প্রশ্নটি উঠছে, যে-কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে দেহের অসুস্থতা এমনই যে কি তা একজন মানুষকে তার বোধশক্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারে।

(তিন) **মনের অসুস্থতা**

১। এতে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন এবং উন্মাদদের কথা অনুশীলিত হয়েছে, উভয়েই মনের অসুখে ভোগে।

২। তাকেই জড়বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয় যে জন্মগতভাবে বুদ্ধি-বৃত্তিশূন্য এবং বিচার করার ক্ষমতা নেই। উন্মাদ তাকেই বলা হয় যে জন্মগতভাবে বুদ্ধি-বৃত্তি বিশিষ্ট, পরে বুদ্ধিবৃত্তি শূন্য হয়েছে এবং বিচার করার ক্ষমতা হারিয়েছে।

৩। উন্মাদ হয় **বাতিকগ্রস্ত** নয় সাময়িকভাবে পাগল ছিল। এই কারণে কেবল মাত্র উন্মাদ হওয়ার জন্য একজন উন্মাদ অযোগ্য নয়। উন্মত্ততা বলতে বোধশক্তি সম্পূর্ণ বিলোপসাধন বুঝায় না। যদি এটা সাধারণ উন্মত্ততা হয়, তবে সে মাঝে মাঝে সুস্থ থাকতে পারে। যদি সে বাতিকগ্রস্ত হয় তবে অন্য বিষয় সম্বন্ধে তার জ্ঞান স্বচ্ছ হতে পারে।

উদাহরণ— আংশিক উন্মত্ততার।

(১) উন্মাদ আশ্রমে হত্যার আলোচনা।

(২) উক্ত আশ্রমে উন্মাদ বন্ধুর সঙ্গে এক বন্ধুর সাক্ষাৎকার এবং সময় সম্বন্ধে তার মন্তব্য।

উদাহরণ— বাতিক গ্রস্তের

(১) আর. ভি. হিল—খুনের অপরাধে। হিল-এর বিচার হচ্ছিল। সাক্ষী ডনেলি—উন্মাদ—এক বিভ্রান্তিতে ভুগত যে তাকে ঘিরে আছে ২০,০০০ আত্মা, যারা সব সময়ে তার সঙ্গে কথা বলে।

এই কারণে এক উন্মাদ যোগ্য সাক্ষী হতে পারে। এটা ব্যাখ্যাতে স্বীকৃত হয়েছে।

(চার) **অন্য যে-কোনও কারণ**

এর অর্থ হল অন্য যে-কোনও কারণ যা মানুষকে বুঝবার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে, অর্থাৎ পানোন্মত্ততা (drunkenness)।

এই অক্ষমতার কিছু কিছু তার কারণের সঙ্গে সমবিস্তৃত (Co-extensive) অতএব কারণটি অপসৃত হলে সাক্ষী যোগ্য হয়ে ওঠে।

যেমন, যখন যন্ত্রণা দূর হয়ে যায়,

পানোন্মত্ততা দূর হয়।

উন্মাদনা দূরীভূত হয়।

সাক্ষীর জ্ঞানবুদ্ধি আছে কি নেই সেটা আদালত নির্ধারিত করবেন সাক্ষীকে প্রশ্ন করে।

সাক্ষী হিসাবে অভিযুক্ত

১। জ্ঞানসম্পন্ন সকল ব্যক্তিই যখন সাক্ষী হিসাবে যোগ্য, তখন এই নিয়মের একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেটা হল, যে ফৌজদারি মামলায় কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার চলেছে সেখানে তাকে সাক্ষী হিসাবে জেরা করা যাবে না।

দৈহিক অসুস্থতার একটি ব্যাপার আছে যা মনের জ্ঞানবুদ্ধিকে প্রভাবিত করে না। বাক্‌শক্তিহীনতা ওইরূপ একটি অসুস্থতা।

১১৯ নং ধারায় ওইরূপ সাক্ষীর আলোচনা আছে। এই ধারা তাকে অযোগ্য ঘোষণা করে না। অপর পক্ষে, এই ধারা তাকে যোগ্য বলে গণ্য করে এবং প্রকাশ্য আদালতে **লিখে** অথবা **ইশারা** করে যে-কোনওভাবে সাক্ষ্য দিতে তাকে অনুমতি দেওয়া হয়।

সাক্ষীর সত্যবাদিতার দৃষ্টিকোণের বিচারে যোগ্যতা

১। যে কারণগুলি মানুষকে সত্য বলতে বিরত করে তা সাধারণ জীবনচর্যার ক্ষেত্রের চেয়ে বিচারিক কার্যবাহে অনেক বেশি পরিমাণে থাকে, এই কারণে যে, বিচারিক কার্যবাহের ফলাফলকে অবজ্ঞা করা যায় না, এবং পক্ষের অন্যান্য অনুপচারিক কার্যবাহের তুলনায় অনেক বেশি পূর্ণমাত্রায় বাধ্যতামূলক। পরিণামে এককালে আইন বহু বুদ্ধিগতভাবে যোগ্য ব্যক্তিকে কোনও মামলায় সাক্ষ্য দেবার ব্যাপারে অযোগ্য করে তুলেছিল।

২। অতএব পূর্বে মানসিক অক্ষমতাই কেবলমাত্র অযোগ্যতার পর্যাপ্ত কারণ ছিল তা নয়, সেইসঙ্গে **স্বার্থও** ছিল অযোগ্যতার সঙ্গত কারণ। কারণটা ছিল এই যে, স্বার্থান্বিত ব্যক্তি সত্য কথা নাও বলতে পারে। ফলে একদা নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের অযোগ্য মনে করা হত।

১। মোকদ্দমার পক্ষগণ।

২। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের বিরুদ্ধে।

৩। অভিযোগ স্বয়ং নিজের বিরুদ্ধে।

৪। দুষ্কৃতী-সঙ্গী।

৩। আইনের এই ধারণাটি বর্তমানে বদলে গেছে এবং নীতিটিতেও পরিবর্তন ঘটেছে। যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা প্রশ্নটি রূপান্তরিত হয়েছে বিশ্বাসনীয়তা ও অবিশ্বাসনীয়তার প্রশ্নে। যার ফলে প্রতিটি পুত্রকে সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য বলা হয়েছে, কিন্তু তাকে বিশ্বাস করা অথবা না করার বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আদালতের হাতে।

৪। এই নতুন নীতিটি অন্তর্ভুক্ত করা আছে ১২০ এবং ১৩৩ নং ধারায়।

ধারা ১২০

এক। **দেওয়ানি কার্যবাহ**

(এক) মোকদ্দমার পক্ষগণ যোগ্য সাক্ষী।

(দুই) মোকদ্দমার যে-কোনও পক্ষের স্বামী এবং স্ত্রী যোগ্য সাক্ষী।

দুই। **ফৌজদারি কার্যবাহ**

১। অভিযুক্তের স্বামী অথবা স্ত্রী স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে যোগ্য সাক্ষী হবে।

ধারা ১৩৩

এক। এই ধারায় দুষ্কৃতি-সঙ্গীর যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা আছে। দুষ্কৃতি সঙ্গীর সাক্ষ্যকে তিনটি কারণে বিশ্বাসযোগ্য মনে করা হয় না ঃ

(এক) কারণ দুষ্কৃতি সঙ্গী নিজ অপরাধ অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য শপথ নিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারে।

(দুই) কারণ দুষ্কৃতি-সঙ্গী অপরাধের এক অংশগ্রহণকারী হিসাবে এবং নীতিহীন ব্যক্তি হওয়ায় সে শপথের তাৎপর্য উল্লঙ্ঘন করতে পারে।

(তিন) কারণ তার বিরুদ্ধে মামলা চালানো হবে না এই প্রতিশ্রুতি অথবা আশার ভিত্তিতে সে তার সাক্ষ্য দেয়, যদি সে তার অপরাধ সঙ্গীদের বিরুদ্ধে সে যা জানে সব বলে দেয়।

২। কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরেই তার সাক্ষ্য স্বীকার করে নিতে হবে। তার কারণ প্রধান অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ানোর বিষয়টি ওইরূপ সাক্ষ্যের আশ্রয় না নিলে প্রায়ই অসম্ভব হয়ে উঠত।

দুষ্কৃতি-সঙ্গী ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্যের মূল্যের মধ্যে পার্থক্য

১। দুষ্কৃতি-সঙ্গী ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তিরা শুধু যোগ্যই নয়, সেইসঙ্গে বিশ্বাসনীয়ও। অন্য দিকে দুষ্কৃতি-সঙ্গী কেবল যোগ্য, বিশ্বাসনীয় নয়।

২। সাক্ষীরা বিচারকের চোখে অবিশ্বাসনীয় হতে পারে। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে তারা অবিশ্বাস্য নয়। দুষ্কৃতি-সঙ্গীর ওপর আইন এমনিতেই এক সংবিধিবদ্ধ অবিশ্বাসনীয়তা আরোপিত থাকে।

৩। এই সংবিধিবদ্ধ অবিশ্বাসনীয়তা উদ্ভব হয় সাক্ষ্য আইনের ১১৪ নং ধারার (খ) সংখ্যক উদাহরণ থেকে। আইন পূর্বানুসারের অনুমতি দিয়েছে এবং সেটা খণ্ডনীয় হলেও অগ্রাহ্য না করাটা আইনের ত্রুটি হতে পারে।

৪। এই সংবিধিবদ্ধ অবিশ্বাসনীয়তা আরোপ করার জন্য, এটা নির্ধারণ করা প্রয়োজন সাক্ষী দুষ্কৃতি-সঙ্গী ছিল কি না। শব্দটি পরিভাষিত হয় নি।

(এক) দুষ্কৃতি-সঙ্গী তাকেই বলা হয় যে ব্যক্তি কোনও অপরাধ সম্পাদনে অন্যজন বা অন্যান্যদের সঙ্গে জড়িত ছিল। সে একজন অংশগ্রহণকারী। কিন্তু যে-কোনও অপরাধে অংশগ্রহণ করলে প্রত্যেকেই দুষ্কৃতি-সঙ্গী হয়ে উঠবে না। অনেকটা নির্ভর

করে অপরাধের ধরণের এবং তাতে সাক্ষীর দুষ্কৃতি সঙ্গীত্বের পরিমাণ কতটা তার ওপর।

৫, ডব্লিউ. আর. ক্রি. ৫৯

(দুই) দুষ্কৃতি-সঙ্গী বলতে বুঝায় এমন এক ব্যক্তি যে কোনও অপরাধের সহযোগী দোষী অথবা যে দুষ্কর্মের সঙ্গে এমন সম্পর্কে জড়িত যে তাকে ন্যায়সঙ্গতভাবে অভিযুক্ত করা হবে সেই অভিযুক্তের সঙ্গে যার বিচার চলছে।

২৭ মাদ্রাজ ২৭১

১২০ এবং ১৩৩ নং ধারার প্রভাব

১। এই ধারাগুলিতে বিবৃত হয়েছে কোন কোন ব্যক্তিরা সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে যোগ্য। প্রশ্নটি এই যে তা হলে কি বাকি সব ব্যক্তি যোগ্য নয়? এটা ধরে নেওয়া ঠিক নয় যে, এই ধারাগুলি বুঝাতে চেয়েছে যে, এইসব ব্যক্তিরাই কেবল যোগ্য, বাকিরা নয়। এই ধারাগুলির প্রভাব এই যে, ১২০ এবং ১৩৩ নং ধারায় উল্লেখিত ব্যক্তিরা সমেত সকল ব্যক্তিই যোগ্য।

২। কেন সুনির্দিষ্টভাবে এই শ্রেণীগুলি নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল তার কারণ এই যে, পূর্বেকার আইন অনুসারে তারা যোগ্য ছিল না। তাদের বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা (ban) আছে তা তুলে নেওয়া জরুরি ছিল এবং সেই কারণেই তাদের সম্বন্ধে নির্দিষ্ট বিধানগুলি করা হয়েছে। অন্যান্য শ্রেণীর ব্যক্তিরা আগেই যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল এবং তাই তাদের সম্বন্ধে আবার কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না।

৩। ১২০ এবং ১৩৩ নং ধারার প্রভাব এই, যে কেবলমাত্র

(১) মোকদ্দমার পক্ষগণ।

(২) স্বামী এবং স্ত্রীরা।

(৩) দুষ্কৃতি-সঙ্গীরাই।

যে যোগ্য সাক্ষী তা নয় সেইসঙ্গে

১। নির্ণায়ক এবং নির্ধারক বা ফৌ. কা. সং-র ২৯৪ নং ধারা।

২। ইচ্ছাপত্রের নির্বাহক (Executor)

৩। কোনও পক্ষের তরফের অধিবক্তা (Advocate) এরাও সেই মামলার যোগ্য সাক্ষী, যে মামলায় তারা একটি পক্ষ, যদিও এই মোকদ্দমায় তাদের স্বার্থ আছে।

সাক্ষ্য সব সময়েই শপথপূর্বক দিতে হবে

১। শপথ ভারতীয় সাক্ষ্য আইনে এক অবশ্য পালনীয় শর্ত নয়। ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের কথা বাদ দিলেও, সাক্ষী প্রদত্ত সাক্ষ্য বৈধ হবে যদি সাক্ষী শপথ না নিয়েও সাক্ষ্য দিয়ে থাকে।

২। ১৮৭৩ সালের ভারতীয় শপথ আইন নং দশ অনুসারে শপথ অবশ্য পালনীয় শর্ত। শপথ আইনের ৫ নং ধারায় বলা আছে —

১। শপথ বা প্রতিজ্ঞা করতে হবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের দ্বারা —

(ক) সকল সাক্ষীবৃন্দ।

(খ) দোভাষীরা।

(গ) নির্ণায়ক সভ্য (Juror)।

৩। ৬ নং ধারায় অনুমতি দেওয়া হয়েছে যদি কোনও ব্যক্তি সত্যাপন করার শপথ নেওয়ায় আপত্তি জানায়।

৪। ধারা ১৪ — যে কোনও আদালতে সাক্ষ্য দিচ্ছে এমন প্রতিটি ব্যক্তি অথবা সত্যাপন করা বা শপথবাক্য পাঠ করানোর ব্যাপারে প্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি ঐরূপ বিষয়ে সত্য কথা বলতে বাধ্য থাকবে।

৫। বিবেচনার জন্য তিনটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়।

(১) কোনও সাক্ষীকে সত্যাপন বা শপথবাক্য পাঠ করাতে কোনও আদালত অস্বীকার করতে পারে কি না?

(২) কোনও পক্ষ সত্যাপন করতে বা শপথ বাক্য পাঠ করতে অস্বীকার করতে পারে কি না?

(৩) সত্যাপন করতে বা শপথবাক্য পাঠ করতে কোনও সাক্ষীর অস্বীকৃতি এবং শপথবাক্য পাঠ করতে আদালতের ব্যর্থতার প্রভাব কী।

১ নং প্রশ্নের উত্তর। শপথ বাক্য পাঠ করানো আদালতের সংবিধিবদ্ধ কর্তব্য।

একটি মাত্র বিধিনিষেধ (Qualification) আছে, যথা, আদালত যোগ্য ব্যক্তিকে

শপথবাক্য পাঠ করাতে বাধ্য, এবং যে অযোগ্য, যথা শিশু, তাকে করাতে বাধ্য নয়। **৬, পাটনা, এল. জে. ১৪৭**

২ নং **প্রশ্নের উত্তর**। উত্তরটি ১২ নং ধারায় দেওয়া আছে। কোনও পক্ষকে শপথ গ্রহণ করতে বাধ্য করা যায় না। কিন্তু সে যদি কোনও কারণ দর্শিয়ে থাকে তবে তার অস্বীকার করা এবং কারণগুলি নথিভুক্ত করতে হবে আদালতকে।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

খন্ড-১। সত্যাপন করা অথবা শপথ গ্রহণ করতে কোনও পক্ষের অস্বীকৃতির প্রভাব।	১। .... ২। ওইরূপ অস্বীকৃতি কেবল সাক্ষ্যের মূল্যকে প্রভাবিত করে।
খন্ড-২। শপথ দেওয়াতে আদালতের ব্যর্থতার প্রভাব।	১। সাক্ষ্য গ্রহণীয় হয়েই থাকবে। ২। সত্যকথনের দায়িত্ব থেকে যায়।

৬। ভারতীয় শপথ আইনের বিধানগুলি তত কঠোর নয় যতটা কি ইংল্যান্ডের।

(১) সত্য কথা বলার দায়িত্বের জন্য শপথ এক প্রয়োজনীয় পূর্ব শর্ত নয়। তবে এর নৈতিক উদ্দেশ্য (Sanction) সম্বন্ধে কেবল সাক্ষীকে মনে করিয়ে দেওয়াটা জরুরি।

(২) মনে করিয়ে দেওয়ার ব্যর্থতা বা শপথ গ্রহণ করার ব্যর্থতা সম্বন্ধে ভারতীয় আইন ক্ষমা প্রদর্শন করে।

চার। **পরীক্ষণের (Examination) পদ্ধতি**

১। দুটি সম্ভাব্য পদ্ধতিতে সাক্ষী সাক্ষ্যদান করতে পারে।

(এক) তথ্যগুলি বর্ণনা করে।

(দুই) তাকে করা প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে।

২। সাক্ষ্য আইনে বলা আছে সাক্ষীর পরিসাক্ষ্য নেওয়া হবে পরীক্ষণের আকারে, বর্ণনার দ্বারা নয়। কেন সাক্ষ্য দেওয়ার প্রণালী হিসাবে আইন পরীক্ষণকে বেশি পছন্দ করে তার কারণগুলির অনুসন্ধান করতে হবে প্রাসঙ্গিকতার নিয়মাবলীতে। এক ব্যক্তিকে সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে যেগুলি

প্রাসঙ্গিক। বিচার্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি তাকে দেওয়া হয় না। বিচার্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলি অপরিহার্যভাবে বিচার্য বিষয়ের ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক নয় এবং সাক্ষ্য আইনের অধীনে কোনও বিশেষ তথ্য প্রাসঙ্গিক অথবা অপ্রাসঙ্গিক তা স্থির করা বিচারকের কর্তব্য এবং অপ্রাসঙ্গিকগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে বাদ দেওয়া উচিত।

যদি কোনও সাক্ষীকে তার পরিসাক্ষ্য বর্ণনার আকারে দিতে অনুমতি দেওয়া হয় তবে দুটি ঘটনা ঘটবে—

(এক) খুব সম্ভবত সাক্ষী বলবে সকল তথ্য যা প্রাসঙ্গিক এবং সেইসঙ্গে সম্পর্কিতও, এবং এইভাবে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করবে।

(দুই) অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বাদ দিতে বিচারক যে ব্যবস্থা নিতে সক্ষম তা হবে কাজ শেষ হলে (Ex-postfucto)।

অন্যদিকে যদি সাক্ষীকে তার পরিসাক্ষ্য প্রশ্ন এবং উত্তরের আকারের দিতে হয়, তবে দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হবে —

(এক) তার পরিসাক্ষ্যকে কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা যাবে এবং অযথা অন্য পথে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না, এবং

(দুই) আদালত সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিতে পারেন এবং অপ্রাসঙ্গিক পরিসাক্ষ্যের প্রর্বতনকে বাতিল করতে পারেন।

৩।

৪। সাক্ষীদের পরীক্ষণ ব্যাপরে দুটি প্রশ্ন আছে যেগুলি সুস্পষ্ট এবং বিভিন্ন বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যে ক্রম (Order) অনুসারে পক্ষগণ তাদের সাক্ষীদের পরীক্ষণের জন্য উপস্থাপিত করবে এবং পরীক্ষণের অনুক্রম (Course) প্রতিটি সাক্ষী যা মেনে চলবে যখন তাকে আদালতে পেশ করা হবে — এই দুটিই হল পৃথক প্রশ্ন।

ধারা ১৩৫, ১৩৮

যে ক্রম অনুসারে পক্ষগণ তাদের সাক্ষীদের উপস্থাপিত করবে তা নিয়ন্ত্রিত হবে দেওয়ানি এবং ফৌজদারি কার্যধারা সংহিতার দ্বারা। এবং পরীক্ষণের যে অনুক্রম সাক্ষীরা পেশ হওয়ার পর মেনে চলতে বাধ্য হবে তা বলা আছে সাক্ষ্য আইনে।

সাক্ষীদের উপস্থিত করানোর ক্রম

১। দেওয়ানি মামলায়	ফৌজদারি মামলায় ,	
আদেশ অষ্টাদশ	সমন মামলা	২২৪ ফৌ. কা. সং.
নিয়ম ১	পরোয়ানা মামলা	২৫২
		২৫৪
		২৫৭
	বিলম্ব-বর্জিত মামলা	২৬২

নিয়মটি এই ধরনের

১। প্রথম যে প্রশ্নটি স্থির করতে হবে সেটি হল শুরু করার অধিকার কার আছে।

২। শুরু করার অধিকার নির্ভর করে কার ওপর প্রমাণের ভার আছে।

পরীক্ষণের অনুক্রম

১। সাক্ষ্য আইন কর্তৃক নির্দেশিত সাক্ষী পরীক্ষণের অনুক্রম তিনটি অংশে বিভক্ত —

ধারা ১৩৮

(এক) মুখ্য পরীক্ষা (Examination in chief)।

(দুই) জেরা (Cross examination)।

(তিন) পুনঃ পরীক্ষণ।

২। মুখ্য পরীক্ষা হল পক্ষ কর্তৃক আহূত সাক্ষীর পরীক্ষণ।

ধারা ১৩৭

জেরা হল বিপক্ষ কর্তৃক সাক্ষীর পরীক্ষণ। জেরার পরবর্তীকালে সাক্ষীর যে পরীক্ষণ, যে পক্ষ তাকে তলব করেছিল, সেই পক্ষ কর্তৃক কৃত হয়, তবে তাকেই বলা হয় পুনঃপরীক্ষা।

যে প্রশ্নগুলি সম্পর্কে বিবেচনা করতে হবে

৩। মুখ্য পরীক্ষা পছন্দের বিষয়। কেউ কোনও পক্ষকে সাক্ষী তলব করতে বাধ্য করতে পারে না। কিন্তু সাক্ষীদের যদি তলব করা হয় এবং মুখ্য পরীক্ষা হয়,

তবে যে প্রশ্নের উদ্ভব হয় তা এই — জেরা এবং পুনঃপরীক্ষা অধিকারের বিষয়, না বিশেষ **অধিকারের** বিষয় যা আদালতের স্ববিবেচনা অনুসারে অনুমোদন করা যেতে পারে বা প্রত্যাহার করে নেওয়া যেতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, জেরা এবং পুনঃপরীক্ষা অধিকারের বিষয়, বিশেষ অধিকারের বিষয় নয়। যে সাক্ষীকে এক পক্ষ মুখ্য পরীক্ষা করেছে তাকে জেরা করতে বা পুনঃপরীক্ষা করতে অন্য পক্ষকে বাধা দিতে পারেন না আদালত। তাহলে কার্যবাহে কোনও পক্ষ নয় **আদালত তলব** করেছে যে সাক্ষীকে তার ব্যাপারে কী হবে? ওইরূপ সাক্ষীকে জেরা করার অধিকার আছে কি? এর কোনও বিধান দেওয়া নেই সাক্ষ্য আইনে। যদিও এই অভিমত পোষণ করা হয়েছে যে, আদালত কর্তৃক তলবিকৃত এবং পরীক্ষিত সাক্ষীকে কোনও পক্ষেরই অধিকার নেই জেরা করার বিচারকের অনুমতি ছাড়া।

(১৮৯৪) ২ কিউ. বি. ৩১৬
৩ বি. এল. আর. ১৪৫
১১ ডব্লিউ. আর. ১১০
২৪ কলি. ২৮৮
৫ কলি. ৬১৪
১৬ ডব্লিউ. আর. ২৫৭

৪। জেরা করার অধিকার কখন প্রয়োগ করা যেতে পারে?

এ ব্যাপারে, দেওয়ানি মামলা এবং ফৌজদারি মামলার মধ্যে পার্থক্য আছে।

(এক) দেওয়ানি মামলায় এই অধিকার সঙ্গে-সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে। ভবিষ্যতের কোনও তারিখের জন্য মুলতুবী রাখা যাবে না।

(দুই) ফৌজদারি মামলায়, শাসকের সপক্ষে সমান মামলায় এবং দায়রা মামলায় এই অধিকার সঙ্গে-সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু পরোয়ানা মামলায় বাদিপক্ষের সাক্ষীকে জেরা করার বিষয়টি পরবর্তী শুনানির তরিখ পর্যন্ত মুলতুবি করাবার অধিকার অভিযুক্তের আছে।

যে ব্যক্তিকে উভয়পক্ষই সাক্ষী হিসাবে তলব করেছে সেই ক্ষেত্রে— ক এবং খ-এর মধ্যে মামলায় ক এবং খ উভয় পক্ষই গ-কে আদালতে উপস্থিত হতে বলেছে। প্রথমে ক নিজের তরফ থেকে তাকে সাক্ষী হিসাবে তলব করে। খ কর্তৃক গ-কে জেরা করা এবং ক কর্তৃক পুনপরীক্ষা করার পর গ-কে খ-এর তরফ

থেকে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়।

খ কি গ-কে জেরা করতে পারে?

সাক্ষ্য বিধিতে এই প্রশ্নের উত্তরে কোনও সুনির্দিষ্ট বিধান নেই। এটা বিচারিক অভিমতের প্রশ্ন। এই প্রশ্নে নানাবিধ মত আছে।

(১) একটা মত হল এই যে, যখন কোনও ব্যক্তি কোনও সাক্ষীকে একবার জেরা করার অধিকার পায়, তাহলে উক্ত সাক্ষীর বিরুদ্ধে মামলার পরবর্তী যে কোনও অধ্যায়ে তার সেই অধিকার অব্যাহত থাকে, তা সেই সাক্ষী যে-কোনও ভূমিকাতেই পুনরায় উপস্থিত হোক না কেন, যাতে করে এমন কি যদি সে নিজের সাক্ষী হিসাবেও আসে তবে তাকে জেরা করা যাবে। এই মতটি সেই তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, প্রতিটি সাক্ষী যে পক্ষ তাকে তলব করেছে তার প্রতি অনুকূল মনোভাবাপন্ন হয়ে থাকবে।

(২) অপর মতটি হল এই যে, প্রতিটি পক্ষের তার প্রতিপক্ষের মামলার বিষয়ে ওইরূপ সাক্ষীকে পালাক্রমে জেরা করার অধিকার থাকবে, কিন্তু তাদের নিজেদের মামলার ব্যাপারে মুখ্য পরীক্ষার সময় উভয় পক্ষকেই উত্তরাকর্ষী প্রশ্ন (Leading Question) করতে নিবৃত্ত করা হবে। তার ফলে, বাদি তার নিজের যে-কোনও সাক্ষীকে জেরা করতে পারে, প্রতিবাদি তরফ থেকে তলব করা সাক্ষী পরবর্তীকালে যা বলবে তা শোনার পর।

অভিমতগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভালটি হল এই যে, জেরা করার অধিকারের উদবর্তন (Survive) হয় না এবং দ্বিতীয়বার পরীক্ষার সময় তাকে মুখ্য প্রশ্ন করা যাবে না। যদি প্রতিপক্ষ আবার সেই একই সাক্ষীকে তলব করে, যাকে অপর পক্ষ পরীক্ষা করেছে এবং সে তাকে জেরা করেছে, তবে সে তাকে খোলাখুলিভাবে মুখ্য প্রশ্ন করতে পারে।

এই নিয়মটি সাক্ষ্য আইনে গৃহীত হয়েছে বলে মনে হয়।

৫। পরীক্ষণের নির্দেশিত অনুক্রমটি কি প্রতিটি সাক্ষীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

১। তিন প্রকারের সাক্ষী আছে যাদের আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য তলব করা যায়—

(এক) যাদের তলব করা হয় প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য।

(দুই) যাদের তলব করা হয় চরিত্র সম্বন্ধে বলার জন্য।

(তিন) যাদের তলব করা হয় দস্তাবেজ পেশ করার জন্য।

২। যেসব সাক্ষীদের প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে অথবা চরিত্র সম্পর্কে বলার জন্য তলব করা হয় তাদের পরীক্ষণের অনুক্রম, জেরা, পুনঃপরীক্ষা সম্পর্কিত পূর্ণ নির্দেশগুলি মেনে চলতে হয়। কিন্তু যেসব সাক্ষী দস্তাবেজ পেশ করার জন্য তলব করা হয় তাদের অবস্থান ভিন্নতর। সে সাক্ষী নয়, অতএব তাকে জেরা করা যাবে না।

৬। একজন সহঅভিযুক্ত অপর সহঅভিযুক্তের তলব করা সাক্ষীকে কি জেরা করতে পারে? একজন সহপ্রতিবাদি অপর সহপ্রতিবাদিকে অথবা সহপ্রতিবাদির তলব করা সাক্ষীকে জেরা করতে পারে?

(১) সহঅভিযুক্ত এবং সহপ্রতিবাদি কর্তৃক জেরা করার বিষয়টি সম্পর্কে এই ধারা কোনও বিশেষ বিধানে ব্যবস্থা করেনি।

(২) সাক্ষ্য আইন বিপক্ষ কর্তৃক তলব করা সাক্ষীদের জেরা করার অধিকার দিয়েছে, আর কাউকে দেয়নি। ফলস্বরূপ, এটাই অনুসৃত হয় যে, একজন সহ-অভিযুক্ত একমাত্র তখনই অন্য সহঅভিযুক্ত কর্তৃক তলব করা সাক্ষীকে জেরা করতে পারে যখন দ্বিতীয়জনের ব্যাপারটি প্রথমজনের ব্যাপারের বিরোধী।

২১ কলি. ৪০১

(৩) এ-ব্যাপারে ইংলন্ডে বিধির নিয়মটি ভিন্নতর। ইংল্যান্ডের বিধি অনুসারে প্রতিবাদির (এবং প্রবলতর যুক্তি সহকারে [a fortiori]) এক অভিযুক্ত একজন সহপ্রতিবাদি অথবা সহঅভিযুক্তকে, ইংলন্ডের ব্যাপারগুলি অনুসারে, জেরা করার অধিকার নিঃশর্ত এবং এই তথ্যের ওপর নির্ভরশীল নয় যে, অভিযুক্ত বা সহ-অভিযুক্তের ব্যাপারগুলি বিপরীত অথবা প্রতিবাদি এবং সহপ্রতিবাদির মধ্যে একটি বিচার্য বিষয় আছে। এবং একজন সহপ্রতিবাদি জেরা করতে পারে সহপ্রতিবাদির সাক্ষীকে এবং সহপ্রতিবাদিটিকে যদি সে সাক্ষ্য দেয়।

এই ইংলন্ডের নিয়মের হেতুগুলি—

(এক) নিষ্পত্তি হয়ে গেছে যে, এক পক্ষের সাক্ষ্য অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হতে পারে না, যদি না শেষোক্তজন জেরা দ্বারা তা যাচাই করার সুযোগ পেয়ে থাকে। অ্যালেন বনাম অ্যালেন, এল. আর.

পি. ডি. (১৮৯৪) ২৪৮/২৫৪

(দুই) এরও নিষ্পত্তি হয়েছে যে, মুখ্য পরীক্ষাতেই হোক বা জেরাতেই হোক, গৃহীত সকল সাক্ষ্য সকল পক্ষের কাছে সমানভাবে প্রাকাশ্য। **লর্ড বনাম কোলোইন,**

৩ ড্রিখারি, ২২২

(তিন) এ থেকে অনুসৃত হয় যে, যদি সকল সাক্ষ্যই সর্বজনীন হয়, এবং যে সাক্ষ্য প্রদত্ত হয়েছে কোনও পক্ষ কর্তৃক তা অপর পক্ষের অনুকূলে বা বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু জেরা করার অধিকার শেষোক্ত জনের থাকা আবশ্যক।

৭। বিধি কর্তৃক নির্দেশিত সাক্ষীর পরীক্ষণের অনুক্রমে ব্যত্যয় (Default) হলে তার কী প্রভাব?

(১) এই প্রশ্নটির উদ্ভব একমাত্র তখনই হতে পারে যখন জেরা অথবা পুনঃ-পরীক্ষায় কোনও ব্যত্যয় ঘটে। যতক্ষণ পর্যন্ত না মুখ্য পরীক্ষা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত শব্দটির আইনি পরিভাষার ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও সাক্ষ্যদানই হয়নি।

যখন কোনও সাক্ষী তার মুখ্য পরীক্ষার দ্বারা সাক্ষ্য দিচ্ছে একমাত্র তখনই এই প্রশ্নের উদ্ভব হতে পারে। বিবেচ্য প্রশ্নটি একজন সাক্ষীর পরিসাক্ষ্য সম্পর্কে জেরা অথবা পুনঃপরীক্ষার ব্যত্যয়ের পর্যায়ে নামিয়ে আনে এর প্রভাব।

(২) এই ধরনের ব্যত্যয় তখনই ঘটে যখন সাক্ষী মারা যায় অথবা অসুস্থ হয়ে পড়ে, বা তার মুখ্য পরীক্ষার পর অথবা জেরার আগে পাগল বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায় বা নিখোঁজ হয়ে যায়।

(৩) ফল কী হবে এ-ব্যাপারে সাক্ষ্য আইন সুস্পষ্ট ভাষায় বিশদভাবে কিছু বলেনি সাক্ষ্য আইন। কোনও সাক্ষীকে জেরা অথবা পুনঃপরীক্ষা না হয়ে থাকলে, মুখ্য পরীক্ষায় তার প্রদত্ত পরিসাক্ষ্য আইনি পরিভাষায় সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা হবে না এবং তা বাতিল করতে হবে কি না বা আদালতের বিবেচনা বহির্ভূত হয়ে থাকবে কি না, অথবা তা কেবল তার প্রামাণিক মূল্যকে প্রভাবিত করবে কি না তা সাক্ষ্য আইনে বলা নেই, বিচারিক ব্যাখ্যার দ্বারাই প্রশ্নটি মীমাংসিত হবে।

বিচারিক ব্যাখ্যা অনুসারে দুটি প্রস্তাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(১) ওইরূপ ব্যত্যয় সাক্ষ্যকে অগ্রহণীয় করে না। কেবল তার বিশ্বাসনীয়তাকে প্রভাবিত করে।

(২) সাক্ষ্যটি বিশ্বাসনীয় অথবা অবিশ্বাসনীয় হবে কি না তা অবশ্যই নির্ভর করবে জেরার ক্ষেত্রে ব্যত্যয়ের কারণগুলির ওপর।

জেরাতে ব্যত্যয় ঘটতে পারে দুই ভাবে—

(এক) যেখানে এক পক্ষ জেরা করতে পারত, কিন্তু করেনি।

(দুই) যেখানে এক পক্ষ জেরা করতে পারত, কিন্তু করতে পারেনি।

বিশ্বাসনীয়তার প্রশ্নটির উদ্ভব হয় একমাত্র দ্বিতীয় ক্ষেত্রে। প্রথমের ক্ষেত্রে তার উদ্ভব হতে পারে না। বিধি সুযোগ দেওয়ার চেয়ে বেশি আর কিছু করতে পারে না। যদি সুযোগের ব্যবহার করা না হয়, বিধি ধরে নেবে যে কোনও ক্ষতি হয়নি।

পরীক্ষণের রীতি সিদ্ধ অনুক্রম

১। সাক্ষীর পরীক্ষণের অনুক্রম রীতিসিদ্ধ অবশ্যই হতে হবে।

২। পরীক্ষণের অনুক্রমকে রীতিসিদ্ধ হতে হলে তাকে অবশ্যই সাক্ষ্য আইনে বর্ণিত নিয়মাবলী অনুসারে হতে হবে কি?

৩। রীতিসিদ্ধ পরীক্ষণের অনুক্রমের নিয়মাবলীর সঙ্গে সম্পর্ক আছে—

(এক) পরীক্ষণের উদ্দেশ্য।

(দুই) পরীক্ষণের প্রণালী।

(তিন) পরীক্ষণের সীমা।

সাক্ষীকে পরীক্ষার উদ্দেশ্য

এই শীর্ষকের অধীনে আমরা কেবল সেইসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করব যার ওপর ভিত্তি করে এক পক্ষকে অনুমতি দেওয়া হয় সাক্ষীকে প্রশ্ন করার।

১। সাক্ষীকে পরীক্ষা করার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যগুলি প্রধানত দুটি —

(এক) সে যা জানে তা উন্মোচিত (Elicit) করা।

(দুই) সে যা বলছে তার সত্যতা যাচাই করা।

২। সাক্ষীর বক্তব্যের সত্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে সফল হওয়া যায় একমাত্র তখনই যদি সাক্ষীর পরীক্ষাটিকে সেইসব প্রশ্নগুলি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা যার সঙ্গে সেগুলির সম্পর্ক আছে —

(এক) সাক্ষীর সম্পোষণ এবং খন্ডনের।

(দুই) সাক্ষীর বিশ্বাসনীয়তা বা চরিত্র সম্বন্ধে সমর্থন বা অধিক্ষেপনের।

৩। পরীক্ষণের উদ্দেশ্য এর অধীনে আমরা সংশ্লিষ্ট হব সেইসব নিয়মের সঙ্গে যেগুলি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পর্কিত—

(এক) সাক্ষীকে পরীক্ষা করার সময় যেসব বিষয় উন্মোচিত করা গেছে অথবা যায়নি সেই সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

(দুই) সাক্ষীর বিশ্বাসনীয়তা অথবা অবিশ্বাসনীয়তা যাচাই করার নিয়মাবলী।

(তিন) সাক্ষী কর্তৃক প্রদত্ত বিষয়গুলির সম্বোষণ এবং খন্ডন সংক্রান্ত নিয়মাবলী।

১। পরীক্ষণ অনুক্রমে উন্মোচিত করা যেতে পারে অথবা করা যেতে পারে না এমন সব বিষয়।

১। এই প্রশ্নটি বিবেচিত হয়েছে ১৩৮ এবং ১৪৬ নং ধারায়। এই ধারাগুলির কার্যকারিতা এই যে, পরীক্ষণ অনুক্রমের সময় একজন সাক্ষীর কাছ থেকে দুই প্রকারের বিষয় উন্মোচিত করা যেতে পারে।

(এক) সেইসব বিষয় যা বিচার্য বিষয়ের পক্ষে প্রাসঙ্গিক এবং

(দুই) সেইসব বিষয় যা সাক্ষীর বিশ্বাসনীয়তার সঙ্গে সম্পর্কিত।

কেবলমাত্র এই দুটি বিষয়েই সাক্ষীকে পরীক্ষা করা যেতে পারে।

২। কিন্তু একই সঙ্গে এই দুটি বিষয় সম্পর্কে সাক্ষীকে পরীক্ষা করার অধিকার কিন্তু প্রতিটি পক্ষের নেই।

(১) প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি সম্পর্কে উভয় পক্ষই সাক্ষীকে পরীক্ষা করার অধিকারী যে পক্ষ সাক্ষীকে তলব করেছে এবং তার প্রতিপক্ষ। প্রকৃতপক্ষে নিয়মটি এই নয় যে, কোনও পক্ষ সাক্ষীকে সকল প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা করার অধিকারী; নিয়মটি হল এই যে, সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য।

এই নিয়মটি শুধু মুখ্য পরীক্ষায় নয়, জেরার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একমাত্র পার্থক্য হল এই যে, জেরা কেবলমাত্র মুখ্য পরীক্ষায় উত্থাপিত বিষয়গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার প্রয়োজন নেই। মুখ্য পরীক্ষায় উত্থাপিত হয়নি এমন অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও তা সম্প্রসারিত হতে পারে। কিন্তু এই অন্যান্য বিষয়গুলিকেও অতি অবশ্য হতে প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলী। অপ্রাসঙ্গিক কোনও কিছুই মুখ্য পরীক্ষা বা জেরাতে উত্থাপণ করার অনুমতি দেওয়া হয় না।

অতএব প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির ব্যাপারে মুখ্য পরীক্ষা অথবা জেরার উদ্দেশের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

(এইখানে পাণ্ডুলিপির ২০৩ পৃষ্ঠা শেষ হয়েছে। ২০৪ নং পৃষ্ঠা পাওয়া যাচ্ছে না। নিম্নলিখিত মূল পাঠ [Text] শুরু হচ্ছে ২০৫ নং পৃষ্ঠা থেকে — সম্পাদক)

একজন মানুষের বিশ্বাসনীয়তাকে বিচলিত করার প্রয়োজনীয় প্রভাব আছে সত্য কথা বলার বিশেষ গুণটির অনুপস্থিতি সম্পর্কেও সহমত এবং তাই সাক্ষীর চরিত্র সম্পর্কিত এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কিত অনুরূপ প্রশ্নগুলি করার অনুমতি সব সময়ে দেওয়া হয় এবং জেরাতেও সেইসব প্রশ্ন করা যায়।

কিন্তু সাক্ষীর সত্যবাদিতা সম্পর্কে সাধারণ সৎ চরিত্রের অনুপস্থিতি বিষয়ে কোনও সাধারণ সহমত কিন্তু নেই।

এই ব্যাপারে দুটি মত আছে। একটি হল, সাধারণ অসৎ চরিত্র অপরিহার্যভাবে জড়িত করে সত্য কথা বলার ক্ষমতার বিনষ্টিকরণকে (Impairment) এবং তাই সাধারণ নৈতিক অধঃপতনকে প্রদর্শন করার অর্থ হল সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে অপরিহার্য অধঃপতনকে প্রদর্শিত করা। অন্য মতটি এই, একটি সাধারণ অসৎ প্রবৃত্তি অপরিহার্য ফল স্বরূপে অথবা সাধারণভাবে সত্যবাদিতার অভাবের সঙ্গে জড়িত নয় এবং তার ফলে সাধারণ অসৎ প্রবৃত্তির কোনও প্রমাণাত্মক মূল্য নেই সাক্ষীর বিশ্বাসনীয়তাকে বিচলিত করার উদ্দেশে।

ইংলন্ডের আইন অনুসারে চরিত্রে আঘাত হেনে বিশ্বাসনীয়তাকে বিচলিত করার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে সাধারণ চরিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং কেবলমাত্র সত্যবাদিতা যাচাইয়ের জন্য চরিত্র বিবেচ্য হয়।

জেরা ভিন্ন অন্যভাবে চরিত্রের অভিক্ষেপণ (Imptachment)

ধারা ১৫৫

কোনও সাক্ষীর চরিত্রের অভিক্ষেপণকে ১৫৫ নং ধারার বিধান সম্বন্ধের অধীনে নিরপেক্ষ সাক্ষ্য উপস্থাপনের দ্বারা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

২। **এটাও কিন্তু আবার বিপক্ষের অধিকার।** যাতে করে যে পক্ষ কোনও সাক্ষীকে তলব করেছে সে অন্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্যের দ্বারা তার চরিত্রে অভিক্ষেপণ করতে পারে না।

৩। **অভিক্ষেপণ নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে করা যায়—**

(১) এমন এক ব্যক্তির সাক্ষ্যের দ্বারা, যে তার ব্যক্তিগত জ্ঞানের ভিত্তিতে সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ করে যে সাক্ষী বিশ্বাসনীয়তার অযোগ্য।

(২) এমন প্রমাণের দ্বারা যে তাকে উৎকোচ দেওয়া হয়েছে অথবা উৎকোচের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে অথবা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য অন্য কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত প্ররোচনা পেয়েছে।

(৩) তার সাক্ষ্যের, খন্ডনযোগ্য, কোনও অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন এমন পূর্বতন কোনও বিবৃতির প্রমাণের দ্বারা।

(৪) ধর্ষণের ব্যাপারে প্রমাণ হিসাবে বলা যে অভিযোক্তী (Prosecutrix) সাধারণত ভ্রষ্ট চরিত্রের ছিল।

৩। সাক্ষীর সম্পোষণ এবং খন্ডন সংক্রান্ত নিয়মাবলী

১। **সম্পোষিত সাক্ষ্যের সংজ্ঞা** — সম্পোষিত সাক্ষ্যের সরলার্থ হল সেই সাক্ষ্য যা কোনও সাক্ষীর পরিসাক্ষ্যের সত্যতাকে পরিপোষিত করে। এটা এমন এক সাক্ষ্য যা সাক্ষীর নিঃসংশয়তাকে দ্বিগুণভাবে সন্দেহমুক্ত করে।

২। **সম্পোষিত সাক্ষ্যের প্রকার** — সাক্ষ্য আইন দুই প্রকারের সম্পোষিত সাক্ষ্যকে স্বীকার করে।

(এক) প্রাসঙ্গিক তথ্য বাদে অন্য তথ্যাদির সাক্ষ্য।

(দুই) অতিরিক্ত সাক্ষ্যের।

ধারা ১৫৬

প্রাসঙ্গিক তথ্য বাদে অন্য তথ্যাদির সম্পোষিত সাক্ষ্য

এর দুটি দাবি আছে যা পূরণ করতেই হবে।

(এক) যে সম্পোষিত পরিস্থিতি সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে তখন যে সময়ে বা তার নিকটবর্তী সময়ে যে প্রাসঙ্গিক তথ্য ঘটে ছিল তা সাক্ষীকে অবশ্যই লক্ষ্য করে থাকতে হবে।

(দুই) আদালতকে এই অভিমত অবশ্যই পোষণ করতে হবে যে, ওইরূপ পরিস্থিতিগুলি প্রমাণিত হলে, সাক্ষী যে প্রারম্ভিক তথ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে তার পরিসাক্ষ্য সম্পোষিত হবে।

উদাহরণ —

ক এবং খ একত্রে কোনও এক স্থানে ডাকাতি করে। খ অভিযুক্ত হয় এবং দুষ্কৃতী সঙ্গী ক তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। সাক্ষ্যদানকালে ক দস্যুতা করতে যাওয়ার পথে দস্যুতার সঙ্গে সম্পর্কহীন নানা ধরনের ঘটনার বর্ণনা করে।

অভিযোক্তা স্বতন্ত্র সাক্ষী তলব করে যাওয়ার পথের ঘটনাগুলি সম্পর্কে দুষ্কৃতি সঙ্গীর পরিসাক্ষ্যের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য।

প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি হল খ কি ডাকাতি করেছে। অভিযোক্তার পেশ করা সাক্ষ্য প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন। তৎসত্ত্বেও ওই সাক্ষ্য প্রদানের অনুমতি দেওয়া হবে সম্পোষিত সাক্ষ্য হিসাবে যদি আদালতের এই অভিমত হয় যে তা ডাকাতি সম্বন্ধে দুষ্কৃতি সঙ্গীর পরিসাক্ষ্য সম্পোষিত করতে সাহায্য করবে।

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলীর অতিরিক্ত সাক্ষ্য রূপে * সম্পোষিত সাক্ষ্য।

ধারা ১৫৭

এটা করা যেতে পারে একই তথ্য সম্পর্কে সাক্ষীর কোনও পূর্বতন বিবৃতির সাক্ষ্য প্রদান করে। এটা সেই নীতির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, যে ব্যক্তি একই নীতিতে অবিচলিত, তাকে বিশ্বাস করা উচিত। পূর্বতন কোনও ঘটনায় কোনও ব্যক্তি যদি একই নিশ্চিত উক্তি করে থাকে তবে শুধু সেই তথ্যটি সত্যতা সম্পর্কে সামান্য কিছু সংযুক্ত করতে পারে অথবা কিছুই করতে পারে না। একবার উচ্চারিত অসত্য উক্তিকে কোনও ব্যক্তি অবিচলভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে, যদি তার কোনও উদ্দেশ্য থাকে যে যদি ওইরূপ অবিচল তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় তবে যে-কোনও ফন্দিবাজ (Designing) এবং দুষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সহমতের হবে তাদের কাছে ঘৃণ্য এমন কোনও নির্দোষ ব্যক্তির অপরাধ সিদ্ধি করিয়ে দিতে, প্রথমে অপরাধটি করে পরে নির্দোষ ব্যক্তিটিকে জড়িয়ে বিভিন্ন লোকের কাছে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিবৃতি দিয়ে।

আর বনাম মালপ্পা, ১১ বোম্বাই এইচ. সি. আর ১৯৬ (১৯৮)

২। পূর্বতন বিবৃতি হয়ে উঠতে পারে শপথপূর্বক বা অন্যভাবে কৃত কোনও বিবৃতি অথবা হয় সাধারণ কথোপকথনের সময় কিংবা এমন কোনও ব্যক্তির সমক্ষে যার প্রাধিকার আছে ঐরূপ বিবৃতিদানকারী ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার এবং তদন্ত করার

* শব্দটি সন্নিবেশিত হয়েছে — সম্পাদক।

তার সমক্ষে প্রদত্ত বিবৃতি। তদন্ত করার প্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির সমক্ষে কৃত বিবৃতি এবং ওইরূপ প্রাধিকারপ্রাপ্ত নয় এমন ব্যক্তির সমক্ষে কৃত পূর্বতন বিবৃতির মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। তথ্য সম্বন্ধে তদন্ত করার বৈধভাবে ক্ষমতাপন্ন নয় এমন কোনও ব্যক্তির সমক্ষে যদি ওইরূপ বিবৃতি প্রদত্ত হয়ে থাকে, তবে তা গ্রহণীয় হতে হলে, তা অবশ্যই প্রদত্ত হতে হবে যখন ওই তথ্যটি ঘটেছিল সেই সময়ে বা তার নিকটবর্তী সময়ে। তদন্ত করার প্রাধিকার আছে এমন কোনও ব্যক্তির সমক্ষে কৃত কোনও পূর্বতন বিবৃতি সম্বন্ধে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়।

২৫ মাদ্রাজ ২১০

উদাহরণ —

(এক) ধর্ষণের স্বল্পকাল পরেই যদি কোনও বালিকাটি অভিযোগ করে যে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে তবে সেই বিবৃতি গ্রহণীয়।

(দুই) মৃত্যুকালীন ঘোষণা, যদি সেই ব্যক্তি দৈবক্রমে বেঁচে যায়, তবে তা সম্পোপোষণকারী সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয় হবে।

(তিন) পুলিশকে প্রদত্ত প্রাথমিক এজাহার গ্রহণীয় হবে জ্ঞাপয়িতার (Informent) পরিসাক্ষ্যের সম্পোষক সাক্ষ্য হিসাবে।

(চার) পঞ্চনামা সম্পোষক হিসাবে গ্রহণীয়।

দুটি বিষয়ের ওপর সর্তকতার সঙ্গে জোর দিতে হবে

(১) ফৌজদারি কার্যধারা সংহিতার ১৬২ নং ধারার অধীনে তদন্ত চলাকালীন পুলিশের কাছে প্রদত্ত বিবৃতিগুলির ব্যবহার। এগুলিও পূর্বতন বিবৃতি তদন্ত করার প্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির সমক্ষে কৃত।

সেগুলি কি সম্পোষণের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে?

এক সময়ে এই অভিমত পোষণ করা হত যে সেগুলি ব্যবহৃত হতে পারে।

৩৬ কলিকাতা ২৮১
৩৮ মাদ্রাজ ৩৯৭
৩৯ বোম্বাই ৫৮

ফৌজদারি কার্যবিধি সংহিতার ১৬২ নং ধারার সংশোধন লিখিত অভিলেখ এবং পুলিশের কাছে কৃত মৌখিত বিবৃতি উভয়েই অন্তর্ভুক্ত করেনি। পূর্বতন বিবৃতি

হওয়া সত্ত্বেও সেগুলিকে সম্পোষণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

(২) সম্পোষিত সাক্ষ্য এবং প্রকৃত সাক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্যটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এরই ওপর নির্ভর করে সম্পোষিত সাক্ষ্যের ব্যবহার। সম্পোষিত সাক্ষ্য প্রকৃত সাক্ষ্য নয়।

উদাহরণ —

এক বন্দীর বিচারের সময় একই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে অন্য ব্যক্তিদের পূর্বতন বিচারের প্রদত্ত সাক্ষীদের জবানবন্দী তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। সাক্ষীদের সাধারণভাবে পরীক্ষা করার পরিবর্তে তাদের আবার শপথ বাক্য পাঠ করানো হয় এবং বলে, "এই আদালতে আমি আগে সাক্ষ্য দিয়েছিলাম এবং সেই সাক্ষ্য সত্য।"

এই অভিমত পোষণ করা হয় যে, এই সাক্ষ্য অগ্রহণীয়। এটা ছিল কেবল এক সম্পোষিত সাক্ষ্য এবং একমাত্র তখনই ব্যবহার করা যাবে যখন প্রকৃত সাক্ষ্য দেওয়া হবে। যদি প্রকৃত সাক্ষ্য দেওয়া না হয়, তবে সম্পোষিত সাক্ষ্য দেওয়া যেতে পারে না। **১২ ডব্লিউ. আর. ক্রি. ৩**

অনুরূপভাবে ঃ— যদি কোনও পঞ্চ অভিযুক্তকে সনাক্ত না করে, তবে সনাক্ত করণের পঞ্চনামা সম্পোষিত সাক্ষ্য হিসাবে অগ্রহণীয় হবে।

এই প্রসঙ্গে, কোনও ব্যক্তির সম্পোষক সাক্ষ্যদানের প্রশ্নটির উদ্ভব হয়, যাকে সাক্ষী মৃত হওয়ার কারণে অথবা যাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না অথবা যে সাক্ষ্য দেওয়ার পক্ষে অনুপযুক্ত হয়েছে।

অথবা কিছু পরিমাণ বিলম্ব অথবা অর্থ ব্যয় ছাড়া যাকে হাজির করা যাবে না যা ওই পরিস্থিতিতে আদালত অযৌক্তিক বলে মনে করে যে সাক্ষীকে প্রকৃত সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তলব করা যাবে না।

প্রকৃত সাক্ষ্য পেশ করা না হলেও সম্পোষক সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেয় ১৫৮ নং ধারা। এটি সাধারণ নিয়মের একটি ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমটি একমাত্র তখনই প্রযোজ্য হবে **যদি সাক্ষীকে জোগাড় করতে পারা না যায়।**

সংবিধিই এই ব্যতিক্রমটি সৃষ্টি করেছে। সংবিধি কর্তৃক সৃষ্ট অপর ব্যতিক্রমটি অন্তর্ভুক্ত আছে ফৌজদারি কার্যধারা সংহিতার ২৮৮ নং ধারায়। উক্ত ধারা বলে, সোপর্দকারী শাসকের সমক্ষে প্রদত্ত সাক্ষ্য সকল উদ্দেশে অর্থাৎ সেখানে প্রদত্ত

সকল তথ্য সম্পর্কিত প্রকৃত সাক্ষ্য দায়রা আদালতের সমক্ষেও সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা হবে।

৩/২ সাক্ষীকে খণ্ডন করা সম্পর্কিত নিয়মাবলী

১। এই বিষয়টি অপরিহার্যভাবে দুটি কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া জরুরি—

(এক) আদালত কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদের লক্ষ্য হল সত্যে উপনীত হওয়া এবং সে কারণে খণ্ডন করার অনুমতি দিতেই হবে।

(দুই) যদি খণ্ডন করার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে জিজ্ঞাসাবাদ কখনও শেষ হবে না; অতএব খণ্ডন করার প্রক্রিয়ার ব্যাপারে একটা সীমা থাকতেই হবে।

২। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাক্ষীকে খণ্ডন করা যেতে পারে?

সাক্ষীকে খণ্ডন করার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ১৫৩ নং ধারায়। খণ্ডন করার জন্য, এই ধারা সাক্ষীর উত্তরকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে (১) প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর এবং (২) সাক্ষীর সত্যবাদিতা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর।

৩। বিশ্বাসনীয়তা সম্পর্কিত প্রশ্নের সাক্ষী কর্তৃক প্রদত্ত উত্তর গুলি কি খণ্ডন করার যোগ্য?

১৫৩ নং ধারায় প্রদত্ত উত্তরটি এই অর্থে ইতিবাচক যে ওইসব উত্তর খণ্ডন করা যাবে না।

এই নিয়মের দুটি ব্যতিক্রম আছে—

(এক) যদি পূর্বতন অপরাধসিদ্ধিকে অস্বীকার করা হয়ে থাকে, তবে সাক্ষ্যের দ্বারা তা খণ্ডন করা যেতে পারে।

(দুই) যদি সাক্ষী আংশিকভাবে অস্বীকার করে, তবে তাকে খণ্ডন করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একথা স্মরণে রাখতে হবে যে ১৫৫ নং ধারার বিধান অনুসারে অপর সাক্ষীর আস্থাহীনতায় তার বিশ্বাসের জন্য জেরার মুখে যেসব কারণ দেখিয়ে সাক্ষী উত্তর দিয়েছে সেগুলি খণ্ডনযোগ্য নয়।

এইসব ক্ষেত্রে যেখানে বিশ্বাসনীয়তা সম্পর্কিত প্রশ্নের সাক্ষী কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরগুলি খণ্ডনযোগ্য নয়, সেখানে বিধি এই ব্যবস্থা করেছে যে, যদি তাদের উত্তর মিথ্যা হয় তবে পরে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা

যাবে।

৪। **প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কে প্রশ্নের সাক্ষী কর্তৃক প্রদত্ত উত্তর কি খণ্ডনযোগ্য?**

(১) ১৫৩ নং ধারা নেতিবাচক ধরনের এবং কেবল সেইসব ব্যাপারেরই কথা বলে যাতে খণ্ডন করার অনুমতি দেওয়া হয় না। এতে বলা নেই যে কোন কোন ব্যাপারে খণ্ডন করার অনুমতি দেওয়া হবে।

(২) নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলির উত্তরগুলি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে না এই ধারায়। নিহিতার্থে মনে হয় ঐরূপ উত্তরের খণ্ডন করাকে অনুমতি দেওয়া হয়।

(৩) ১৫৩ নং ধারার গ সংখ্যক উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে ওইরূপ উত্তরের খণ্ডন করার অনুমতি দেওয়াই ছিল আইন পরিষদের অভিপ্রেত।

৫। অতএব ১৫৩ নং ধারা এই নিয়মটিকে নির্দেশিত করছে যে, প্রাসঙ্গিক প্রশ্নাবলীর উত্তরের খণ্ডন করা যায়। কিন্তু বিশ্বানীয়তা সম্পর্কিত প্রশ্নগুলির উত্তরগুলিকে খণ্ডন করা যায় না।

প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী সম্পর্কে খণ্ডন

১। পরবর্তী প্রশ্নটি এই ঃ **যে পক্ষ সাক্ষীকে তলব করেছে তাকে কি ওইরূপ খণ্ডন করার অনুমতি দেওয়া যায় অথবা সেটা কি কেবল বিপক্ষকেই দেওয়া যায়?**

২। বিপক্ষ কর্তৃক তলব করা সাক্ষীর প্রদত্ত উত্তরগুলিকে অন্য পক্ষ খণ্ডন যে করতে পারে সে-ব্যাপারে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না এবং তা সব সময়ে অনুমোদন যোগ্য। প্রতিবাদির সাক্ষীরা তাকে খণ্ডন করতে পারে। কিন্তু তা অন্যান্য ক্ষেত্রে ততটা সুস্পষ্ট বলে প্রতীয়মান হয় না। সাক্ষীকে তলব করা হয় কোনও এক পক্ষের তরফ থেকে। কোনও প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের উত্তরে সে একটি বিশেষ উত্তর দিল যেটা যে পক্ষ তাকে তলব করেছে, তার মনে হয় মিথ্যা। তাহলে যে পক্ষ তাকে তলব করেছে সে কি অন্য কোনও সাক্ষীকে তলব করতে পারে তার সাক্ষ্যকে খণ্ডন করার জন্য?

৩। **উত্তরটি হল হ্যাঁ সে পারে।** নিজের সাক্ষীর সাধারণ চরিত্রকে আক্রমণ করে তার সুনাম হানি করা এবং কোনও বিশেষ ব্যাপারে তার পরিসাক্ষ্য যে ভুল তা দেখানোর মধ্যে বিধি কিছুটা পার্থক্য সৃষ্টি করে রেখেছে।

সাক্ষীকে পরীক্ষা করার প্রণালী

১। পরীক্ষা করার প্রণালী বলতে বুঝায় সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রণালী অর্থাৎ প্রশ্ন করার প্রণালী।

২। সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে এমন পক্ষের খেয়ালখুশির ওপর এই বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া যায় না, বরং তা বিধি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

৩। প্রশ্ন করার প্রণালীর দৃষ্টিকোণ থকে দেখলে প্রশ্নগুলি হয় উত্তরাকর্ষী প্রশ্ন অথবা উত্তরাকর্ষী প্রশ্ন নয়।

৪। সাধারণত সেই প্রশ্নকেই উত্তরাকর্ষী প্রশ্ন বলা হয়, যার উত্তর কেবল হ্যাঁ বা না দিয়ে উত্তর দেওয়া যায়। যদিও ওইরূপ সকল প্রশ্ন নিঃসন্দেহে এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবুও উত্তরাকর্ষী প্রশ্নের চরিত্র সেগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

সাক্ষ্য আইন উত্তরাকর্ষী প্রশ্নকে এইভাবে পরিভাষিত করেছে যে, ওই প্রশ্ন এক বিশেষ উত্তরকেই নির্দেশিত করে, যা প্রশ্নকর্তা সাক্ষীর কাছ থেকে পাওয়ার প্রত্যাশা করে।

উদাহরণ—

ছুরিকাহত করে কাউকে হত্যা করার অভিযোগের ব্যাপারে সাক্ষীকে যদি প্রশ্ন করা হয়, আপনি কি অভিযুক্তকে রক্তমাখা অবস্থায় এবং ছুরি হাতে মৃতদেহের কাছ থেকে চলে আসতে দেখেছিলেন? এটি একটি উত্তরাকর্ষী প্রশ্ন।

দুই ধরনের উত্তরাকর্ষী প্রশ্নের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই করা উচিত।

(এক) উত্তরাকর্ষী প্রশ্ন যা উত্তরের ইঙ্গিত দিয়ে দেয়।

(দুই) সেটাই উত্তরাকর্ষী প্রশ্ন যা সাক্ষীর মনোযোগ আকর্ষণ করে সেই বিষয় সম্পর্কে যে-ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ধরনের উত্তরাকর্ষী প্রশ্নের উদাহরণ হিসাবে নিম্নোক্ত ঘটনাটি নেওয়া যায়—

খ কর্তৃক ক-এর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হয়েছিল গ-এর সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে এই কথা বলার জন্য যে, খ দেউলিয়া অবস্থায় পতিত হয়েছে এবং দেউলিয়াদের মধ্যে লণ্ডন গেজেটে তার নামও প্রকাশিত হবে। সাক্ষীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—

গেজেট সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছিল কি?

প্রশ্ন অর্থে এটা একটি উত্তরাকর্ষী প্রশ্ন নয়, যা উত্তরের সংকেত দিচ্ছে। এটা একটা উত্তরাকর্ষী প্রশ্ন যা সাক্ষীর মনোযোগ আকর্ষণ করছে সেই বিষয় সম্বন্ধে, যে সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে।

মুখ্য পরীক্ষায় জিজ্ঞাসাবাদের প্রণালীর সঙ্গে তারতম্য আছে জেরায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষার।

জেরাতে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায় উত্তরাকর্ষী প্রশ্নের আকারে। কিন্তু মুখ্য পরীক্ষায় উত্তরাকর্ষী প্রশ্ন করা যায় না, যদি বিরোধীপক্ষ তাতে আপত্তি জানায়।

মুখ্য পরীক্ষায় সাক্ষীকে অবশ্যই কেবল ওইরূপ প্রশ্ন করা যায়। যেমন, "আপনি কী দেখেছিলেন?" "আপনি কী শুনেছিলেন" "তার পর কী ঘটেছিল?"

নিয়মের হেতুগুলি

(১) যে পক্ষ সাক্ষীকে তলব করেছে তার প্রতি সাক্ষীর কিছুটা পক্ষপাতিত্ব থাকে এবং বিরোধী পক্ষের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন থাকে। অতএব সে সেই পক্ষের উকিল কর্তৃক তাকে উত্তর সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত দেয় তাতে সে সম্ভবত সহমত হয়।

(২) যে পক্ষ সাক্ষীকে তলব করে সে তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রাধ্যান্য পায় সাক্ষী যা প্রমাণ করতে যাচ্ছে অথবা অন্তত যা প্রমাণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে তা আগে থাকতেই জেনে যাওয়ার জন্য; এবং তার ফলে তাকে যদি উত্তরাকর্ষী প্রশ্ন করাতে অনুমতি দেওয়া হয়, তবে সে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে এমন পদ্ধতিতে, যার ফলে সাক্ষীর কাছ থেকে তার জ্ঞানের কেবল মাত্র ততটাই আদায় করে নিতে পারবে যা তার পক্ষে অনুকূল হবে অথবা সব কিছুর ওপর একটা মিথ্যা চাকচিক্যও দিতে পারে।

নিয়মটির ব্যতিক্রম

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মুখ্য পরীক্ষায় উত্তরাকর্ষী প্রশ্ন অনুমোদনযোগ্য—

(এক) যেখানে বিষয়গুলি কেবল পরিচায়ক হয়, যেমন সাক্ষীর নাম, পেশা সম্বন্ধে।

(দুই) ব্যক্তি অথবা বস্তুর সনাক্তকরণ।

(তিন) সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে যা নিয়ে বিবাদ নেই।

(চার) যেখানে প্রশ্নটির বিশেষ চরিত্রটিই এমন যে উত্তরাকর্ষী আকারে না হলে

তা করাই যাবে না।

(পাঁচ) অপর পক্ষের সাক্ষী কর্তৃক ইতিমধ্যে প্রদত্ত সাক্ষ্যকে খণ্ডন করার জন্য।

দৃষ্টান্তস্বরূপ—বাদী যদি শপথ পূর্বক বলে থাকে যে, প্রতিবাদী বলেছিল, "মালগুলির সবকটিকেই নমুনার মতো হওয়ার প্রয়োজন নেই," তাহলে প্রতিবাদীকে এ প্রশ্ন করা যেতে পারে এবং করা উচিত, "আপনি কি বাদীকে বলেছিলেন যে মালগুলির সবকটিকেই নমুনার মতো হওয়ার দরকার নেই, অথবা ওই মর্মে অন্য কোনও কথা বলেছিলেন কি?"

(ছয়) যেখানে সাক্ষী বৈরী (hostile) হয়েছে। বৈরী সাক্ষী এবং প্রতিকূল সাক্ষীর মধ্যে পার্থক্য।

সাক্ষীর সব সময়ে বলা উচিত কী ঘটেছিল যা তার নিজস্ব ব্যক্তিগত স্মৃতিতে আছে। তাকে যা বলা হয়েছিল সেই হিসাবে বলা উচিত নয়।

ধরা যাক সাক্ষী তথ্যগুলিকে মনে করতে পারছে না এবং তার স্মৃতিশক্তি কাজ করছে না, তাহলে কী করতে হবে?

দুটি পথ খোলা আছে—

(১) উত্তরাকর্ষী প্রশ্ন করে সাক্ষীর স্মৃতিকে সাহায্য করা।

(২) যাতে সে তার স্মৃতিকে সতেজ করে নিতে পারে তার জন্য যে-কোনও লিখনকে (writing) দেখার অনুমতি দিতে হবে যা তথ্যটির নথি (record)।

স্মৃতি সতেজ করার জন্য ব্যবহৃত লিখনের উদাহরণ

(এক) রোজনামচায় প্রবিষ্টি (entry)।

ডাক বহিতে (Call Book) প্রবিষ্টি।

হিসাবের বহিতে প্রবিষ্টি।

রেলের সময়-সারণীতে (time table) প্রবিষ্টি।

সাক্ষী **তৎকর্তৃক প্রস্তুত** কোনও লিখন অথবা দস্তাবেজ দেখে নিজের স্মৃতি সতেজ করে নিতে পারে। কিন্তু সাক্ষী নিজের স্মৃতিও সতেজ করে নিতে পারে সেই দস্তাবেজ দেখে যা তার প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে অন্য ব্যক্তিদের দ্বারা প্রস্তুত।

একটি মাত্র শর্ত হল এই যে, দস্তাবেজটি অবশ্যই এমন এক সময়ে প্রস্তুত করা

হয়েছে যখন সংব্যবহারটি তার মনে সতেজ (fresh) অবস্থায় ছিল অথবা যখন সে তা পাঠ করেছিল, যদি তা অপর ব্যক্তির দ্বারা লিখিত হয়ে থাকে সেই সময়ে যখন সংব্যবহারটি তার স্মৃতিতে সতেজ অবস্থায় ছিল এবং সে তা নির্ভুল বলেই জানত।

যদি মূলটি উপস্থাপিত না করা যায় এবং উপস্থাপন করতে না পারার কারণগুলি সম্বন্ধে আদালত যদি সন্তুষ্ট হন তবে প্রতিলিপি ব্যবহার করা যেতে পারে।

কোনও লিখন বা দস্তাবেজ পরীক্ষা করে স্মৃতি সতেজ করলে তা দস্তাবেজি সাক্ষ্য হয়ে উঠবে না। প্রমুদ্রার (Stamp) অভাবে কোনও দস্তাবেজ যদি অগ্রহণীয় হয় তবুও তা স্মৃতি সতেজ করার জন্য গ্রহণীয় হবে।

স্মৃতি সতেজ করার জন্য কোনও লিখন দেখা এবং সম্পোষণের জন্য কোনও দস্তাবেজ ব্যবহার করার মধ্যে পার্থক্য আছে।

যে দস্তাবেজ সম্পোষণের জন্য ব্যবহৃত হতে না পারে তা কিন্তু স্মৃতি সতেজ করার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

উদাহরণ— পুলিসের রোজনামচার ব্যবহার

স্মৃতি সতেজ করার জন্য দস্তাবেজের ব্যবহার প্রসঙ্গে, এটা নিরূপণ করতেই হবে যে স্মারকলিপি স্মৃতির সহায়ক কি সহায়ক নয়।

অতএব বিধি দাবি করে যে, ওইরূপ লিখন বিপক্ষের কাছে পেশ করতে হবে এবং তাকে তা দেখাতে হবে; যদি সে তা চায় এবং বিপক্ষ যদি ইচ্ছা করে তবে তার ভিত্তিতে সাক্ষীকে জেরা করতে পারে।

৮ কলি ৭৩৯ (৭৪৫)

যে যুক্তির ভিত্তিতে বিরুদ্ধ পক্ষকে পরীক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হয় তার সংখ্যা তিন—

(এক) তথ্য সম্পর্কে সাক্ষীর স্মরণ করার শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করা;

(দুই) অনুপযুক্ত দস্তাবেজের ব্যবহারে বাধা দান করা এবং

(তিন) সাক্ষীর মৌখিক পাঠ সাক্ষ্যের সঙ্গে তার লিখিত শব্দের তুলনা করা।

বিরুদ্ধ পক্ষ কি সাক্ষীকে বাধ্য করতে পারে লিখন পড়ে তার স্মৃতিকে সতেজ করতে।

পুলিশ আধিকারিক যদি কোনও তথ্য ব্যক্ত করে তবে তা অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক হতে পারে। পুলিশ আধিকারিক তথ্য স্মরণ করতে পারে না এবং তার রোজনামচা পড়ে নিজের স্মৃতিকে সতেজ করবে না।

(৮ কলি ১৫৪), (৮ কলি ৭৩৯) বলেছে তাকে বাধ্য করা যাবে না।

এ. আই. আর (১৯২৪) পাটনা ৮২৯, বলছে যে তাকে বাধ্য করা যাবে না।

সাক্ষীর পরীক্ষণের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে

১। এই শীর্ষকের অধীনে বিচার্য বিষয়বস্তু সেই প্রশ্নগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত যা সাক্ষী উত্তর দিতে বাধ্য অথবা বাধ্য নয়।

২। সাধারণ নিয়মটি হল এই যে, সাক্ষীকে করা **সকল** প্রশ্নের উত্তর দিতে সে বাধ্য।

ধারা ১৩২

১৩২ নং ধারা বিষয়টিকে নঞর্থক রূপে ব্যাখ্যা করে।

৩। এই নিয়ম দুটি শর্তের অধীন—

(এক) কতকগুলি প্রশ্ন আছে যার উত্তর দিতে সাক্ষীকে **বাধ্য** করা যায় না।

(দুই) কতকগুলি প্রশ্ন আছে যার উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা সাক্ষীকে দেওয়া হয় না।

৪। যে প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে **বাধ্য** করা যায় না সেগুলির আলোচনা আছে ১২১, ১২২, ১২৪, ১২৫, ১২৯ নং ধারায়।

৫। যে প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা সাক্ষীকে দেওয়া হয়নি তার আলোচনা আছে ১২৩, ১২৬, ১২৭, ১২৮ নং ধারায়।

প্রমাণের ভারের নির্বাহ (discharge)

১। সাক্ষ্যের ফল হতে পারে —

(এক) তথ্য প্রমাণ করা।

(দুই) তথ্য অপ্রমাণ করা।

(তিন) প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়া এবং তার ফলে অপ্রমাণিত হওয়া।

২। প্রমাণের ভার নির্বাহিত হয় যখন;

(এক) প্রমাণ করতে হবে এমন তথ্য প্রমাণিত হলে।

(দুই) অপ্রমাণ করতে হবে এমন তথ্য অপ্রমাণিত হলে।

৩। প্রমাণের ভারের নির্বাহ হয় না যখন যে পক্ষের ওপর ভারটি ন্যস্ত আছে সে স্থল বিশেষে প্রমাণ করতে বা অপ্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৪। কখন বলা যেতে পারে যে, তথ্যটি প্রমাণিত হয়েছে অথবা অপ্রমাণিত হয়েছে? এবং কখন বলা যেতে পারে যে তা প্রমাণিত হয় নি।

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে ৩নং ধারায়।

দ্রষ্টব্য— দুটি বস্তু লক্ষ্য করতেই হবে।

(এক) প্রমাণ বলতে সুদৃঢ় গাণিতিক ব্যাখ্যা বুঝায় না।

(দুই) নৈতিক দৃঢ় বিশ্বাস প্রমাণ নয়।

প্রমাণের অর্থ হল সাক্ষ্য। কিন্তু সেইরূপ সাক্ষ্য যা একজন বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিকে কোনও না কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে প্ররোচিত করে।

(১৯১১) আই. কে. বি. ৯৮৮ (৯৯৫)

৩১ বোম্বাই এল. আর. ৫১৬

প্রমাণের প্রশ্নটি সম্ভাব্যের; সুনিশ্চয়তার নয়।

(এক) কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের বিধি অনুসারে সম্পোষণ জরুরি—

(১) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ (High trcason)—দুজন সাক্ষী।

(২) মিথ্যা সাক্ষ্য—

(৩) প্রতিশ্রুতিভঙ্গ—

(৪) জারজ সন্তান—মাতার পরিসাক্ষ্যের সম্পোষণ হওয়া জরুরি।

(দুই) ভারতীয় বিধি অনুসারে এই নিয়মটি চূড়ান্ত। সম্পোষিত না হলেও আদালত একটি মাত্র সাক্ষীর পরিসাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে কার্য করতে পারেন।

ব্যতিক্রম

* * *

অধ্যায় ৬

সাধারণ আইন

সাধারণ আইনের সঙ্গে সমদর্শিতার সম্পর্ক

১. ইংরেজি রীতিতে, সমদর্শিতা একটি পরিভাষাগত গূঢ়ার্থ-অর্জন করেছে এবং আমরা সেটিকে সমগ্র আইনগত অধিকার, যা কিনা সাধারণ আইনের রীতি থেকে পৃথক ভাবতে অভ্যস্ত।

২. ভালোর জন্যই হোক আর মন্দর জন্যই হোক, ইংরেজি আইনের স্রোতধারাটি দুটি ধারায় বিভক্ত হয়েছে, মৃত্তিকার উল্লেখযোগ্য ক্ষতি ও জলকে অস্বাস্থ্যকর করে।

৩. তবে আইন এবং সমদর্শিতার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা কখন-ই সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নি।

৪. সাধারণ আইন এবং সমদর্শিতাকে প্রতিপক্ষ রীতি ভাবা আমাদের উচিত নয়। সমদর্শিতা কোনও আবেগশূন্য রীতি ছিল না। প্রতিটি বিন্দুতে এটি সাধারণ আইনের অস্তিত্বকে পূর্বেই মেনে নিয়েছে।

যে নীতির ওপর ন্যায়-বিচারের আদালত উপশম দেয়

১. আমরা যদি একটি সাধারণ নীতির কথা ভাবি যা অন্য যে কোনও নীতির আদালতের ন্যায়বিচারকে প্রভাবিত করে, সেটি আমরা পাই বিবেকের দার্শনিক এবং ঈশ্বরতাত্ত্বিক ধারণার মধ্যে

২. ইংরেজি সমদর্শিতা সুসম্বদ্ধ হতে আরম্ভ করে বিবেকের নৈতিক নীতি পরিচালনার পথনির্দেশের মাধ্যমে।

৩. আমরা ধরে নিতে পারি না যে, সকল বিচারপতিই নীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে অধ্যবসায়ী এবং ধারাবাহিক ছিলেন। টিউডারদের অধীনে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সম্পূর্ণ সালিসি করে ব্যবহার করত। এই মাঝে মধ্যে বিপথগামীতা হয়ত উৎসাহ জুগিয়েছে সেলডনের প্রায়শই বলা কিন্তু সম্ভবত আধা আন্তরিক কথা মন্ত্রীর পায়ের দৈর্ঘের সম্বন্ধে। কিন্তু তাঁরা আদর্শ নমুনা ছিল না। মন্ত্রী যে বিবেককে তাঁর সামনে রাখতেন তা

সাধারণত তার নিজের খেয়ালখুশির চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ় এবং স্থায়ী। একটি কঠিন প্রণালী শুরু হল। ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আমরা দেখি যে লর্ড নটিংহ্যাম সরাসরি এই ধারণা পরিত্যাগ করেন যে, মন্ত্রীর বিবেক হল শুধুমাত্র naturalis et interna এবং ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড সেলডন এই ধারণা সংক্ষেপে বাতিল করেন যে, ন্যায়বিচারের বিচারকের কাছে ব্যক্তিগত ইচ্ছাও খোলা থাকে। ন্যায়বিচারের হল বিবেকের একটি স্থায়ী প্রণালী।

প্রধানমন্ত্রীর (Chancellor) অধিকারের সীমাবদ্ধতা

১. উপশম দেওয়ার ব্যক্তিগত বিশেষ অধিকারের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল :

(ক) এটি শুধুমাত্র তখন-ই প্রয়োগ করা যাবে, আইন কোনও অধিকার দেয়নি কিন্তু যেখানে বিবেক প্রয়োজন অনুভব করে যে, কিছু অধিকার দেওয়া উচিত—এটি ন্যায়বিচারের একচেটিয়া এক্তিয়ার বলে পরিচিতি।

(খ) এটি শুধুমাত্র তখন-ই প্রয়োগ করা যাবে যেখানে আইন বিবেকের প্রয়োজন অনুযায়ী অধিকার দিয়েছে কিন্তু প্রতিবিধান যা দিয়েছে তা ন্যায়বিচারের জন্য অপ্রতুল এটি ন্যায়বিচারের সহবর্তমান এক্তিয়ার বলে পরিচিত।

(গ) এটি প্রয়োগ করা যাবে সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে আইন বিবেকের প্রয়োজন অনুযায়ী অধিকার দিয়েছে এবং বিচারের লক্ষ্যে যথাযথ প্রতিবিধান দিয়েছে, যেখানে ন্যায়বিচারের সহায়তা ছাড়া প্রতিবিধান পাওয়ার পদ্ধতি ছিল অতীব ত্রুটিপূর্ণ—এটি ন্যায়বিচারের সহায়ক এক্তিয়ার বলে পরিচিতি।

নিরপেক্ষ অধিকারের প্রকৃতি

১. নিরপেক্ষ আইনের প্রকৃতি ভাল বুঝা যাবে যদি সেটিকে একটি নৈতিক অধিকার এবং একটি আইনি অধিকার-এর সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়। শুধুমাত্র সংজ্ঞা খুব একটা কাজের হবে না।

২. ভূমিকা স্বরূপ আমরা অধিকারের সঠিক ধারণা খোঁজা দিয়ে শুরু করে পারি। একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির একটি অধিকার আছে এই কথা বলে আমরা কি বুঝাতে চাই?

(ক) যদি একজন মানুষ তার নিজ শক্তি অথবা মত দ্বারা নিজের ইছাপূরণ করতে পারে নিজের খুশিমতো অথবা অন্যের কাজকে প্রভাবিত করে, তার সেই শক্তি আছে নিজ ইচ্ছাপূরণের।

(খ) এই অধিকার থাকুক বা না থাকুক, যদি জনমত এই হয় যে অনুমোদনসাপেক্ষে অথবা নিদানপক্ষে মৌনসম্মতি সাপেক্ষে সে তার ইছাপূরণ করে এবং অনুমোদিত না হলে তার সেই কাজে বাধা দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে বলা হয় যে তার ইছাপূরণের নৈতিক অধিকার আছে।

(গ) যদি জনমতের অনুমোদন অথবা অনুমোদন, মৌনসম্মতি অথবা অসম্মতি যাই থাক, রাষ্ট্র তাকে তার ইচ্ছামতো কাজ করতে সমর্থন যোগায়, তাহলে বলা হয় যে তার আইনগত অধিকার আছে।

৩. প্রশ্নটি শক্তির কি না সেটি নির্ভর করে একজন মানুষের নিজস্ব শক্তি অথবা মতের ক্ষমতার ওপর। সেটি নৈতিক অধিকারের প্রশ্ন কিনা তা নির্ভর করে তার পক্ষে জনমতের দ্রুতসাধনযোগ্যতার ওপর। এটি আইনগত অধিকারের প্রশ্ন কিনা তা নির্ভর করে তার জন্য রাষ্ট্রের শক্তির ব্যবহারের দ্রুত-সাধনযোগ্যতার ওপর। একটি আইনগত অধিকার বিদ্যমান থাকে যেখানে একটি কর্মধারা বাধ্যতামূলক হয় এবং অন্যান্যকে নিষিদ্ধ করা হয় রাষ্ট্র দ্বারা। সুতরাং আইনগত অধিকার হল সেই অধিকার যা রাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃত এবং রক্ষিত। অধিকার হল একটি স্বার্থ, যাকে সম্মান করা কর্তব্য এবং অসম্মান করা অন্যায়।

একটি আইনগত অধিকারের বৈশিষ্ট্য সকল

১. একটি আইনগত অধিকার রাষ্ট্রদ্বারা বাধ্য করানো যায়, যা নৈতিক অধিকার ক্ষেত্রে হয় না।

২. একটি আইনগত অধিকার পাওয়া যায় একটি স্বত্বে যেখানে অবশ্যই বলা থাকবে, আইনগত কোনও পদ্ধতিতে যথা—অধিকৃত, ভোগদখল স্বত্ব, চুক্তি এবং উত্তরাধিকারসূত্র ইত্যাদি, এই স্বত্ব পাওয়া গেছে।

৩. একটি ঘটনা যা একজনের অধিকারের স্বত্ব সৃষ্টি করে এবং অপর একজনের সেই অধিকারের স্বত্ব বিনষ্ট করে।

৪. একটি আইনগত অধিকার সৃষ্ট করে আইনগত বাধ্যবাধকতা যেটি হয় in rem অথবা ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতা।

কি কি বিষয়ে নিরপেক্ষ অধিকার আইনগত অধিকারের সঙ্গে সমরূপ, কোন কোন বিষয়ে পৃথক

১. নিরপেক্ষ অধিকার নৈতিক অধিকারের মতো, যা সরকার দ্বারা বাধ্য করানো যায় না। নিরপেক্ষ অধিকারের স্বত্ব কারও দ্বারা কোনও স্বীকৃতি পদ্ধতিতে, যেভাবে আইনগত অধিকারের স্বত্ব সৃষ্টি হয়, সেভাবে সৃষ্টি করার প্রয়োজন নেই। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য।

উদাহরণ :

(অ) একটি জমির আইনগত বন্ধক অবশ্যই দলিল দ্বারা করতে হবে। কিন্তু নিরপেক্ষ বন্ধক দলিল ছাড়া অন্যভাবেও করা যায়—

(ক) ব্যবসা বিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী লিখিত এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ অথবা তার প্রতিনিধি দ্বারা সই করা না হলে কোনও চুক্তি বা জমি বা তার অধিকার বিক্রয় সংক্রান্ত কোনও মকদ্দমা করা যায় না।

তবে যদি কোনও এস্টেটের স্বত্ব মালিকানার দলিল এমনকী কোনও মৌখিক যোগাযোগ ছাড়াও উত্তমর্ণ কর্তৃক অধমর্ণের কাছে জমা থাকে, এই জমা রাখার ঘটনাটিই অধমর্ণকে এস্টেটের বন্ধকগ্রহীতা রূপে প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

(খ) একটি চুক্তির মাধ্যমে যদি একজন অধমর্ণ একটি ঋণের স্বীকৃতিস্বরূপ কোনও জমি ন্যায্য ভাড়ায় দখলে রাখে, তবে সেটি নিরপেক্ষ বন্ধক হবে, আইনগত বন্ধক নয়।

(আ) হস্তান্তর আইনগত এবং নিরপেক্ষ।

আইনগত —(১) হস্তান্তর অবশ্যই হস্তান্তরকারীর হস্তলিখিত হবে। প্রতিনিধির সই যথেষ্ট নয়।

(২) লিখিত অংশে অবশ্যই অধমর্ণ দ্বারা উত্তমর্ণের প্রতি হস্তান্তরগ্রহীতাকে টাকাপ্রদানের নির্দেশ বা আদেশ থাকবে।

(৩) হস্তান্তরের একটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা বিজ্ঞপ্তি উত্তমর্ণকে দিতে হবে।

নিরপেক্ষ —(১) হস্তান্তরের প্রকার বা ধরন গুরুত্বপূর্ণ নয় যদি দুই পক্ষের অভিপ্রায় স্পষ্ট থাকে। হস্তান্তর মৌখিকও হতে পারে।

(ই) দায়িত্ব অর্পণ—আইনগত ও নিরপেক্ষ।

(ঈ) ইজারা —নিরপেক্ষ ও আইনগত।

(উ) অধীনতা —নিরপেক্ষ ও আইনগত।

বিবাহিত মহিলাগণের সম্পত্তি

আইনগত অধিকার সৃষ্টির জন্য সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিলের আইনগত নিয়মকানুন ছাড়াই কেমন করে নিরপেক্ষ অধিকার আসতে পারে, এটি তার উদাহরণ।

১. সাধারণ আইনে স্বামী এবং স্ত্রী এক-ই ব্যক্তি ছিল এবং স্ত্রীর পদমর্যাদা স্বামীর সঙ্গে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। এই নিমজ্জনের ফলে স্বামী তার স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তির সার্বভৌম মালিক হন এবং তার স্ত্রীর প্রকৃত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার একক অধিকার অর্জন করে।

   স্ত্রীর মৃত্যুতে স্বামী তার স্ত্রীর যে কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তির যা তখনও বিক্রয় হয়নি এবং যদি একটি সন্তানের জন্ম হয় তবে জীবনস্বরূপে ভুক্তিত সম্পত্তির উত্তরাধিকারও প্রাপ্ত হয়।

২. দ্বিতীয়ত : একজন স্বামী তার স্ত্রীকে সরাসরি অনুদান দিতে পারে না বা তার সঙ্গে চুক্তি করতে পারে না। কারণ এগুলির কোনটি মেনে নিলে স্ত্রীর আলাদা অস্তিত্বের কথা মেনে নিতে হয়।

৩. সাধারণ আইনে বিবাহের প্রভাব ছিল এই যে, একজন পুরুষকে তার স্ত্রীর সম্পত্তির সম্পূর্ণ মালিক তৈরি করা এবং স্ত্রীকে চুক্তির ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা।

৪. যদি কোনও বিবাহিত মহিলাকে সম্পত্তি মৌখিকভাবে দেওয়া হয় স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে বা নিহিতার্থে যে তিনি এককভাবে এবং পৃথকভাবে সেটি ভোগ করতে পারবেন, ন্যায়বিচার সেক্ষেত্রে সেই সম্পত্তি থেকে স্বামীর নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে তাকে একজন অছি হিসাবে মর্যাদা দেবে এবং স্ত্রীকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেবে সে সম্পত্তি ভোগ ও হস্তান্তর করার।

কিন্তু ন্যায়বিচার এর পরেও আরও এগিয়েছে। একজন স্বামী তার স্ত্রীকে তার পৃথক সম্পত্তি বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ তার হাত তুলে দেওয়ার প্ররোচনা দিতে পারে এই বিপদ অনুধাবন করে, বৈবাহিক বন্দোবস্ত অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দিয়েছে, যেটিকে বলা হয় বিবেচনার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা। সেই বিবেচনার ফল, যেটি এখনও স্বাভাবিক, এই যে একজন মহিলা যখন আয়ের পূর্ণ উপভোগ করছেন তখন স্বামীর রক্ষণাবেক্ষণে থাকাকালীন তিনি সম্পত্তির স্বত্ব হস্তান্তর বা বন্ধক দিতে বাধাপ্রাপ্ত হন। তিনি সেই সম্পত্তির উইল করে দিয়ে যেতে পারেন কিন্তু বিক্রয় করিতে বা বন্ধ দিতে পারেন না। এটি সাধারণ আইনের সম্পূর্ণ লঙ্ঘনকারী। সাধারণ আইনে বিবাহ শুধুমাত্র vesttive ঘটনাই নয় যা স্বামীকে স্ত্রীর সম্পত্তিতে স্বত্বপ্রদান করে। অপরপক্ষে কোনও চুক্তিই স্ত্রীর সঙ্গে বা অন্য কারও সঙ্গে সেই সম্পত্তি স্বামী কর্তৃক ভোগ কর বা হস্তান্তর করা থেকে বঞ্চিত করতে পারে না।

(৩) আইনগত অধিকার এবং নিরপেক্ষ অধিকার-এর মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্য এইভাবে সূত্রবদ্ধ করা যেতে পারে—

১. একটি আইনগত অধিকার একজন মালিককে স্থায়ী অধিকার দেয় এবং তার পূর্ববর্তী মালিকের স্থায়ী অধিকার অংশত বা পুরোপুরি বিনাশ করে। এই বিনাশ সম্পূর্ণত অথবা অংশত হতে পারে। ইজারার ক্ষেত্রে আংশিক বিনাশ হয়। বিক্রয় হলে সম্পূর্ণ বিনাশ হয়। কিন্তু আংশিক হোক আর সম্পূর্ণই হোক, একটি বিনাশ করে। এটি সেই অর্থই বুঝায় যে—

২. যেখানে একটি আইনগত অধিকার-এর সঙ্গে একটি নিরপেক্ষ অধিকার-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, সেক্ষেত্রে এটি সত্য নয়। একটি নিরপেক্ষ অধিকার আইনগত অধিকারকে ধ্বংস করে না, এমনকী যখন আইনগত অধিকারী বিরুদ্ধে জয়লাভ করে তখনও। আইনগত অধিকার এবং নিরপেক্ষ অধিকার-এর সংঘর্ষে নিরপেক্ষ অধিকার আইনগত অধিকারকে ধ্বংস করে না, যেমন একটি আইনগত অধিকার অপর একটি আইনগত অধিকারকে করে।

৩. **এটি এমন কেন?** এই কারণে এটা জানা প্রয়োজন যে, কি করে একটি নিরপেক্ষ অধিকার বিচারালয় বা তার বিভাগ দ্বারা একেবারে শুরুতেই স্বীকৃতি পায়। ঐতিহাসিক সাদৃশ্য সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপনা করা যেতে পারে—

(ক) নর্মান বিজয়ের আগে ইংলন্ডে একজনের হয়ে অন্যজনের কিছু করা ad opus ছিল চলিত নিয়ম। উদাহরণ স্বরূপ, একজন শেরিফ জমি দখল করলেন এবং সেগুলি ধরে রাখলেন ad opus domini Regis অথবা একজন নাইট ধর্মযুদ্ধে যাওয়ার সময় তার স্ত্রী এবং সন্তানদের তরফে তার সম্পত্তি দখলে রাখার জন্য তার বন্ধুর কাছে হস্তান্তর করলেন। 'কীর্তি' শব্দটি ক্রমশ 'ব্যবহার'-এ পরিণত হল এবং হস্তান্তরিত জমি ব্যবহার করতে দেওয়া জমি বলে কথিত হল।

(খ) এখন যদি কিছু ঘটনাকে কিছু ব্যক্তি জমি নিয়ে অন্য কারও তরফে বা অন্য কারও ব্যবহারের জন্য ব্যবসায়িক লেনদেন করে, যে প্রশ্নটা অবধারিতভাবে মানুষের কাছে দেখা দেয় যে কেন একজন ব্যক্তিকে সাধারণভাবে অপরের ব্যবহারের জন্য জমি অধিকারে রাখা অনুমোদন করা হবে না। এটি একটি ঘটনা যা কালক্রমে ঠিক ঠিক হয়েছিল। প্রজা-'এ' সাধারণ আইনের সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল দ্বারা তার জমি 'বি'-র কাছে হস্তান্তর করল এবং 'বি' সেটি 'এ'র তরফে বা সঠিভাবে বললে 'এ'র প্রয়োজনের জন্য অধিগ্রহণ করল।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে 'বি'কে বলা হয় ব্যবহারের জন্য জায়গিরদার, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যাকে কিছু শর্ত সাপেক্ষে জায়গিরদের করা হয়েছে এবং 'এর'র হল Astin-que-use, যাকে ব্যাখ্যা করা অর্থ হল সেই ব্যক্তি যার তরফে জমি অধিকারে রাখা হয়েছে।

(গ) এই প্রথা কেন বেড়ে উঠেছিল, তার কারণ বহু। কেন মানুষ জমি ব্যবহার করতে দেওয়ার এই প্রথা অনুসরণ করত তার মোট ছয়টি কারণ ছিল। এদের মধ্যে দুটি ছিল গুরুতপূর্ণ ঃ—

(১) এটি একজনকে fuedual বোঝা থেকে নিষ্কৃতি পেতে দেয়। সাধারণ আইনে যে বোঝার প্রতি তার দায়বদ্ধতা ছিল। সাধারণ আইনে নিম্নলিখিত বোঝাগুলি প্রজার উপর চাপানো হত

(ক) ত্রাণ—নতুন প্রজা দ্বারা পুরানো প্রজার মৃত্যুতে অর্থ দেওয়া

(খ) সাহায্য—তিনটি ক্ষেত্রে প্রদেয়

(অ) বন্দী রাজার জন্য মুক্তিপণ দেওয়া;

(আ) যখন রাজা কাউকে নাইট করতে চান;

(ই) যখন রাজাকে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্য পণ দিতে হয়।

(গ) জমিদারের অধিকারভুক্ত প্রজার বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি—প্রজার দ্বারা অপরাধের ক্ষমতাপ্রদান যথেষ্ট গুরুতর কারণ তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার জন্য।

(ঘ) প্রতিপাল্যতা—যদি একজন বিদ্যমান প্রজা তাঁর একজন অনুর্দ্ধ ২১ ছেলে বা অনুর্দ্ধ ১৪ মেয়ে উত্তরাধিকারী হিসাবে রেখে মারা যান, রাজা সেই উত্তরাধিকারীকে প্রতিপাল্য করার অধিকারী। তার ফলস্বরূপ সেই জমিগুলি সে নাবালক থাকাকালীন যে কোনও ভাবে তাঁর পছন্দমতভাবে ব্যবহার করতে পারেন, হিসাব দেবার কোনও রকম দায় ছাড়াই।

(ঙ) বিবাহ—শিশু প্রতিপাল্যর জন্য যোগ্য পাত্র বা পাত্রী খোঁজা ছিল রাজার অধিকার এবং শিশু প্রতিপাল্য প্রত্যাখ্যান করলে রাজা ক্ষতিপূরণের অধিকারী ছিলেন।

জায়গিরদের তার জমি ব্যবহার করতে দিয়ে মুক্ত হয়েছিলেন। বোঝা তাঁর ঘাড়ে পড়ে, যিনি অধিকার করেন অর্থাৎ ব্যবহার করার জায়গিরদার।

(২) দ্বিতীয় সুবিধা ছিল বাজেয়াপ্ত এবং দখল এড়িয়ে যাওয়া।

সাধারণ আইনে জমি ভোগদখলকারী অধিকার রাজা দ্বারা বাজেয়াপ্ত হত যদি প্রজা বিদ্রোহ করত এবং দোষী বলে সে সাব্যস্ত হলে অথবা নরহত্যার কারণে ক্রীতদাস হলে ঐ জমি রাজা দ্বারা বাজেয়াপ্ত হত। এই সমস্ত অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়িয়ে যাওয়া যেত যদি প্রজা সন্দেহজনক প্রতিষ্ঠানকে নিযুক্ত করার আগে তার জমি কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধুর হাতে অর্পণ করার দূরদর্শিতা থাকতো। এই কর্তব্যে অবহেলাকারী সম্ভবত চরম শাস্তি ভোগ করে থাকত, কিন্তু অন্তত পরিবার নিঃস্ব হত না।

৪. জমি ব্যবহার করতে দেওয়ার আইনি ফলাফল ঃ—

(ক) জমি ব্যবহার করতে দেওয়ার প্রথার আইনি ফলাফলটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দেখার বিষয়। সাধারণ আইনের চোখে জমির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার এটা ছিল cestui que use। সাধারণ আইনে একটি সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল দ্বারা সে সম্পত্তি হস্তান্তর করে জায়গিরদারকে ব্যবহারের জন্য এবং এতদ্বারা সে সাধারণ আইনের জমির ওপর সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। সে কোনও কিছুই নয়, জায়গিরদারই সব। পরিবর্তে সে বেছে নেয় জায়গিরদারের ওপর আস্থা যা বিশ্বাস পূর্বক সে জ্ঞাপন করে।

(খ) যদি জায়গিরদার তার ওপর দেওয়া নির্দেশ পালন করতে ব্যর্থ হত বা অস্বীকার করত অথবা সে যদি ইচ্ছা করে জমিটি তার নিজের প্রয়োজনে হস্তান্তর করত, তখন কোনও সাধারণ আইনের প্রক্রিয়া ছিল না যার দ্বারা তাকে দায়ী করা যেত।

(গ) যদি জায়গিরদার দ্বারা ব্যবহারের জন্য জমিতে দখল নিতে দেওয়া হয় Cestui que use। তাকে জায়গিরদারের ইচ্ছাতে সামান্য প্রজা হিসাবে ধরা হত এবং যে কোনও সময় তাকে বার করে দেওয়া যেত এবং কোনও বাধা দান করলে জায়গিরদার দ্বারা অনধিকার প্রবেশের মামলা করা যেত।

৫. নিরপেক্ষ অধিকার বিচারালয় বা তার বিভাগ দ্বারা জায়গিরদাতাকে যে ধরনের প্রতিকার দেয়, সেগুলি পরিষ্কার বুঝতে হবে ঃ—

(ক) প্রধানমন্ত্রী সাধারণ আইন আদালতের আওতায় সরাসরি জমির বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। তার কারণ জমির সম্পূর্ণ মালিকানা জায়গিরদারের ওপর ন্যস্ত ছিল হস্তান্তর পত্র দ্বারা। প্রধানমন্ত্রী এই ঘটনা অস্বীকার করতে পারতেন না যে, সাধারণ আইনে জায়গিরদারই ছিল সম্পূর্ণ মালিক এবং সাধারণ আইনে হস্তান্তরকে বলা হত জায়গির দেওয়া যখন জমিটি তাকে হস্তান্তর করা হয়।

(খ) প্রধানমন্ত্রী এ ঘটনা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন যে, জায়গিরদার-ই জমির মালিক এবং তার একটা আইনগত অধিকারও আছে কিন্তু তিনি জায়গিরদারকে যা বলেন তা হল :

"আপনার আইনত অধিকার আছে, আমি সে অধিকার আপনার কাছে থেকে কেড়ে নিচ্ছি না। কিন্তু আমি আপনাকে সেই অধিকার এইভাবে ব্যবহার করতে দেব না যাতে যে বুঝাপড়ার ওপর জায়গিরদাতা জায়গির দিয়েছেন সেটি যেন লঙ্ঘিত না হয়।"

(গ) প্রধান বিচারালয় এই ব্যবহার সম্বন্ধে এক্রিয়ার ঠিক করতে গিয়ে সাধারণ আইনে মালিকের আইনগত অধিকারটি অক্ষত এবং অলঙ্ঘিত রেখেছেন। বিচারালয় জমির ওপর সরাসরি কোনও নিয়ন্ত্রণ খাটায় নি। আইনগত অধিকারের শুধুমাত্র রীতি এবং প্রথাগুলি সমন্বয়সাধন বিচারালয় করেছে আইনগত অধিকারের অধিকর্তার ওপর শর্তগুলি পালন করার দায়বদ্ধতা আরোপ করে। আইনগত মালিক তার আইনগত অধিকার বজায় রেখেছে জমির মালিকানা এবং দখল রেখে। প্রধানমন্ত্রী জায়গিরদাতাকে নিরপেক্ষ অধিকার দিয়েছেন জয়গির সংক্রান্ত শর্তাবলী পালন করার দাবি করতে।

৬. একটি আইগত অধিকারের সঙ্গে একটি নিরপেক্ষ অধিকারের যে পার্থক্য যার দ্বারা একটি আইনগত অধিকার অপর একটি আইনগত অধিকারকে সম্পূর্ণ বা আংশিক ধ্বংস করে বা একটি নিরপেক্ষ অধিকার একটি আইনগত অধিকারকে ধ্বংস করে না এটি তার-ই ব্যাখ্যা।

৭. দফা ১১তে স্ত্রাহান দ্বারা যে বিবৃতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে অর্থাৎ একটি আইনগত অধিকার বা সুবিধা যেটি সম্পত্তি থেকেই নির্গত বা প্রবাহিত যেখানে নিরপেক্ষ অধিকার বা সুবিধা নির্গত বা প্রবাহিত হয় আইনগত সুবিধা থেকেই, সম্পত্তি থেকে নয়—এটি তারও ব্যাখ্যা।

এটির কারণ এই যে, প্রধানমন্ত্রী নিরপেক্ষ অধিকর্তার সম্পত্তি ভোগদখল করার অধিকারকে স্বীকৃতি দেননি। সেই অধিকার তিনি আইনগত অধিকর্তাকে দিয়েছেন। তিনি যা নিরপেক্ষ অধিকর্তাকে দিয়েছেন তা হল আইনগত মালিকের আচরণের ওপর দায়িত্ব আরোপ করা এবং তিনি সম্পত্তিটি দাবি করার অধিকার দেননি।

উদাহরণ (১৯১৮) ২ কে. বি. (Ir) ৩৫৩—গ্রাহাম বনাম ম্যাকলয়েন।

৮. এই ঘটনা থেকে যে সমস্ত ফলাফল পাওয়া যায় সেগুলি এইভাবে বলা যেতে পারে—

(১) যেহেতু একটি নিরপেক্ষ অধিকার একটি আইনগত অধিকার থেকে নির্গত হয়, সম্পত্তি থেকে নয় :

(ক) এটি আইনগত সম্পত্তি যা থেকে এটি নির্গত হয়, তার থেকে বেশি হতে পারে না।

উদাহরণ : 'এ'- কে জমি হস্তান্তর করা হল 'বি' এবং তার উত্তরাধিকারীদের ব্যবহারের জন্য। 'এ' এক্ষেত্রে আইনগত মালিক৷ 'বি' হল নিরপেক্ষ অধিকর্তা। কিন্তু জমি হস্তান্তর করা হয়েছে 'এ'-কে, 'এ' এবং তার উত্তরাধিকারীদের নয়। ফলত 'এ'-র মৃত্যুতে তার আইনগত অধিকার লোপ পাবে। যেহেতু 'এ'-র আইনগত অধিকার লোপ পাবে। 'বি'-র নিরপেক্ষ অধিকারও তাই হবে।

একটি নিরপেক্ষ সুবিধা যার থেকে সে নির্গত হয়েছে সেই আইনগত অধিকারকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে ন। (১৯১৪) পরিচ্ছেদ : ৩০০।

(খ) আইনগত অধিকারের সঙ্গে যুক্ত সবরকম দুর্বলতা দ্বারা নিরপেক্ষ অধিকার প্রভাবান্বিত হবে। 'এ' তার দুই ছেলে 'বি' এবং 'সি'-কে রেখে উইল না করে মারা গেলেন, 'বি' জ্যেষ্ঠ। 'বি' দূরে থাকায় 'সি' দখল নেয় এবং তার স্ত্রীর 'ই'-র ব্যবহারের 'ডি'কে জন্য হস্তান্তর করে। 'বি' ফিরে এসে সম্পত্তি দাবি করে। 'ডি'-র আইনগত স্বত্ব শেষ হয়ে যায় যেহেতু 'সি'-র স্বত্বেই এটি ছিল। 'সি'-র স্ত্রী 'ই' নিরপেক্ষ সম্পত্তিও শেষ হয় যায়।

৩. আইনগত অধিকার-এর সঙ্গে নিরপেক্ষ অধিকারের তৃতীয় পার্থক্যটি হল, একটি আইনগত অধিকার ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতা হতে পারে এবং ব্যক্তিগত অধিকারও হতে পারে। কিন্তু একটি নিরপেক্ষ অধিকার সবসময়-ই একটি ব্যক্তিগত অধিকার। নিরপেক্ষ অধিকর্তার অধিকারকে কে মান্য করতে বাধ্য? সারা পৃথিবী নয়, শুধুমাত্র আইনগত অধিকর্তা, আর কেউ নয়।

এটি সত্য যে আইনগত মালিক মানে শুধুমাত্র সেই আইনগত মালিক নয়, যার বিরুদ্ধে প্রথম নিরপেক্ষ অধিকার উঠেছে বরং সমস্ত আইনগত অধিকর্তা যাদের অধিকার হস্তান্তর করা হয়েছে তারা সকলেই মানতে বাধ্য।

যাই হোক, এই বিবৃতিটিই প্রতিষ্ঠিত থাকে যে নিরপেক্ষ অধিকার হল ব্যক্তিগত অধিকার যা শুধুমাত্র আইনগত অধিকর্তাকেই আবদ্ধ করে।

ব্যাখ্যা :

"নিরপেক্ষ অধিকারের সঙ্গে ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতার সাদৃশ্য আছে" :

(ক) এটি সত্য যে নিরপেক্ষ অধিকারের সঙ্গে ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতার সাদৃশ্য আছে।

(খ) এই সাদৃশ্য কিভাবে উদ্ভূত হয়?

(১) একটি নিরপেক্ষ অধিকারকে শুধুমাত্র আইনগত অধিকারীকের বিরুদ্ধে বাধ্য করা যায় তাই নয়, এটি বাধ্য করা যায়

(অ) তার প্রতিনিধিগণ এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ, যারা তার মাধ্যমে অথবা তার অধীনে দাবি করে

(আ) যে সমস্ত ব্যক্তি আইনগত অধিকার অর্জন করে

১. আইনগত অধিকারের শিক্ষা দ্বারা।

২. যাদের জ্ঞান থাকতেও পারে তাদের বিরুদ্ধে।

(গ) বিচারালয় দ্বারা বেঁধে দেওয়া জ্ঞানের মানদণ্ড এত উঁচু ছিল যে, কেউ-ই পলায়ন করতে পারত না এবং সকল ক্রেতাই বাধ্য হত।

নিরপেক্ষ অগ্রাধিকার

১. একটি নিরপেক্ষ অধিকারও একটি ব্যক্তিগত অধিকার— যেখানে থেকে এটি প্রবাহিত সেই আইনগত অধিকারের মালিকের বিরুদ্ধে এটি কার্যকর।

২. একটি আইনগত অধিকার থেকে দুটি নিরপেক্ষ অধিকার প্রবাহিত হতে পারে। দুটিই আইনগত অধিকার (যার থেকে তারা প্রবাহিত)—এর মালিকের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অধিকার।

৩. একটি নিরপেক্ষ অধিকার যা ব্যক্তিগত অধিকার, যেটি আইনগত অধিকার থেকে উদ্ভূত, সম্পত্তি থেকে নয়, যা আইনগত অধিকারের উদ্দেশ্য, —যেটিকে ধ্বংস করা যেতে পারে আইনগত অধিকারটিকে একজন নতুন মালিকের কাছে হস্তান্তর করে। অথবা আর একটি নিরপেক্ষ অধিকার উদ্ভূত হতে পারে আগের নিরপেক্ষ অধিকারটিকে ধ্বংস করে।

৪. যে প্রশ্নটি বিবেচনা করার সেটি হল, কোন কোন ক্ষেত্রে এইরকম হস্তান্তর নিরপেক্ষ অধিকারকে ধ্বংস করতে পারে?

৫. এই বিষয়টি সাধারণভাবে আলোচনা করা হয়েছে 'নিরপেক্ষ অগ্রাধিকার' এই শিরোনামের অধীনে। এটি এইরকম আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কারণ বিষয় নির্ধারণে যে পরীক্ষা প্রয়োগ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে সময়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আসল বিষয়বস্তু হল সম্ভাব্য ক্ষেত্রসকল যেখানে নিরপেক্ষ অধিকার যে আইনগত অধিকার থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তার হস্তান্তর দ্বারা ধ্বংস হয় অথবা এক-ই আইনগত অধিকার থেকে আর একটি নিরপেক্ষ অধিকার সৃষ্টি দ্বারা ধ্বংস হয়?

৬. দুই শ্রেণীতে পড়া যে ঘটনগুলি বিবেচনা করতে হবে :

(ক) যে সমস্ত ক্ষেত্রগুলিতে আইনগত অধিকার এবং নিরপেক্ষ অধিকারের মধ্যে সঙঘাত রয়েছে।

(খ) যে সমস্ত ক্ষেত্রে দুটি নিরপেক্ষ অধিকারের মধ্যে সংঘাত রয়েছে।

৭. প্রথম ক্ষেত্রে দুটি সম্ভাবনা চিহ্নিত করা আবশ্যক :

(অ) যেখানে নিরপেক্ষ অধিকারের অস্তিত্ব আইনগত অধিকারের আগেই রয়েছে।

(আ) যেখানে আইনগত অধিকারের পশচাদনুসারে নিরপেক্ষ অধিকার উদ্ভূত হয়।

শ্রীমতী থর্নডাইক একটি অছি তহবিল-এর সুবিধাভোগী যে তহবিল-এর একজন অছি ছিলেন 'সি'। শ্রীমতী থর্নডাইকের এক মামলায় আদালত অছিকে নির্দেশ দেন তহবিলটি আদালতে থর্নডাইক অছির নিমিত্ত স্থানান্তরিত করার এবং সেটি একজন পরিচালকের দখলে রাখার। মনে হয়, যে সমস্ত অছির বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়েছিল, সেই সমস্ত অছিরা আদালতে তহবিল আনার জন্য নিজেদের ব্যক্তিগত দায় থেকে মুক্ত করার উপায়টির জন্য নিজেদের সঠিকভাবে প্রস্তুত করেন নি এবং সেখানে তৃতীয় পক্ষরাও আছেন যাদের তারা ক্ষতি করেছেন। তৃতীয় পক্ষ যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা মামলা দায়ের করনে এই প্রার্থনা করে যে থর্নডাইকের নামে সে তহবিলটি রাখা হয়েছে সেটি যেন তাদের হস্তান্তর করা হয়।

সারমর্ম : যেহেতু শ্রীমতী থর্নডাইকের আইনগত স্বত্ত্ব নাই, তাঁর অধিকার ফলপ্রদ হতে পারে না। সারমর্ম অস্বীকার করা হল। রায় এই হল যে, আইনি স্বত্ব ব্যক্তিগতভাবে অধিকার করা প্রয়োজনীয় নয়। কোনও বিজ্ঞপ্তিরও প্রয়োজন নেই।

৮. সর্বমোট আমাদের তিনটি প্রশ্ন বিবেচনা করতে হবে, যেগুলি এইভাবে রূপায়ণ করা যেতে পারে :

(ক) একজন ব্যক্তিকে আইনি অধিকার অর্জন করতে হলে আগে কি তার নিরপেক্ষ অধিকার থাকতে হবে?

(খ) কোনও ব্যক্তি আইনি অধিকার অর্জন করার পর পরবর্তীকালে যদি নিরপেক্ষ অধিকার উদ্ভূত হয়, তবে কি আইনি অধিকার মুলতুবি হবে?

(গ) যদি দু'জনের কারও আইনি অধিকার না থাকে এবং দুজনের-ই নিরপেক্ষ অধিকার থাকে, তাহলে দুজনের মধ্যে কোনজন অগ্রাধিকার পাবে?

(ক) একজন ব্যক্তিকে আইনি অধিকার অর্জন করতে হলে আগে কি তার নিরপেক্ষ অধিকার থাকবে হবে?

১. এই প্রশ্নের উত্তর হল এই রকম :

একজন ক্রেতা মূল্যবান বিনিময়ের মাধ্যমে একটি আইনি সম্পত্তি পেলেন এবং যদি পূর্বে কোনও নিরপেক্ষ অধিকারের উল্লেখ না থাকে তাহলে নিরপেক্ষ অধিকার দ্বারা নিয়ন্ি‘এ’-ত হবে না।

২. এই বিবৃতিতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আছে :

(১) ক্রেতা অবশ্যই একটি আইনি সম্পত্তি অর্জন করবে—এ সম্বন্ধে বেশি কিছু বলার নেই। তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা যেতে পারে :

(ক) তাকে আইনি সম্পত্তিটি ব্যক্তিগতভাবে অজর্ন করতে হবে এরকম কোনও আবশ্যকতা নেই। যদি কেউ তার হয়ে করে, তাহলেই যথেষ্ট।

থর্নডাইক বনাম হান্ট (১৮৫৯)
3 De G.I. 563 44 E.R. 1386

(খ) ক্রেতার স্বত্বটি নিখুঁত না হলেও চলবে।

উদাহরণ : কোনও সম্পত্তিতে অস্থির স্বত্বে ত্রুটি থাকলে তিনি খাঁটি স্বত্ব ক্রেতাকে হস্তান্তর করতে পারবেন এবং সেই স্বত্বটি আগের নিরপেক্ষ অধিকারিক ভোগদখলকারীর বিরুদ্ধে কার্যকর হবে।

জোনস বনাম **পাওলেস** (১৮৩৪) My K.K. 58

ঘটনাসমূহ :

১. **জন জোন্স** মালিক—তার নিজের বাড়ি হলব্রুকের কাছে বন্ধক রাখেন ফেরত নেন, টাকা শোধের স্বীকৃতি প্রাপ্ত হন—কিন্তু পুনঃহস্তান্তর লাভ করলেন না। আইনি সম্পত্তি হলব্রুকের কাছে অনাদায়ী রইল।

২. জোন্স মেরেডিথের মৃত্যুতে তার দোকানের সহকারী জোন্সের একটি উইল জাল করে এবং তার অধিকারে তিনি বাড়িটির দখল গ্রহণ করেন।

৩. মেরেডিথ সম্পত্তিটি হলের কাছে বন্ধক রাখেন দলিলের মাধ্যমে।

৪. মেরেডিথ মারা যান, রেখে যান তাঁর স্ত্রীকে যাকে উইলের মাধ্যমে প্রত্যার্পণের ন্যায়বিচারের ভার দিয়ে যান—এবং তারপরে দিয়ে যান জেমস জোন্সকে।

৫. জেমস জোন্স সেটি ওয়াটকিন্সকে হস্তান্তর করেন।

৬. **জেমস জোন্স** এবং **ওয়াটকিন্স** অংশীদার হন এবং সম্পত্তিটি **পাওলেসকে** বন্ধক দেন এবং পাওলেস বন্ধক গ্রহীতা হিসাবে দখল গ্রহণ করেন।

৭. পাওলেস স্ত্রী **সারাকে** রেখে মারা যান।

৮. সারা পাওলেস সম্পত্তির সম্পত্তির সমর্পণ এবং সম্পূর্ণ মালিকানা আয়ত্ত করেন।

৯. সারা জোন্স সারা পাওলেসের বিরুদ্ধে মামলা করেন এই অভিযোগে যে উইলটি ছিল জাল এবং সেটি সারা পাওলেস জানতেন এবং তিনি জোন্সের ফেরত পাবার অধিকারটি নষ্ট করতে পারেন নি।

(গ) ক্রেতার একটি আইনি অধিকার অর্জন করা উচিত। তবে এটি

(অ) ক্রয় করার সময়ে হতে পারে অথবা,

(আ) পরে কোনও সময়েও তিনি পেতে পারেন।

(খ) ক্রেতা অবশ্যই তার অধিকারে জন্য মূল্যবান বিনিময় দিয়েছেন

নিরপেক্ষ অধিকার থাকলে তবেই স্বেচ্ছাসেবক। এর কারণ হল, কোনও বিনিময় প্রদান না করার কারণে পূর্বের কোনও নিরপেক্ষ অধিকারের কাছে দায়ি হওয়ার জন্য তাকে ক্ষতিগ্রস্ত না হতে হয়।

একটি বিদ্যমান দায়, বিনিময়ের পক্ষে যথেষ্ট।

উদাহরণ : 'টি' কোন বিনিময় দেয়নি। তার অধিকারকে বলা যায় অছিদের বিরুদ্ধে বিদ্যমান দায়।

(গ) ক্রেতা পূর্বতন নিরপেক্ষ অধিকারের অস্তিত্বের সংবাদ না জেনে অবশ্য অধিকার অর্জন করেছেন

এই বিবৃতিতে এইটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ (সম্পাদক কর্তৃক অন্তর্ভুক্ত) উপাদান এবং বিবেচনার জন্য যে প্রশ্ন জাগে তা হল (এর পরের অংশ পাওয়া যায়নি—সম্পাদক)

বিজ্ঞপ্তি কি?

১. বিজ্ঞপ্তি সরাসরি অথবা আরোপ্য হতে পারে। সরাসরি বিজ্ঞপ্তি হল স্বয়ং ক্রেতার প্রতি বিজ্ঞপ্তি। আরোপ্য বিজ্ঞপ্তি হল ক্রেতার প্রতিনিধির প্রতি বিজ্ঞপ্তি।

২. সরাসরি বিজ্ঞপ্তি যথার্থ অথবা গঠনমূলক হতে পারে।

(১) যেখানে বিষয়বস্তু ক্রেতা বা তার প্রতিনিধির জ্ঞাত থাকে, সেখানে যথার্থ বিজ্ঞপ্তি থাকে।

(২) গঠনমূলক বিজ্ঞপ্তি সেখানে থাকে সেখানে বিষয়বস্তু ক্রেতার অথবা তার প্রতিনিধিত্বর জ্ঞাতসারে আসতে পারত যদি যথাযথ অনুসন্ধান করা হত।

যথার্থ বিজ্ঞপ্তি

১. যদি একটি আইনি অধিকারকে পরাস্ত করার জন্য যথার্থ বিজ্ঞপ্তির ওপর আস্থা রাখা হয় ; তাহলে প্রমাণ করতে হবে :

(ক) ঐ বিজ্ঞপ্তি সম্পত্তিতে স্বার্থ আছে এমন কোনও ব্যক্তির দ্বারা দেওয়া হয়েছে ;

(খ) ঐ বিজ্ঞপ্তি আলাপ-আলোচনা চলাকালীন দেওয়া হয়েছে ;

(গ) ঐ বিজ্ঞপ্তি ছিল পরিচ্ছন্ন এবং স্পষ্ট।

গঠনমূলক বিজ্ঞপ্তি

১. গঠনমূলক বিজ্ঞপ্তি সেখানে হয় যেখানে একটি বা কয়েকটি ঘটনার বিজ্ঞপ্তি থাকে, যে বিজ্ঞপ্তি থেকে একটি নিরপেক্ষ অধিকারের অস্তিত্ব আন্দাজ করা যেতে পারে। এটি বিজ্ঞপ্তি নয়, তবে বিজ্ঞপ্তির প্রমাণ।

২. গঠনমূলক বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকারের হয় :

(ক) যেখানে ঘটনার যথার্থ বিজ্ঞপ্তি আছে, যেটি অধিকারের অস্তিত্বের বিজ্ঞপ্তির দিকে পথ দেখাতে পারত।

বিসকো বনাম আর্ল অব্ বার্নবেরি (১৬৭৬) 1 Ch. Ca-. 287

ক্রেতা নির্দিষ্ট বন্ধকের ক্ষেত্রে যথাযথ জ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু বন্ধকী দলিলটি যেখানে অন্যান্য অধিকার এবং কর্তব্য উল্লেখ আছে সেটি পরীক্ষা করে দেখেন নি। তিনি অন্যান্য কর্তব্যের বাধ্য থাকতেন, কারণ তিনি তাদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পারতেন যদি তিনি দলিলটি একজন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মতন বিচার করে দেখতেন।

ডেভিস বনাম হাচিংস ১৯০৭, I Ch. 356

একজন অছি এক ভোগদখলকারীর অংশ একজন সলিসিটরকে হস্তান্তর করেন তার বিবৃতির ওপর এই বিশ্বাসে যে, ওটি হস্তান্তর করা হয়েছে। তারা হস্তান্তর করার জন্য ডাকে নি। হস্তান্তরটি আর একজনের পক্ষে দায়িত্ব অর্পণ করার ওপর নির্ভরশীল। রায় হল এই যে, তাদের দায়িত্ব অর্পণের গঠনমূলক বিজ্ঞপ্তি ছিল।

গঠনমূলক বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী প্রজার দখল

যখন বিক্রেতা ছাড়া অন্য কারও দখলে জমি থাকে, এই দখলের ঘটনার জন্য ক্রেতা দখলকারীর প্রজাকে গঠনমূলক বিজ্ঞপ্তি জারি করে।

এটি তৃতীয় ব্যক্তির অধিকারের বিজ্ঞপ্তি হিসাবে গণ্য হবে না—

9. Moo. P.C. 18

আমরা এবার বিজ্ঞপ্তির মৌখিক প্রমাণে আসছি। এই বিষয়ে নিয়ম ধার্য আছে যে, ক্রেতা তার সম্বন্ধে বাইরের লোকের বিবৃতিতে অনির্দিষ্ট গুজবে কান দিতে বাধ্য নয়, তবে ঐ সম্পত্তিতে স্বার্থ আছে এরকম কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে শর্ত আরোপের জন্য অবশ্যই বিজ্ঞপ্তি জারি থাকবে—

R. 3. Ch. App. লয়েড বনাম ব্যাঙ্কস Carries J—1868

যদি তিনি knowledge of the trustee Aliunde প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, আদালত যে অসুবিধা সবসময়ে অনুভব করে, যাকে বলে অসতর্ক কথাবার্তা শুনতে বা যে কোনও প্রকার ঘোষণা যা অছিকে কম সুবিধাজনক অবস্থায় ফেলবে তার কার্যপদ্ধতির ক্ষেত্রে তা শুনতে, যদি তিনি স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার বিজ্ঞপ্তি পেতেন পদাধিকারীর কাছ থেকে। এক-ই সময়ে আমি বলতে বাধ্য যে, আমি মনে করি না এটি নীতিগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, যার ওপর আদালত সবসময় অগ্রসর হয়েছে, অথবা যে সব যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে এটি উল্লেখ করা হয়েছে, যদি আমাকে ধরে নিতে হয় একজন অছি পদাধিকারী কাছ থেকে সরাসরি বিজ্ঞপ্তি ছাড়া

Illus. : 9 Moo P.C. 18 : বার্নহাট বনাম গ্রীনশিল্ডস্

যেখানে এই রায় দান হয়েছিল যে, যার সম্পত্তিতে স্বার্থ নেই সেরকম কোনও লোকের কাছ থেকে পাওয়া অনির্দিষ্ট অভিযোগ ক্রেতার সম্মতিকে প্রভাবিত করবে না।

বিজ্ঞপ্তি কি সরাসরি পদাধিকারীর কাছ থেকে আসবে?

একজন ক্রেতা, যে-কোনও সূত্র থেকেই আসুক, কোনও তথ্যকেই একেবারে অবজ্ঞা করতে পারেন না। এর প্রকৃতি এমনই যে, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যবসায়ী মানুষও সেই তথ্যের প্রভাবিত হন। এমনকী, তা সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে এলেও।

S.R. 3 Ch. App. 488, 1868

নিবন্ধকরণ

যে কোনও দলিল বা বিষয়ের নিবন্ধকরণ প্রয়োজন হলে বা নিবন্ধকরণের জন্য আইন দ্বারা অনুমোদন করলে এটি ঐ দলিল বা বিষয়ের, বিষয়বস্তুর নাও হতে পারে। একটি যথাযথ বিজ্ঞপ্তি বলে ধরা হয়।

(২) বিজ্ঞপ্তির দ্বারা বাধ্যতা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য যেখানে অনুসন্ধান উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

১. **জন টসি** ১৭৭৬ সালে কিছু সম্পত্তি ক্রয় করার জন্য চুক্তি করেন।

২. তিনি জনৈক ডাক্তার পি-এর কাছ থেকে ক্রয় মূল্য ধার করেন এবং ধার শোধ করার জামিন স্বরূপ মালিকানা দলিলটি তার হাতে অর্পণ করেন।

৩. ১৭৯০ সালে টসি জনৈক এল্যাম্‌সের কাছে বেশ কিছু টাকার জন্য প্রভূতভাবে ঋণী হয়ে পড়েন এবং ঐ এক-ই সম্পত্তি এল্যাম্‌সের কাছেও বন্ধক রাখেন।

৪. ডাক্তার পি. তাঁর দাবির কোনও তথ্য এল্যাম্‌সের জানান নি।

৫. এল্যাম্‌স্ বলেন, তিনি জামিন নেওয়ার আগে মালিকানা দলিলটির বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান করেননি এবং স্বীকার করেন যে, বন্ধকটি কার্যকর করে তিনি এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করেন এবং ঐটি ডাক্তার পি.-র হাতে থাকার কথা জানতে পারেন, তবে তিনি মনে করেন ঐটি নিরপদে রক্ষণের জন্য ওনার হাতে রয়েছে।

৬. তিনি এই তথ্য তার শ্যালক জনৈক জে.-র কাছ থেকে জানতে পারেন, যিনি (জে) ঐ বন্ধকটি প্রস্তুত করেন এবং ঐটি কার্যকর করার সময় তাঁর প্রতিনিধি স্বরূপ সেখানে ছিলেন।

৭. ডাক্তার পি. এল্যাম্‌সের আগে অগ্রাধিকার দাবি করেন। এটি মঞ্জুর হয় যেহেতু দেখা যায় যে, এল্যাম্‌স্ বিজ্ঞপ্তি পেয়েছিলেন।

(৩) স্বাভাবিক এবং যথাযথ অনুসন্ধান না করার জন্য যেক্ষেত্রে জাজ্বল্যমান অবহেলা থাকে :

1899 2 Ch. 264
1921 1 Ch. 98

আরোপিত বিজ্ঞপ্তি

১. প্রতিনিধিত্বের মূলগত তত্ত্ব হল এই যে, একজন মানুষ যা নিজে করতে পারে সেই কাজ একজন প্রতিনিধিকে দিয়ে করাতে পারে। এরকম হওয়ার কারণে এ-নিয়ে বিতর্ক আছে যে যা প্রতিনিধির জ্ঞাত আছে, সেটি অবশ্যই ধরা হবে যে মুখ্যব্যক্তিরও জানা আছে। এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে আরোপিত বিজ্ঞপ্তির মতবাদ

আরোপিত বিজ্ঞপ্তির মূল উপাদনসমূহ

১. বিষয়টি তার কাছে অবশ্যই প্রতিনিধির কাছে আসার মতন-ই আসবে এবং অন্য কোনভাবে নয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রতিনিধিত্বটি অবশ্যই উপযুক্তভাবে প্রমাণ করতে হবে।

ডিলি বনাম পোলেন—32 L.J. Ch. 782 (N.S.)

২. প্রতিনিধির সঙ্গে অবশ্যই একজনের শুধুমাত্র কার্যনিবাহিরূপে নিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে পার্থক্য থাকবে— যথা, একজন ব্যক্তিকে একটি দলিল সংগ্রহ করার জন্য প্রতিনিধিরূপে নিয়োগ করা হয়ে থাকে।

ওই ব্যক্তির জ্ঞাত বিষয় আরোপিত বিজ্ঞপ্তির ভিত্তি হতে পারে না।

৩. এই প্রসঙ্গে, একজন ব্যক্তি যে দুজন মুখ্যব্যক্তির প্রতিনিধির কাজ করছে তার কথাও বিবেচনা করতে হবে। মনে করা যাক 'এ' এবং 'বি' নামে দুটি কোম্পানি আছে এবং 'সি', 'এ' এবং 'বি' এই দুটি কোম্পানির-ই কাজে নিযুক্ত। মনে করা যাক 'এ' কোম্পানি তাদের আইনগত অধিকার, যা নিরপেক্ষ অধিকার সাপেক্ষে 'ডি'-র সপক্ষে ছিল এবং সেকথা 'সি'-র জ্ঞাত ছিল, 'বি' কোম্পানিকে হস্তান্তর করল।

'ডি' কি একথা বলতে পারেন যে 'বি' তার নিরপেক্ষ অধিকারের কথা জ্ঞাত ছিলেন কারণ তাদের প্রতিনিধি 'সি' একথা জ্ঞাত ছিলেন 'এ'-র প্রতিনিধি হিসাবে নিজস্ব ক্ষমতায়?

এর উত্তর হল এই যে 'এ' কোম্পানির প্রতিনিধি হিসাবে তার অর্জন করা তথ্য 'বি' কোম্পানিতে আরোপিত হবে যদি না 'এ' কোম্পানির প্রতি তার কর্তব্য থাকে তথ্যগুলি জানানো এবং 'বি' কোম্পানির প্রতি তার কর্তব্য থাকে বিজ্ঞপ্তিটি গ্রহণ করা।

(1896) 2 Ch. 743—হ্যাম্পশায়র ল্যান্ড কোমপিন

ঘটনাসমূহ :

১. হ্যাম্পশায়র ল্যান্ড কোম্পানি ১৮৭০ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে নিবন্ধভুক্ত হয়।

২. কোম্পানিটি পোর্ট সী আইল্যাণ্ড বিল্ডিং সোসাইটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। চারজন ডিরেক্টর এবং একজন সেক্রেটারি উইলস নামে উভয় স্থানেই বর্তমান ছিলেন।

৩. ১৮৮১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি কোম্পানির একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ডিরেক্টরদের ৩০,০০০ পাউন্ড ঋণ করার অনুমোদন প্রদান করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৪. ডিরেক্টরগণ এই অর্থ পোর্ট সী সোসাইটি থেকে ঋণ করেন।

৫. ১৮৯২ সালে সোসাইটি দেউলিয়া হয়ে যায়। সোসাইটির লিকুইডেটর কোম্পানিকে ধার দেওয়া ৩০,০০০ পাউন্ড দাবি করেন।

৬. ঋণ করবার অনুমোদন দিয়ে কোম্পানির প্রস্তাবগ্রহণ ছিল আইন বিরুদ্ধে—এই নিয়ে বিতর্ক হয় এবং যেহেতু সেক্রেটারি উইলিয়াম উভয় স্থানেই অধিকারিক ছিলেন, তাঁকে সংবাদ জ্ঞাপন করার অর্থ সোসাইটিকে জ্ঞাপন করা, অতএব সোসাইটি এই অর্থ উদ্ধার করতে পারে নি।

৭. সিদ্ধান্ত হয় যে ৭৪৯ পাতায় দেওয়া কারণ অনুযায়ী সোসাইটি অর্থ উদ্ধার করতে পারে।

II. প্রতিনিধিকে দেওয়া বিজ্ঞপ্তি নিশ্চয়-ই মুখ্যব্যক্তি এক-ই চুক্তিতে পেয়েছিলেন, পূর্বের কোনও চুক্তিতে নয়।

আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। যদি প্রতিনিধি বিজ্ঞপ্তি এক-ই কর্ম সম্পাদন পেয়েও থাকেন, সেটি ক্রেতাকে আরোপ করা হবে না যদি না কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে মুখ্যব্যক্তিকে জানানো প্রতিনিধির কর্তব্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ গণ্য হয়ে থাকে।

(1886) - 31 Ch. D 671—In Re Cousins.

ঘটনাসমূহ :

১. ১৮৭১ সালে এক উইলিয়ামের তুতো ভাই তাঁর সম্পত্তি একটি উইল করেন এবং সেটি অছিদের কাছে বিশ্বাসে গচ্ছিত রাখেন।

২. জনৈক উইলিয়াম ব্যাঙ্কস অছিদের এক সলিসিটর ছিলেন।

৩. উইলিয়ামের তুতো ভাইয়ের রেখে যাওয়া উইলে ম্যাথু নামে এক তুতো ভাইয়ের প্রকৃত এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিক্রয় করা টাকার একটি অংশ পাওয়ার কথা।

৪. ম্যাথু তার অংশ সলিসিটর উইলিয়াম ব্যাঙ্কসের কাছে বন্ধক রেখে ৩৫ পাউন্ড ঋণ নেন।

৫. ১৮৭৩ সালে ম্যাথু তাঁর অংশটি উইলিয়াম রিচার্ডসনের কাছে বন্ধক রাখেন ব্যাঙ্কস-এর মাধ্যমে এবং ব্যাঙ্কসকে অর্থ শোধ করে দেওয়া হয়।

৬. ১৮৭৪ সালে রিচার্ডসন বন্ধকটি উইলিয়াম ড্রেককে হস্তান্তর করেন। অছিদের কোনও সংবাদ জ্ঞাপন করা হয়নি।

৭. ১৮৭৫ সালে ম্যাথু তার অংশটি ডেনিস পিপার-এর কাছে বন্ধক রাখেন ৫০০ পাউন্ড অর্থ-প্রদান নিশ্চিত করতে। ব্যাঙ্কস সলিসিটরের ভূমিকা পালন করেন। ডেনিস পিপারের কাছে বন্ধকটিতে উইলিয়াম ড্রেকের কাছে করা আগের বন্ধকটির উল্লেখ ছিল না। পরবর্তীকালে এই কর্মধারাটি অছিদের জ্ঞাপন করা হয়।

৮. ড্রেক একটি সমন বার করে অছিদের হাতে রক্ষিত তহবিল থেকে ম্যাথুর কাছ থেকে বন্ধকের ঋণ বাবদ তার বকেয়া টাকা পিপারের দাবির আগে অগ্রাধিকারের আদায়ের জন্য।

1884. 26 Ch. D. 482

৯. ম্যাথু তার বন্ধক দলিলে উল্লেখ না করায় পিপার-এর যুক্তি এই ছিল যে, ড্রেকের দাবির কোনও বিজ্ঞপ্তি তার কাছে ছিল না।

১০. এক্ষেত্রে ড্রেকের উত্তর ছিল যে, পিপার এটি জ্ঞাত ছিলেন যেহেতু সলিসিটর ব্যাঙ্কস্ যিনি তার প্রতিনিধির ভূমিকা পালন করেছিলেন, জানতেন ড্রেকের কাছে ম্যাথুর বন্ধকের কথা।

১১. ব্যাঙ্কস যে জানতেন, একথা অস্বীকার করা হয়। ব্যাঙ্কস যে পিপারের প্রতিনিধি ছিলেন সে কথা অস্বীকার করা হয় নি। কিন্তু প্রশ্ন ছিল যে ব্যাঙ্কস-এর প্রতি বিজ্ঞপ্তি কি পিপারের প্রতি বিজ্ঞপ্তি হিসাবে ধরা যায়?

১২. সিদ্ধান্ত : No. P-677

কারণগুলি : ১৮৭৫ সালে পিপারের সঙ্গে কর্মধারা চলাকালীন ব্যাঙ্কস জানতে পারেননি। পিপার-এর জ্ঞাত ছিল এমন কথা বলা যাবে না।

১৩. পিপারের দাবি গ্রাহ্য হল।

৩. প্রতিনিধির প্রতি বিজ্ঞপ্তি ক্রেতার ওপর আরোপিত হবে না যখন দেখা যাবে প্রতিনিধির উদ্দেশ্য ছিল মুখ্যব্যক্তির সঙ্গে প্রতারণা করা, যার জন্য প্রয়োজন তথ্য গোপন এবং মুখ্যব্যক্তিকে না জানানো

(1880) 15 Ch. D 639 : **কেন** বনাম **কেভ.**
(1428) ACI— **হিউটন** অ্যান্ড কোং বনাম **নদার্ড**

II. যেখানে একটি নিরপেক্ষ অধিকার অস্তিত্ব পেয়েছে পরবর্তীকালে একটি আইনগত অধিকার অর্জনে

১. এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মামলা হল নর্দার্ন কান্ট্রিজ অব্ ইংলন্ড ফায়ার ইনসিওরেন্স কোং বনাম হুইপ।

1884 26 Ch. D 482

ঘটনাবলী :

একটি কোম্পানির ম্যানেজার 'সি' তার কোম্পানিকে দিয়ে আইনি বন্ধক করায় এবং মালিকানা দলিল হস্তান্তর করে। ঐ দলিল কোম্পানির সিন্দুকে রাখা থাকত যার চাবি থাকত 'সি'-র কাছে। কিছুদিন পরে 'সি' মালিকানা দলিল নিয়ে নেয় এবং মিসেস হুইপের কাছে আরেকটি বন্ধক দেয় এক-ই সম্পত্তির। মিসেস হুইপ প্রথম বন্ধকটির কথা একেবারেই জ্ঞাত ছিলেন না। রায় হল : কোম্পানি অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য।

২. এই মামলায় যে বিবৃতি দেওয়া হয় সেটি হল—

যেখানে একটি আইনি সম্পত্তির মালিক প্রতারণায় সহায়তা করে যা দেখেও না দেখে যেটি পরবর্তী নিরপেক্ষ সম্পত্তি সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং নিরপেক্ষ সম্পত্তির মালিকের আগের আইনি অধিকারের তথ্য অজ্ঞাত থাকে। আদালত আইনির সম্পত্তির নিরপেক্ষ সম্পত্তিকে অধিকার স্থগিত রাখবে যদিও আদিতে এই ছিল পরবর্তী ধাপ।

৩. প্রতারণায় সহায়তা করা অথবা দেখেও চোখ বুজে থাকার প্রমাণ কি :

(১) মালিকানা দলিলের অনুসন্ধান করতে সাধারণ সতর্কতাও ভুলে যাওয়া

(২) মালিকানা দলিলের অর্পণ নিতে ব্যর্থ হওয়াকে প্রতারণায় সহায়তা বা দেখেও না দেখা হিসাবে ধরা হয় যেখানে ঐ ধরনের পরিচালনার অন্য কোনও ব্যাখ্যা করা যায় না।

৪. এক-ই কর্তৃপক্ষ আরেকটি ঘটনার কথা বলেছে যেখানে একটি আইনি সম্পত্তি পরবর্তী একটি নিরপেক্ষ সম্পত্তিতে মুলতুবি হয়ে যাবে।

যেখানে বন্ধক গ্রহীতা যে একটি আইনি সম্পত্তির মালিক, বন্ধকদাতাকে তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছে বন্ধকী সম্পত্তির ওপর টাকা সংগ্রহের ক্ষমতা দিয়ে এবং এই সৃষ্ট সম্পত্তি প্রতিনিধির প্রতারণা বা অসৎ আচরণ দ্বারা প্রথম মালিকের সম্পত্তিরূপে প্রতিভাত হয়।

৫. এই নিয়মটির কার্যকারিতার জন্য, আইনি মালিকের শুধুমাত্র অসতর্কতা

বা সাধারণ বুদ্ধির অভাব-ই যথেষ্ট সঙ্গত কারণ নয়। সেখানে প্রতারণা এবং নীরব সমর্থন অথবা সে সবে সহায়তা অবশ্যই থাকতে হবে। প্রতারণাই মুলতুবি করবে। অন্য কিছু নয়।

III. যেখানে দুটি নিরপেক্ষ অধিকারের মধ্যে প্রতিযোগিতা

১. পূর্ববর্তী দুটি ঘটনায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল একটি আইন অধিকার এবং একটি নিরপেক্ষ অধিকারের মধ্যে। তৃতীয় ক্ষেত্রে প্রতিন্দ্বন্দ্বিতা দুটি নিরপেক্ষ অধিকারের মধ্যে।

কেভ বনাম কেভ (১৮৮০) 15 Ch. D 639

ঘটনাসমূহ :

'এ' একজন আছি এবং 'বি' একজন ভোগদখলকারী ব্যক্তি।

'এ' ন্যস্ত অর্থ দ্বারা বিশ্বাসভঙ্গ করে জমি ক্রয় করে এবং 'সি'-র কাছে একটি আইনি বন্ধক কার্যকর করে।

'সি' অছির কথা জ্ঞাত ছিল না।

পরবর্তীকালে একটি নিরপেক্ষ বন্ধক দ্বারা ঐ জমি হস্তান্তরিত হয় তিনজন ব্যক্তি অধিকার অর্জন করল। 'সি' যার আইনি অধিকার আছে সে হল বন্ধকগ্রহীতা, যেহেতু এটি আইনি বন্ধক।

'বি'-র নিরপেক্ষ অধিকার আছে যা 'এ'-র অধিকার যা হস্তান্তরিত হয়েছে। সেই থেকে প্রবাহিত হয়েছে।

'ডি'-র আছে নিরপেক্ষ অধিকার যা 'এ'-র অধিকার থেকে প্রবাহিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট পক্ষদের কি অবস্থান?

১. 'সি' এবং 'বি'-এর মধ্যে যদিও 'বি'-র নিরপেক্ষ অধিকার 'সি'-র আইনি অধিকারের আগে যেহেতু 'সি'-র কাছে জ্ঞাত ছিল না। 'সি' অগ্রাধিকার নেয়।

২. 'সি' এবং 'ডি'-র মধ্যে, 'সি' অগ্রাধিকার পায় কারণ 'ডি-র অধিকার সৃষ্টির প্রতারণা। 'সি' কোনও পক্ষ ছিল না।

৩. 'বি' এবং 'ডি'-এর মধ্যে, তাদের অধিকার নিরপেক্ষ অধিকার কার অধিকার বিজয়লাভ করে? 'বি'-র অধিকার। নিয়ম হল যেখানে দুটি নিরপেক্ষ

অধিকারের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, মূল অধিকার যেটি আগের সেটি পরবর্তী অধিকারের উপর বিজয়লাভ করে।

৪. এই নিয়ম শুধুমাত্র সেখানেই খাটে যেখানে নিরপেক্ষ অধিকারগুলির তাদের পক্ষে সমান সমদর্শিতা আছে। যদি সমদর্শিতাগুলি অসমান হয়, দুটির মধ্যে ভালোটি বিজয়লাভ করে।

রাইস বনাম রাইস 2. Drewry, 73 (76-78)

'এ', 'বি'-কে জমি বিক্রয় করে এবং ক্রয় মূল্য না পেয়ে (১) 'বি'কে জমি হস্তান্তর করে, (২) টাকার জন্য একটি রসিদ সই করে দেয়। এবং (৩) 'বি'কে স্বত্ব দলিল হস্তান্তর করে দেয়।

পরবর্তীকালে 'বি', 'সি'-র কাছে সম্পত্তিটি বন্ধক রাখে। 'সি', 'এ'-র দাবির কথা জানত না। 'এ' এবং 'সি'-র মধ্যে যদিও 'এ'-র নিরপেক্ষ অধিকার 'সি'-র নিরপেক্ষ অধিকার-এর আগে, তবুও সমদর্শিতাগুলি অসমান। 'এ' অবহেলাজনিত কারণে অপরাধী, সেই কারণে 'সি'-র সমদর্শিতা ভালো এবং সেটি জয়লাভ করবে যদিও পরবর্তীকালে।

৫. কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুটি নিরপেক্ষ অধিকারের মধ্যে তাদের হস্তান্তরের সময় নিয়ে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে সংঘাত বাধে। অন্যান্য ক্ষেত্রে, এটি ঠিক করা হয় কোনও সময়ে সঠিক ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের, যার বা যাদের স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়েছে। লিখিত বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে সেই অনুসারে উদাহরণ স্বরূপ : (in the case of the assignment of chose in action)।

সংক্ষেপে : নিরপেক্ষতার তিনটি সাধারণ নিয়ম :

১. যেখানে নিরপেক্ষতা সমান হয়, সেখানে আইন জয়লাভ করে।

২. যেখানে নিরপেক্ষতা সমান হয়, সময়ের দিক থেকে প্রথম জয়লাভ করে।

৩. যেখানে নিরপেক্ষতা সমান হয় না, অপেক্ষাকৃত ভালো নিরপেক্ষতা জয়লাভ করে।

ব্যাখ্যা :

১. প্রথম বিবৃতিটি সেই ঘটনাগুলির উল্লেখ করে যেখানে একটি নিরপেক্ষ অধিকার এবং একটি আইনি অধিকার-এর মধ্যে সংঘাত রয়েছে এবং

এই দুটি শ্রেণীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—(১) যেখানে নিরপেক্ষ অধিকার আইনি অধিকার এবং ঘটনার আগে আসে, (২) যেখানে নিরপেক্ষ অধিকার আইনি অধিকারের পরবর্তীকালে আসে।

২. আইন জয়লাভ করার অর্থ আইনি অধিকার নিরপেক্ষ অধিকারের ওপর জয়লাভ করে যেখানে কোনও অসমতা আইনি অধিকারীর ওপর আরোপিত হয় না—যথা বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রতারণা।

৩. দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিবৃতিতে সেই সকল ঘটনাগুলির প্রতি উল্লেখ থাকে যেখানে দুটি নিরপেক্ষ অধিকারের মধ্যে সংঘাত রয়েছে।

নিরপেক্ষ হস্তান্তর

১. সাধারণ

১. যদিও বিষয়টিকে বলা হয় নিরপেক্ষ হস্তান্তরের এটি একটি সংক্ষিপ্তকরণ। বিষয়টি কার্য দ্বারা বাধ্য সম্পত্তির হস্তান্তর। (equitable assignment of the chose in action).

২. প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যের তিনটি উপাদান আছে যেগুলি আরম্ভেই আলোচনা করা উচিত :

(১) হস্তান্তর কি?

(২) কার্য-দ্বারা বাধ্য কি?

(৩) বিষয়টি অধ্যয়ন করার প্রয়োজনীয়তা।

(১) হস্তান্তর কি?

১. ইংরেজ সম্পত্তি আইন অনুসারে, সম্পত্তিকে ভাগ করা হয়—স্থাবর এবং ব্যক্তিগত ও অস্থাবর।

২. স্থাবর সম্পত্তিতে অধিকার হস্তান্তর সম্বন্ধে যে শব্দটি ব্যবহার হয় সেটি হল সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল (Conveyance)। ব্যক্তিগত ও অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে যে শব্দকে ব্যবহার হয় তা হল হস্তান্তর (Transfer) অথবা হস্তান্তর দলিল (Assignment)।

৩. অতএব Assignment-এর অর্থ এক ব্যক্তির দ্বারা তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে অধিকার হস্তান্তর করা এবং বিশেষত তার একটি রূপ কার্য দ্বারা বাধ্য করা (Chose in action)।

(২) কার্য দ্বারা বাধ্য কি?

১. ইংরেজি পরিভাষা অনুযায়ী, ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

(ক) অস্থাবর সম্পত্তি যা একজন বাস্তবে দখল নিতে পারে।

(খ) সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার যেটি শুধুমাত্র দাবি করা যেতে পারে অথবা কার্য দ্বারা বাধ্য করা যেতে পারে কিন্তু বাস্তবে দখল নেওয়া যায় না।

২. প্রথমটিকে বলা হয়—

(ক) দখলের দ্বারা সম্পত্তি (Things in Possession)

(খ) কার্য দ্বারা বাধ্য করা সম্পত্তি— (Things in Action)

৩. কার্য দ্বারা বাধ্য-এর সংজ্ঞা—

(1902) 2 K.B. 427 (430)—Channell J.

এটি বাস্তবিকই একটি ঋণের কথা বলছে।

৪. হস্তান্তরের দলিল (Assignment) শব্দটি (Chose in action)-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি হল সেরকম কিছু যা আপনি সই করে দিয়ে দিতে পারেন যদি আপনি সেটি হস্তান্তর করতে চান। আপনি তার দখল দিতে পারেন না।

(৩) নিরপেক্ষ হস্তান্তর বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা

১. একটি বা হস্তান্তর হল মালিক দ্বারা তারা অধিকার হস্তান্তরকরণ, যা আরেকটির বিরুদ্ধে বিদ্যমান, তৃতীয় আর একজনের কাছে যার কাছে সেই ব্যক্তি যার বিরুদ্ধে বিদ্যমান, সে দায়বদ্ধ থাকে।

উদাহরণ : 'এ' একজন উত্তমন। 'বি' একজন অধমর্ণ। 'বি'-র বিরুদ্ধে ঋণের অধিকার 'এ', 'সি'-কে হস্তান্তর করল। 'বি', 'সি'-র কাছে দায়বদ্ধ হল এবং 'সি' ওটি 'বি'-র কাছে পুনরুদ্ধার করার অধিকার পেল।

২. একটি হস্তান্তরে তিনজন ব্যক্তি জড়িত থাকে :

(ক) প্রকৃত মালিক।

(খ) যে ব্যক্তি প্রকৃত মালিকের কাছে দায়বদ্ধ, সেই ব্যক্তি।

(গ) যে ব্যক্তির কাছে প্রকৃত মালিক অধিকার হস্তান্তর করেছে।

৩. অধিকার অর্থাৎ কার্য দ্বারা বাধ্য আইনি অথবা নিরপেক্ষ হতে পারে। যেমন উত্তরাধিকার বলে প্রাপ্ত সম্পত্তি অথবা কোনও অছি তহবিল-এর অধিকার।

৪. কার্য দ্বারা বাধ্য-এর হস্তান্তর ভিন্নরূপে আলোচিত হয়েছে সমদর্শিতা এবং সাধারণ আইনে।

সাধারণ আইন এবং কার্য দ্বারা বাধ্য

১. সাধারণ আইন কার্য দ্বারা বাধ্য-এর কোনও হস্তান্তর (assignment) থাকতে পারে না। শুধুমাত্র যে একটি নিরপেক্ষ পছন্দ (chose) হস্তান্তর করা যাবে না তাই নয়। এমনকী আইনি পছন্দও (chose) হস্তান্তর করা যায় না।

২. এর কারণ ছিল বৃহৎ সংখ্যায় মামলার ভয়।

৩. বিধিবদ্ধ আইন এবং বিশেষ আইন কয়েক ধরনের কার্য দ্বারা বাধ্য হস্তান্তরযোগ্য করেছে :

(ক) বিনিময়যোগ্য দলিল আইন ব্যবসায়ীদের দ্বারা হস্তান্তরযোগ্য হল।

(খ) জীবন বিমা এবং নৌ বিমা পলিসিগুলি বিধি দ্বারা হস্তান্তরযোগ্য হল।

(গ) বিচারাধিকার আইনের খণ্ড ২৫ (বি) সকল আইনি কার্য দ্বারা বাধ্য-কে হস্তান্তরযোগ্য করা হয়েছে।

সমদর্শিতা এবং কার্য দ্বারা বাধ্য

১. সমদর্শিতায় কার্য দ্বারা বাধ্য সবসময়ই হস্তান্তরযোগ্য। শুধুমাত্র নিরপেক্ষ পছন্দই (chose) নয়। আইনি পছন্দও (chose) হস্তান্তরযোগ্য ছিল সমদর্শিতার ক্ষেত্রে।

২. যদি পছন্দটি নিরপেক্ষ হত্র হস্তান্তর গ্রহীতা উদ্ধারের জন্য তার প্রতিবিধানের হিসাবে ব্যবস্থা নিজের নাম আদালতে আনতে পারতেন।

৩. এটি যদি আইনি পছন্দ হত, সেক্ষেত্রে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা হস্তান্তরকারীর নামে করতে হোত এবং যেভাবে আদালত হস্তক্ষেপ করত তা হল হস্তান্তরকারীকে তার নাম হস্তান্তরে ব্যবহার করার জন্য বাধা দিতে বিরত করা এবং হস্তান্তর গ্রহীতাকে খরচের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া।

৪. হস্তান্তর-এ কিছু কার্য-দ্বারা বাধ্য করার বিষয় আছে, যার জন্য সমদর্শিতা কার্যকর করেনি জননীতির কারণে :

(ক) জাতীয় তহবিল থেকে সরকারি কর্মচারীদের সম্পূর্ণ এবং অর্ধেক টাকা প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ।

(খ) স্ত্রীকে খোরপোষ প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ।

(গ) সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা প্রভাবান্বিত করার দায়িত্ব।

উপসংহার

১. এইভাবে দায়িত্ব অর্পণের জন্য দুটি পথ আছে (ক) আইনগত (খ) নিরপেক্ষ।

২. যদিও বিচারাধিকার আইন আইনি পছন্দ (chose)-এর আইনি দায়িত্ব অর্পণের রীতি ও পদ্ধতি বলে দিয়েছে। এটি কিন্তু আদালতের আইনি পছন্দ-এর নিরপেক্ষ দায়িত্ব অর্পণ-এর বিধি বাতিল করে দেয় নি। সুতরাং যদি কোনও হস্তান্তর আইনগত অকেজো হয় কোনও ত্রুটির কারণে, সেটি যদি সমদর্শিতার নীতির সঙ্গে অনুরূপ হয়, তবে উত্তম। দ্বিতীয়ত, বিচারাধিকা কার্য-দ্বারা বাধ্য হস্তান্তরের দলিল স্পর্শ করে না।

বিভিন্ন শ্রেণীর ঘটনা যেগুলি বিবেচনা করতে হবে

কার্য দ্বারা বাধ্য এর হস্তান্তর দলিল এর সঙ্গে যুক্ত তিন শ্রেণীর ঘটনাগুলিকে বিবেচনা করতে হবে :

(ক) কার্য দ্বারা বাধ্য-এর আইনি হস্তান্তর

(খ) কার্য দ্বারা বাধ্য-এর নিরপেক্ষ হস্তান্তর

(গ) কার্য দ্বারা বাধ্য-এর নিরপেক্ষ হস্তান্তর

আইনি বাধ্যবাধকতার আইনি হস্তান্তরের আবশ্যকগুলি :

১. হস্তান্তর অবশ্যই হবে শর্তাহীন অর্থাৎ এটি হবে হস্তান্তরকারী দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধিকার সমর্পণ। ঋণ হবে নির্দিষ্ট এবং হবে পুরো পরিমাণটির-ই।

২. হস্তান্তরটি অবশ্যই লিখিত হবে এবং হস্তান্তরকারী দ্বারা সাক্ষরিত হবে।

একটি দলিল দ্বারা না হলেও চলবে।

এটি মূল্যের বিনিময়ে নাও হতে পারে।

৩. স্বত্ব নিয়োগের স্পষ্ট বিজ্ঞপ্তি অধমর্ণকে দিতে হবে।

এই নির্বাচন এই কথা বলে না :

(ক) কার দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে—হস্তান্তরকারী না হস্তান্তরগ্রহীতা।

(খ) কখন বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে যাতে এটি হস্তান্তরকারীর মৃত্যুর পর হস্তান্তরগ্রহীতা দ্বারা দেওয়া যায়।

বিজ্ঞপ্তিবিহীনতার প্রভাব

১. বিজ্ঞপ্তিবিহীনতা একজন হস্তান্তরকারীকে হস্তান্তরের ওপর কোনও মামলা করতে বাধা দেয় না। এটি শুধুমাত্র কিছু প্রতিবন্ধকতা আরোপ করে এবং কিছু অসুবিধা সৃষ্টি করে।

(ক) হস্তান্তরগ্রহীতা অধমর্ণর বিরুদ্ধে নিজের নামে মামলা করতে পারে না, আদি উত্তমর্ণকে এই কাজে পক্ষ না করে।

(খ) হস্তান্তরের তারিখের আগে হস্তান্তরগ্রহীতা অধমর্ণ এবং আদি উত্তমর্ণের মধ্যে সমদর্শিতার ওপর নির্ভরশীল এবং অধমর্ণের বিরুদ্ধে সমস্ত অধিকার হারাবে যদি সে আদি উত্তমর্ণকে টাকা দিয়ে দেয়। অন্য দিকে, যদি অধমর্ণ হস্তান্তরের বিজ্ঞপ্তি পাবার পর আদি উত্তমর্ণকে টাকা দেয়। হস্তান্তরগ্রহীতা তা সত্ত্বেও তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারে।

(গ) হস্তান্তরগ্রহীতা অধমর্ণকে হস্তান্তরের বিজ্ঞপ্তি দিতে ব্যর্থ হলে পরবর্তী হস্তান্তরগ্রহীতা যার আগের হস্তান্তর সম্বন্ধে জানা নাই তার কাছে মূল্যের জন্য মুলতুবি থাকে এবং অধমর্ণকে হস্তান্তরের বিজ্ঞপ্তি দেয়।

কাজের দ্বারা বাধ্য আইনি নিরপেক্ষ হস্তান্তরের অবশ্যকগুলি

একটি হস্তান্তর যদি বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তাগুলি পালন না করে, তাহলে যে সেটি কার্যকরী হবে না এমন কোনও কথা নেই কারণ সেটি নিরপেক্ষ হস্তান্তর হিসাবেও কাজ করতে পারে।

দুটি বিষয় প্রয়োজনীয় :

(১) হস্তান্তরগ্রহীতা দ্বারা মূল্য অবশ্যই দিতে হবে।

(২) অধমর্ণ এবং উত্তমর্ণ-এর মধ্যে একটি চুক্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট তহবিল-এর ওপর সৃষ্ট জামিন অথবা একজন ব্যক্তি অধমর্ণের টাকা রক্ষাকারী তার ওপর দেওয়া উত্তমর্ণের প্রতি আদেশ। সেটি হস্তান্তর (Assignment)-এ পরিণত হবে।

1839. বার্ন বনাম কার্তালো
4 Hylve and Craigs Reports-690

ঘটনাসমূহ :

'এফ' জিনিস পাঠাত 'আর'-কে জিনিস পাঠাতে যে 'আর' বিভিন্ন শহরে ব্যবসা করত এবং 'আর'-র ওপর প্রায়ই হুণ্ডি কাটত। এটি 'এফ' দ্বারা 'বি & কোং'-র সঙ্গে এভাবে আয়োজিত যে তারা 'আর'-এর ওপর 'এফ'-এর কাটা চালানের জন্য হুণ্ডিগুলি হস্তান্তর এবং বন্দোবস্ত করবে এবং 'এফ'-কে যে পরিমাণ টাকা হুণ্ডিতে কাটার কথা তা সেটি তারা দেবে এবং 'আর'-র কাছ থেকে টাকা পওয়া গেলে তাদের সেই টাকা পূরণ আপনিই হবে। 'এফ' কিছু টাকার জন্য 'বি & কোং'-র ওপর হুণ্ডি কাটল, কি 'আর' নির্দিষ্ট সময়ে টাকা হুণ্ডির টাকা দিতে ব্যর্থ হল।

'এফ' যে ছিল 'বি & কোং'-র অধমর্ণ, একটি চিঠির দ্বারা সে 'বি & কোং'-র কাছে অঙ্গীকার করে যে সে নির্দেশ দেবে এবং পরবর্তীকালে চিঠিতে সে 'বি & কোং'-র প্রতিনিধি হিসারে 'ভি'-কে মালপত্র অর্পণ করতে নির্দেশ দেয়।

'এফ' & 'আর'-কে লিখে জানান 'আর'-কে তার কাছে থাকা মালপত্র 'বি & কোং'-র ৩০ জুন 'ভি'-কে মালপত্র অর্পণ করেন।

1829 সালের ২৩ মে তারিখে করা এক কাজের জন্য ২৩ জুন, 1829 তারিখে 'এফ'-কে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়। তার দেউলিয়া অবস্থার অছি 'বি & কোং'-র বিরুদ্ধে মালপত্রের মূল্য উদ্ধারের জন্য মামলা করেন। 'বি & কোং' তর্ক করে এই বলে যে মালপত্রের জন্য 'এফ' দ্বারা একটি নিরপেক্ষ স্বত্বনিয়োগ হয়েছিল।

এটি প্রমাণিত হয়েছিল যে অধমর্ণের আদেশটি ছিল ন্যায়বিচারের জন্য একটি ভাল স্বত্ত্বনিয়োগ।

রডিক বনাম গ্যাণ্ডেল

(1851-2) 1 Degex 763. 42 E.R. 749

গ্যাণ্ডেল ছিলেন এক ইঞ্জিনিয়র এবং তিনি একটি ব্যাঙ্কের কাছে একটি বৃহৎ অর্থের জন্য ঋণী ছিলেন এবং ব্যাঙ্ক তাকে সেই অর্থ শোধের জন্য চাপ দিচ্ছিল।

গ্যাণ্ডেল একটি রেলওয়ে কোম্পানির উত্তমর্ণ ছিলেন। ব্যাঙ্ক যাতে অর্থ শোধের জন্য চাপ না দেয় এবং যাতে তার অন্যান্য বকেয়া দেনাগুলি মিটিয়ে দেয়, সেজন্য এরকম একটি ব্যবস্থা হল যে গ্যাণ্ডেল তার সলিসিটর (ব্যবহারজীবী)কে নির্দেশ দেবেন রেলওয়ে কোম্পানির কাছে গ্যাণ্ডেলের পাওনা টাকা উদ্ধার করে ব্যাঙ্ককে দিতে। গ্যাণ্ডেল কোম্পানির সলিসিটরদের কাছে লেখা এক চিঠিতে তাদের ক্ষমতা দেন রেলওয়ে কোম্পানির কাছ থেকে তার পাওনা টাকা নিতে এবং তাদের অনুরোধ করেন সেই টাকা ব্যাঙ্ককে শোধ দিতে। সলিসিটররা চিঠিতে ব্যাঙ্কের কাছে অঙ্গীকার করে যে সে টাকা পেলেই ব্যাঙ্ককে শোধ দেবে।

কেন—অধমর্ণ এবং উত্তমর্ণের মধ্যে কোনও চুক্তি নেই। সলিসিটরগণ রেলওয়ে কোম্পানির কাছ থেকে টাকা আদায় করে কিন্তু ব্যাঙ্ককে না দিয়ে গ্যাণ্ডেলকে সেই অর্থ দিয়ে দেয়। গ্যাণ্ডেল দেউলিয়া হয়ে যায় এবং তার সম্পত্তি Official assignment বা সরকারি উকিল দ্বারা অধিকৃত হয়। ব্যাঙ্ক একটি ঘোষণার জন্য মামলা করে যে গ্যাণ্ডেল দ্বারা রেলওয়ের কাছ থেকে তার দাবি যোগ্য এবং সলিসিটরগণ কর্তৃক আদায়ীকৃত তহবিল ব্যাঙ্কের পক্ষে নিরপেক্ষ হস্তান্তর হয়েছে এবং সে কারণে ব্যাঙ্ক সরকারি উকিলের কাছ থেকে সেই অর্থ পুনরুদ্ধার করার অধিকারী। সুতরাং এটি স্থির হয় যে এটি নিরপেক্ষ হস্তান্তর ছিল না। এটি কোনও অধমর্ণ দ্বারা তার কোনও উত্তমর্ণকে দেওয়া কোনও ব্যক্তি যে অধমর্ণের কাছে ঋণী বা যে অধমর্ণের কিছু তহবিল রক্ষা করছে তার প্রতি এটি এই মর্মে আদেশ নয় ঐ তহবিল থেকে উত্তমর্ণকে টাকা মিটিয়ে দেবার।

নিরপেক্ষ স্বত্ত্বনিয়োগ সম্পন্ন করার জন্য স্বত্ত্বনিয়োগকারী এবং স্বত্ত্বনিয়োগীর মধ্যে অবশ্যই আইনগত সম্পর্ক থাকবে। যদি আইনগত কোনও সম্পর্ক না থাকে, তাহলে ন্যায়বিচারেও স্বত্ত্বনিয়োগ হবে না।

ফলাফল স্বরুপ, যদি মুখ্যব্যক্তি তার প্রতিনিধিকে তার প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য এবং তৃতীয় ব্যক্তিকে টাকা শোধের নির্দেশ দেয়, সেই তৃতীয় ব্যক্তি ন্যায়বিচারে

স্বত্বনিয়োগী হয় না, যদি না আইনগত আদেশে তাকে জানানো হয়। এটি মুখ্যব্যক্তি দ্বারা প্রত্যাহৃত হতে পারে।

একইভাবে আমমোক্তারনামা অথবা কর্তৃত্বের ক্ষমতা অর্থ সংগ্রহ করতে এবং তার উত্তমর্ণকে সেই অর্থ শোধ করতে দেওয়ার অর্থ নিরপেক্ষ স্বত্বনিয়োগ বুঝায় না। একটি চেক দাতার ব্যাঙ্কে কোনও নিরপেক্ষ স্বত্বনিয়োগ বা অর্থ অধিকার করা নয়। হপকিন্‌সন বনাম ফর্স্টার (১৮৭৪) L. R. 19 Eq. 74

যদি কোনও নির্দিষ্ট তহবিলকে সেখান থেকে অর্থপ্রদানের জন্য নির্দিষ্ট করা না হয়, তাহলে কোনও বৈধ অধিকার বা স্বত্বনিয়োগ দেওয়া যায় না।

পার্সিভাল বনাম ডান (১৮৮৫) 29 Ch. D. 128

নিরপেক্ষ স্বত্বনিয়োগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি কি প্রয়োজনীয়?

১. যদি অধমর্ণকে কোনও বিজ্ঞপ্তি নাও দেওয়া হয় তাহলেও স্বত্বনিয়োগকারী এবং স্বত্বনিয়োগীর মধ্যে নিরপেক্ষ স্বত্বনিয়োগ সম্পূর্ণ হয়।

২. অধমর্ণকে দুটি কারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া উচিত :

(ক) যদি কোনও বিজ্ঞপ্তি না থাকে, অধমর্ণের স্বত্বনিয়োগকারীকে এবং উত্তমর্ণকে অর্থশোধের কোনও বাধা থাকবে না এবং সে স্বত্বনিয়োগীর প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে না। অন্যদিকে, বিজ্ঞপ্তিকে অমান্য করে সে যদি স্বত্বনিয়োগকারীকে অর্থ শোধ করে, তাহলে সে আবার স্বত্বনিয়োগীকে অর্থ শোধ করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

স্টক্‌স বনাম ডবসন (১৮৫৩) 4 De. G.M. & G. II

(খ) যদি কোনও বিজ্ঞপ্তি না থাকে, তাহলে স্বত্বনিয়োগীকে পরবর্তী স্বত্বনিয়োগীর ওপর এক-ই স্বত্বনিয়োগকারীর একই কার্য দ্বারা বাধ্য করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না।

এটি ডার্ল বনাম হল মামলার নির্দেশ বলা হয়
(1823) 1 Rsess 1=S.F.C.P. 57

ঘটনাসমূহ :

পিটার ব্রাউন মারা যান একটি উইল রেখে যেখানে তিনি তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির এবং স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ টাকার একটি অছি ব্যবস্থা করে যান এবং তার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নির্দেশ দেন সেই অর্থ বিনিয়োগ করতে এবং তার পুত্র জ্যাকারিয়া

ব্রাউনকে তার জীবনকালীন সুদ দিয়ে যেতে। বৎসরে সেই আয় ছিল প্রায় ৯৩ পাউন্ড।

১৯ ডিসেম্বর ১৮০৮ তারিখে ব্রাউন, উইলিয়াম ডার্ল-এর কাছ থেকে পাওয়া ২০৪ পাউন্ড-এর বিনিময়ে তার বার্ষিক বৃত্তির আংশিক ৩৭ পাউন্ড-এর হস্তান্তর করেন। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮০৯, তারিখে ব্রাউন ১৫০ পাউন্ডের বিনিময়ে বার্ষিক বৃত্তির আরেকটি অংশ ২৭ পাউন্ডের, হস্তান্তর করেন শেরিংকে—ডার্লকে স্বত্ত্বনিয়োগ সাপেক্ষে।

জোসেফ হল সেটি কেনার জন্য প্রস্তাব করেন এবং সলিসিটর-এর মাধ্যমে ব্রাউন-এর স্বত্ত্ব অনুসন্ধান করে যাচাই করেন। তিনি ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করেন। যারা ব্রাউনের স্বার্থকে বিঘ্নিত করে এমন কোনও কথা জানতে না। অবিলম্বে হল ব্রাউনের অংশটি কেনেন ৭১১ পাউন্ড ৩ শিলিং ৬ পেন্সের বিনিময়ে এবং সেটি তাকে হস্তান্তর করা হয়।

২৫ এপ্রিল ১৮১২ তারিখে জোসেফ হল তাকে হস্তান্তরের কথা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের লিখিত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানান।

২৭ অক্টোবর ১৮১২ তারিখে ডার্ল এবং শেরিং তাদের কাছে হস্তান্তরের কথা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানান ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের।

ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা এই তিনজনের একজনকেও টাকা দিতে অস্বীকার করেন যতক্ষণ না তাদের অধিকার নিরূপণ হয়।

ডার্ল এবং শেরিং আদালতে জোসেফ হলের বিরুদ্ধে একটি বিধেয়ক এনে প্রার্থনা করে যে তাদের ৯৩ পাউন্ডের আয় যেন জোসেফ হল-এর আগে মেটানো হয়।

ডার্ল এই বলে তর্ক করে যে, 'সময়ে প্রথম আইনে প্রথম' এই নীতি প্রয়োগ করা উচিত এবং যেহেতু সে প্রথম তাই, হল-এর আগে তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এই সিদ্ধান্ত হয় নি, হলকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

প্লুমারের রায় M.R. S & C. P. 55

আদালতের নির্দেশটি ছিল অসতর্কতা এবং অবহেলার ওপর ভিত্তি করে একজনের দাবি নিঁখুত করণ। তবে নির্দেশটি এখন অবাধ এবং পরিচালনা থেকে মুক্ত। যে

স্বত্ত্বনিয়োগী যথাযথ বিজ্ঞপ্তি প্রথমে দেবে, তাকেই প্রথম অর্থপ্রদান করা হবে, অন্য স্বত্ত্বনিয়োগী অসতর্কতার দোষে দোষী হোক আর না হোক।

Re Dallas. (1904). 2 Ch. 385

ডার্ল বনাম হলের মামলার নির্দেশটি সর্বদাই সকল নিরপেক্ষ অধিকারকে ব্যক্তিগত অবস্থায় হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়।

ডার্ল বনাম হল মামলার নির্দেশ অনুযায়ী কাকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া উচিত

১. এটি অবশ্যই অধমর্ণ, অছি এবং অন্যান্য ব্যক্তি যাদের কর্তব্য হস্তান্তরকারীকে টাকা দেওয়া, তাদের দিতে হবে।

স্টিফেনস্ বনাম গ্রীন (১৮৯৫) 2 Ch. 148

২. সলিসিটরকে বিজ্ঞপ্তি শুধুমাত্র তখন-ই কার্যকর হবে যদি সলিসিটর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেটি নেবার অধিকারী হয়।

৩. যদি বেশ কয়েকজন অধমর্ণ বা অছি থাকেন, একজনকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়াই সকলকে দেওয়া হিসাবে ধরা হবে।

৪. যদি পুরাতন অছিদের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া থাকে, তাহলে নতুন অছিদের বিজ্ঞপ্তি দেবার প্রয়োজন নেই।

বিজ্ঞপ্তির নমুনা কেমন হওয়া উচিত

১. আগে বিজ্ঞপ্তি নিয়মমাফিক না হলেও চলত এবং সেটি মুখের কথায়ও দেওয়া চলত।

২. ১৯২৫ থেকে এটি লিখিত হওয়া আবশ্যক হয়েছে।

নিরপেক্ষ স্বত্ত্বনিয়োগের ক্ষেত্রে কি স্বত্ত্ব স্বত্ত্বনিয়োগির প্রয়োজন

১. এটি সবসময়ই সমতার নিয়ম ছিল যে কোনও কিছু কর্মকাণ্ডের স্বত্ত্বনিয়োগী কোনও কিছুর ওপর স্বত্ত্বনিয়োগকারীর যে অধিকার ছিল তার চেয়ে ভালো অধিকার সে অর্জন করতে পারে না।

২. অন্য কথায়, স্বত্ত্বনিয়োগকারীর হাতে যাদের প্রভাব আছে, স্বত্ত্বনিয়োগী যেগুলি গ্রহণ করছেন, সবগুলির ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিপালিত হওয়া সাপেক্ষে।

Roxburghe vs. Cox (1881) 17ch. D.520

যেন—

(১) যদি স্বত্বনিয়োগকারী এবং অধমর্ণের মধ্যে চুক্তিটি বাতিলযোগ্য হয়, অধমর্ণ চুক্তিটির বাতিলযোগ্য চরিত্রটি স্বত্বনিয়োগীর বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, এমনকি স্বত্বনিয়োগটি খুব মূল্যবান হলেও।

(২) যদি অধমর্ণের স্বত্বনিয়োগকারীর বিরুদ্ধে বিন্যস্ত করার অধিকার থাকে, তাহলে একই অধিকার স্বত্বনিয়োগীর বিরুদ্ধেও থাকবে।

৩. তবে স্বত্বনিয়োগী বিজ্ঞপ্তির পর হওয়া সমদর্শিতা (Equities) থেকে মুক্ত থাকবে।

একজন অধমর্ণ স্বত্বনিয়োগীর অধিকার যেগুলি বিজ্ঞপ্তির দিনে যেমন আছে বিজ্ঞপ্তির পর সেগুলি হ্রাস করতে পারে না কোনও কাজের দ্বারাই।

ভবিষ্যতে অর্জিতব্য অধিকারের হস্তান্তরকরণ

১. এতাবৎ আমরা সেই অধিকারগুলির স্বত্ত্বান্তর নিয়ে আলোচনা করেছি যেগুলি স্বত্ত্বান্তকরণের সময় উদ্ভূত হয়েছে।

২. ভবিষ্যতে যে অধিকারগুলির স্বত্ত্বান্তর উদ্ভূত হবে সেগুলি নিয়েও আমরা অবশ্যই আলোচনা করব।

৩. ঐ ধরনের অধিকারের উদাহরণ :

(১) আইনত: উত্তরাধিকারীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের প্রত্যাশা।

(২) একজন নিকটাত্মীয়ের ব্যক্তিবিশেষের উত্তরাধিকারের প্রত্যাশা।

(৩) অনার্জিত শুল্ক।

(৪) ভবিষ্যতের দেনাদারগন।

৪. সাধারণ আইনে এগুলি সব-ই বাতিল ছিল। একজন মানুষ, যা তার নেই তা কখনো স্বত্ত্বান্তর করতে পারে না। সমদর্শিতার ক্ষেত্রে এগুলি সব-ই স্বত্বান্তরযোগ্য ছিল যদি মূল্যবান কিছুর বিনিময়ে হত।

৫. সমদর্শিতা এগুলিকে স্বত্ত্বান্তর হিসাবে গন্য করে না, বরং ধরে স্বত্ত্বান্তরের চুক্তি হিসাবে, এবং যখন স্বত্বনিয়োগী এর অধিকার পায়, সে তখন চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য থাকে।

৬. যখন স্বত্বনিয়োগকারী দ্বারা অধিকার অর্জিত হয়, সুবিধাভোগী স্বত্বটি তৎক্ষনাৎ স্বত্বনিয়োগীতে অবস্থান্তরিত হয়। কিন্তু আইনি স্বত্বটি স্বত্বনিয়োগকারীর সঙ্গেই থেকে যায়। সুতরাং যদি স্বত্বনিয়োগকারী পরবর্তী কোনও স্বত্বনিয়োগীতে স্বত্বান্তর করে যে মূল্য দেয় এবং পূর্ববর্তী স্বত্বান্তর সম্বন্ধে তার কোনও কিছু জানা ছিল না, সেক্ষেত্রে পরবর্তীকালের স্বত্বনিয়োগীর মালিকানা স্বত্বই জয়ী হবে।

পরিবর্তন

১. পরিবর্তনের মতবাদের প্রয়োজনীয়তা

১. ইংরেজ আইন মালিকের ভূ-সম্পত্তি এবং (Personality) ব্যক্তিত্বের ক্ষমতা হস্তান্তরের ভিন্ন পদ্ধতি নির্দিষ্ট করেছে, যদি সেই মালিক উইল না করে মারা যান। তার স্থাবর সম্পত্তি পাবেন তার উত্তরাধিকার এবং Personality নিকটাত্মীয়রা পাবে।

২. সেক্ষেত্রে সম্পত্তি উত্তরাধিকারী পাবে নাকি নিকটাত্মীয় পাবে তা নির্ভর করবে, যে তারিখে উত্তরাধিকার দেখা যাবে সেইদিনের সম্পত্তির অবস্থার ওপর।

৩. সাধারণভাবে কোনও সমস্যা নেই। প্রাসঙ্গিক দিনে যে অবস্থায় সম্পত্তিটি পাওয়া যাবে সেটি ঠিক করে দেবে তার পাত্রান্তরে গমন। কিন্তু ধরা যাক, ঘটনাচক্রে এমন হল যে, যেদিন উত্তরাধিকার উন্মুক্ত হল, সেদিন অর্থের জন্য জমি বিক্রয় করতে হবে কিন্তু সেটি বিক্রয় হল না অথবা জমি ক্রয়ের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে কিন্তু বিনিয়োগ হল না, সেক্ষেত্রে পাত্রান্তরে গমন কেমন করে স্থির করা হবে? জমিকে যদি জমি হিসাবেই ব্যবহার করা হয়, তাহলে যতদিন না প্রকৃতপক্ষে বিক্রয় হয়, এগুলি তাদের উত্তরাধিকারীদের ওপর বর্তাবে। অন্যদিকে, এটিকে যদি অর্থ হিসাবে ধরা হয়, যেহেতু এটি বিক্রয় করে টাকা পাবার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিত, সেজন্য যদিও এটি জমি এটি নিকটাত্মীয়দের কাছে যাবে। অন্যভাবে বললে, প্রশ্ন হল এই যে, সম্পত্তিটি কি যে অবস্থায় সেটি পাওয়া গেছিল সেই প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ী পাত্রান্তর করা হবে অথবা যেভাবে এটিকে পরিবর্তিত করার কথা মনস্থ করা হয়েছিল, সেভাবে। সমদর্শিতার দেওয়া উত্তর ছিল যে, সম্পত্তি পাত্রান্তর যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থা অনুযায়ী নয় বরং যেভাবে এটিকে পরিবর্তিত করার কথা মনস্থ-করা হয়েছিল সেভাবে।

৪. এটিকেই বলা হয় পরিবর্তনের মতবাদ। মতবাদের কোনও প্রয়োজন ছিল না যদি স্থাবর সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তি উত্তরাধিকারের নিয়মের মধ্যে কোনও পার্থক্য না থাকত। এই পার্থক্য বর্তমানে ৩৩ ও ৪৫ ধারা দ্বারা বিলুপ্ত হয়েছে এবং সেইজন্য পরিবর্তন তার সমস্ত গুরুত্ব হারিয়েছে।

৫. ভারতে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সেরকম কোনও পার্থক্য নেই স্থাবর সম্পত্তি উত্তরাধিকারীর প্রতি এবং Personality নিকটাত্মীয়ের কাছে।

২. চারটি ক্ষেত্র আছে যেখানে পরিবর্তন দেখা যায়

(১) আইনের কার্যকারিতার দ্বারা।

(২) আদালতের আদেশের কার্যকারিতার দ্বারা।

(৩) একটি চুক্তির কার্যকারিতার দ্বারা।

(৪) একটি হস্তান্তরের বা উইলের কার্যকারিতার দ্বারা।

(১) আইনের কার্যকারিতার দ্বারা পরিবর্তন

১. মাত্র একটি ক্ষেত্র আছে যেখানে আইনি কার্যকারিতা দ্বারা পরিবর্তন ঘটে। এটি অংশীদার ক্ষেত্রে হয়। ১৮৯০ সালের অংশীদারী আইনের ৩৯ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক অংশীদারের এই দাবি করার অধিকার আছে যে, যার সম্পত্তি অংশীদারীতে আছে সেগুলি বিক্রয় করার এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে সমস্ত দেনা ও দায় মিটিয়ে বাকী টাকা অংশীদারদের মধ্যে তাদের মূলধনের অংশ অনুযায়ী ভাগ করে দেওয়া হবে। ফলতঃ যে জমি অংশীদারী সম্পত্তি সেটিকে প্রতিরূপণ (personality) হিসাবে ধরা হয়, স্থাবর সম্পত্তি হিসাবে নয়।

২. শুধুমাত্র অংশীদারী সম্পত্তি অংশীদারদের নিজেদের মধ্যে এবং তাদের মৃত্যুর পর তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে ভাগ করার উদ্দেশ্যে প্রতিরূপণ (personality) হিসাবে এটি ধরা হয় না, উপরন্তু মৃত অংশীদারদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে উত্তরাধিকারের প্রয়োজনেও এটি প্রতিরূপণ (personality) হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৩. অংশীদারী আইনে স্থাবর সম্পত্তির প্রতিরূপনে (personality) পরিবর্তন হবে অংশীদারীর অবসানের দিনে বা কোনও অংশীদারের মৃত্যুর দিনে নয়। এটা হবে যে মুহূর্তে ঐ সম্পত্তি অংশীদারী সম্পত্তি হবে।

৪. পরিবর্তনের মতবাদ অংশীদারী স্থাবর সম্পত্তিতে প্রযোজ্য হয় যদি না বিপরীত ইচ্ছা উদিত হয়। কেন অংশীদারী চুক্তি স্থাবর সম্পত্তিকে প্রতিরূপনে (personality) পরিবর্তন করে, তার কারণ হল অংশীদারী অবসানে একজন অংশীদার সাধারণভাবে কোনও অংশীদারী সম্পত্তির কোনও বিশেষ অংশের অধিকারী হয় না। কিন্তু অংশীদারী চুক্তিতে একজন অংশীদারকে কোনও বিশেষ সম্পত্তিতে অনুমতি দেওয়ার সংস্থান থাকতে পারে। যেক্ষেত্রে বিপরীত ইচ্ছা অনুযায়ী পরিবর্তন করা যাবে না।

(২) আদালতে আদেশ অনুসারে পরিবর্তন

১. যেখানে কোনও স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করার জন্য আদালতের আদেশ আছে, সেখানে ধরা হয় যে, যার সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য আদেশ হয়েছে তার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের প্রয়োজনে স্থাবর সম্পত্তিকে প্রতিরূপণ (personality) পরিবর্তন করা হয়েছে।

উদাহরণ : 'এ', 'বি' এবং 'সি'-র স্থাবর সম্পত্তিতে সমান অংশ আছে। আদালত স্থাবর সম্পত্তিটি বিক্রয়ের আদেশ দিল। এই আদেশের ফলে তাদের স্থাবর সম্পত্তির অংশ প্রতিরূপণ (personality) পরিবর্তন হবে যাতে অন্য উত্তরাধিকারী নিকটাত্মীয়রা উত্তরাধিকারী হয়।

২. নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে :

(ক) বিক্রয়ের আদেশটি অবশ্যই আদালতের এক্তিয়ারের মধ্যে হতে হবে।

(খ) যে উদ্দেশ্যে এটি বিক্রয় করা হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যে পুরো বিক্রয়লব্ধ অর্থ খরচ হবে কিনা, সেটি অবান্তর।

(গ) এটি বাস্তবিক-ই বিক্রয় হয়েছে নাকি শুধুমাত্র বিক্রয়ের আদেশ হয়েছে, সেটি অবান্তর। পরিবর্তনের জন্য বিক্রয়ের আদেশ-ই যথেষ্ট।

(ঘ) বিক্রয়ের দিন থেকে নয়, আদেশের দিন থেকে পরিবর্তন সাধিত হবে।

৩. দুটি ক্ষেত্র আছে যেখানে উত্তরাধিকার লক্ষ্যে আদালতের আদেশেও পরিবর্তন হবে না।

(ক) যেখানে আদালত স্বয়ং আদেশ দেয় যে সম্পত্তির প্রকৃতিতে ঐরকম পরিবর্তন মৃত্যুতে পাত্রান্তর হওয়ায় প্রভাব ফেলবে না, যেখানে বিক্রয়লব্ধ অর্থ উত্তরাধিকারীরা পাবে, নিকটাত্মীয়রা নয়।

(খ) কিছু সংবিধির শর্ত সম্পত্তির প্রকৃতিতে পাত্রান্তরের প্রভাব এড়াতে পরিবর্তন নিষিদ্ধ করে। উদাহরণ স্বরূপ ১৮৯০ সালের 'পাগল আইন' এর ১২৩ ধারা যেটি বলে যে যদি একজন বিকৃতমস্তিষ্কের সম্পত্তি বিক্রয় হয়, বিক্রয়লব্ধ অর্থ পাবে সেই সকল ব্যক্তি, যারা বিক্রয় না হলেও ঐ অর্থের অধিকারী হতেন।

(৩) চুক্তি কার্যকারিতার দ্বারা পরিবর্তন

১. যখন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করার জন্য চুক্তি হয়, স্থাবর সম্পত্তিকে বিক্রেতার প্রতিরূপণ হিসাবে ধরা হয়। অন্যদিকে, ক্রেতার স্বার্থকে স্থাবর হিসাবে ধরা হয়। যদি সম্পূর্ণ হবার আগে মারা যায়-ও।

২. এটি অবশ্য একটি শর্তসাপেক্ষে। সেটি হল—চুক্তিটি এমন একটি হবে যার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে সম্পূর্ণ করার জন্য আদালত আদেশ দেব—

34 ch. D. 166.

শুধুমাত্র বিজ্ঞপ্তি পরিবর্তনের মতবাদকে কার্যকর করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যদি চুক্তিটি ব্যর্থ হয় বা আইন দ্বারা প্রয়োগ করা না যায়, তার ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন হবে না।

(৪) ইজারার চুক্তি ক্রয়ের অধিকার সমেত—এর ক্ষেত্রে পরিবর্তন

'এ' কোনও একটি জমি 'বি' কে সাত বছরের জন্য দিল ইজারা দ্বারা ঐ সময়ের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দামে ক্রয়ের অধিকার সমেত। 'বি' তার অধিকার প্রয়োগ করল।

তিনটি প্রশ্ন উঠছে :

(ক) এই অধিকার প্রয়োগ কি পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে?

(খ) যদি ইজারাদারের মৃত্যুর পর যদি অধিকার প্রয়োগ করা হয়, তাহলে কি এটি পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে?

(গ) কোন দিন থেকে ঐ পরিবর্তন কার্যকর হবে?

(i) এই অধিকার প্রয়োগ কি পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে?

আইনে বিক্রয়ের প্রস্তাবের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই অধিকারের প্রয়োগ হল প্রস্তাবটি গ্রহণ করা এবং যখন প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হয়, তখন হয় চুক্তি।

অধিকার প্রয়োগ দ্বারা চুক্তিতে রূপান্তর পরিবর্তন সূচিত করে। সুতরাং প্রথম প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক।

(ii) ইজারাগ্রহীতার মৃত্যুর আগে এবং ইজারাদারের মৃত্যুর পর অধিকার প্রয়োগ

১. যদি ইজারাগ্রহীতা ইজারাদারের মৃত্যুর আগে অধিকার প্রয়োগ করে অর্থাৎ সে যখন জীবিত আছে তখন পরিবর্তন হল, কারণ অধিকার দ্বারা জানানো প্রস্তাব আইনতঃ গ্রহণ করা যাবে এবং একটি মুচলেকাবদ্ধ চুক্তি উদ্ভূত হতে পারে।

২. যদি ইজারাগ্রহীতা অধিকার প্রয়োগ করে মৃত্যুর পর তাহলে নীতিগতভাবে সেখানে পরিবর্তন হওয়া উচিত নয়, কারণ এখানে কোনও চুক্তি হতে পারে না। যিনি প্রস্তাব করেছেন, তার মৃত্যুর পর প্রস্তাবটি গ্রহণ করা যায় না।

কিন্তু লয়েস বনাম বেনেট (১৭৮৫) I case 167 মামলাটিতে এই রায় হয়েছিল যে, অধিকার প্রয়োগ, এমনকি ইজারাদারের মৃত্যুর পরও পরিবর্তনের পক্ষে শুভ।

৩. লয়েস বনান বেনেট মামলায় দেওয়া বিধান নিয়মবহির্ভূত হওয়ায় এটি কার্যক্ষেত্রে বদ্ধ হয়। ইজারাদারের অধীনে দাবি করা ব্যক্তিদের মধ্যে এটি প্রযোজ্য হয়।

উদাহরণ : 'এ' একটি সম্পত্তি 'বি'কে ইজারা দেয় ক্রয় করার অধিকার সমেত। সম্পত্তিটি বিমাকৃত ছিল। 'বি' দ্বারা অধিকার প্রয়োগের আগেই সেগুলি আগুনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 'বি' অধিকার প্রয়োগ কালে, ক্রয়মূল্যের অংশস্বরূপ বিমাকৃত অর্থ দাবি করতে পারেনা। এটিই 'এ' এবং 'বি'-র মধ্যে দাবি। (1878) 7ch. D 858 10ch. D App. 386,

(iii) চুক্তির দ্বারা পরিবর্তন কোনওদিন থেকে কার্যকর হবে

১. যে মুহূর্তে চুক্তি হল, সেই সময় থেকে পরিবর্তন কার্যকরী হয়।

২. যে ক্ষেত্রে ক্রয়ের অধিকার থাকে, ইজারা কার্যকর হওয়া থেকে পরিবর্তন কার্যকর হয়।

৩. লাভ ইত্যাদির কারণে সম্পত্তিটি স্থাবর সম্পত্তিই থাকে, যতক্ষণ না অধিকার

প্রয়োগ করা হয় যাতে স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরা ভাড়া এবং লাভ গ্রহণ করতে পারে।

৪. পাত্রান্তরে গমনের ক্ষেত্রে এটি প্রতিরূপণ (personality) প্রতিপন্ন হয়।

অধিকারীর নির্দেশে পরিবর্তন - দলিল বা উইলে আছে কিনা।

১. দলিল বা ইচ্ছাপত্র (উইল) দ্বারা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় প্রয়োজনীয়:

(ক) স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা ক্রয় করার জন্য সেখানে অবশ্যই নির্দেশ থাকবে।

(খ) সেক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকতে হবে, যাদের সম্বন্ধে বলা যায় যে ঐ নির্দেশ পালন করার কথা দৃঢ়ভাবে বলার অধিকার আছে। পরিবর্তন সব সময়-ই কিছু লোকের সুবিধার জন্য হয়। যদি সুবিধা দাবি করার জন্য কোনও ব্যক্তি না থাকে, তাহলে সেখানে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা নেই।

২. পরিবর্তন কার্যকরী করার জন্য নির্দেশটি অবশ্যই আদেশব্যঞ্জক। যদি নির্দেশটি শুধুমাত্র ঐচ্ছিক হয়, সেক্ষেত্রে পরিবর্তন হবে না এবং সম্পত্তিটি স্থাবর সম্পত্তি বা ব্যক্তিগত হবে, প্রকৃত যে অবস্থায় পাওয়া যাবে সেই অনুযায়ী।

দ্রষ্টব্য : প্রকৃত ঐচ্ছিক নির্দেশ এবং আপাত ঐচ্ছিক নির্দেশ কিন্তু প্রকৃতই আদেশব্যঞ্জক। নির্দেশের মধ্যে পার্থক্য জানার জন্য দেখুন : আরুলম বনাম সাউন্ডারস্ (1754) Ambler's Report 241.

নির্দেশটি যদি ঐচ্ছিক হয় তাহলে অবশ্যই খোলাখুলি হবে। অন্যথায় এটিকে সবসময়-ই আদেশব্যঞ্জক হিসাবে ধরা হবে।

৩. স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা ক্রয়ের নির্দেশের ক্ষেত্রে অবশ্যই পার্থক্য থাকতে হবে এবং বিক্রয় অথবা ক্রয়ের সময়ের ক্ষেত্র স্বেচ্ছানুসার হতে হবে :

(ক) যদি নির্দেশটি আদেশব্যঞ্জক হয়, শুধুমাত্র স্বেচ্ছানুসার কাজ করার স্বাধীনতা সঙ্গে থাকার কারণে পরিবর্তনের ফলাফলকে ব্যাহত করা যাবে না।

(খ) যদি নির্দেশটি আদেশব্যঞ্জক হয়, যাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তারা পালন করতে পারেনি, এই কারণ পরিবর্তনের ফলাফলকে ব্যাহত করবে না।

৪. বিক্রয় অথবা ক্রয়ের সাধারণ নির্দেশের সঙ্গে যে নির্দেশের কার্যকারিতা অন্য লোকের অনুরোধ বা মতামতের ওপর নির্ভরশীল, তার পার্থক্য অবশ্যই করতে হবে।

এ সমস্ত ক্ষেত্রে এখানে পরিবর্তন হবে কিনা নির্ভর করে দলিলটির গঠনের ওপর :

(ক) যদি ধারাটির উদ্দেশ্য হয় ব্যক্তিটিকে পরিবর্তন করার বাধ্যবাধকতাটিকে মেনে নিতে বাধ্য করা, সেক্ষেত্রে পরিবর্তন হবে।

(খ) যদি ধারাটির উদ্দেশ্য হয় নির্দেশের কার্যকারিতার প্রয়োগ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা, সেক্ষেত্রে যতক্ষন না ঐ প্রয়োগ হচ্ছে ততক্ষণ পরিবর্তন হবে না।

৫. পরিবর্তন করার ক্ষমতার সঙ্গে পরিবর্তন করার নির্দেশের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই করতে হবে :

(1892) I ch. 279

(1910) I ch. 750

শুধুমাত্র পরিবর্তন করার ক্ষমতাই আদেশব্যঞ্জক নির্দেশ নয় এবং সেজন্য যেখানে শুধুমাত্র ক্ষমতা আছে সেক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন হবে না।

(i) উদাহরণ :

'এ' নিজের একটি সম্পত্তি বন্ধক রেখে 'বি'-র কাছে ৩০০ পাউন্ড ধার করে এবং 'বি'-কে বিক্রয় করার ক্ষমতা দেয় যার শর্ত দ্বারা বিক্রয়ের উদ্বৃত্ত অর্থ 'এ'-কে তার নির্বাহককে এবং প্রশাসককে দেওয়ার কথা।

'এ' উইল না করে মারা যান এবং 'এ'-র মৃত্যুর পর 'বি' সম্পত্তি করে এবং বিক্রয়ের কিছু উদ্বৃত্ত হয়। কে সেই উদ্বৃত্ত পাবে?

যেহেতু এটি বিক্রয়ের নির্দেশ ছিল না। 'এ'-র মৃত্যুর সময়ে সম্পত্তিটির প্রকৃত অবস্থা অনুযায়ী সম্পত্তিটি পাত্রান্তর হবে। 'এ'-র মৃত্যুতে ওটি ছিল স্থাবর সম্পত্তি, সে কারণে উত্তরাধিকারীরা এটিতে অধিকারী ছিলেন। যদি 'এ'-র জীবদ্দশায় এটি বিক্রয় হত। 'এ'-র মৃত্যুতে এটি personality হত এবং সে কারণে ওটি নিকটাত্মীয়র প্রাপ্য হত।

(ii) যে সময় থেকে নির্দেশ অনুযায়ী পরিবর্তন হয়

১. এটি শেষ ইচ্ছাপত্র বা দলিলের নির্দেশ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়।

২. নির্দেশ যদি একটি শেষ ইচ্ছাপত্রে অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে ইচ্ছাপত্রকারের মৃত্যুর সময় থেকে পরিবর্তন সূচিত হবে।

৩. নির্দেশটি যদি দলিলে অন্তর্ভুক্ত থাকে, দলিলটি কার্যকর হওয়ার সময় থেকে পরিবর্তন সূচিত হবে - দলিলকারীর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ক্রয় বা বিক্রয়ের দায়িত্ব না পাওয়া সত্ত্বেও।

(iii) শেষ ইচ্ছাপত্র বা দলিলে নির্দেশ অনুযায়ী অভিপ্রায় পরিবর্তনে ব্যর্থ হওয়ার ফল।

১. দুটি ক্ষেত্রকে অবশ্যই পৃথক করতে হবে :

(ক) সম্পূর্ণ ব্যর্থতার ক্ষেত্রগুলি

(খ) আংশিক ব্যর্থতার ক্ষেত্রগুলি

(i) সম্পূর্ণ ব্যর্থতার ক্ষেত্রগুলি

১. যেখানে অভিপ্রায়গুলি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে, ইচ্ছাপত্র বা দলিল কার্যকর হওয়ার আগে বা হওয়ার সময়, অথবা যে কর্তব্য রূপান্তর হবে তা উদ্ভূত হওয়ার সময়ের আগে। কোনওরকম পরিবর্তন হবে না এবং সম্পত্তি যেমন ছিল তেমন থাকবে। কারণ হল, এমন কেউ নেই যে সম্পত্তির চরিত্র পরিবর্তন করার জন্য দৃঢ়তা সহকারে বলতে পারেন।

২. ব্যর্থতা অবশ্যই প্রাক ব্যর্থতা হতে হবে এবং যেন উত্তরকালীন ব্যর্থতা না হয়।

৩. সম্পূর্ণ ব্যর্থতার ক্ষেত্রে পরিবর্তনের নিয়মগুলি একরূপ এবং সেখানে দলিলের নির্দেশের ফলের সঙ্গে ইচ্ছাপত্রে নির্দেশের ফলের কোনও পার্থক্য নাই।

(ii) আংশিক ব্যর্থতার ক্ষেত্রগুলি

১. যেখানে অভিপ্রায়গুলি আংশিকভাবে ব্যর্থ, সেক্ষেত্রে যে অভিপ্রায়গুলি ব্যর্থ হয়নি সেগুলির পরিবর্তন প্রয়োজন। ফলতঃ পরিবর্তন মতবাদ কার্যকর হবে এবং প্রতিনিধিটি, যেরূপে পরিবর্তনের নির্দেশ আছে সেভাবে সম্পত্তিটি নেওয়ার অধিকারী।

২. যতদূর প্রয়োজন ততদূর এটি সম্পন্ন করতে হবে।

উদাহরণ :

'এ' স্থাবর সম্পত্তি উইল মারফত অছিব্যবস্থা করে অছিদের দিয়ে যান বিক্রয় করে সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'বি' এবং 'সি'-র মধ্যে বন্টন করতে। 'বি'-র মৃত্যু হয় 'এ'-র আগে এবং 'সি' জীবিত থাকে, এখানে বিক্রয় প্রয়োজনীয় হয় যাতে 'এ' যা ইচ্ছা করেছিল 'সি' কে দিতে অর্থাৎ অর্থ দেওয়ার জন্য 'সি' তার অর্থের অংশ নিয়ে নেবে।

'বি'-র অংশটির কি হবে?

কার্যত এটি অর্থ এবং অবশ্যই নিকটাত্মীয় পাবে। কিন্তু এটি উত্তরাধিকারী পাবে কারণ ঐ পর্যন্ত পরিবর্তন ছিল অপ্রয়োজনীয়। উত্তরাধিকারী এটিকে অর্থ হিসাবেই গ্রহণ করবে।

উদাহরণ :

'এ' উইলের দ্বারা অছিদের personality দান করে যান 'বি' এবং 'সি'-র জন্য জমি কিনতে বিনিয়োগের জন্য। 'বি'-র মৃত্যু 'এ'-র আগে হল এবং 'সি' জীবিত রইল। এখানে ক্রয়টি প্রয়োজনীয় যাতে 'এ' যা 'সি' কে দিতে চেয়েছিল অর্থাৎ জমি 'সি' পায়। 'সি' তার জমির অংশ নিয়ে নেবে।

'বি'-র অংশটির কি হবে? সেটি নিকটাত্মীয়রা পাবে কারণ পরিবর্তন ঐ পর্যন্ত ছিল অপ্রয়োজনীয়। তবে নিকটাত্মীয় সেটিকে জমি হিসাবেই নেবে।

পুনঃরূপান্তর

১. পুন:রূপান্তর বা পুন: পরিবর্তন অর্থ আগের পরিবর্তনটি রদ বা বাতিল করা। এটি সম্পত্তির কাল্পনিক অবস্থা থেকে প্রকৃত অবস্থায় একটি বিপরীতকরণ বা প্রত্যর্পন।

২. পুন:পরিবর্তন দুভাবে হতে পারে :

(ক) সংশ্লিষ্ট পক্ষের কার্য দ্বারা।

(খ) আইনের কার্যকারিতার দ্বারা।

(ক) সংশ্লিষ্ট পক্ষের কার্য দ্বারা

১. এটি ঘটে যখন একজন ব্যক্তির সম্পত্তিটি নেওয়ার ক্ষেত্রে পরিবর্তিত রূপে অথবা প্রকৃত রূপে বেছে নেওয়ার অধিকার থাকে।

২. যে ব্যক্তিদের এরকম নির্বাচনের অধিকার আছে এবং ৩ দ্বারা সম্পত্তিকে পুন:পরিবর্তন করে তারা

(i) একজন সার্বভৌম অধিকারী

(ii) অবিভক্ত অংশের এক মালিক— সহ-মালিকের সঙ্গে ঐকমত্য না হয়ে যেক্ষেত্রে অর্থকে জমিতে পরিবর্তিত করতে হবে। তবে যেক্ষেত্রে জমিকে অর্থতে পরিবর্তিত করতে হবে, সেক্ষেত্রে নয়। এর কারণ অর্থের অংশ ভাগ করা যায়, জমির নয়।

উদাহরণ— (১) যেখানে অর্থকে জমিতে বিনিয়োগ করতে হবে 'এ' এবং 'বি' দুজন প্রজার স্বার্থে। 'এ' পুন:পরিবর্তন নির্বাচন করতে পারে 'বি'-র সঙ্গে ঐক্যমত্য ছাড়াই।

(২) প্রশ্ন : অবশিষ্ট ব্যক্তি কি পুনঃপরিবর্তন ঘটাতে পারেন সম্পত্তিটি প্রকৃত অবস্থায় নেওয়ার নির্বাচন করে? এটি সঠিকভাবে নির্ধারিত নয়।

(৩) এই পুনঃপরিবর্তনের নীতি সংশ্লিষ্ট পক্ষদের কার্যদ্বারা প্রযোজ্য হয়, যেখানে মালিকের অধিকার থাকে নির্বাচনের এবং সেইজন্য পুনঃপরিবর্তন ঘটানো এগুলি এভাবে সীমাবদ্ধ যে সে অবশ্যই কোনপ্রকার অযোগ্যতার কারণ হবে না।

শিশু এবং মস্তিষ্কবিকৃতরা অযোগ্য এবং সে কারণে তারা পুনঃপরিবর্তন করতে পারে না। তবে এটি যদি তাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হয় তবে আদালত পুনঃপরিবর্তনের নির্দেশ দিতে পারেন।

বিবাহিত মহিলারা তাদের সম্পত্তি পুনঃপরিবর্তন করতে পারেন যদি সেই সম্পত্তি তার হয় এবং তার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য হয়। যদি সেটি তার নিজস্ব সম্পত্তি না হয়, তাহলে তিনি তা করতে পারেন শুধুমাত্র তার স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে।

(৪) পুনঃপরিবর্তন করতে নির্বাচনের প্রমাণ—

(ক) সেক্ষেত্রে ইচ্ছার সরাসরি ঘোষণা ;

(খ) আচরণ যা নির্বাচন অর্থ বুঝায়

(২) আইন দ্বারা পুনঃপরিবর্তন

যখন এক ব্যক্তি, যিনি সম্পত্তি পরিবর্তনে দায়বদ্ধ, একটি সম্পত্তির দখলিদার এবং সম্পূর্ণভাবে সম্পত্তিটির অধিকারী, দায় শেষ হয়ে যাবার পর সম্পত্তিটি পুরানো

স্থানে ফেরে এবং পুনঃপরিবর্তন হয় তার তরফে কোনও কাজ ছাড়াই এইভাবে— 'এ', বি'-র সঙ্গে তার বিবাহের তিন বছরের মধ্যে রূপান্তর করে এক হাজার পাউন্ড বিনিয়োগ করে জমি ক্রয়ের জন্য এবং সেটি তার স্ত্রী 'বি'-র নামে সম্পাদন করার জন্য। 'বি' বিবাহের এক বছরের মধ্যে মারা যায়। যেহেতু জমিতে অর্থ বিনিয়োগের দায়বদ্ধতা এবং বিনিয়োগের দাবি করবার অধিকার দুটিই 'এ'-র ওপর ন্যস্ত করা। আইনের কার্যকারিতার দ্বারা দায়টি মুক্ত হয় এবং অর্থ যা জমিতে রূপান্তরিত হয়েছিল চুক্তির দ্বারা, পুনঃপরিবর্তিত হয় এবং নিকটাত্মীয় পায়।

নির্বাচন

i. আইনে নির্বাচন এবং সমতায় নির্বাচনে তুলনা।

(ক) আইনে নির্বাচন একপক্ষের পছন্দের সঙ্গে যুক্ত, অননুমত কাজের থেকে উদিত দেনাকে মানতে অস্বীকার করা অথবা কাজটি অনুমোদন করা এবং দেনাটি স্বীকার করা।

(খ) সমতায় নির্বাচন এক ব্যক্তির পছন্দের সঙ্গে যুক্ত, একটি দান স্বীকার করা যার সঙ্গে দায় আছে অথবা সে দান বাতিল করা।

ii. নির্বাচনের নিরপেক্ষ নীতির প্রয়োজনীয়তা

(ক) যে সমস্যাগুলি নিয়ে নীতিগুলি লেনদেন (deal) করে সমস্যার প্রকৃতি :

একটি দলিল বা ইচ্ছাপত্র দ্বারা 'এ' তার সম্পত্তি 'বি'-কে দেয়— এবং একই দলিল দ্বারা 'বি'-এর এক সম্পত্তি 'সি'কে দেয়। এই দলিল দ্বারা 'বি' কি নিতে পারে?

এখানে দুটি দান আছে

(ক) 'এ'-র দ্বারা 'এ'-র সম্পত্তি 'বি'-কে

(খ) 'এ'-র দ্বারা 'বি'-র সম্পত্তি 'সি'-কে

'এ'-র সম্পত্তি 'বি'-কে দান একটি বৈধ দান, কারণ 'এ' হল দান করা সম্পত্তির মালিক। 'সি'-কে -'বি'-র সম্পত্তি দান অবৈধ কারণ এটি 'বি'-র দ্বারা অনুমোদিত নয়।

প্রশ্ন হল : 'বি'-কে 'এ'-র দান করা 'এ'-র সম্পত্তি নিতে পারে এবং 'সি'-কে 'এ'-র দ্বারা তার সম্পত্তি দান মানতে অস্বীকার করতে পারে? এটা সেই সমস্যা যেটা নিয়ে নির্বাচন নীতি লেনদেন করে

(খ) নির্বাচনের নীতি বলে যে 'বি'-কে দান তখনি কার্যকর হবে যদি 'সি', 'সি' কে করা দান কার্যকরী হতে অনুমতির নির্বাচন করে।

iii নিয়মের নীতি

যখন কোনও ব্যক্তি এই ধরনের দান করে, সমদর্শিতা বিনা বিচারে মেনে নেয় যে, ঐ ধরনের দানে একটি পরোক্ষ শর্ত আছে যে একটি দলিলের মাধ্যমে সুবিধা নেয়, সে অবশ্যই তার সম্পূর্ণটা গ্রহণ করবে তার সবকিছু শর্ত মেনে নিয়ে এবং তার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ প্রত্যেক অধিকারের দাবি পরিত্যাগ করে।

iii নির্বাচনের জন্য আমন্ত্রিত ব্যক্তির কাছে উন্মুক্ত পথগুলি

(অ) যে ব্যক্তিকে নির্বাচনের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছে তার কাছে দুটি পথ খোলা আছে।

(১) 'বি', 'সি'-কে তার সম্পত্তি নিতে অনুমতি দিতে পারে এবং নিজে 'এ'-র সম্পত্তি নিতে পারে।

(২) 'বি', 'এ'-র সম্পত্তি নিতে পারে এবং C-কে তার সম্পত্তি নিতে অনুমতি নাও দিতে পারে। তবে তাকে তার সন্তুষ্ট করার মতো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

উদাহরণ : 'এ', 'বি'-কে ২০,০০০ পাউন্ড মূল্যের 'সি'-র একটি পারিবারিক সম্পত্তি দেয় এবং ঐ এক-ই দলিলে 'সি'-কে তার সম্পত্তির ৩০,০০০ পাউন্ডের উত্তরাধিকার দেয়। 'সি'-এ দুটির জিনিসের যে কোনও একটি করতে পারে।

(ক) 'বি'-কে পারিবারিক সম্পত্তি নিতে অনুমতি দিতে পারে ; অথবা

(খ) পারিবারিক সম্পত্তি রেখে 'বি'-কে ২০,০০০ পাউন্ড দিতে পারে।

(আ) আগের পথটিকে বলা হয় দলিল অনুযায়ী নেওয়া। পরের টিকে বলা হয় দলিলের বিরুদ্ধে নেওয়া। এই দুটি পদ্ধতির নির্বাচনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে :

(i) দলিলের বিরুদ্ধে নির্বাচন তখনি সমদর্শিতায় অনুমতি দেওয়া হয় যেখানে দানটি হয় এই পরোক্ষ শর্তের ওপর, যে গ্রহীতা তার নিজের সম্পত্তি ছেড়ে দেবে, সমদর্শিতা দলিলের বিরুদ্ধে নির্বাচনের অনুমতি দেবে না। গ্রহীতা যদি শর্তপূরণ করতে অস্বীকার করে, সে কিছুই নেবে না।

(ii) দলিল অনুযায়ী একজন ব্যক্তি নির্বাচন করলে ক্ষতিপূরণের কোনও প্রশ্নই উঠবে না।

(iii) দলিলের বিরুদ্ধে নির্বাচন যেখানে অনুমতি আছে—এটি সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারকে বাজেয়াপ্ত করায় বিজড়িত হয় না তবে শুধুমাত্র একটি অংশই ক্ষতিপূরণের পক্ষে যথেষ্ট।

iv. নীতিটির প্রয়োগের শর্তগুলি

(১) দাতা অবশ্যই গ্রহীতার সম্পত্তিটি একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে দিয়েছন।

(২) দাতা এক-ই দলিলপত্র দ্বারা নিজের সম্পত্তি গ্রহীতাকে দিয়েছেন। এর সঙ্গে নিম্নোক্ত টুকু অবশ্যই যোগ করতে হবে।

(৩) যে সম্পত্তি গ্রহীতাকে দেওয়া হয়েছে সেটি অবশ্যই এরকম হবে যে এটি তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা চলবে না।

(৪) গ্রহীতার সম্পত্তি অবশ্যই হস্তান্তরযোগ্য হবে।

দ্রষ্টব্য : দাতা সেই অধিকারটুকুই ছেড়ে দিতে পারে যা তার সম্পত্তির আছে এবং তার বেশি নয়।

v. কিছু ক্ষেত্রে যেগুলি নির্বাচনের ক্ষেত্র থেকে অবশ্যই পৃথক করতে রাজি হবে।

(১) একজন ব্যক্তিকে দুটি দানের ঘটনাগুলি

এ সমস্ত ক্ষেত্রে নির্বাচন নীতি প্রযোজ্য হবে না। এগুলি নিজ সম্পত্তির দান। এখানে গ্রহীতা যেটি সুবিধাজনক সেটি গ্রহণ করতে পারে এবং যেটি গুরুভার সেটিকে বাতিল করতে পারে—যদি না দাতার বাসনা এই হয় যে, গুরুভারটি গ্রহণ করা সুবিধাজনক পাওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত।

(২) একটি দানে দুটি সম্পত্তির ঘটনা— একটি সুবিধাজনক অপরটি কষ্টদায়ক।

সুবিধাভোগীজন অবশ্যই দুটিই নেবে অথবা কোনটিই না, যদি না একটি বাসনা উদ্ভূত হয়, তাকে অনুমতি দিতে যাতে অপরটি ছাড়া সে একটি নিতে পারে।

উপসংহার :

(১) পরিবর্তন এবং নির্বাচন হল নীতি যা সমদর্শিতার সর্বোচ্চকে বিশদ করে—সমদর্শিতা অভিপ্রায়ের দিকে তাকায়।

(২) এইরকম ভাবে সেখানে যদি কোনও অভিপ্রায় দাতার তরফে না থাকে যাতে গ্রহীতাকে নির্বাচনে রাখা যায় তাহলে সেখানে কোনও নির্বাচনও হবে না।

i পূর্ণসংসাধন

১. সমস্যা— 'এ' কোনও একটি কাজ করার জন্য 'বি'-র সঙ্গে চুক্তি করল। 'এ' একটি কাজ করল যা সম্পূর্ণত বা অংশত: একই উদ্দেশ্য সম্পাদন করে অর্থাৎ চুক্তির মধ্যে উদিত বাধ্যবাধকতা মুক্ত করার জন্য প্রাপ্তিসাধ্য কিন্তু কাজটিকে চুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত করে না। প্রশ্ন হল কিভাবে এই কাজটি ব্যাখ্যা করা যাবে? এটি কি এভাবে ব্যাখ্যা করা হবে যে, এটি একটি স্বাধীন কাজ চুক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে বিযুক্ত অথবা এভাবে ব্যাখ্যা করা হবে যে 'এ'-র এই কাজ করার পেছনে ইচ্ছা ছিল বাধ্যবাকতা সম্পাদন করা। সমদর্শিতার উত্তর হল কাজটিকে এভাবে ধরতে হবে, কিছু গঠন করার জন্য চুক্তির মধ্যে বাধ্যবাধকতা সম্পাদন করার চেষ্টা।

২. নীতি— পূর্ণসংসাধনের মতবাদের পিছনে নীতি হল এই যে, সমদর্শিতা বিনাবিচারে মেনে নেয় যে, প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছা আছে তার বাধ্যবাধকতাগুলি সম্পাদন করতে এবং যখন সে এমন কাজ করে যা সে করার প্রতিজ্ঞা করেছে তারই মত, তখন সমদর্শিতা সেই ইচ্ছাকে বাস্তবতা দেয়।

৩. এই নীতি যদি স্বীকৃত না হত, সে সমস্ত অসুবিধা হতে পারত :

উদাহরণ : 'এ' তার বিবাহে একবছরে দুশ পাউন্ড মূল্যের জমি ক্রয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হল এবং সেগুলি যাতে তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী পায় এবং তার প্রথম ও অন্যান্য পুত্রেরা বিবাহ ব্যর্থ হলে পাবে।

'এ' ঐ মূল্যের জমি ক্রয় করল কিন্তু কোনও ব্যবস্থাপত্র করল না, সে কারণে তার মৃত্যুর পরে জমিটি—তার বড় ছেলের কাছে গেল। বড় ছেলে bill in equity নিয়ে এল এবং তা স্থাপন করল তার বাবার বিবাহের সামগ্রীর ওপর যাতে বাবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রতিবছর ২০০ পাউন্ড দিয়ে জমি কিনতে পারে এবং বিবাহের সম্পত্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রেই নিজেকে নিয়োজিত করল। তবে পূর্ণসংসাধনের মতবাদের কারণে ব্যক্তিটি দুটিই পাবে।

ii যে সমস্ত ক্ষেত্রে সম্পাদনের প্রশ্ন ওঠে শ্রেণীতে পড়ে?

(ক) যেখানে জমি ক্রয় এবং বন্দোবস্ত করার জন্য চুক্তি আছে এবং বাস্তবিক-ই একটি ক্রয় হয়েছে।

(খ) যেখানে Personality একজন ব্যক্তিকে ছেড়ে দেবার চুক্তি আছে এবং চুক্তিকারী উইল না করে মারা যায়, সম্পত্তি সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির হয়।

iii প্রথম শ্রেণীতে উদ্ভুত ঘটনাগুলি

(ক) উদাহরণ ইতোমধ্যেই দেওয়া হয়েছে।

যে সকল বৈশিষ্ট্যগুলি মনে রাখতে হবে।

(i) যেখানে চুক্তি মূল্যের থেকে কম দামে জমি ক্রয় করা হয়, সেগুলি আংশিক চুক্তি সম্পাদনের জন্য ক্রয় হিসাবে বিবেচিত হবে।

(ii) যেখানে চুক্তি কোনও ভবিষ্যৎ জমি ক্রয়ের দিকে নির্দেশিত করে, চুক্তির সময়ে যে জমির চুক্তিকারী ইতোমধ্যে নিবৃত্ত হয়েছে, সে জমিগুলি আংশিক সম্পাদনের জন্য ধরা যাবে না।

(iii) চুক্তির থেকে পৃথক অন্য ধরনের সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে চুক্তিকারীর জন্য সম্পাদন মতবাদ প্রযোজ্য নয়।

iv দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঘটনাগুলি

(১) চুক্তিতে কিছু অর্ধ পরিত্যাগ করতে হয়।

'এ' বিবাহের আগে তার স্ত্রীর কাছে ৬২০ পাউন্ড রেখে দেবার চুক্তি করেছিল। সে বিবাহ করে এবং উইল না করে মারা যায়। উইল না করে মৃত্যুর কারণে তার স্ত্রীর অংশ ৬২০ পাউন্ডের কম হল।

স্ত্রীর চুক্তি সম্পাদনের জন্য মামলা করল। প্রশ্ন ছিল, উইল না করে মৃত্যুর কারণে ৬২০ পাউন্ড পাওয়া কি চুক্তি সম্পাদন নয়। রায় হল, যে বিধবা স্ত্রী উইল না করার কারণে তার অংশ দাবি করতে পারে না এবং সব মিলিয়ে ৬২০ পাউন্ড চুক্তির কারণে দেনা।

(২) এক্ষেত্রে চুক্তিটি সম্পূর্ণ সম্পাদিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও চুক্তির বকেয়া অর্থের থেকে যা অর্থ পেয়েছে তা কম, পূর্ণসংসাধনের মতবাদ প্রয়োগ হতে পারে এবং চুক্তিকে ধরা হবে সম্পাদিত pro-tanto.

(৩) দুটি বৈশিষ্ট্য মনে রাখতে হবে :

(১) যে চুক্তিকারী মৃত্যু ঘটে বাধ্যবাধকতা (আইনগত) উদ্ভূত হওয়ার সময় বা তার আগে, সেখানে সম্পাদন হয়।

(২) যেখানে চুক্তিকারীর মৃত্যু ঘটে বাধ্যবাধকতা করণীয় হবার পর, সেখানে সম্পাদন হয়নি।

প্রতিবিধান

i. সমস্যা— 'এ'-র 'বি'-র কাছে কিছু বাধ্যবাধকতা আছে। 'এ', 'বি'-কে কিছু দান করল। প্রশ্ন হল 'বি'-কে এই দান কি দান হিসাবে ধরা হবে অথবা 'বি'-কে দানটি 'এ'-র বাধ্যবাধকতা প্রতিবিধান হিসাবে ধরা হবে?

ii. প্রতিবিধান এবং পূর্ণসংসাধনের মধ্যে একটি সাদৃশ্য আছে। দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে।

(১) পূর্ণসংসাধনের যে কাজ করা হয় সেটি বাধ্যবাধকতার মুক্তি হিসাবে পাওয়া যায়। কিন্তু যার কাছে বাধ্যবাধকতা তিনি সঠিকভাবে এর সঙ্গে সম্পর্কিত নন। প্রতিবিধানের ক্ষেত্রে এটি তার সঙ্গে সম্পর্কিত কিন্তু বাধ্যবাধকতার মুক্তির জন্য নয়।

(২) পূর্ণসংসাধনের চুক্তিটি সম্পাদন হয়েছে কিনা নির্ভর করে অভিপ্রায়ের ওপর নয় বরং যা করার জন্য কথা হয়েছিল তা করা হয়েছে কিনা তার ওপর। প্রশ্ন হল, একটি দান বাধ্যবাধকতাকে মুক্তি দেয় কিনা নির্ভর করে দাতার ইচ্ছার ওপর।

(৩) যদি কোনও বাধ্যবাধকতা সম্পাদন করা হয় শর্ত অনুযায়ী যার বাধ্যবাধকতা যাকে যে মুক্তি পায় যে যদি তার দায় মুক্তির জন্য উইলে কোনও দান করে। সেটি যার কাছে দায় তার ওপর নির্ভর করে সে দান গ্রহণ করবে না কি প্রত্যাখান করবে। যদি সে গ্রহণ করে তাহলে তার বাধ্যবাধকতার ওপর দাবি করার অধিকারটি হারায়। যদি সে গ্রহণ না করে তার মূল অধিকারটি বজায় থাকে।

অভিপ্রায় হল এই যে দানটি পূর্বের বাধ্যবাধকতার প্রতিরিধানের জন্য।

iii. যে সমস্ত ক্ষেত্রে সম্পাদনের প্রশ্ন উদ্ভূত হয় সেগুলি দুই শ্রেণীতে পড়ে—

১. যে সমস্ত ক্ষেত্রে পূর্বের বাধ্যবাধকতা উদ্ভূত হয় দানশীলতার কাজ থেকে।

২. যে সমস্ত ক্ষেত্রে পূর্বের বাধ্যবাধকতা আছে দেনার রূপে।

iv. যে সমস্ত ক্ষেত্রে পূর্বের বাধ্যবাধকতা উদ্ভূত হয় দানশীলতার কাজ থেকে তার শ্রেণী, এই শ্রেণীতে দু'ধরনের ঘটনা পড়ে।

(অ) অংশদ্বারা উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ বস্তুর প্রতিবিধান।

(আ) উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ বস্তু দ্বারা অংশের প্রতিবিধান।

(অ) অংশ দ্বারা উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ বস্তুর প্রতিবিধান

অংশ—কোনও ব্যক্তির সম্পত্তির সেই ভাগ যা কোনও শিশুকে দেওয়া হয় বা তার জন্য রাখা হয়।

উদাহরণ : 'এ'-র তিন পুত্র আছে 'বি', 'সি' এবং 'ডি'। সে একটি উইল করল এবং সেই উইলে তিন পুত্রকেই উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি দিল। পরবর্তীকালে উইল করতে গিয়ে 'এ' কিছু অর্থ অগ্রিমের ব্যবস্থা করে।

২. এখানে উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ সম্পত্তি এবং তারপর অংশ। তারা কি পুঞ্জীভূত অথবা তারা বিকল্প। যে শিশুটি অংশ পেয়েছে সে কি অংশ পাবার কি অধিকারী? অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তব্য বস্তুর দাবির প্রতিবিধান হয় পিতার দেওয়া পরবর্তী অংশে?

৩. সমদর্শিতার উত্তর হল এই যে, একটি শিশু দুটিই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বস্তু এবং অংশ পেত পারে না। উত্তরাধিকারের দাবির প্রতিবিধান করতে হবে পরবর্তীকালে উত্তরাধিকারীর অংশের প্রদান দ্বারা। এটিকে বলা হয় দ্বৈত অংশের বিরুদ্ধে বিধান।

ii. 'উত্তরাধিকার দ্বারা অংশ্রে প্রতিবিধান

১. এটি প্রথমটির বিপরীত। প্রথম শ্রেণীর ঘটনাগুলিতে যেখানে প্রথমে উত্তরাধিকার, পরে অংশ। দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে, সেখানে আগে একটি অংশ তারপরে উত্তরাধিকার।

২. প্রথম ক্ষেত্রে, প্রশ্ন ছিল উইল দ্বারা উত্তরাধিকার পরবর্তীকালে অংশদ্বারা প্রতিবিধান হয়েছিল কিনা? এখানে প্রশ্ন হল একটি

অংশ দেবার বাধ্যবাধকতার পরবর্তীকালে উত্তরাধিকার দ্বারা প্রতিবিধান হয়।

৩. প্রথম ক্ষেত্রে মতন এখানেও উত্তর এক-ই। এক-ই বিধান দ্বৈত অংশের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয় যাতে একটি অংশের প্রতিবিধান হয় উত্তরাধিকার দ্বারা।

৪. যখন উইল ব্যবস্থাপত্রের আগে হয়, শুধুমাত্র ব্যবস্থাপত্রটি পড়া প্রয়োজন। যেন যে ব্যক্তি ব্যবস্থা করেছেন তিনি বলেছেন, "আমি বলতে চাইছি এইগুলি আমাকে উইলে যা দেওয়া হয়েছে তার পরিবর্ত।"

কিন্তু যদি উইলের আগে ব্যবস্থাপত্র হয়, সেক্ষেত্রে উইলকারী একথা বলেছে বলে ধরা হবে, "আমি যা দিতে বাধ্য তার পরিবর্তে এটি দিচ্ছি। যদি তিনি যার প্রতি আমি এরকম বাধ্য, এটি গ্রহণ করেন।"

৫. এক-ই বিধান প্রযোজ্য যেখানে একটি অংশের পর আর একটি অংশ আসে।

ii. দ্বৈত অংশের বিধানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা

১. এই বিধান প্রযোজন নয় :

(১) উত্তরাধিকার এবং অংশের ক্ষেত্রে—যেখানে উত্তরাধিকার একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে দিতে হবে বলে ব্যক্ত হয়েছে এবং পরবর্তীকলে অংশটি এক-ই উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়েছে।

(২) অংশ এবং উত্তরাধিকার-এর ক্ষেত্রে এবং অংশ ও অংশ-এর ক্ষেত্রে—যেখানে সম্পত্তিটি প্রকৃতই হস্তান্তরিত হয়েছে একটি শিশুর কাছে এবং তখন একটি প্রতিবিধানের ব্যবস্থা হয়েছে, হয় উত্তরাধিকার বা অংশ দ্বারা—সংক্ষেপে এটি প্রযোজ্য শুধুমাত্র সেখানে যেখানে প্রথম অংশটি শুধুমাত্র দায়।

(৩) যেখানে প্রতিবিধানের ব্যবস্থাকারী ব্যক্তিটি পিতা বা মাতা বা একজন ব্যক্তি in loco parentis—সেখানে যদি কোনও ব্যক্তি কোনও আগন্তুককে উত্তরাধিকার প্রদান করে এবং তারপরে

আগন্তুকের ওপর ব্যবস্থাপত্র করে অথবা বিপরীতটি হয়। আগন্তুকটি দুটিই নিতে পারে। দ্বৈত অংশের বিরুদ্ধে বিধান তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

(ক) একটি বুদ্ধিমান শিশু হল একজন আগন্তুক ;

(খ) একটি পৌত্র (grand child) ও একজন আগন্তুক ;

(গ) একজন আগন্তুক কখনও একজন শিশুর অংশের প্রতিবিধানের সুযোগ নিতে পারে না।

iii. দুটি উত্তরাধিকারের ক্ষেত্র একই উইল দ্বারা প্রদত্ত অথবা একটি উইল এবং Codial দ্বারা

১. প্রশ্ন হল যে, দ্বিতীয় উত্তরাধিকার প্রথম উত্তরাধিকারের বাড়তি অভিষ্ট কিনা অথবা শুধুমাত্র পুনরাবৃত্তি :

২. নজির স্থাপনকারীর মামলা হুবি বনাম হুটন, : 1 Bro. C. C. 390 N

৩. দুটি শ্রেণীর ঘটনাগুলি পৃথকভাবে বিবেচনা করতে হবে—

(১) যেখানে উত্তরাধিকারের বিষয়বস্তু হল বস্তু

(২) যেখানে উত্তরাধিকারের বিষয়বস্তু হল অর্থ।

৪. যেখানে উত্তরাধিকারের বিষয়বস্তু হল একটি বস্তু বিধান : যেখানে এক-ই জিনিস দুবার দেওয়া হয়েছে—বাড়তি নয়, তবে পুনরাবৃত্তি।

৫. যেখানে উত্তরাধিকার হল আর্থিক উত্তরাধিকার :

(১) বিধানটির পার্থক্য হয় এক-ই দলিলে দান এবং ভিন্ন দলিলে দান অনুযায়ী।

(২) দুটি আর্থিক উত্তরাধিকার এক-ই দলিলে। বিধান :

বিধান i. যদি সমান হয়—পুনরাবৃত্তি।

ii. যদি অসমান হয়—পুঞ্জীভূত।

(৩) দুটি আর্থিক উত্তরাধিকার ভিন্ন ভিন্ন দলিলে :

বিধান—এগুলি পুঞ্জীভূত।

ব্যতিক্রম—উভয় দানের জন্য যদি এক-ই উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয় এবং একই অর্থ দেওয়া হয়—পুনরাবৃত্তি।

খ. যে সমস্ত ক্ষেত্রে পূর্বের বাধ্যবাধকতা দায়ের আকারে আছে

১. এই ক্ষেত্রগুলি দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—

(ক) উত্তরাধিকার দ্বারা দায়ের প্রতিবিধান।

(খ) অংশ দ্বারা দায়ের প্রতিবিধান।

(ক) উত্তরাধিকার দ্বারা দায়ের প্রতিবিধান

(১) এই ঘটনা উদ্ভূত হয় যেখানে একজন অধমর্ণ দায়ের ব্যাপারে লক্ষ্য না রেখেই উইলে উত্তরাধিকার রূপে অর্থ দান করে একজন উত্তমর্ণকে। প্রশ্ন হল : উত্তরাধিকারটিকে কি দায়ের প্রতিবিধানকারী রূপে ধরা হবে অথবা উত্তমর্ণ কি উত্তরাধিকার এবং দায়টিতেও অধিকারী?

(২) বিধান— উত্তরাধিকারটিকে দায়ের প্রতিবিধানকারী হিসাবে ধরা হবে।

(৩) বিধানটির সীমাবদ্ধতা—বিধানটি নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে প্রযোজ্য নয়—

(ক) যেখানে উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ সম্পত্তি দায়ের চেয়ে কম অর্থের প্রতিবিধান হয় ন। এমনকী pro-tanto হলেও।

(খ) যেখানে উত্তরাধিকার অনিশ্চিতের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

(গ) যেখানে উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ সম্পত্তি হল এক অনিশ্চিত পরিমাণ অর্থের—যথা, অবশিষ্ট অংশ (দেনা পাওনা মেটানোর পর)।

(ঘ) সেখানে উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ অর্থের প্রদানের নির্দিষ্ট সময় যে তারিখ থেকে দায়টি বকেয়া তার থেকে পৃথক অর্থাৎ এক-ইভাবে সুবিধাজনক উত্তমর্নের কাছে।

(ঙ) যেখানে উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ সম্পত্তির বিষয়বস্তু দায় থেকে পৃথক হয়, যেমন জমি।

২. **অংশ দ্বারা দায়ের প্রতিবিধান**

(১) এই রকম ঘটনা উদ্ভূত হয় যেখানে পিতা শিশুর কাছে দায়বদ্ধ হয় এবং তারপর তার জীবদ্দশায় একটি অংশ তাকে অগ্রিম দেয়।

প্রশ্ন হল : শিশুটি কি উভয়-ই দায় এবং অংশ দাবি করতে পারে? অথবা দায়টি কি অংশদ্বারা প্রতিবিধান হয়?
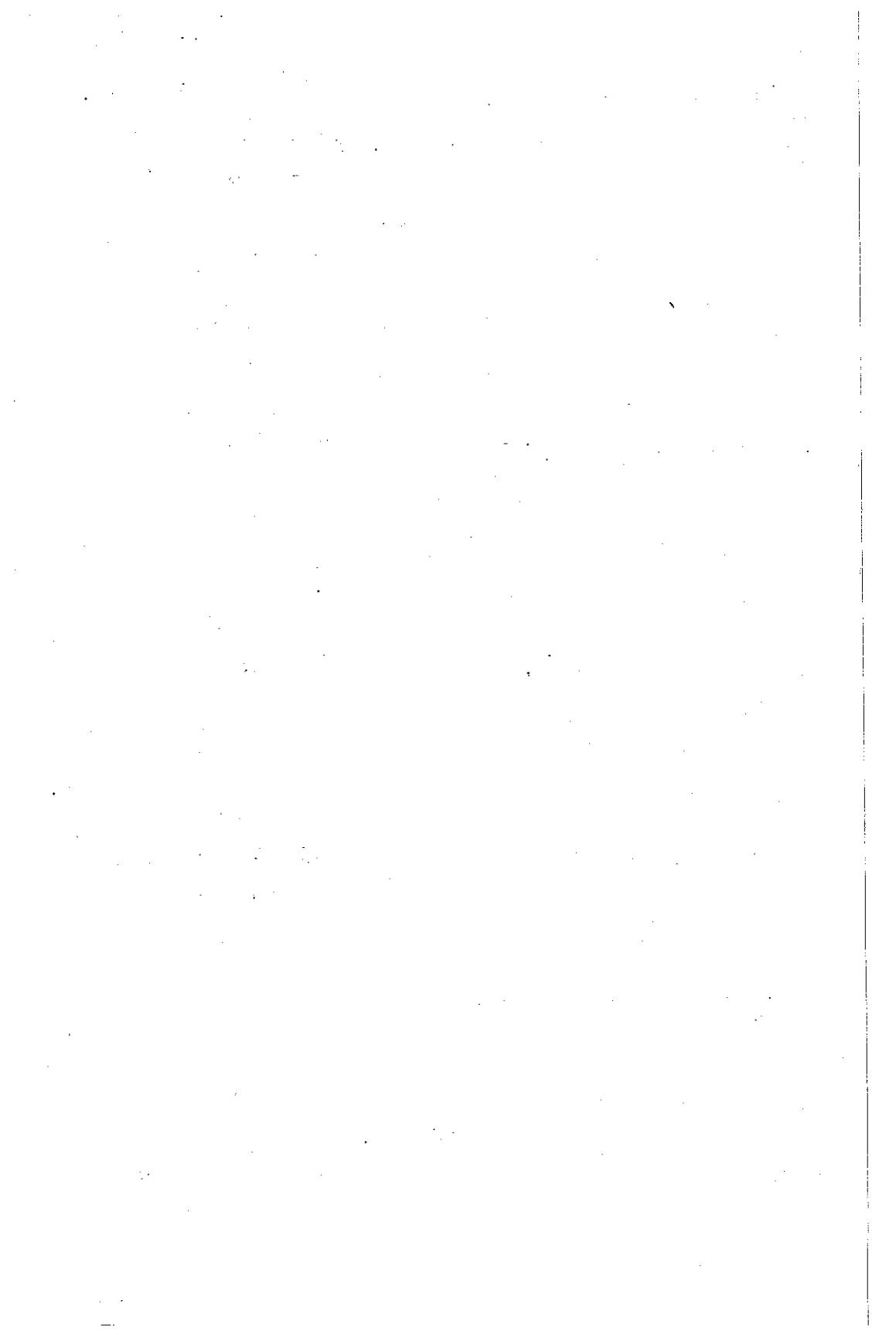
(২) বিধান—দায়টির প্রতিবিধান অংশদ্বারা হয়।

(৩) বিধানটির ক্ষেত্রে এক-ই সীমাবদ্ধতা আছে।

৫. পূর্ণসংসাধন এবং প্রতিবিধানের মধ্যে পার্থক্য

(আর মন্তব্য পাওয়া যায় নি—সম্পাদক)

□ □ □
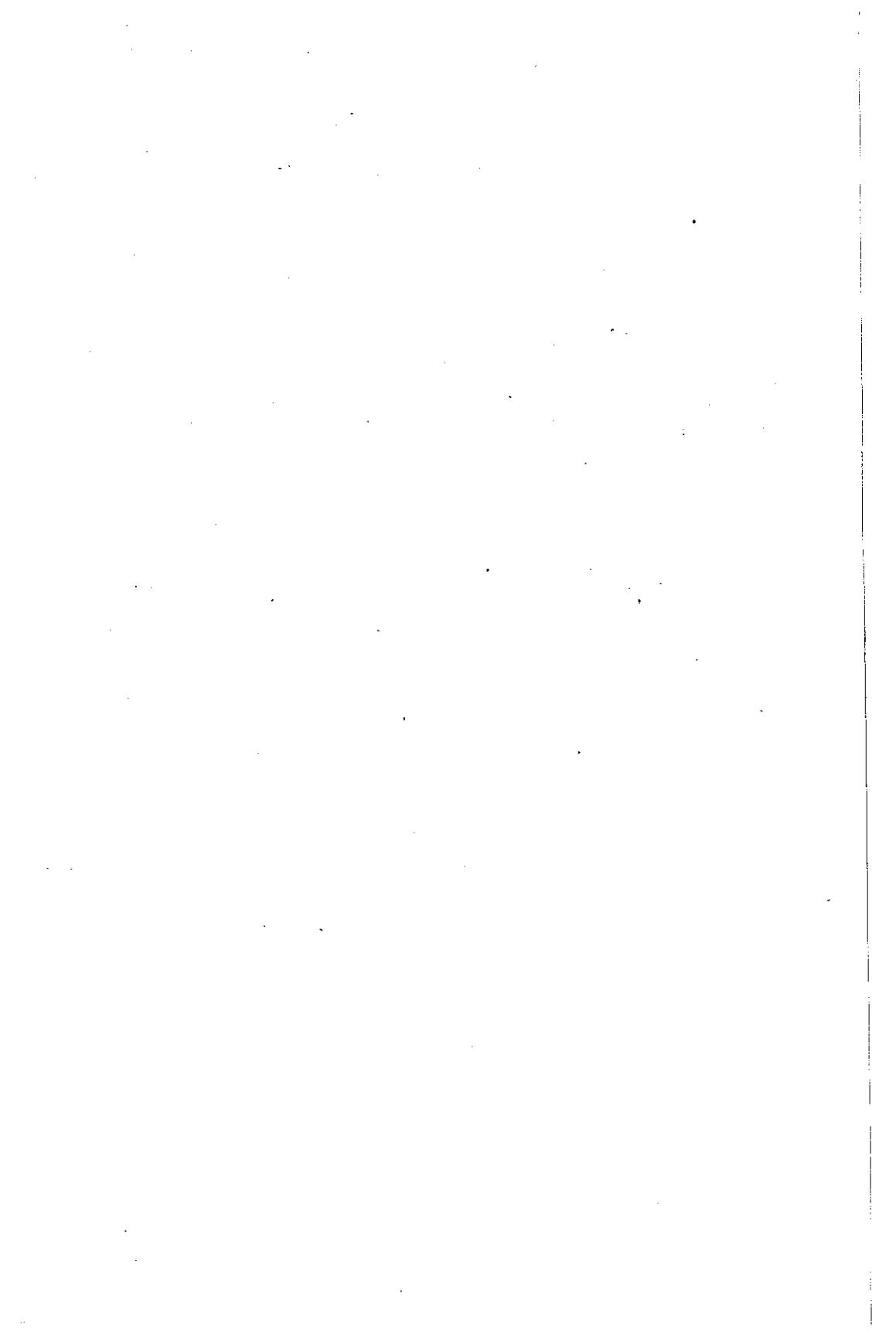
আম্বেদকর রচনা-সম্ভার : চতুর্বিংশতি খণ্ড

অনুবাদে

- **মহুয়া ভট্টাচার্য** : প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। দূরদর্শন ও আকাশবাণীতে বহু অনুষ্ঠান প্রযোজনা করেছেন।

- **স্বপন রায়চৌধুরি** : প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে। দূরদর্শনের অনুষ্ঠান পরিচালনায় বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

- **অতীন্দ্রমোহন ঘোষ** : কলকাতা প্রধান ন্যায়ালয়ের সঙ্গে যুক্ত অনুবাদক এবং অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ আধিকারিক ; প্রাবন্ধিক অনুবাদক এবং আইনজীবী।

- **শর্মিষ্ঠা সরকার** : একটি পর্যটন দফতরের সঙ্গে যুক্ত; প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক।

- **ড. সন্দীপ দাঁ** : প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। কলকাতার একটি বিখ্যাত কলেজের সান্ধ্য বিভাগের উপাধ্যক্ষ

অনুমোদনে

- আশিস সান্যাল : কবি, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, শিশু-সাহিত্যিক ও অনুবাদক। বহু গ্রন্থ রচয়িতা। বহু সম্মানে সম্মানিত এবং বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন।

নির্ঘণ্ট